কাঞ্চনময়ী

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

তৃতীয় মুদ্রণ
ডিসেম্বর ১৯৬২

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশি
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মু

॥ এক ॥

অন্যান্য দিনের মতো আজও একবার চৌরঙ্গীর ভিজে-ভিজে প্রথম অন্ধকারে —ভিজে-ভিজে কারণ ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে অনেকক্ষণ, হয়তো শিগগির থামবে না, কখন থামবে কে জানে, পঙ্কজের মনে হয়—তার যাবার একটা জায়গাও নেই।

একটা জায়গা থাকলে, এখান থেকে যেমন করে হোক, এই ঝিরঝির বৃষ্টিতে পঙ্কজ ঠিক পৌঁছে যেত সেখানে। মাঝে মাঝে খালি ট্যাক্সি হুস হুস করে বেরিয়ে যায়। ঝরঝর করে বাস্ এসে দাঁড়ায়। এখান থেকেই দেখা যায় দূরে, রাস্তার ওপারে ট্রামের আলো। ঢং ঢং ঘণ্টা বাজে। ভিড়ে ভিড়। ট্রাম দাঁড়ায় না। জোরে যায়—খুব জোরে। এখন এখানে অনেক লোক। পঙ্কজ বৃষ্টির জন্যে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখানে ঠেলাঠেলি করে তারও আগে জমা হয়েছে আরও অনেক লোক।

একবার পিছন ফিরে দেখে পঙ্কজ। এটা একটা কাপড়ের দোকান। হ্যাঙ্গারে ঝোলানো অনেক স্যুট। আলমারির মধ্যে অনেক দামী দামী স্যুটের কাপড়। কয়েকটা ছবি। নতুন কাপড়ের গন্ধ নাকে এসে লাগে।

আর মানুষ। অনেক মানুষ। কিন্তু আর একজন, সে পঙ্কজের সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে, একবার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নেয় পঙ্কজ, এখানে থেমে পড়ার জন্যে বোধহয় তারই বিরক্তি সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে। এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকার যেন কোনই ইচ্ছে নেই ওর।

একটি মুখের ওপর, পঙ্কজের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই দেহের ওপর, এপাশে-ওপাশে অনেক মানুষের দিকে তাকিয়ে সহজেই সে বুঝে নেয়, অনেক চোখের কৌতূহল উপচে পড়ছে। আর একটা কথা, হয়তো পঙ্কজের চোখে কৌতূহলের কোন আমেজ নেই বলেই ওর মনে হয়, এই কাপড়ের দোকানে বৃষ্টির ছুতোয় ভিড় করা অনেক মানুষ বাস্ কিংবা খালি ট্যাক্সিতে এখান থেকে চলে যেতে পারলেও যেন পঙ্কজের সব চেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মাত্র টি মানুষের আকর্ষণেই যেতে পারছে না।

পঙ্কজ হঠাৎ একবার এক মুহূর্তের জন্যেই তার পাশের মানুষটির দিকে

তাকায়। তাকায় কৌশলে, ভয়ে ভয়ে, সাবধানে। যেন ও বুঝতে না পারে বুঝতে না পারে সে তার শাড়ির খসখসানিতে, দেহের সুগন্ধে, চোখের পাে টানা সুর্মায় একটা অস্পষ্ট ভাসাভাসা আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে পঙ্কজ দেখছে তাকে —সে দেখছে আর পাঁচজনের মতোই।

চোখ ফিরিয়ে নেয় পঙ্কজ। একটা বাস্ এসে দাঁড়ায়। পেট্রলের কড়া গন্ধ। এঞ্জিনের গম গম আওয়াজ। রাস্তায় হঠাৎ একটা চঞ্চলতা জাগে। যত লোক নামে বাস থেকে, ঠেলাঠেলি মারামারি চিৎকার করে ওঠে তার চেয়ে অনেক বেশী। দেখতে দেখতে হাত দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে পঙ্কজের। শরীরটা নড়ে ওঠে। এখান থেকে বেরিয়ে এসে এক লাফে বাসে গিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। ওর মনে হয়, এই ভিড়েও ইচ্ছে করলেই ও ঠিক নিজের জায়গা করে নিতে পারবে ওই বাসে। কিন্তু ঠিক তখন আর একবার মনে হয় পঙ্কজের, তার যাবার একটা জায়গাও নেই। না নেই।

হাত দুটো আবার শিথিল হয়ে যায় পঙ্কজের। ভিড় ঠেলে বাসে ওঠার উত্তেজনাও নিভে যায় মনের মধ্যে। আর, একটু ইতস্ততঃ করে ও আর একবার তাকায় সেই মেয়েটির দিকে। সাদা শাড়ি। গায়ে মিষ্টি গন্ধ। হাতে এক গোছা ফুল। আরও স্পষ্ট করে দেখে পঙ্কজ, গলায় তার একটা হার। কানে সাদা পাথর বসানো দুল। একটা ছোট ঘড়িও আছে হাতে। একবার, আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে পঙ্কজের মনে হয়, ওই ছোট ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ শোনা যায় না?

সব গোলমাল থামবে কখন? এখান থেকে কখন একে একে বেরিয়ে যাবে সব লোক? জল ধরে যাবে। আর যে মেয়েটি পঙ্কজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সবচেয়ে শেষে সে আস্তে আস্তে পা বাড়াবে বাইরে। ইতস্তত করবে। এদিকে-ওদিকে তাকাবে। আর হয়তো তখন একটাও খালি ট্যাক্সি হুস হুস করে যাবে না চোখের সামনে দিয়ে। ধুঁকতে-ধুঁকতে বাস্ এসে দাঁড়াবে এখানে। কিন্তু অত মানুষের ভিড়ে এই মেয়েটি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতের ছোট ঘড়িটা দেখবে বার বার। ভয় পাবে। অন্ধকারের ভয়। শহরের এই হৃৎপিণ্ডে রাতের অন্ধকারের একা একা দাঁড়িয়ে থাকার ভয়।

আর তখন, এই ভিড়ে, ধোঁয়া আর আলোয়, টিপ টিপ বৃষ্টিতে পঙ্ক সিগ্রেটে দু-একটা টান দিয়ে দূরে রাস্তার ওপারে ট্রামের লাল আলো দেখ দেখতে একবার ভেবে নেয়, আর ভাবতে-ভাবতে একটা আনন্দের ক পায়—ও এগিয়ে যাবে মেয়েটির কাছে। আর কেউ কাছাকাছি

বলেই পিছন থেকে আস্তে, খুব আস্তে, যত আস্তে হয় জিজ্ঞেস করবে, "কোথায় যাবেন ?"

চৌরঙ্গীর ভিজে-ভিজে নির্জন অন্ধকারে, পঙ্কজের চোখের সামনে মেয়েটির চমকে ওঠার দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তখন সে মাথা তুলে দেখবে তাকে। কী উত্তর দেবে ? হঠাৎ বুঝতে পারে না পঙ্কজ। এখন আর একবার ও মেয়েটিকে দেখে নেয়। ভীরু। অসহিষ্ণু। বার বার বাইরে তাকায়। একটা গোলাপ যেন দুলে ওঠে।

পঙ্কজের প্রশ্ন শুনে চঞ্চল হবে মেয়েটি। বিরক্ত হবে। কিছু পরে বলে উঠবে "কেন ?" কিংবা কোন উত্তর না দিয়ে বাসের অপেক্ষা করবে। রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে যাবে ট্রাম লাইনের কাছে। আকাশ দেখবে। মানুস দেখবে। আর তখন আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে যাবে পঙ্কজ। আবার একটা ঠাণ্ডা লম্বা নিশ্বাস বার হবে ওর বুক ঠেলে, ওর যাবার একটা জায়গাও নেই।

আজ টিপ টিপ জলঝরা অন্ধকারে, মাঝে মাঝে গাড়ি আর বাসের বিদ্যুৎ চমকে, হর্নের তীক্ষ্ণ শব্দে একাকীত্বের একটা হিমস্পর্শে বার বার মনে হয় পঙ্কজের, এখন এখানে যত মানুষ জমা হয়েছে তাদের ভাবনা ভাবছে কেউ না কেউ কিংবা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট হচ্ছে বলে তারা বার বার অভিশাপ দিচ্ছে বর্ষাকে। বৃষ্টি থামবে কখন ! একমাত্র পঙ্কজের ভাল লাগছে এই অল্প-অল্প বৃষ্টি আর রাস্তার দমকা চঞ্চলতা। তার ভাল লাগছে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সময় কাটাতে। আরও জোরে বৃষ্টি আসুক। আরও লোক এসে আশ্রয় নিক এখানে। মেয়েটি তার আরও কাছে সরে আসুক। দাঁড়িয়ে থাক—অনেকক্ষণ।

প্রথম প্রশ্ন পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে যেন হঠাৎ মেয়েটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, "আঃ, বৃষ্টি থামবে কখন ?"

তাড়াতাড়ি মুখ থেকে সিগ্রেট নামিয়ে নেয় পঙ্কজ। অন্য দিকে ফিরে ধোঁয়া ছাড়ে। আর অনেকক্ষণ পর, হয়তো মেয়েটি এতক্ষণে কী বলেছিল কটু আগে তা ভুলে গেছে, পঙ্কজ থেমে থেমে বলে, "বৃষ্টি থামবে না।"

"থামবে না ?"

"মনে হয় না", অন্য দিকে তাকিয়ে যেন আপন মনেই পঙ্কজ বলে "আর যখন থামবে তখন ট্রাম বন্ধ হয়ে যাবে, বাস্ চলবে না, আর একটি লোকও থাকবে না—"

হয়তো আরও কিছু বলত পঙ্কজ কিন্তু মেয়েটি হেসে ওঠে খিলখিল করে, যেন তার আরও কাছে সরে এসে বলে, "ভয় দেখাচ্ছেন? আমার কোন ভয় নেই।"

এবার পঙ্কজ ওর দিকে তাকায়। অল্প হাসে কি না হাসে বোঝা যায় না। সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে বলে, "বৃষ্টি থামবে না।"

"তাহলে সারা রাত আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

"না।"

"কী করবেন?"

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পা ব্যথা হয়ে যাবে তখন পাশের রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসব—"

"তারপর?"

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে অনেকক্ষণ দেখে পঙ্কজ। কালো, ঘন কালো চুল। ফর্সা রঙ। হাসি হাসি মুখ। ও এত সহজ স্বরে তার সঙ্গে কথা বলতে পারে কেমন করে। কিন্তু আর সকলের কথা যেন বন্ধ হয়ে গেছে এখানে। পঙ্কজ দেখে না কিন্তু বুঝতে পারে অনেক কৌতূহলী চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে।

থাক। দেখুক ওকে। দেখুক ওদের। ভাসতে ভাসতে যেন একটা অপাংক্তেয় জীবের মতো ওরই সংসারের প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকে বিদ্রূপের আর তাচ্ছিল্যের তীর খেতে খেতে এখন এমন এক জায়গায় পৌঁছে গেছে পঙ্কজ যে মাঝে মাঝে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার একটা তীব্র ইচ্ছায় ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটা অসম্ভব কিছু করার দুর্বার বাসনা ওর শিরায়-শিরায় যেন আগুন ধরিয়ে দেয়।

এক একবার, ওর সংসারের জাঁকজমকে যখন কোন অংশ গ্রহণ করার অধিকার ওকে দেওয়া হয় না আর ওর কথা ভেবে মা বাবা আর বোনদের চোখে অদ্ভুত করুণার রেখা ফুটে ওঠে তখন নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাড়ির দেয়াল ভেঙে ছুটে বেরিয়ে যেতে চায় পঙ্কজ—নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সে সব কথা ভাববার সময় এখন নয়।

মেয়েটির কথার উত্তর দিয়ে দেয় পঙ্কজ, "তারপর? বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটব—"

"কোথায় যাবেন?"

"বাড়ি।"

"আর, আমি কী করব বলতে পারেন?"

"কী করতে চান ?"

"এখান থেকে চলে যেতে চাই।"

"কোথায় ?"

"একটা জায়গা আমারও আছে নিশ্চয়ই—"

ওর কথা শেষ হবার আগেই পঙ্কজ বলে ওঠে, "কিন্তু কেমন করে যাবেন ?"

"সে কথাই তো ভাবছি।"

বাইরে তাকিয়ে মনে হয় বৃষ্টি একটু কমেছে। কিছু কিছু লোক বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। হঠাৎ পঙ্কজেরও আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না এখানে। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেও যেন নিভে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে পঙ্কজ ? কার কাছে যাবে ?

এই ভিড়ে মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে তার মনে হয় এখন কিংবা আরও পরে, অনেক পরে, বৃষ্টি যদি না থামে তখন আর পঙ্কজ ভিজে ভিজে বাড়ি যায়— কিংবা তার আরও একটা কথা মনে হয়, যদি সে বাড়ি না ফেরে, দারোয়ান রাত এগারোটার পর গেটে তালা দিয়ে দেবে ঠিক। মা ঘুমবে। বাবাও ঘুমবে। হয়তো তখন ফিরে এসেছে নন্দিনী—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রীম ঘষছে। আর মাঝে মাঝে হয়তো বাইরে তাকাচ্ছে কাবেরী—পঙ্কজের দেরি দেখে অল্প অল্প ভাবছেও। কিন্তু ওদের কারুর কথাই পঙ্কজ এখন আর ভাবতে চায় না।

আর একটা খালি ট্যাক্সি গেল। ইচ্ছে করলেই নিজের জন্যে না হোক, মেয়েটির জন্যে পঙ্কজ ডাকতে পারত কিন্তু ডাকল না। আর কিছুক্ষণ যাক। এখান থেকে একটি একটি করে বেরিয়ে যাক আর সব মানুষ আর, যেমন ভেবে রেখেছে পঙ্কজ—মেয়েটি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াক—এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ি যাবার ব্যর্থ চেষ্টায় মুখ তুলে তাকাক চারপাশে।

কিন্তু এসব কথা ভাবতে ভাবতে, যখন সিগ্রেটের ধোঁয়ায় হঠাৎ চোখে জল আসে পঙ্কজের তখন যেন চুপচাপ এক-পা এক-পা করে ও গিয়ে পড়তে চায় রাস্তায়। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা, মেয়েটির গায়ের মিষ্টি গন্ধ, হাসির আভাস, ওর ঠোঁটের রঙ—কিছুই তার ভাল লাগে না—কিছুই না।

দূরে সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলে দেয় পঙ্কজ। মুখ বাড়িয়ে রাস্তা দেখে। এবার ওকে চলে যেতে হবে এখান থেকে—যেতে হবেই। আর কথায় কাজ নেই। আর কৌতূহলের দরকার নেই। মনে মনে একটা দৈন্য অনুভব করে পঙ্কজ। আবার আঘাত লাগবে ওর। যে-প্রাসাদ, হঠাৎ একটা বিশ্বাস স্থির হয়ে ফুটে ওঠে, আপনি মাথা তুলতে চায় পঙ্কজের মনে, যেন এখন, আর একটু পরে,

মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটা বড়, খুব বড় মর্মর প্রাসাদ গড়ে উঠবে আর তারপর তা ভেঙে যাবে, গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে—তখন আবার নতুন করে পঙ্কজের মনে হবে, তার কেউ নেই, তার যাবার কোন জায়গা নেই।

আস্তে আস্তে সরে যায় পঙ্কজ। মেয়েটির দিকে আর তাকায় না। এখানে আরও অনেক মানুষ আছে। তাদের কারুর সঙ্গে কথা বলুক ও। কখন বৃষ্টি থামবে আর ও কেমন করে বাড়ি পৌঁছবে—সে ভাবনা ভাবুক। পঙ্কজ ওর দিকে তাকাবে না আর।

কিন্তু আশ্চর্য, এখানে এত মানুষ থাকলেও মেয়েটি সরে আসে তারই কাছে, "কটা বেজেছে এখন?"

পঙ্কজ বলে, "আপনার হাতে তো ঘড়ি আছে—"

"ও, দেখুন," মেয়েটি ঘড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলে, "ঘড়িটা এত ছোট—এর কথা আমার মনেও থাকে না—"

পঙ্কজের হাতে ঘড়ি নেই। এবার হেসে ও জিজ্ঞেস করে, "কটা বেজেছে?"

একটু আগে দেখল, কিন্তু যেন সময় জানবার কোন দরকার ছিল না মেয়েটির, তা না হলে আবার কেন নিজের ছোট ঘড়ি দেখে ও পঙ্কজকে বলবে "সাতটা দশ।"

যেন সময় জেনে নিশ্চিন্ত হয় পঙ্কজ—যেন এখনও অনেক সময় আছে, আরও অনেকক্ষণ ও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

আস্তে পঙ্কজ বলে, "মোটে?"

"কিন্তু," মেয়েটির স্বর অন্তরঙ্গ শোনায়, "এবার একটা ট্যাক্সি পেতেই হবে আমাকে," ও যেন চঞ্চল হয়—ব্যাকুল হয় এখান থেকে চলে যাবার জন্যে। কয়েক পা এগিয়ে যায়।

আর পঙ্কজও যায় তার পেছন পেছন, "কোথায় যাচ্ছেন?"

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসে, "বাড়ি?"

"কিন্তু কোথায়?"

একটু ইতস্তত করে মেয়েটি। হঠাৎ পঙ্কজের কথার উত্তর দিতে পারে না। অনেক পরে আস্তে, খুব আস্তে, একবার চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে বলে, "অনেক দূর, শ্যামবাজারের কাছাকাছি।"

পঙ্কজ বলে, "ট্যাক্সি পাবেন না। আর ট্রাম-বাস্ ধরতে গেলে রাস্তা পার হতে হবে, ভিজে যাবেন—"

"কিন্তু আমাকে যেতে হবে, ভিজে-ভিজেও—"

"যেতে পারবেন না, যেতে না পারলে কী করবেন ?"

মেয়েটি হেসে বলে, "এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করব না," পঙ্কজের মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলে, "আমার সময় বড় কম।"

"যাবেন না," বেশ জোরে কথা বলে পঙ্কজ, "যেতে পারবেন না—একেবারে ভিজে যাবেন, আবার আপনাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে—"

"কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কী, এখানে তো অনেকক্ষণ দাঁড়ালাম।" মেয়েটি আবার হঠাৎ হেসে ফেলে, "জানেন, আমারও পা ব্যথা হয়—"

পঙ্কজ একটা সুপ্ত বৃত্তির খোঁচায় হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে বলে ওঠে, "একটু বসে যাবেন ?"

"কোথায় ?"

"পাশের রেস্তোরাঁয়।"

"কিন্তু তাহলে কি বৃষ্টি থামবে ?" মেয়েটির হাসি-হাসি মুখ কী তীক্ষ্ণ মনে হয় পঙ্কজের !

পঙ্কজ বলে, কোনদিকে না তাকিয়ে দৃঢ়স্বরেই বলে, "থামবেই—থামবেই।"

"ঠিক ?"

"হ্যাঁ ঠিক।"

মেয়েটি রাস্তায় নামে। পেছনে পেছনে পঙ্কজও। রাস্তায় নেমে মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, "কোন্ দিকে ?"

"এই যে।"

ওরা দুজন আস্তে আস্তে রেস্তোরাঁয় ঢোকে। আর আশ্চর্য, ঠিক সেই মুহূর্তে বৃষ্টিও থেমে যায়। কিন্তু তখন বাইরে তাকিয়ে দেখে না কেউ।

পঙ্কজের সঙ্গে আরো অনেক মানুষের সামনে রেস্তোরাঁয় ঢুকে প্রথম প্রথম চম্পা থমকে গেল। ভয়ে ভয়ে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার মনে হল, আজ এমন সময় এখানে না এলেই হত। তার চেয়ে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পঙ্কজের সঙ্গে আর একটু অন্তরঙ্গ হয়ে এক সময়, ভিড় আরো কমে গেলে তাকে সোজা তার সঙ্গে নিয়ে গেলেই হত।

মানুষ চিনতে দেরি হয় না চম্পার। এতদিনের অভিজ্ঞতায় সে এক হালকা দৃষ্টিতেই বুঝে নেয় কোন্ মানুষ কেমন। তার ভয় থাকলে, সন্দেহ থাকলে সে একেবারে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে এখানে আসত না। আর আজ বর্ষার

ঝাপটায় আটকে পড়ে পঙ্কজের সঙ্গে সে বিনা উদ্দেশ্যে আসে নি এখানে। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যেই তার কথায় সে এই রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকেছে। আর হঠাৎ একটা খালি কেবিন পেয়ে যেন বেঁচে গেছে। এখন বাইরের কেউ তাকে আর দেখবে না।

এখন, কথায়-কথায় পঙ্কজের সঙ্গে সম্পর্ক পাকা হবার আগে বাইরের লোককে চম্পার বড় ভয়। হয়তো যারা আছে এখন, যারা দেখছে ওদের দুজনকে একসঙ্গে এখানে ঢোকবার সময় তাদের মধ্যে কেউ-কেউ চম্পাকে চেনে। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো পঙ্কজেরও চেনা। চিনুক। হোক চেনা মানুষ। কিন্তু এখন কোন দলেরই কেউ যেন ওদের সামনে এসে না দাঁড়ায়।

আরও পরে, অনেক পরে, তার সামনে বসে থাকা একটা সহজ মানুষকে সাজানো অদ্ভুত কথায় আর তার চোখের মদির দৃষ্টিতে যখন সে পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলবে, যখন তার কাছে যাওয়ার তাকে উপভোগ করবার একটা তীব্র নেশায় পঙ্কজ ছটফট করবে, যখন তাকে হারাবার—অন্তত আজ রাতের জন্যে হারাবার আর ভয় থাকবে না চম্পার তখন যার খুশি সে আসুক—তখন চম্পার মনে আশঙ্কার একটা রেখাও চমকে উঠবে না। চম্পা তাকায় পঙ্কজের দিকে।

পঙ্কজ চম্পাকে দেখছে। এখনও বয় আসে নি খাবারের অর্ডার নিতে। রেস্তোরাঁয় অনেকের ভিড়। টুকরো হাসি আলোচনা আর অনেক মানুষের গলার জোর আওয়াজ ভেসে আসছে। কথা বলতে ইচ্ছে করে পঙ্কজের। কিন্তু এখানে বসে হঠাৎ ওর বুকের ভেতরটা ঝিমঝিম করে। ভয়ে নয়, একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায়। আনন্দের এক-একটা ঢেউ, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাঙা-ভাঙা ঠাণ্ডা—কেন ঠাণ্ডা কে জানে, পঙ্কজকে এই অচেনা অপরূপ মেয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না। আর মনে মনে ও অস্থির হয়ে ওঠে।

পঙ্কজ অস্থির হয়ে ওঠে এক বন্য ক্ষিপ্ত বাসনায়। এতদিন ওর ঘরের আর বাইরের তাচ্ছিল্য আর অবহেলা ওর যৌবনের সবচেয়ে সজাগ বৃত্তিকে যেন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। পঙ্কজ মাথা তুলে ওর বোনদের মতো, ওর মা-বাবার মতো, ওর বন্ধুদের মতো তাকাতে পারে নি সুন্দরের দিকে, পৃথিবীর দিকে। ওর যৌবন জীবন আর মনুষ্যত্ব একের পর এক আঘাত খেয়ে-খেয়ে, আঘাতটা ওর বাড়ির লোকের কাছ থেকেই এসেছিল সবচেয়ে বেশি, ওর বুদ্ধি যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ওর অল্প বিদ্যা, সামান্য চাকরি—ওর বাড়ির লোক, মা-বাবা ভাই

বোন বরাবর একটা কথাই বুঝিয়েছে পঙ্কজকে যে ও কিছু নয়। তাই আজ চম্পার সামনে বসে প্রথম-প্রথম ভয় পায় পঙ্কজ। ওর মনে হয়, আর অল্প পরে যখন শেষ হবে রেস্তোরাঁর পালা তখন এই অপরূপ শরীর, এই চোখ মুখ, মিষ্টি স্বর হারিয়ে যাবে। পঙ্কজের আবিষ্কার স্থির বিস্ময়ের মতো কারুর কাছে, বিশেষ করে ওর বাড়ির কারুর কাছে ফুটে উঠবে না।

এই ভাবনায় সময়-সময় হঠাৎ, ভয়ের সঙ্গে একটা অহঙ্কার যার স্বাদ আর কখনও পায় নি পঙ্কজ—ওর মনে দানা বাঁধতে থাকে। তারপর দেখতে-দেখতে, পঙ্কজ বুঝতে পারে না হঠাৎ কখন নিস্তরঙ্গ সরোবরে একটা লাল পদ্মের মতো সেই অহঙ্কার যেন কাঁপতে থাকে পঙ্কজের চোখের তারায়!

এবার পর্দা সরিয়ে ও একবার তাকায়। এখনও বয় আসছে না। না আসুক, যত দেরি করে আসে ততই ভাল। এখানে অনেকক্ষণ পঙ্কজ বসে থাকতে চায়—ও দেখতে চায় চম্পাকে। আর তাকে দেখবার জন্যেই ইচ্ছে না থাকলেও পর্দা সরিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে সে বয়কে খোঁজবার ভান করে। কিন্তু কাউকে ডাকে না। অল্প পরেই আবার চম্পার দিকে তাকায়।

"দেখছেন, কেউ এখানে আসছে না—"

চম্পা হাসি-হাসি মুখে পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে বলে, "এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

"আপনার জন্যে?"

"আমার কোন তাড়া নেই।"

পঙ্কজ হেসে বলে, "আমারও নেই।"

"তবে বয় আসুক যখন খুশি, ওকে ডাকবেন না। সকলের সব কাজ শেষ করে ও এখানে আসুক।"

প্যাকেট থেকে একটা সিগ্রেট বের করে দেশলাই-এর বাক্সর ওপর টকটক করে ঠোকে পঙ্কজ, "আপনিই তো বৃষ্টি দেখে ভয় পাচ্ছিলেন—বিরক্ত হচ্ছিলেন—"

পঙ্কজের কথা শেষ হবার আগেই চম্পা বলে ওঠে, "তখন আপনি ছিলেন না—", সে মুখ নামায় না। কথাও শেষ করে না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পঙ্কজের দিকে। একটা সহজ লোককে এখানে বসে থাকতে-থাকতে খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই একেবারে আয়ত্তের মধ্যে আনতে চায়। আর হয়তো অকারণে সময় নষ্ট করবার জন্যে মাঝে মাঝে বিরক্তও হয়।

শেষ অবধি কী হবে। যদি পঙ্কজ তার ইঙ্গিত না বোঝে তখন। চেহারা

দেখে মনে হয় লোকটা ভাল, খুব ভাল—এত ভাল যে হঠাৎ চম্পার ভয় হয়, এখান থেকে বেরিয়ে ও সোজা বাড়ি চলে যাবে। চম্পার ইঙ্গিত বুঝলে, ওর পরিচয় পেলে ওর জলজলে মুখটা বিবর্ণ হয়ে যাবে। ও ভয় পাবে। ফিরেও তাকাবে না চম্পার দিকে। ওর সন্ধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে। একটি পয়সাও হাতে আসবে না। শুধু অনেক পরে, রাত এগারোটায় টলতে-টলতে ঘোষ সাহেব আসবে—ভোর বেলা চলে যাবে। ঘোষসাহেব চম্পাকে সারা মাসের টাকা পয়লা তারিখেই দিয়ে রাখে।

চম্পা বোকা নয়। বোকা নয় আশার মতো, জয়ার মতো, গীতার মতো। যারা একটি মানুষের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে রাতারাতি ব্যবসা গুটিয়েছে—যারা ভালবেসে বিয়ে করে শেষ অবধি খাঁচায় গিয়ে ঢুকেছে। ওদের এখন একবার দেখতে চায়। জানতে চায়, ওরা কী পেয়েছে।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে স্নেহের কথাও মনে পড়ে যায় চম্পার। মেয়েটা—বোকা মেয়েটা একটা ধূর্ত মানুষকে ভালবাসে, তার আশায় বসে থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে মরেই গেল। লোকটা ঠকালো স্নেহকে, ওর বাজার খারাপ করে দিল। ভালবাসার ভান করে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেও কোন মানুষ ঘরে আনতে পারল না স্নেহ—চেষ্টাও করল না। মাসির কাছ থেকে কড়া ধমক খেয়ে-খেয়ে কঠিন অসুখে পড়ল একদিন। তারপর মরেই গেল।

এখানে বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ ভয় পায় চম্পা। পঙ্কজের চেহারাটা ভয়ঙ্কর মনে হয়। এ মানুষটার সঙ্গে কেন সে এল এখানে। এমন করে চা খেয়ে, গল্প করে নষ্ট করবার মতো সময় তার আছে নাকি। এই লোকটাকে সোজা প্রশ্ন করে জেনে নিলেই তো হয়, এখান থেকে বেরিয়ে সে তার সঙ্গে যাবে কি না—তাকে টাকা দেবে কি না। রেস্তোরাঁয় এসে এতক্ষণ সময় নষ্ট করলে তার চলে না। এখনও আটটা বাজতে কিছু বাকি আছে। একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলে পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে তার ঘরে পৌঁছে যাওয়া যায়। পঙ্কজকে দেখিয়ে-দেখিয়ে নিজের ছোট ঘড়িটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে চম্পা।

পঙ্কজ হালকা ঠাট্টার আমেজ ছড়িয়ে হাসতে-হাসতে চম্পার চোখে চোখ রেখে বলে, "আমিই তো বৃষ্টি থামিয়ে দিলাম।"

আর এবার হঠাৎ বলে ওঠে চম্পা, "একটা ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না এখন?"

"এখন?" অবাক হয়ে পঙ্কজ জিজ্ঞেস করে, "আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, এখানে না এলেই বোধহয় ভাল হত," বিরক্তির ভাসা ভাসা ঝাঁজ থাকে চম্পার স্বরে—"এখান থেকে বার হতে কত দেরি হবে কে জানে।"

"না না, বেশি দেরি হবে না," বিব্রত হয়ে পর্দা সরিয়ে পঙ্কজ জোরে ডাকে "বয়!"

এতক্ষণ পরে বয় আসে। অর্ডারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে। এখন পঙ্কজ চম্পার দিকে মেনু বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী খাবেন?"

"যা হয় বলে দিন, আমি সব খাই? কিন্তু দেরি যেন না হয়—যা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি আনা যাবে তাই নিয়ে আসুক—"

বয় বাধা দিয়ে ব'লে, "অমলেট তাড়াতাড়ি হবে।"

"তাই আন।"

পঙ্কজ বলে, "দুটো অমলেট আর চা।"

কিন্তু পঙ্কজ চম্পাকে দেখতে-দেখতেই ভাবে, কী ঘটে গেল এই অল্প সময়ের মধ্যে যার জন্যে চম্পা এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। হয়তো পঙ্কজকে তার ভাল লাগে নি। কী কথা ও আশা করেছিল পঙ্কজের মুখ থেকে শুনতে পাবে? কেমন ব্যবহার করলে চম্পা এখানে বসে থাকত অনেকক্ষণ? হঠাৎ কেন তার খারাপ লাগল পঙ্কজকে? একটু আগেই তো ওর কোন আগ্রহ ছিল না বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে। এখন কী ভুল করল পঙ্কজ?

ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে পঙ্কজ সংশোধন করে নেবে। একে ছেড়ে দেবে না এখন। কিছুতেই না। চম্পাকে দেখতে-দেখতে চৌরঙ্গীর একটা ছোট রেস্তোরাঁয় বসে এই বর্ষার সন্ধ্যা অপরূপ মনে হয় পঙ্কজের। অপরূপ মনে হয় চম্পাকে। কিন্তু নিজের তৃপ্তির কথাই শুধু ভাবে না পঙ্কজ। আর একবার তার মনে হয় তার বাড়ির প্রত্যেকের কথা। এই দৃশ্য, এই রেস্তোরাঁয় আর চম্পাকে যদি তার বাড়ির প্রত্যেকে দেখতে পেত। কিংবা এমনও তো হতে পারে ভবিষ্যতে হঠাৎ কোনদিন, এই মেয়েটি, এখনও ওর নাম জানে না পঙ্কজ— তার বাড়িতে যাবে, তার খোঁজ করবে। আর তখন, এখানে বসে-বসে চম্পার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে পঙ্কজের মনে হয়, ওর মা-বাবা, নন্দিনী আর কাবেরী থমকে যাবে চম্পার চেহারা দেখে আর অবাক হবে, পঙ্কজকে খুঁজতে এসেছে শুনে।

এমন ভাবনা আজকাল প্রায়ই মাথায় আসে পঙ্কজের। কখনো-কখনো মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে চঞ্চল হয়ে উঠে। একবার কেউ, একজন মানুষ,

ঠিক এমন একটি মেয়ে আজ যে হঠাৎ এসেছে তার চোখের সামনে—তাকে মুক্তি দিক অপমান আর যন্ত্রণা থেকে।

কিন্তু কিসের যন্ত্রণা পঙ্কজের? কেউ না থাকার যন্ত্রণা—তার সামনে সে বসে আছে, এমন কেউ, ঠিক এমন কেউ যদি থাকত তার জীবনে তাহলে—পঙ্কজের মনে হয়, ওর সংসারের প্রত্যেকের কাজে হয়তো ওর একটা আলাদা মূল্য থাকত। একথা পঙ্কজের মনে হয় কারণ ওর স্বীকৃতি নেই কোথাও। বোধহয় তাই ও স্বীকৃতি চায় আর একজনের সাহায্য নিয়ে—এমন একজন যে ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ।

অনেকক্ষণ পঙ্কজকে কথা বলতে না দেখে চম্পা ফিক করে হেসে জিজ্ঞেস করে, "কী ভাবছেন?"

"ভাবছি আপনার অসুবিধা হচ্ছে—"

"হচ্ছে না, তবে—", চম্পা এবার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় পঙ্কজকে, "আমার ঘরে গিয়ে যদি বসতেন তাহলে আরও সুবিধা হত—"

পঙ্কজ জিজ্ঞেস করে, "আপনি হস্টেলে থাকেন?"

লোকটা বোকা, ভীষণ বোকা, তবু চম্পা বলে, "না। হস্টেলে থাকি না, তবে একটা ঘর আছে আমার।"

"আপনি চাকরি করেন?"

এবার মুখ নামায় চম্পা। আস্তে বলে, "করি।"

"কোথায়?"

মাথা তুলে চম্পা হেসে বলে, "বলব না।"

"কেন?"

হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না চম্পা। এমন বোকা, ভীষণ বোকা লোকটাকে তার মন্দ লাগে না। খেলাতে-খেলাতে তাকে অনেক দূর নিয়ে যেতে চায়। চম্পা নিজের একটা আঙুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনার নাম কী?"

"পঙ্কজ দত্ত। আপনার?"

"চম্পা।"

"বাঃ, বেশ নাম। কিন্তু চম্পা কী?"

একটু ইতস্তত করে চম্পা। হঠাৎ কী পদবী বলবে ঠিক করতে পারে না। তারপর আবার মুখ নামিয়ে বলে ফেলে, ঘোষ সাহেবের কথা ভেবেই বলে, "আমার নাম চম্পা ঘোষ।"

এবার বয় এসে ওদের সামনে চা আর অমলেট রেখে যায়। কিন্তু ফিরে

পেলেও এখন এসব স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে না পঙ্কজের। ওর শুধু মনে হয়, এবার শেষ হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে এই দেখা, এমন করে কথা বলা আর চম্পাকে দেখতে দেখতে যে অহঙ্কার পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে পঙ্কজের মনে তা ঝরে যাবে। আবার একটা দৈন্য, একটা অতৃপ্তি সারা দিন সারা রাত যন্ত্রণা দেবে পঙ্কজকে।

তবু পঙ্কজ বলে, "খান খান।"

"আপনিও আরম্ভ করুন," চম্পা মিষ্টি হেসে বলে।

"তারপর ?"

"কী ?"

"আপনি চলে যাবেন, আমি চলে যাব।"

কিন্তু ওর মনের কথাটা এবার পঙ্কজকে স্পষ্ট করে বলতে পারে না চম্পা—বলতে পারে না যে এই বিচ্ছেদে নাকে কাঁদবার কোন মানে নেই। বলতে পারে না, তুমি ইচ্ছে করলেই যে কোন সন্ধ্যায় সোজা আমার ঘরে গিয়ে উঠতে পার—শহরের আর পাঁচজন মানুষের মতো আমাকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পার আর যখন ঘোষ সাহেব কলকাতায় থাকে না তখন তুমি ইচ্ছে করলে সারা রাত থাকতে পার আমার ঘরে। তাহলে হাসি খুশি হবে—আরও যত্ন করবে আমাকে।

কিন্তু এত কথা বলা হয় না চম্পার—ও বলতে পারে না। স্পষ্ট করে সোজা কথাটা কেন বলতে পারে না পঙ্কজকে তা ও নিজেই বুঝতে পারে না। কাঁটা চামচের টুং টাং শব্দ করে মুখের কাছে অমলেটের টুকরো তুলে শুধু বলে, "চলে গেলেই বা কী, আপনি তো এখানেই থাকেন ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো আবার দেখা হতে পারে—"

হঠাৎ যেন পঙ্কজের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, "আবার কবে দেখা হতে পারে ?"

কী ভাবতে-ভাবতে চম্পা বলে, "যে-কোন দিন দুপুরে—"

"দুপুরে ?"

"হ্যাঁ, অন্য সময় আমার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। কেন ?" চম্পা হেসে বলে, "আপনি, বুঝি নিজের অফিসের কথা ভাবছেন ?"

"না না, শনিবার তো দুপুরেই অফিস ছুটি হয়ে যায়। শনিবার দুপুরে আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে ?"

যেন চাপা স্বরে কথা বলে চম্পা, "হবে।"

"কোথায় ?"

"ধরুন, এখানেই ?"

পঙ্কজ নিশ্চিন্ত হয়ে বলে, "হ্যাঁ, এখানেই—শনিবার।"

এখানে বসে-বসে অমলেটের টুকরো চামচ দিয়ে নাড়তে-নাড়তে, গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটা মিথ্যা আশ্বাস পঙ্কজকে, তার সামনে বসে থাকা এই বোকা লোকটাকে দিয়ে দেয় চম্পা! আর আশ্বাস দিয়ে মনের মধ্যে ও একটা অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ পায়—প্রতারণার কড়া স্বাদ। না, এখানে আর কোনদিনও আসবে না চম্পা—আসতে পারবে না। এখানে, এত দূরে, বিনা স্বার্থে শুধু চা আর অমলেট খাবার জন্যে আসবার কোন ইচ্ছে নেই চম্পার। ওর আর একবার মনে হয়, তার অত সময় নেই।

তবু চম্পা যেন অদ্ভুত হাসি হেসে বলে, "ভুলবেন না তো ?"

বেশ জোরে কথা বলে পঙ্কজ, "না না। কিন্তু যদি আপনি ভুলে যান ?"

"না, ভুললে আমার চলবে কেন ? এখানে আবার আসব, চা খাব, আপনার সঙ্গে গল্প করব," হেসে হেসেই বলে চম্পা, "কত ভাল লাগবে," —ও একটু থেমে ঠোঁট টিপে বলে, "সেদিন অমলেট খাব না কিন্তু—"

মাথা নেড়ে পঙ্কজও বলে, "না না—"

"আপনি মদ খান ?"

চম্পার প্রশ্ন শুনে প্রথমে চমকে ওঠে পঙ্কজ। বিমূঢ় হয়ে যায়। তারপর যেন চম্পাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে হাসতে-হাসতে বলে, "না না, আমি মদ খাই না।"

"কখনও না ?"

"চেহারা দেখে কী মনে হয় ?"

চম্পার স্বরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কাঁপে, "আপনি খুব—খুব ভাল লোক।"

চম্পার কথা মন দিয়ে শোনে পঙ্কজ। তারপর বোধহয় ওর সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় বলে, "ভাল, কিন্তু দাম তো দেয় না কেউ।"

"কিসের দাম ?"

"আমার মাঝে মাঝে দাম পেতে বড় ইচ্ছে করে। কিন্তু ওসব কথা থাক, আপনার চা শেষ হয়ে গেছে—আর কিছু খাবেন ? আর এক কাপ চা ?"

"না না," পঙ্কজকে আবার হালকা স্বরেই আশ্বাস দেয় চম্পা, "পাবেন—পাবেন। সব মানুষই একদিন না একদিন নিজের একটা দাম পায় বৈ কি।"

পঙ্কজ হেসে বলে, "দেখা যাক!" একটু পরে আর একটা নতুন সিগ্রেট ধরাতে-ধরাতে পঙ্কজ বলে, "এদিকে কোথায় এসেছিলেন?"

"নিউ মার্কেটে ব্লাউজের কাপড় কিনতে। মনের মতো পেলাম না। দেখবেন?" পঙ্কজ কিছু বলবার আগেই ব্যাগ থেকে ছোট একটা প্যাকেট বের করে, হলদে কাপড়ের টুকরো বের করে চম্পা,—"কেমন?"

"খুব সুন্দর।"

"পরলে আমাকে মানাবে?"

"খুব সুন্দর লাগবে।"

"ঠিক বলছেন?"

"ঠিক।"

সেই হলদে ব্লাউজের কাপড় প্যাকেটে মুড়ে আবার ব্যাগে ভরতে-ভরতে চম্পা বলে, "এখন ভাবছি, এই সামান্য কাজের জন্যে এত সময় নষ্ট না করলেই হত—বৃষ্টি সব মাটি করে দিল"—পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে ও বলে, "জানেন, আমি যখন বার হলাম তখন কিন্তু আকাশে মেঘের চিহ্ন ছিল না।"

পঙ্কজ এক মুখ সিগ্রেটের নীল ধোঁয়া আস্তে আস্তে ছাড়তে-ছাড়তে বলে, "কিন্তু বৃষ্টির কথা ভেবে আমার খুব ভাল লাগছে—"

"কেন?"

"বৃষ্টির জন্যেই তো আপনাকে দেখলাম!"

চম্পা হেসে বলে, "ও হো, তা বটে। তবে শনিবার বৃষ্টি না হলেও আবার তো দেখা হবে?"

"হ্যাঁ হবে, ঠিক হবে।"

একটা বিদ্রূপ আবার খেলে যায় চম্পার চোখে। ও মনে-মনে বলে, "ছাই হবে।" চায়ের কাপ সরিয়ে ব্যাগ হাতে তুলে বলে, "এবার যাই?"

"এখুনি যাবেন?"

"হ্যাঁ," উঠে দাঁড়িয়ে চম্পা বলে, "আর বসতে পারব না। আমার দেরি হয়ে যাবে।"

বয়কে ডেকে তাড়াতাড়ি বিল চুকিয়ে দেয় পঙ্কজ। চম্পার সঙ্গে রাস্তায় নামে, "আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?"

"না না," ব্যস্ত হয়ে চম্পা বলে, "একটা ট্যাক্সি শুধু ডেকে দিন—আমি একাই যেতে পারব।"

খালি ট্যাক্সি পাওয়া যায় অল্প পরেই। কিন্তু একা-একাই অকাল বর্ষার

ভিজে ভিজে অন্ধকারে ছেড়ে দিতে মন চায় না পঙ্কজের। আর একবার ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে সেও যেন মিনতি করে, "আমি যাই না আপনার সঙ্গে?"

জোরে চম্পা বলে, "না।" তারপর হেসে বলে, "আমার কোন ভাবনা নেই—একটুও ভাবনা নেই—"

"শনিবার ক'টার সময়?"

"দুটো তিনটে—কখন বলুন?"

"দুটো, আমি তারও আগে এসে বাইরে অপেক্ষা করব—"

এবার একটু বেশি হাসে চম্পা, "ঠিক।"

ট্যাক্সি চলে যায়। চম্পা দেখে, অনেক দূরে গিয়েও মুখ বাড়িয়ে দেখে পঙ্কজকে আর আপন মনেই হাসে। তখন আর একটা ট্যাক্সির আশায় পঙ্কজ তাকায় এদিক-ওদিক। আর ওর অহঙ্কার ওর মুখের উপর উজ্জ্বল একটা ছায়া ফেলে। পঙ্কজ তা দেখতে না পেলেও অনুভব করে। আর ঠিক সেই সময় একটা খালি ট্যাক্সি সে-ও পেয়ে যায়।

চৌরঙ্গীতে এখন লোকের ভিড় নেই। গাড়িও কম। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। ট্যাক্সি খুব জোরেই যায়। গদিতে গা এলিয়ে বুকের মধ্যে গতির এক ভয়ঙ্কর ঝাপটা অনুভব করে পঙ্কজ। আর এখন ওর আরও জোরে, অনেক জোরে, যেন হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে চলতে ইচ্ছে করে।

॥ দুই ॥

প্রথমে, পঙ্কজের ট্যাক্সির আওয়াজে, আশালতা ভেবেছিল নন্দিনী ফিরেছে। কিন্তু এখন নন্দিনীর ফেরার সময় নয়। আরও পরে, আশেপাশের বাড়িতে যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যায়, আলোগুলো নিভে যায় আর দক্ষিণ কলকাতায় সারাদিনের ক্লান্তির ছায়া নামে, তখন কিংবা তারও পরে ঠিক এমন করেই গাড়ির এঞ্জিনের গমগম শব্দ কিছুক্ষণ এ বাড়ির সামনে কাঁপতে থাকে। তখন যোগরঞ্জন ঘুমোয়, তখন কাবেরী বই পড়ে আর আশালতা ঘন ঘন বাইরে তাকায়। গাড়ির আওয়াজে চমকে ওঠে, বড় মেয়ে ফিরবে কখন!

যদিও নন্দিনীর জন্যে ভাবনার কোন কারণ নেই। আশালতা ভাবনা করেও না। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে রাস্তার দুর্ঘটনার কথা ভেবে অল্প-অল্প অস্থির হয়। আর সেই সময় টেলিফোন বাজলে চমকে ওঠে। কিন্তু নন্দিনী

অনেক কাজ। তার বাইরের কাজ এত বেশি যে ঘরে থাকবার বেশি সময় হয় না।

যোগরঞ্জনের বয়স হয়েছে। এখন তার বিশ্রামের সময়—এখন তার অবসর। কিন্তু কাজের কি শেষ আছে! সংসারের কত কাজ! নিজে না দেখলেই বেশি খরচ হয়ে যাবে। যোগরঞ্জনের কার্পণ্য ওদেশ থেকে ধার করা। বড় মেয়ে নন্দিনী যখন খুব দামী ছোট একটা লিপষ্টিক হাতে নিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অল্প হেসে বলে, "বাবা তুমি বড় কৃপণ!"

তখন রেগে যায় যোগরঞ্জন। সস্তা সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, "হাউ ডু ইউ মীন? আমি মিতব্যয়ী। তোরা তো বিদেশে যাস নি মা—ওখানে গেলে দেখতে পেতিস—"

নন্দিনী বাপের কথা শেষ হবার আগেই বলে ওঠে, "উঃ বাবা, সে যে বহুদিন হল! কবে বিলেত থেকে ফিরেছ? বছর চল্লিশ আগে? এখনও ওদেশের কথা ভুলতে পার নি?"

"না, ওদেশের কথা ভোলা যায় না—"

হয়তো আরও কিছু বলত যোগরঞ্জন কিন্তু নন্দিনী আর সেখানে দাঁড়ায় না। টেলিফোন বাজছে। বোধহয় শচীন কিংবা অন্য কেউ। কে জানে! এ বাড়িতে বেশি টেলিফোন আসে নন্দিনীর। আসবেই। কেননা যোগরঞ্জন সময়ে অসময়ে বিলেতের গল্প বলে এ সংসারে তার যতই দাম বাড়াবার চেষ্টা করুক, নন্দিনী তাকে যেন মনে মনে দাম দিতে চায় না। কারণ তার আয়ের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করলে জানলা-দরজায় নেটের পর্দা টাঙানো যেত না, ড্রয়িংরুমে লাল কার্পেট পাতাও হত না আর বালিগঞ্জের এত বেশি ভাড়া দিয়ে এমন ফ্ল্যাটেও থাকা সম্ভব হত না। কাজেই বাপকে পুরো দাম দিতে নন্দিনীর মন চাইবে কেন!

একটা বিলিতি অফিসে নন্দিনী মোটামুটি ভদ্র কাজ নিয়েছে। না, এ বাড়ির কেউ তার চাকরির কথা শুনে আপত্তি করে নি, উল্টে উৎসাহ দিয়েছে। সব চেয়ে বেশি খুশী হয়েছিল আশালতা। নন্দিনীর মাইনের অঙ্কটা শুনে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এতদিনে, আশালতার মনে পড়ে না, তার একটি শখও মিটেছে। বিয়ের আগে, সে অনেক বছর আগে, আজও সব কথা মনে আছে আশালতার, বিলেত-ফেরত বরের কথা শুনে সে তার একান্ত নিজের সংসারের একটা ঝকঝকে ছবি এঁকেছিল মনে মনে। আশালতা চেয়েছিল, তার নিজের অসামান্য রূপের কথা মনে করেই চাইতে সাহস

করেছিল, বড়, খুব বড় একটা গাড়ি। ড্রাইভার। আর ফার্স্ট ক্লাসে ছুটিতে-ছুটিতে দেশ-বিদেশ ঘুরতেও চেয়েছিল। আরও চেয়েছিল আশালতা, অনেক লোক আসবে তার স্বামীর কাছে—তার অফিসের কর্মচারীর দল আর দিশি-বিদেশী বন্ধুবান্ধব। ওরা যখন আসবে তখন আশালতা সেজেগুজে দাঁড়াবে তাদের সামনে। হাসবে। কথা বলবে। তারপর ডিনার সাজাবে।

কিন্তু না, সে-সব কিছুই হয় নি। যোগরঞ্জন আসলে কী করে এসেছে বিলেত থেকে তা আজও রহস্যই রয়ে গেছে আশালতার কাছে। অনেকদিন, তখন ইংরেজের আমল হলেও কোথাও কোন কাজ পায় নি যোগরঞ্জন—কোন কাজই নয়। কিন্তু পাবেই, একটা ভাল কাজ শিগগিরই পাবে এমন আশা করেই তো বিয়ে দিয়েছিল আশালতার বাবা। সে-আশা ওদের পূর্ণ হল না। তখন ব্যবসা শুরু করে যোগরঞ্জন। আর সেই সূত্রে যারা আনাগোনা করত বাড়িতে তারা কেউই আশালতার কল্পনার মানুষ নয়।

একটি-একটি করে দিনে-দিনে বছরে-বছরে মনের সব বাতিগুলো নিভে গেল আশালতার। যোগরঞ্জন শুধু মুখেই শোনায় অন্য আর এক দেশের কাহিনী। কিন্তু সে-দেশের কোন ছাপ নেই তার বেশভূষায়, চাল-চলনে, সংসারে। থলি হাতে নিজেই বাজার যায়। মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে মেপে-মেপে মাসের জিনিস কেনে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকায়।

তবুও আশালতার আশা ছিল, বয়স হয়ে গেলেও সে ভেবেছিল, একদিন যখন ছেলে বড় হবে, বড় চাকরি করবে তখন আশালতা ছেলের টাকায় মেটাবে তার শখ। কিন্তু কিছুই করতে পারল না পঙ্কজ। কিছু না। মাঝ পথে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এমন এক কাজ জোটালো যা কাউকে বলা যায় না। আর বলা যায় না বলেই ওর বিয়ের কথাও ভাবতে ইচ্ছে করে না আশালতার।

যোগরঞ্জনও ফিরে তাকায় না পঙ্কজের দিকে। শুধু মাসে মাসে খাওয়া খরচের টাকা হাত পেতে নিতে নিতে বলে, "আন্‌ট ইউ ইণ্টারেস্টেড ইন বিজনেস? একটা বড়লোক বন্ধু জুটিয়ে ব্যবসা করতে পার না!"

পঙ্কজ বাপের মুখের ওপর সটান বলে বসে, "বড়লোক বন্ধু? তার জন্যে তো নন্দিনী আছে—"

"তুমি পার না বড়লোকের সঙ্গে মিশতে?"

"আই অ্যাম নট এ প্রিটি ইয়ং লেডি—"

সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে দাঁতে দাঁত চেপে যোগরঞ্জন বলে, "নন্দিনীকে খোঁটা দিয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। সে না থাকলে, যা টাকা তুমি আমাকে দাও মাসে মাসে, তা দিয়ে অমন খাওয়া দু'বেলা তোমার জুটত না—"

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলে, "তোমরা সংসারের অন্য কাজে আমার টাকা খরচ না করলে, ওই টাকায় আমার মনে হয়, আরও অনেক ভাল খাওয়া যেত—"

যোগরঞ্জন বলে, "একবার অন্য কোথাও গিয়ে চেষ্টা করে দেখ না, আরও ভাল খাওয়া ওই টাকায় পাওয়া যায় কি না?"

"তোমাদের অসুবিধার কথা ভেবেই যাই না। আমি তো জানি, আমার সামান্য টাকা ক'টা না পেলে—"

দূর থেকে আশালতা চিৎকার করে ওঠে, "পঙ্কজ থাম!"

কিন্তু চিৎকার করে পঙ্কজকে থামিয়ে দিলেও আশালতা মনে মনে খুশী হয়। তার স্বামীকে, যোগরঞ্জনকে, কড়া-কড়া কথা বলে কেউ যদি মুখ বন্ধ করে দেয়, আশালতার জীবনের একটি শখও না মেটার যন্ত্রণার শোধ নেয় ওই মানুষটাকে আঘাত করে-করে তাহলে এখনও, এই বয়সেও সে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করে।

এখন বড় মেয়ে নন্দিনী চাল বজায় রেখেছে এ সংসারের। এখন এ বাড়ির সামনে অনেক বড় বড় গাড়ি দাঁড়ায়। ঘন ঘন হর্ন বাজে। আশালতাও মেয়ের ভাল ভাল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সমানে তাল মেলায়। যাক্, এবার দু-একটা শখ হয়তো মিটবে আশালতার। স্বামী তাকে ঠকাক, পঙ্কজ তার মনের মতো না হোক, বই-এ মুখ গুঁজে একদিকে পড়ে থাক তার ছোট মেয়ে কাবেরী—আশালতা ভেবে পায় না এ মেয়েটা এমন সন্ন্যাসী মেজাজের হল কেন—এখন এ বাড়ির মধ্যে শুধু নন্দিনীই তার মনের মতো। আশালতার মনে হয়, নন্দিনী বুদ্ধিমতীও।

বড় মেয়ের সব কথাই আশালতা শোনে। বড় মেয়ের সব কথাই সে মেনে চলে। মাকে প্রায় তৈরি করে এনেছে নন্দিনী। আশালতার কথা বলার ভাষাও যেন বদলে গেছে এখন। এই সেদিন পাশের বাড়িতে একটা বাচ্চা খাট থেকে পড়ে মাথা ফাটায়। বাড়ির লোক দিশাহারা। বাচ্চাটাকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে যায় হাসপাতালে। আঘাত এমন কিছু বেশি নয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাচ্চা ফিরে আসে বাড়িতে। তখন সেখানে

পাড়ার মেয়েদের ভিড়। আশালতাও ছিল তাদের মধ্যে। সকলকে শুনিয়ে আশালতা বেশ জোরে জোরে বলে ওঠে তখন, "কী মুশকিল, কাছাকাছি একটা নার্সিং হোমও নেই?"

"নার্সিং হোম?" ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে, "থাকলে কী সুবিধা হত?" তারপরই চাপা হাসির আওয়াজ।

নন্দিনী অনেক রাতে বাড়ি ফিবলে সব ঘটনা শুনিয়ে আশালতা জানতে চেয়েছিল, অমন করে ওদের হাসবার কী কারণ।

নন্দিনীও মার কথা শুনে খুব হেসেছিল, "কী যে বল মা, নার্সিং হোম-এ কি আউট-ডোর আছে? নিজের ডাক্তাবের ব্যবস্থা না কবলে কে দেখবে তোমাকে?"

আশালতা জোর গলায় মেয়েকে বলেছিল, "তোরাই তো বলিস লোকের কাছে কখনও হাসপাতালের নাম করবে না, ও বড গরিব গরিব শোনায়—সব সময়ে বলবে নার্সিং হোম? আমি তো মা তোর কথা মতোই—"

"যাক গে, যাক গে," মেয়ে মাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, "কোন কথা না বলে বাচ্চাটা তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক একটু সাবধানে রাখবেন—এই সব বলে চলে এলেই ভাল করতে। তোমারই বা এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাবার কি দরকার? এ পাড়ায় তো শুধু বোকাদের ভিড। কোথাও না গেলেই পার।"

"ওমা, আমি আবার কার বাড়ি যাই? তুই-ই তো বলেছিলি যাদের বেশ ভাল গাড়ি আছে আর যারা রীতিমতো সাহেবী মেজাজের শুধু তাদের দিকেই তাকাবে, আলাপ না থাকলেও সুযোগ পেলে একটু হাসবে—যাদের গাড়ি নেই তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না, রাস্তায় কখনও চোখাচোখি হলে মুখ ফিরিয়ে নেবে। কিন্তু ওই সাহেবী মেজাজের গুপ্তদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কী হল?"

নন্দিনী জিজ্ঞেস করেছিল, "কী হল?"

"মনে নেই?" সব কথা আবার মনে করিয়ে দিয়েছিল আশালতা, "মিসেস গুপ্ত খালি জিজ্ঞেস করে, আপনার বড় মেয়ে কী করে? অত রাতে কোথা থেকে ফেরে? কে ওকে গাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়? ওদের বিয়ে হবে নাকি?"

"তোমাকেই এসব কথা লোকে বলতে সাহস পায়। আমাকে একবার জিজ্ঞেস করুক দেখি, মুখের মতো জবাব দেব—"

"তোর দেখা আর কে পাচ্ছে বল? সকালবেলা বেরিয়ে যাস, ফিরিস

রাত দশটা এগারোটায়। আর ছুটিতে ছুটিতে পিকনিক কিংবা পার্টি—তোকে আর কে কি বলবে!"

"তোমাকেই বা বলবে কেন? তুমি সকলকে বুঝিয়ে দেবে আমাদের চাল-চলন একেবারেই আলাদা। কে কোথায় কার ছেলে খাট থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে তাতে তোমার কী? আর কখনও পাড়ার কারুর বাড়িতে যাবে না—কেউ মরে গেলেও না—", মার ওপর রেগে নন্দিনী কথা শেষ করতে পারে নি।

এখন এ বাড়ির কেউ পাড়ার অন্য কোন বাড়িতে কখনও যায় না। আর এ বাড়িতে কেউ আসেও না। শুধু এখনও মাঝে মাঝে পঙ্কজ, মেজাজ খুব খারাপ থাকলে বলে ওঠে, "যাবে আর কে কোথায়? গেলেই তো বিপদ। সব বেরিয়ে পড়বে। আমার আর কোথাও যাবার মুখ আছে। গেলেই তো—"

এবার নন্দিনী আর সহ্য করতে না পেরে বলে, "কিন্তু তোমার যা গুণ, আমাদেরও কোথাও যাবার মুখ নেই। মুখের কথা আর বল না।"

এমন সময় আশালতাও বলে ওঠে, "তুই বড় বাঁকা-বাঁকা কথা বলিস পঙ্কজ, নিজে কিছু করতে পারলি না, করবার কোন আশাও নেই, বাইরের কে তোর মুখ দেখবার জন্যে হাঁ করে বসে আছে বল না?"

"কেউ নেই," পঙ্কজ ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দেয়, "কিন্তু এ বাড়ির অনেকের মুখ লোকে দেখতে চায় অন্য কারণে, কিছু করতে পারার গর্বের জন্যে নয়—বুঝলে?"

কাবেরী পঙ্কজের গলা পেয়ে ওর কাছে এগিয়ে এসে বলে, "দাদা, ওদিকে চল, তোমার জন্যে একটা নতুন ধরনের খাবার করেছি, খাবে না?"

তাকেও রাগের ঝোঁকে কড়া কথা শোনায় পঙ্কজ, "আমাকে ওসব খাইয়ে কোন লাভ নেই—যাদের খাইয়ে লাভ আছে—"

কাবেরী হেসে বলে, "বারে, আমি কী করলাম?"

"যা যা, তোরা সব সমান।"

কিন্তু তখনও কাবেরী সরে যায় না। পঙ্কজের হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে যায় অন্য ঘরে। তারপর একটা প্লেটে ওর সামনে এনে দেয় তার নিজের হাতে করা খাবার। আর একবার বলে, "দাদা খাও।"

খেতে ইচ্ছে করে না পঙ্কজের। একটা বিতৃষ্ণা, একটা অন্ধ আক্রোশ ওর ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন সব ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু কাবেরী তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। তখন ইচ্ছে না থাকলেও ওর করা খাবার পঙ্কজ খায়।

ট্যাক্সি থেকে নেমে নিজেদের সেই পুরনো বাড়িটাকেই আজ বোধহয় প্রথম পঙ্কজের একেবারে নতুন মনে হয়। শরীরের ভার হঠাৎ যেন অনেক কমে গেছে। মনেও কোন গ্লানি নেই। এতদিনের ক্লান্তি আর বিরক্তি ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় শুকনো পাতার মতোই ঝরে গেছে। হালকা পা ফেলে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে পঙ্কজ ভেতরে ঢোকে। ওর মুখে অল্প অল্প হাসি।

তখন ড্রেসিং গাউন গায়ে যোগরঞ্জন ড্রয়িংরুমে বসে কী একটা ইংরেজি বই পড়ছিল। পায়ের শব্দে মাথা তুলল কিন্তু যেন দেখেও দেখল না পঙ্কজকে। আবার পড়ায় মন দিল। নন্দিনী ফিরেছে মনে করে আশালতাও এসেছিল সে-ঘরে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছিল তখন তার একেবারে সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল পঙ্কজ।

"নন্দিনী এত আগে ফেরে না মা," আশালতা কিছু বলবার আগেই যোগরঞ্জনকে হঠাৎ পঙ্কজ জিজ্ঞেস করে বসে,"বাবা, তোমার শরীর আজ কেমন?"

পঙ্কজের কথা শুনে দুজনেই যেন চমকে ওঠে, অবাক হয়, আর একবার মাথা তুলে তাকায় পঙ্কজের দিকে। যোগরঞ্জন তার কথার উত্তর দেয় না! সিগারে একটা লম্বা টান দেয়। আর আশালতা কী একটা বলতে গিয়ে যেন নিজেকে সামলে নেয়।

অন্যদিকে তাকিয়ে অনেক পরে আশালতা পঙ্কজকে লক্ষ্য করে স্বরে একটু ঝাঁজ মিশিয়েই বলে, "নন্দিনী অন্য কোথাও গিয়ে আড্ডা মারে না। রাত অবধি ওর অফিসেই ডিউটি থাকে—"

আশালতাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে পঙ্কজ জোরে হেসে ওঠে, "আমি তা জানি বলেই তো বললাম এত তাড়াতাড়ি ও ফেরে না, তুমি শুধু শুধু রেগে যাচ্ছ মা—"

এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আশালতা বলে, "তোর কথার মানে তো সব সময় বোঝা যায় না, আমি সব সময় দেখি, যারা এ সংসারকে সুন্দর করবার চেষ্টা করে, সারাদিন পরিশ্রম করে সাজাতে চায় তুই শুধু তাদেরই খোঁটা মারিস।"

পঙ্কজ তখনও হাসে, "তুমি না থাকলে এ সংসার একদিনে চুরমার হয়ে যেত—তোমাকে কোনদিন আমি কিছু বলেছি—বল?"

আশালতার একটা হাত ধরে ছোট ছেলের মতো পঙ্কজ বলে, "তুমি কিন্তু আমাকে একেবারেই দেখতে পার না—"

পঙ্কজের কথা শুনে আশালতা কয়েক মুহূর্তের জন্যে নরম হয়। আর তখন আর একবার আসল কথা—আশালতার মনের কথা শুনিয়ে দেয় তাকে, "এখনও চেষ্টা করে একটা ভাল চাকরি যোগাড় কর। বেশিদূর লেখাপড়া না করেও তো কত লোক কত বড় বড় চাকরি পায়—তোরই বা হবে না কেন?"

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে পঙ্কজ আবার তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে বলে, "সব হবে মা, সব হবে।"

কিন্তু আশালতা বোধহয় বিশ্বাস করে না পঙ্কজের কথা। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলে, "তুই মানুষ হলে আজ আর আমার ভাবনা ছিল কী—"

এরপর, পঙ্কজ জানে, একের পর এক আরও কত কথা উঠবে। কিন্তু আজ, বোধহয় শুধু আজই, এখনও বৃষ্টির ঘ্রাণ লেগে থাকা এই হঠাৎ নেমে আসা এক আশ্চর্য রাতে এসব কথা শুনতে চায় না পঙ্কজ। তার অক্ষমতার কথা, ব্যর্থতার কথা, এ সংসারে অপমানের তীর খেতে-খেতে কোনরকমে টিকে থাকার কথা যে তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে, একটা কঠিন শপথের মতো এসে দাঁড়িয়েছে তার চোখের সামনে, পঙ্কজের শুধু তার কথাই মনে হয়—মনে হয়, এখনও আর এক শনিবারের দুপুর আসতে অনেক—অনেক দেরি।

আশালতার সামনে থেকে সরে গিয়ে আপন মনে একা-একা কিছুক্ষণ নিজের ঘরে বসে পঙ্কজ চম্পার কথা ভাবতে চায়। নিজের ওপর যে বিশ্বাস জেগে উঠেছে তার তাকে আরও গভীর করে তোলবার ব্যাকুল ইচ্ছায় এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ খোঁজে পঙ্কজ। এখন আশালতাকে তার ভাল লাগে না। আর ঠিক তখন মুখে-চোখে বিরক্তির স্পষ্ট রেখা ফুটিয়ে কাবেরী এসে দাঁড়ায় ওদের দুজনের মাঝখানে।

"এত জোরে জোরে তোমরা কথা বল যে এক লাইনও মন দিয়ে পড়তে পারি না"—পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে স্বর তুলেই সে জিজ্ঞেস করে, "এত দেরি করে ফিরলে যে? এখন চা চাই না-কি তোমার? এত রাতে আমি চা-টা করতে পারব না—"

কাবেরীকে থামিয়ে দিয়ে পঙ্কজ হেসে বলে, "আমার চা চাই না, আমি চা খেয়েই এসেছি। তুই পড়তে যা, পরীক্ষা তো এসে গেল," পঙ্কজ টেনে টেনে উচ্চারণ করে, "মোটে-আর বা—রো মাস—"

"হ্যাঁ," কাবেরী গলা ছেড়ে বলে, "অনার্স থাকলে একটু বেশিই পড়তে

পঙ্কজ কাবেরীর কাছে এসে ওর পিঠে একটা হাত রাখে তারপর যেন আশালতা শুনতে না পায় এমন স্বরে বলে, "তুই খুব ভাল রেজাল্ট করে বেরিয়ে যাবি। তোর মতো ভাল মেয়ে ক'টা হয়!"

কিন্তু পঙ্কজের কথা শুনতে পায় আশালতা। একটু পরে বলে ওঠে, "শুধু বই-এ মুখ গুঁজে ঘরে বসে থাকলেই হয় না কাবেরী, ভালভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা এখন থেকেই জাগিয়ে রাখতে হয়। তুই লোকের সঙ্গে একেবারেই মেশামেশি করতে চাস না কেন?"

কাবেরী চুপ করে থাকে। কোনদিনও সে কারুর সঙ্গে বেশি কথা বলে না। হয়তো এ বাড়ির কেউ পঙ্কজকে মানুষ বলে মনে করতে পারে না বলেই দাদার সুখ-সুবিধার কথা বলে মনের মধ্যে সে এক অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ পায়। পঙ্কজকে যত্ন করে। সে বাড়ি ফিরে না এলে ভাল করে পড়াশুনোয় মনও দিতে পারে না। আশালতার কথা শুনে আজও কাবেরী চুপ করেই থাকে।

অন্যদিন হলে পঙ্কজ চুপ করে থাকত না। আশালতার সঙ্গে তর্ক করত। হয়তো নন্দিনীর নাম করে খোঁচাও দিত তাকে। কিন্তু আজ একটাও কথা বলতে তার ইচ্ছে হয় না। আজ তার সকলকেই ভাল লাগে। সব কিছুই তার কাছে যেন সহজ হয়ে ফুটে উঠেছে। এতটুকু জটিলতা নেই কোথাও।

এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঙ্কজের ইচ্ছে হয় আজ সন্ধ্যার ঘটনাটা সুন্দর করে শোনায় প্রত্যেককে। সে শুধু বলতে চায়, একটা জায়গা সে এতদিন পর খুঁজে পেয়েছে যেখানে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে এসব তর্ক-কলহের গণ্ডি থেকে অনেক ওপরে তুলে নিতে পারে।

আশ্চর্য, পঙ্কজের একবারও মনে হয় না যে হঠাৎ বর্ষায় একটা কাপড়ের দোকানে অনেক মানুষের ভিড়ে যে অচেনা মেয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, তার সঙ্গে কথা বলেছিল, যাবার সময় সে আবার আসবার আশ্বাস দিয়ে গেছে, সে একেবারে মিথ্যা হয়ে যেতে পারে পঙ্কজের জীবনে—তার সঙ্গে আর কখনও দেখা না-ও হতে পারে।

পঙ্কজের একবারও মনে হয় না, আশঙ্কার একটা রেখাও ফুটে ওঠে না তার কপালে যে—যখন বাইরের জলুসের পিছনে হঠাৎ একসময় একটা দৈন্য প্রকট হয়ে উঠবে, তার কিছু না থাকার কথাটা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাবে তখন সেই অল্প চেনা মেয়েটি এ বাড়ির লোকের মতোই তাকে কানা কড়িও দাম দেবে না।

না, এসব কথা মনে হয় না পঙ্কজের। হয়তো এমন অভিজ্ঞতা তার [illegible]

বলেই নিজেকে হঠাৎ ঐশ্বর্যবান মনে হয়। অল্পক্ষণের নাটকীয় আলাপের কথা মনে করেই সে মনে মনে শক্তিমান হয়ে ওঠে। তাই সরে যেতে চায় এখান থেকে। আর তার আজকের কাহিনী শোনাবার একটা মানুষের নামও মনে করতে পারে না বলে একা-একা তার চোখের সামনে আবার নামিয়ে আনতে চায় বর্ষার এক-একটি ফোঁটা, একঘর লোক আর একটি অপরূপ শরীর। এক-পা এক-পা করে পঙ্কজ নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন বাইরে গাড়ির আওয়াজ হয় আর মাত্র একবার আস্তে হর্ন বাজে। নন্দিনী ফিরেছে। ঘড়ি না দেখেও তাদের বাড়ির সামনে এখন গাড়ির আওয়াজ শুনে পঙ্কজ সময়ের আন্দাজ করে নিতে পারে। প্রায় রাত দশটা। গাড়ি শচীনের। রোজই এ সময় শচীন নন্দিনীকে নামিয়ে দিয়ে যায়।

নিজের ঘরে যায় না পঙ্কজ। শুধু একবার আশালতার মুখের দিকে আর একবার কাবেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে। আশালতার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাবেরী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। আস্তে আস্তে আবার ফিরে যায় নিজের পড়ার ঘরে। আশালতা ড্রয়িং রুমের দিকেই পা বাড়ায়। আর আশ্চর্য, একটুও ইতস্তত না করে আজ পঙ্কজও যায় তার পেছন পেছন।

শুধু গাড়ির হর্ন বেজেছিল একবার। নন্দিনী গাড়ি থেকে নামে নি এখনও। শচীনও না। নতুন নীল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এ বাড়ির সামনে। এঞ্জিনের ঝকঝক শব্দ হচ্ছে। রাত হয়ে যাচ্ছে। হয়তো দুটো কথা বলেই চলে যেতে চায় শচীন, কিন্তু নন্দিনীর কথা যেন আর ফুরোয় না। অনেক পরে গাড়ির দরজা খুলে যখন মাটিতে একটা পা রাখে নন্দিনী তখন তাড়াতাড়ি শচীনও গাড়ি থেকে নেমে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে দরজাটা আরও ভাল করে খুলে দেয়।

নন্দিনী মিষ্টি হেসে বলে, "গুড নাইট!"

"গুড নাইট", মুখ থেকে সিগারেট নামায় শচীন, "কাল নাইট শো দেখার কথা মনে থাকবে?"

"ওঃ, থ্যাঙ্ক ইউ—সিওর—", হঠাৎ তাদের কাছাকাছি পঙ্কজকে আসতে দেখে নন্দিনীর কথা যেন বন্ধ হয়ে যায়।

কাবেরী ছাড়া এ বাড়ির আর প্রত্যেকের পঙ্কজ সম্পর্কে একটা সাংঘাতিক রকম ভীতি আছে। তার কথাবার্তা—এরা মনে করে, একেবারেই মার্জিত নয়। আর এদের বন্ধুবান্ধবের সামনে যে ধরনের আলোচনা করা উচিত পঙ্কজ তার খবর রাখে না। তাই দাদার অস্তিত্বের কথাটা নন্দিনী এড়িয়ে

যাবার চেষ্টা করে আর খুব বেশি প্রয়োজন না হলে আশালতাও ছেলের প্রসঙ্গ তোলে না।

পঙ্কজ এসব কথা জানে বলেই নিজেই দূরে-দূরে থাকে। এখানে বাস করতে হয় বলে মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে আর হঠাৎ এক সময় তার শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবেই এ বাড়ির মানুষগুলোকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। কিন্তু অল্প পরেই পঙ্কজকে থেমে যেতেই হয়। কারণ যুক্তি দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব সে ফুটিয়ে তুলতে পারে না। একটা সহজ সত্য হঠাৎ ওর প্রতিপক্ষ প্রমাণ করে দেয় যে অহঙ্কার করবার মতো কিছুই নেই পঙ্কজের। সে শুধু মানুষকে ঈর্ষাই করতে পারে। নন্দিনী বারবার সে কথাটা জোর গলায় শোনায় পঙ্কজকে। তখন তর্ক চালিয়ে যাবার জন্যে পঙ্কজ গর্জন করতে থাকে বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা দৈন্যও প্রকট হয়ে ওঠে—না, তার কিছুই নেই।

আজ ইচ্ছে করেই শচীনের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে পঙ্কজ বাইরে এসে দাঁড়ায়। যদিও সে রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে ওঠে নি তবুও তার মনে হয় —কেন মনে হয় কে জানে, যে এমন একটা কিছু সে হঠাৎ পেয়ে গেছে যার আলোয় তার সব দৈন্য ঘুচে গেছে। তার এখনকার চেহারাটাই সে দেখাতে চায় শচীনকে নন্দিনীকে আশালতা আর যোগরঞ্জনকে।

"এই যে মিস্টার নাগ," গাড়ির কাছে এসে পঙ্কজ হাসিমুখে বলে, "আসুন ইউ সীম টু বি ভেরি টায়ার্ড—প্লীজ, হ্যাভ এ কাপ অফ কফি—"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঘাবড়ে যায় শচীন। পঙ্কজের কথার কী উত্তর দেবে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু একটু পরেই তার দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলে, "অনেক ধন্যবাদ, আজ থাক মিস্টার ডাট—অনেক রাত হয়ে গেছে—"

"রাত?" শ্লেষ ফুটে ওঠে পঙ্কজের স্বরে, "সবে তো দশটা। এনি টাইম ইজ কফি টাইম—"

নন্দিনী এবার বাধা দেয়, "না না, তুমি যাও শচীন। একটু আগেই তো কফি খেলে আর তোমার শরীরটাও আজ ভাল নেই—"

"সে কী," হঠাৎ একটু বেশি রকম ব্যস্ত হয়ে পড়বার ভান করে পঙ্কজ, "শরীর ভাল নেই? কী হয়েছে? আসুন, ভেতরে আসুন—এই বর্ষার রাত্তিরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—"

শচীন করুণ স্বরে বলে, "আমি আজ যাই—"

নন্দিনী আর একবার বলে ওঠে, "গুড নাইট শচীন।"

তখন প্যাণ্টের পকেটে একটা হাত দেয় পঙ্কজ, "আজ আপনার শরীর খারাপ—একদিন কিন্তু আমার সঙ্গে বসে কফি খেতেই হবে মিস্টার নাগ?"

"নিশ্চয়ই", আবার বলে শচীন, "অনেক ধন্যবাদ!"

নন্দিনী আর দাঁড়ায় না সেখানে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ভেতরে চলে যায়। তার বিস্ময় আর বিরক্তি এখন পঙ্কজের সামনে প্রকাশ করবার কোন ইচ্ছেই হয় না। তবে হয়তো পঙ্কজ দাঁড়িয়ে আছে বলেই পিছন ফিরে আর শচীনের গাড়ির দিকে তাকায় না নন্দিনী।

কিন্তু আস্তে আস্তে ঘরে ঢোকবার সময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় পঙ্কজ। মনে মনে অনুতাপও করে। এদের মাঝে এসে এমন করে কথা না বললেই যেন ভাল হত। কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, রোজকার সংসারের তুচ্ছ সংকীর্ণ ব্যাপার—আজ সেসব কথা ভাববার দরকার নেই পঙ্কজের। কাউকে আঘাত কিংবা বিদ্রূপ করবার ইচ্ছেও নেই।

শচীনের গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর, নন্দিনী ভেতরে চলে গেলে তার চেনা অচেনা প্রত্যেকটি লোককে পঙ্কজ ক্ষমা করে নেয়। তার মনে হয়, সব বিরুদ্ধ পরিবেশ যেন সে একা-একাই আত্মসাৎ করে খুব সহজেই সব দৈন্য অতিক্রম করে যেতে পারে। আর তা করতে পারে বলেই এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের আভায় আজ তার আর কাউকেই ছোট করতে ইচ্ছে করে না।

কোন কথা না বলে পঙ্কজ নিজের ঘরে চলে যায়। রাতের খাওয়া খাবার সময় হয়েছে। আর একটু পরেই ক্যাবেরী তাকে ডাকতে আসবে। কিন্তু পঙ্কজ ভাবে, তাকে যেন আজ না ডাকলেই ভাল হয়।

বাইরে আবার টিপ-টিপ বৃষ্টি শুরু হয়।

॥ তিন ॥

ট্যাক্সি ভাল করে থামবার আগেই উত্তর কলকাতার গৌরীশঙ্কর লেনের একটা তেতলা বাড়ির সামনে চম্পা নেমে পড়ে আর খোলা রাস্তার ওপর পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয়।

ড্রাইভার বাঙ্গালী ভদ্রলোক। এতক্ষণে তার কাছে যেন চম্পার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর চম্পা যখন মিটার দেখে তার দিকে একটা পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দেয়, সে তখন চকচকে চোখে তাকিয়ে হেসে রসিকতা করে, "টাকা নেব?"

"হ্যাঁ," চম্পা জোর গলায় বলে, "নেবেন। এত কম টাকায় আমার ঘরে ঢোকা যায় না—"

"কত লাগে?"

চম্পা বিরক্ত হয়ে বলে, "লাখ টাকা। চেঞ্জ দিন। আমার তাড়া আছে।"

"হুঁ?" ড্রাইভার তখন গুনে গুনে চম্পার হাতে দু' টাকা কুড়ি নয়া পয়সা ফেরত দিয়ে বলে, "একদিন আসব কিন্তু। কী নাম গো?"

এই লোকটার কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করে না চম্পার। গেট খুলে হুড়মুড় করে সে ভেতরে ঢোকে। এখন তার পাশে বেল ফুলের মিষ্টি গন্ধ। এখন ঘরে ঘরে মেয়েরা তৈরী। একমাত্র চম্পার ঘর ছাড়া আর সব ঘরে আলো জ্বলছে। কোন-কোন ঘরের দরজা বন্ধ। লোক এসে গেছে।

চম্পার ঘর দোতলায়। সিঁড়িতে কয়েক মিনিট চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে থাকে। মাসি কোথায়? হয়তো তেতলায়। আর একটু পরেই সারা বাড়ি ঘুরে-ঘুরে দেখবে। চম্পার ঘর অন্ধকার দেখলেই জিজ্ঞেস করবে, সে এত সময় কোথায় নষ্ট করে এল।

কিন্তু মাসিকে সে-সুযোগ দিতে চায় না চম্পা। সে তার অন্ধকার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালে, আস্তে সাবধানে দরজা বন্ধ করে। তারপর ব্যাগ আর নিউ মার্কেট থেকে কেনা হাতের ছোট প্যাকেটটা যেন বিরক্ত হয়ে দূরে ছুঁড়ে দেয়। হঠাৎ গরম লাগে চম্পার—ভীষণ গরম। দ্রুতহাতে সে রেগুলেটারের হাতল এক প্রান্তে ঠেলে পট করে সুইচ টিপে পাখা চালায়। আর তেমন করে আলো নিভিয়ে আবার ঘর অন্ধকার করে দেয়। পাখার তলায় দাঁড়িয়ে এত সময় নষ্ট করার লজ্জায় অন্ধকারে একা-একা দাঁড়িয়ে হাঁপায় চম্পা। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে।

আর রাত যত বাড়ে, চম্পা জানে না এখন রাত কত, হাতে ঘড়ি থাকলেও ওর সময় জানতে ইচ্ছে করে না—এ বাড়িতে কোলাহল জাগে। সিঁড়িতে ঘন ঘন দুপদাপ পায়ের শব্দ। কোন ঘরে ঘুঙুরের বোল। চড়া গলার গান। মাতালের চিৎকার। জোর হাসির আওয়াজ। কিন্তু আজ চম্পার জন্যে যেন, এই হাসি গান-হুল্লোড়ের জগতের দরজা বন্ধ। সে যেন একটা মস্ত অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।

তবু, এসব কথা মনে হওয়ার পরও আলো জ্বালতে ইচ্ছে করে না চম্পার। সাজতেও মন চায় না। আজ দরজা খুলবে না সে। কোন মানুষকে [illegible]

আসতে দেবে না। মাসি ভাবুক, তার ঘরে লোক আছে—অনেক মদ খেয়ে চম্পা বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। মদ না খেলেও, এক-পা এক-পা করে নিজের বড় খাটটার দিকে অন্ধকারে এগিয়ে আসতে-আসতে চম্পার মনে হয়, ভিজে বেড়ালের মতো সেই ভাল মানুষটা চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় বসিয়ে তাকে যেন কড়া মদ খাইয়েছে। আর তাই সে টলে পড়ছে নেশায়, ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। সেই বোকা মানুষটাকে হঠাৎ খুন করতে ইচ্ছে হয় চম্পার। আর সে তখন আলো জেলে আলমারি খোলে। ঘোষসাহেবের দামী বিলিতি হুঁইস্কি বোতলসুদ্ধ মুখের কাছে তুলে ধরে অনেকটা ঢক ঢক করে কাঁচাই খেয়ে নেয়।

এবার আয়নার সামনে দাঁড়ায় চম্পা। ঠোঁট টিপে আপন মনে হাসে। কী রূপ তার! মোটে একটা অমলেট খেয়ে রেস্তোরাঁয় বসে সময় নষ্ট করবার মতো রূপ নাকি তার? আর একবার হাসে চম্পা। বোতলটা আবার মুখের কাছে নিয়ে আসে। তারপর মন দেয় প্রসাধনে। ক্লান্তি তাকে ঝেড়ে ফেলতেই হবে শরীর থেকে। হাতের ছোট রিস্টওয়াচটায় সে চোখ বুলিয়ে নেয়। ঘোষসাহেবের আসবার সময় হল।

জিবটা তেতো মনে হয় চম্পার। আর পেটের মধ্যে ক্ষিদে যেন পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। কয়েক ঢোঁক কাঁচা হুঁইস্কিতেই পঙ্কজের ছোট অমলেট কখন হজম হয়ে গেছে কে জানে। ঘোষসাহেব মাঝে মাঝে বড় হোটেল থেকে ভাল ভাল খাবার নিয়ে আসে। আজও হয়তো আনবে। কিন্তু যদি না আনে? তাহলে বোধহয় তার সঙ্গে আজ সারা রাতের মধ্যে একটা কথাও বলতে পারবে না চম্পা। ক্ষিদেটা বড় নির্লজ্জ মনে হয় তার। একবার যাবে নাকি মাসির কাছে ওপরে? কিংবা বাবুলালকে বলবে সামনের দোকান থেকে গরম কাবাব কিংবা কাটলেট কিনে আনতে?

দরজা না খুলেই চম্পা গলা ছেড়ে ডাকে, "বাবুলাল—এই বা-বু-লাল—" কোন সাড়া না পেয়ে সে আরও জোরে চিৎকার করতে থাকে। তখন তার দরজায় দুম দুম ধাক্কা পড়ে।

"কে?"

"চম্পা, চম্পা, ও চম্পি কী হল?"

মাসির গলার স্বর শুনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে চম্পা জিব কেটে নিজেকে সামলে নেয়। দরজা খুলে বলে "খিদে পেয়েছে মাসি। বাবুলাল বেটা কোথায় গেল? ডেকে-ডেকে সারা হলাম যে—"

চম্পার ক্লান্ত মুখ আর শ্লথ বেশবাস দেখতে-দেখতে মাসি বলে "খিদে পেয়েছে? কী খেয়েছ গো? ঘরে তো লোক নাই দেখি। চিৎকার শুনে ছুটে এলাম। মনে হল যেন রক্তগঙ্গা বয়ে গেল তোমার ঘরে—এমন চেঁচামেচি তোমার ঘরে কখনও হয় না তো বটে" একটু থেমে আর একবার চম্পাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মাসি বলে, "একা-একা নেশায় বুঁদ হলে—বলি হল কী গো চম্পি দিদি?"

চম্পা মুখে হাসি টেনে বলে, "খিদে পেয়েছে মাসি। বড় নিলাজ খিদে। মানুষের মাথা চিবিয়ে খেতে সাধ জাগছে।"

ফোগলা দাঁতের পাটি বের করে মাসি হাসে, "কথার মতো কথা বটে। সাধে ভালবাসি আমার টুকটুকে চম্পি দিদিকে—"

বাধা দিয়ে চম্পা আবার বলে, "খিদে পেয়েছে মাসি। এ বাবুলাল—"

এতক্ষণে বাবুলালের দেখা পাওয়া যায়, "ডাকেন কেন?"

গলা ফাটিয়ে চম্পা বলে, "কোথায় থাকিস বেটা? সেই কখন থেকে চেঁচাচ্ছি"—দূরে পড়া থাকা ব্যাগটা তুলে নিয়ে চম্পা টাকা বের করে দেয় তাকে, "যা চপ কাটলেট কাবাব—গরম-গরম যা পাবি নিয়ে আয়—"

"দূর দূর", মাসি তখনও হাসে, "পোড়া কপাল নাকি গো তোমার, নিজে পয়সা দিয়ে খাবার আনাও? একটা মানুষ নেই কেন ঘরে?

চম্পাও বলে, "ঠিক বলেছ মাসি। পোড়া কপাল বটে আমার। এমন বাদলের সাঁজ বয়ে গেল, একটা লোক এল না ঘরে—", দরজা বন্ধ করে না চম্পা! খাটের ওপর এসে গড়িয়ে পড়ে।

মাসি এদিক-ওদিক তাকিয়ে চম্পার ঘরের দরজা অল্প ভেজিয়ে দেয়। তারপর যেন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আবার তেতলায় নিজের ঘরে চলে যায়। চম্পা দরজার দিকে তাকিয়ে কপাল টিপে ধরে শুয়ে থাকে চুপচাপ। বাবুলাল কখন গরম-গরম খাবার নিয়ে আসবে! শুয়ে শুয়েই হাসি আসে চম্পার। মাসির কথা মনে হয়, পোড়া কপাল।

ওদিকে কে যেন দরজা ফাঁক করে তাকে দেখে—ধাক্কা দেয়, টুক টুক। চম্পা ওঠে না। বাবুলাল ফিরেছে মনে করে জোরে বলে, "উঃ, বেটা ভদ্র হয়েছে, জানান না দিয়ে ঘর ঢোকে না। আয় বেটা পিগগির—"

কিন্তু যে ঘরে ঢোকে তাকে দেখে তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে বসে চম্পা চোখ পাকায়, "আবার এসেছেন—"

"অনেক—অনেক বেশি টাকা দেব, একটা অল্পবয়সী মানুষ, [illegible]ও

কলেজে পড়ে, ওর নাম সঞ্জীব, চম্পার দিকে তাকিয়ে মিনতি করে, "তোমার কাছে আমাকে আসতেই হবে—"

"না, হবে না। যে-রোগ আপনার আছে, সে-রোগে জীবন শেষ হয়ে যায়—"

"না, হয় না। আমি সেরে গেছি। বল তো ডাক্তারের কাছ থেকে সার্টিফিকেট এনে তোমায় দেখাতে পারি?"

সঞ্জীবের কথা শুনে চম্পা আরও জোরে বলে, "আপনার বাপের টাকা আছে। আপনার ভাবনা নেই। যান, অন্য ঘরে যান—"

"না—"

"আমার শরীর আজ ভাল নেই। যান, চলে যান এখান থেকে"—চম্পা যেন ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে আসে সঞ্জীবের দিকে, "চলে যান!"

বোধহয় আর একবার শেষ চেষ্টা করে সঞ্জীব, "অনেক বেশি টাকা দেব, দেখ, কত টাকা এনেছি আজ—চম্পা, সত্যি বলছি—"

কিন্তু সঞ্জীবের কথা শেষ হবার আগেই শব্দ করে চম্পা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। আর অল্প পরে যখন বাবুলাল গরম-গরম কাবাব আর কাটলেট নিয়ে আসে তখন দারুণ খিদেয় দিশাহারা হয়ে সে একাই শেষ করে ফেলে। আর তারপর ঘোষসাহেবের বিলিতি হুইস্কির বোতল খুলে গেলাসে ঢালে—এবার সোডা মিশিয়ে থেমে থেমে চুমুক দেয় চম্পা। অল্পে-অল্পে তার শরীরের সব ক্লান্তি মুছে যায়। ঝিমিয়ে-পড়া মনটাও যেন তাজা হয়ে যায়। আর, চম্পা দেখতে পায় না তার কানে দুটো হীরের টুকরো যেন আরও বেশি চিক চিক করে। ঘোর লাগে চম্পার। ঠিক সেই সময়, চম্পা বুঝতে পারে, ঘোষসাহেবের হাতের আঘাত পড়ে তার বন্ধ দরজায়, টক টক টক!

এ আওয়াজ খুব চেনা হলেও আজ কিছুক্ষণ চম্পা নড়ে না। ইতস্তত করে। মনে মনে ভাবে, কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাক ঘোষসাহেব। তাকে সন্দেহ করুক। ভাবুক তার ঘরে লোক আছে। আবার দরজায় শব্দ হয় আরও জোরে, আরও ঘন ঘন, টক টক টক।

"না, ঘোষসাহেবকে আর বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না। কাজের লোক। ব্যস্ত মানুষ। তা ছাড়া নিজের বড় সংসারের দায়িত্ব আছে। ক্লান্ত হয়ে চম্পার কাছে বিশ্রাম করতে এসেছে এই রাতে। এখন তার সঙ্গে এমন রসিকতা করার সময় নয়।

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে চম্পা বলে, "ঘরে আসুন।"

"ঘুমিয়েছিলে ?" এদিক-ওদিক তাকায় ঘোষসাহেব। হালকাস্বরে বলে, "লোক লুকিয়ে রেখেছ নাকি খাটের তলায় ?"

চম্পা হাসি-হাসি মুখে বলে, "হুঁ হুঁ" কিন্তু ওর মাথা ঘোরে—চোখের সামনে সব জিনিস যেন কাঁপতে থাকে। ঘোষসাহেবের চেহারাটাও কেমন অদ্ভুত মনে হয়।

তখন চম্পাকে ভাল করে দেখে ঘোষসাহেব, "আজ এমন রূপ কেন চম্পা ? অন্যদিন বলে-বলে এক ফোঁটা খাওয়াতে পারি না—আজ কে খাওয়াল ?"

"নিজেই খেয়েছি। আজ মাতাল হয়েছি ঘোষসাহেব," ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘোষসাহেবের কাঁধে ভর দিয়ে চম্পা বলে, "ঘুম পায়—"

চম্পাকে আদর করে ঘোষসাহেব হেসে বলে, "আমি নেশা করব না ? তার ব্যবস্থা কর—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ"—চম্পা একটা গেলাস রাখে টেবিলের ওপর, হুইস্কির বোতলও। তারপর সোডার বোতল টেনে বের করে টেবিলের তলা থেকে, "ঢেলে দেব ?"

"দাও," ঘোষসাহেবের হাতে চুরুট জ্বলে, "আর একটা গেলাস আন—তুমি আর একটু খাবে না চম্পা ?"

চম্পা মাথা নেড়ে বলে, "খাব, আরও খাব, অনেক খাব—" সে খাটের ওপর ঘোষসাহেবের গা ঘেঁষে বসে।

"তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। মদ খেলে তোমাকে কত সুন্দর দেখায় !"

"হুঁ ?" চম্পা রাগে ফেটে পড়ে, "আর মদ না খেলে বুঝি সুন্দর দেখায় না ? হুঁ ? তবে কেন আপনি আমাকে মাসে-মাসে অত টাকা দেন ? কেন মেমসাহেবকে ফাঁকি দিয়ে রোজ রোজ আমার কাছে আসেন ?"

"আহা-হা," ঘোষসাহেব নিজের বলা কথাটা আবার স্পষ্ট করে চম্পাকে বুঝিয়ে দেয়, "আমি বলছিলাম যে মাতাল হলে তোমাকে আরও অনেক বেশি—"।

"অনেক বেশি—তাই বলুন," খিলখিল করে চম্পা হাসে আর হুইস্কি ঢালে ঘোষসাহেবের গেলাসে, নিজেও খায়। মদ খেতে খেতে সে বকে যায়, "আমার মতো সুন্দরী আছে নাকি এ বাড়িতে—এ পাড়ায় ?"

"না তোমার মতো সুন্দরী কোথাও নেই চম্পা।"

"জানি, জানি ঘোষসাহেব," তার কোলে গড়িয়ে পড়ে চম্পা বলে "[illegible]

রূপের কথা আমি জানি না ? জানেন, রাস্তায় বার হলে লোকগুলো হাঁ করে তাকায় আমার দিকে, যেচে আলাপ করে, হোটেলে খাওয়ায় ?"

"তুমি যাও নাকি ?"

"নাঃ নাঃ", স্বর কাঁপে চম্পার, "আমি শুধু একজনেরই নুন খাই—জানেন না ?"

"জানি বলেই তো তোমার কাছে আসি—তোমাকে ভালবাসি—"

চম্পার মাথা কট কট করে, "আমি যদি আপনার মেমসাহেব হতাম তাহলে আপনি এমন করে অন্য মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটালে কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে পুড়ে মরতাম।"

"মেমসাহেব আমাকে তোমার মতো ভালোবাসে না চম্পা—"

চম্পা হঠাৎ নেশার ঘোরে যেন গর্জন করে ওঠে, "আমি বুঝি খুব ভালবাসি আপনাকে ?"

"বাস না ?"

"দূর, আমাদের ভালবাসতে মানা। ভালবাসলেই মরণ—"

চম্পার প্রলাপ শুনে খুশী হয় ঘোষসাহেব। হেসে বলে, "তাহলে তুমি আমাকে ভালবাস না ?"

তার প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়ে নেশার ঘোরেও চম্পা বলে, "মাসে মাসে আপনি আমাকে টাকা দেন তাই আপনার সেবা করে কৃতার্থ হই—বেঁচে থাকি।"

"আমাকেও বাঁচিয়ে রাখ চম্পা।"

"দূর দূর", যেন ঘোষসাহেবের কথা বিশ্বাস করে না চম্পা, "টাকা না দিলে—কী হবে তখন ?"

চম্পার প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে পারে না ঘোষসাহেব। হুইস্কির গ্লাসে ঢক ঢক করে আরও সোডা ঢালে। চম্পার মাথা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, "তোমাকে আরও বেশি টাকা দেব—দূর দেশে বেড়াতে নিয়ে যাব—"

"দূর, আমি কি আপনার মেমসাহেব ?"

"তার চেয়ে অনেক বেশি দাম তোমার।"

চম্পা হাসে অনেকক্ষণ। ঘোষসাহেবের বাঁধন ছাড়িয়ে খাটের এপাশে থেকে ওপাশে গড়ায়। তারপর এক সময় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, "আমি আপনার মেমসাহেব হলে পুড়ে মরতাম—ঠিক পুড়ে মরতাম!"

"কেন—কেন গো চম্পারানী ?"

একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে চম্পা বলে, "কী জানি! আপনার মেমসাহেব হব না—না, কিছুতেই না—"

ঘোষসাহেব হেসে জিজ্ঞেস করে, "কেন বল না ?"

"আপনি মেয়েমানুষের বাড়ি রাত কাটান—"

এবার জোরে হেসে উঠে ঘোষসাহেব বলে, "ও বাব্বা, এত টান ?"

চম্পা হাসে না। দু'হাতে কপাল চেপে ধরে বলে, "হুঁ, এতই টান। আমি একটা বোকার মেমসাহেব হব—"

"হা হা হা, এই বোকার মেমসাহেব—আমি বোকা ?"

"আপনার মেমসাহেব হব নাকি আমি ? দূর! আপনার মেমসাহেবই তো বোকা। আর আমি হব একটা বোকার মেমসাহেব—সে আমাকে জল দেখাবে, আকাশ দেখাবে, রাস্তা দেখাবে, গল্প বলবে কিন্তু টাকা দিয়ে ভালবাসবে না।"

"কে সে ?"

কলকল হাসি হেসে চম্পা বলে, "বললাম না, একটা বোকা। সে ভালমানুষটাকে আমি এখন কোথায় পাই ঘোষসাহেব ?"

"তোমাকে আমি সমুদ্র দেখাব—পাহাড় দেখাব।"

"না, আপনি পারবেন না—আপনি দেখাবেন না।"

"কেন ?"

"টাকায় আমাকে বাঁধা যায় সেকথা আপনি জানেন। টাকা খরচ করে আপনি আমার ঘরে আসবেন। বিনা টাকায় আমাকে বাইরে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই আপনার। আপনি চালাক লোক ঘোষসাহেব—খুব চালাক—"

আনন্দে চিৎকার করে ওঠে ঘোষসাহেব, "তুমি রোজ মদ খাবে চম্পা। আমি তোমার জন্যে বোতল-বোতল স্কচ্ নিয়ে আসব—"

"কেন—কেন খাব মদ ?"

"মদ খেলে বড় সুন্দর কথা বলতে পার তুমি। তোমার দাম আমি পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম চম্পা।"

"আরও ভাল করে বাঁধতে চান ? বাঁধুন বাঁধুন, আরও শক্ত করে বাঁধুন। কত টাকা আছে আপনার ঘোষসাহেব ?"

"কত চাই তোমার ?"

"একটা অমলেট আর এক কাপ চায়ের দাম—পারবেন দিতে ?" চম্পা

হাসে—গড়িয়ে-গড়িয়ে হাসে, "এক ঘর লোকের সামনে আমাকে নিয়ে বসে থাকতে পারবেন?"

"পারব।"

চৌরঙ্গীর ওপর আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন?"

"হ্যাঁ।"

"ভয়ে-ভয়ে আমার মুখের দিকে চোরা-চাউনি ছুঁড়তে পারবেন?"

"তোমার জন্যে আমি সব করতে পারব চম্পা।"

"তবে আপনি বিনা টাকায় আমাকে কিনতে পারবেন—ঠিক পারবেন। আর আমি আপনার মেমসাহেব হব—সত্যি মেমসাহেব," চম্পা ভেঙে পড়ে ঘোষসাহেবের কোলের ওপর। হাসে না। কথা বলে না।

এখন অনেক রাত। এ বাড়ির গেটে তালা পড়েছে। আর কেউ ঢুকতে পারবে না। রাস্তায় হুস করে বোধহয় পুলিসের গাড়িই যায়। শুধু দূরে—অনেক দূরে, চম্পার মনে হয়, বোধহয় চৌরঙ্গীর কাছাকাছি রাতের তন্দ্রা ভেঙে একটা কুকুর কাঁদে।

॥ চার ॥

ভোরবেলা যখন চম্পার প্রথম মনে পড়েছিল, আজ শনিবার, এ বাড়িতে তখন বোধহয় একটি মেয়েও জাগে নি? আজ প্রথম থেকেই রোদ ঝলসাচ্ছে, ঘরে আবছা আলো—এখান থেকেই আকাশ দেখা যায়। কিন্তু এখন জানলা দরজা বন্ধ। তবুও কেমন করে যেন চম্পা বুঝতে পারে, আজ আকাশে মেঘ নেই। আজ টিপ-টিপ বৃষ্টি নেই। হবেও না। কিন্তু অল্প পরেই একটা হিংস্র রেখা ফুটে ওঠে মুখে। আর ওর চেহারাটা অদ্ভুত দেখায়।

কাল রাতে ঘোষসাহেব আসে নি। মাঝে মাঝে আসে না। না আসুক। ঘোষসাহেব যেদিন আসে না সেদিন চম্পা মনে মনে খুশীই হয়। সেদিন গোটা রাত ধরেই সে বিশ্রাম করে। আরামে ঘুমোয়। আর রাত না জাগলেও রোজকার অভ্যাসের মতো অনেক বেলায় ওঠে।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম ভাবনা, আজ শনিবার—তারপর এক সপ্তাহ আগে দেখা এক ভাল-মানুষের কথা, টিপ-টিপ বৃষ্টি—চম্পার মাথা দপ্‌দপ করে। ও দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। এসব কথা মনে হওয়ার জন্যে একটা আক্রোশে নিজেকেই আঘাত করতে চায়। আরও তাড়াতাড়ি উঠে, এই ভাবনা মন থেকে

একেবারে তাড়িয়ে দেবার জন্যে দরজা-জানলা খুলে আলো আসতে দেয় ঘরে। বাইরে আসে। আকাশ দেখে না। আলোর কথা আর ভাবে না। শুধু এক মুহূর্ত বারান্দায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের পানের দোকানটার দিকে তাকিয়ে ও যেন মত্ত হিংস্র হয়ে আপন মনেই একটা শপথ গ্রহণ করে, অনেক—অনেক টাকা জমবে—যতদিন যৌবন আছে ততদিন সময়ের হিসেব করে চলবে। আজ যাবে না চৌরঙ্গীতে। সেই মানুষটার সামনে আর দাঁড়াবে না। কিছুতেই না। চম্পা আবার খাটে এসে গড়ায়।

তারপর অনেক—অনেক পর যখন সকাল গড়িয়ে যায়, ঘরে ঘরে মাসি তদারক করে যায় আর কেউ কেউ সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায় তখন এ বাড়ির, এই খোপের একটা ক্লান্তি, একটা যন্ত্রণা চম্পাকে থেকে থেকে বিষণ্ণ করে তোলে। একা-একা ছটফট করতে থাকে টিপ-টিপ বৃষ্টির জন্যে, একটা ভিজে মন্থর সন্ধ্যার জন্যে। আর হয়তো একটা বোকা মানুষের জন্যেও চম্পা এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কথার দাম আছে নাকি অমন মানুষের। কোথায় যাবে চম্পা।

এ বাড়িতেই, চম্পা জানে অন্যান্য দিনের মতো দুপুর শেষ হবে, ঘুমের পালাও। একটি-একটি করে জেগে উঠবে মেয়ের দল। হাই তুলবে। চা-সিগারেট খাবে। তারপর সাজবে অনেকক্ষণ ধরে। লোক আসবে। ফুর্তি করবে। টাকা দিয়ে যাবে। টাকার ভাবনা নেই চম্পার। অনেক দিন ঘরে লোক না এলেও কোন ক্ষতি হবে না তার। হঠাৎ সে যেন অস্থির হয়ে পড়ে। একদিন, আজ এই শনিবারে সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁকে যদি তার ঘর বন্ধ থাকে, যদি লোক না আসে তাহলে কী ক্ষতি হবে। যেকথা সে বলেছিল ঘোষসাহেবকে নেশার ঘোরে, দেয়ালের ওপারে শহরের বড় রাস্তার কথা, বাইরের আলোর কথা, আর চা আর অমলেটের কথা—এখন সবই তার মনে পড়ে যায়। আর—

কিন্তু আশ্চর্য, ওই বোকা লোকটা কি যাদু জানে? ভোর থেকে কেন সব ভাবনা ছাড়িয়ে, লাভের কথা এড়িয়ে বার বার একটা কথাই চম্পার মনে জাগছে—আজ শনিবার। এখন দুপুর। এখন, যদি মনে থাকে, সেই মানুষটা ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। এখন বৃষ্টি নেই। খটখটে রোদ। গোটা বাড়িটায় ক্লান্তি থমথম করছে। মাসি ঘুমুচ্ছে নিশ্চয়ই। শুধু একটি মানুষ, এ বাড়ির সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে, যার যৌবনের অনেক দাম—জেগে আছে। বাইরে যেতে চাইছে।

চুপচাপ বিছানায় আর গড়াতে পারে না চম্পা। একটা নিঃসংশয় ক্ষতির জগৎ ওকে টানে চুম্বকের মতো। খুশীর আভা কাঁপে না তার মুখে। বিরক্তির রেখায়-রেখায় মুখটা কঠিনই হয়ে ওঠে। কিন্তু তাহলেও চম্পা তাড়াতাড়ি প্রসাধন সেরে নেয়। আর তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার আগে ভয়-ভয় একবার চারপাশে তাকায়। না, কেউ দেখছে না ওকে।

ট্যাক্সিতে বসেও চম্পা কোনদিকে তাকায় না। আপন মনেই ও যেন জ্বলে। সাংঘাতিক এক অন্যায় করার গ্লানিতে ঝিমিয়ে থাকে। কোথায় যাচ্ছে সে? কেন যাচ্ছে? অচেনা একটা মানুষের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ কেন তাকে ঘর থেকে টেনে আনল?

ঠিক দাঁড়িয়ে আছে পঙ্কজ। চম্পাকে দেখে ও এগিয়ে আসে ট্যাক্সির কাছে। হাসে। কিন্তু ওকে একবার মাত্র দেখে চম্পা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দেয়। আর তা দিতে দিতে অনুতাপ করে, কেন আজ এল এখানে আর কেন তখনই ও ফিরে যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়।

শনিবার দুপুরে চৌরঙ্গীতে অনেক মানুষের ভিড়। আজ এই সব মানুষকে ভয় লাগে চম্পার। সে যেন মাথা তুলতে পারে না। এখন চৌরঙ্গীতে ভরা দুপুরে অনেক মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে বার বার চম্পার মনে হয়, কেউ না কেউ ওকে চিনে ফেলবে—ফেলবেই। আর তখন এমন করে লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা বোকা মানুষের কাছে ছুটে আসার সব দায় চুকে যাবে। ওর একবার মনে হয় সত্যি কথাটা জানিয়ে দিলেই তো হয় পঙ্কজকে। তাহলে চম্পাকে এমন করে অনুতাপ করতে হবে না। হয় পঙ্কজ তাকে সরিয়ে দেবে, নয় সোজা চলে যাবে ঘরে—লাভ হবে চম্পার।

ট্যাক্সি থেকে নামবার সময় চম্পার ভাড়া দিতে যায় পঙ্কজ, "ভয় ছিল, ভুলে যাবেন—"

চোখ তুলে কঠিন দৃষ্টিতে পঙ্কজের দিকে তাকায় চম্পা, "রাখুন, ভাড়া আমি দিয়ে দিয়েছি।"

চম্পা তাড়াতাড়ি সেই রেস্তোরাঁয় ঢুকতে যায় কিন্তু পঙ্কজ বাধা দিয়ে বলে, "না, আজ ওখানে নয়।"

প্রথমে ভয় পায় চম্পা। থমকে দাঁড়ায়। ওখানে নয় তো কোথায় তাকে নিয়ে যেতে চায় এই লোকটা? সে বলে, "কোথায় যাবেন?"

"অন্য আর এক রেস্তোরাঁয়।"

"কিন্তু কোথায়?" চৌরঙ্গীতে কড়া রোদে দাঁড়িয়ে চম্পা অস্থির হয়। আশ্চর্য, প্রত্যেকটা লোক তাকাচ্ছে ওর মুখের দিকে।

কিন্তু পঙ্কজের কোন ভয় নেই। দেখুক ওকে শহরের সব লোক এই মুহূর্তে—ওর সঙ্গে চম্পাকে দেখুক। পঙ্কজ ইচ্ছে করেই মাথা তুলে একবার চার পাশে তাকিয়ে নেয়। হ্যাঁ, ওদের দেখছে অনেক লোক। তখন এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না পঙ্কজ। ও হাঁটতে আরম্ভ করে। চম্পাও।

রাস্তায় চলতে-চলতে পঙ্কজ বার বার তাকায় চম্পার দিকে। কিন্তু কঠিন তার মুখ। যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে যায় পঙ্কজের সঙ্গে সঙ্গে। একটা মধুর ভয়, পরিচয় গোপন করবার এক অস্বাভাবিক বাসনা আশে পাশের সব মানুষের কাছ থেকে চম্পাকে নিয়ে যেতে চায় আড়ালে—অনেক দূরে যেখানে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তার মুখে বিরক্তির রেখা কঠিন হয়ে ফুটে উঠবে না।

অনেকটা হেঁটে একটা বড়, খুব বড় হোটেলে ওরা এল। কাছাকাছি টুং টুং বাজনা বাজছে। চার পাশে অনেক বিদেশী ছেলে-মেয়ের ভিড়—মিষ্টি কলরব। বিরক্তির পুরু রেখাটা অল্পে-অল্পে মিলিয়ে যায় চম্পার মুখ থেকে। সে সহজ হয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে চোখ তুলে। আর হঠাৎ একবার ঘড়ি দেখে।

চম্পাকে দেখতে-দেখতে পঙ্কজ হেসে বলে, "ঘড়ি দেখছেন যে? এই তো এলেন—"

মুখ নামিয়ে নিজের ছোট ঘড়ির দিকেই চোখ রেখে চম্পা বলে, "আপনি আমাকে আর আসতে বলবেন না। এমন করে আসা আমার পক্ষে কঠিন—খুব কঠিন।"

করুণ একটা ছায়া নামে পঙ্কজের মুখে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে চম্পার দিকে। থেমে থেমে বলে, "আমি ভেবেছিলাম আজও আপনি আসবেন না—"

"আমার আসতে খুব কষ্ট হয়েছে।" এক মিনিট চুপ করে থাকে চম্পা, "আমি আর আসব না।"

তখন, বিমর্ষ মুখে করুণ হাসি হাসবার চেষ্টা করে পঙ্কজ, বয় এসে দাঁড়ায় ওদের সামনে। তাকে দেখে যেন চমকে ওঠে পঙ্কজ। ব্যস্ত হয়ে চম্পাকে জিজ্ঞেস করে, "কী খাবেন?"

কিন্তু চম্পা উত্তর দেয় না পঙ্কজের প্রশ্নের। হঠাৎ একটু দূরে তাকিয়ে সে যেন ভয় পায়। তাকে কোথায় নিয়ে এল পঙ্কজ। এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি

চম্পা, ওর আশেপাশে অনেক মানুষ, প্যাণ্ট টাইপরা ঘোষসাহেবের মতো অনেক বড় মানুষ এখানে বসে মদ খাচ্ছে। পঙ্কজ কি ভেবেছে চম্পাও মদ খাবে, মাতাল হবে? তারপর পঙ্কজ তাকে চালান করবে যেখানে খুশি। না, আর নয়। এই শেষ। কাউকে কিছু না জানিয়ে এমন করে আর ঘর ছেড়ে একা একা বেরিয়ে আসবে না চম্পা। সে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়।

চম্পাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে তার সামনে মেনু এগিয়ে দিয়ে আর একবার মুখে হাসি টেনে পঙ্কজ বলে, "এই যে, বলুন কী খাবেন? না কি আমি বলে দেব?"

শরীর ঝাঁকিয়ে চম্পা একটু জোরেই বলে ফেলে, "আমি কিছুতেই মদ খাব না, বুঝলেন?"

সে রসিকতা করছে ভেবে হা-হা করে হাসে পঙ্কজ, "আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে আমি মদ খাই না? এর আগের দিনও—"

চম্পা বাধা দিয়ে বলে, "তবে আমাকে এই হোটেলে নিয়ে এলেন কেন?"

"কেন, এখানে আপনার ভাল লাগছে না?"

"এখানে তো মদ পাওয়া যায়।"

"এসব রেস্তোরাঁয় সবই পাওয়া যায়," পঙ্কজ এবার নিজেই বয়কে বলে দেয় কী আনতে হবে। তারপর হাসতে-হাসতেই চম্পাকে বলে, "মাতালকে আপনার বড় ভয় না? কেন?"

ইতস্তত করে চম্পা। কী একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারে না। আর বিস্মিত দৃষ্টিতে পঙ্কজ দেখে তার রূপ। দেখতে-দেখতে বিভোর হয়ে যায় যেন। এ সময় একবার তার চেনা কোন লোক কিংবা নন্দিনী শচীন কাবেরী মা-বাবা তাকে দেখে না কেন। চম্পার সামনা-সামনি চৌরঙ্গীর সব চেয়ে বড় বিলিতি রেস্তোরাঁয় বসে থাকতে থাকতে পঙ্কজের মনে অদ্ভুত এক অহঙ্কার কাঁপে। আর অল্প পরেই আস্তে আস্তে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, অহঙ্কার নিভে যায়। মনে হয় আর আসবে না চম্পা। এই শেষ। পঙ্কজের মনে হঠাৎ জ্বলে-ওঠা একটা আভা মুছে যাবে। লোককে ডেকে বলবার মতো, দেখাবার মতো কিছুই আর থাকবে না তার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে পঙ্কজের।

তবুও ক্ষীণ স্বরে যেন মিনতি করে পঙ্কজ, "আবার কবে দেখা হবে?"

এবার হাসে চম্পা। বোধহয় আজ এই প্রথম সহজ স্বরে কথা বলে পঙ্কজের সঙ্গে, "বলেছি তো আর দেখা হবে না।"

"না," ম্লান হাসি খেলে পঙ্কজের ঠোঁটের ফাঁকে। ওর স্বরও কাঁপা-কাঁপা যেন, "দেখা হবেই।"

"আমি আসব না—আসতে পারি না—"

"অফিসে তো আসেন, খুব অল্পক্ষণের জন্যে, আপনি যখন বলবেন, যেখানে বলবেন—"

অবাক হয় চম্পা, "অফিসে আসি ?" সঙ্গে সঙ্গে ও সামলে নেয় নিজেকে। প্রথম দিন চাকরির কথা বলেছিল বটে পঙ্কজকে। একটু পরেই ও বলে, "কিন্তু কী লাভ বার বার দেখা করার ?"

অন্যদিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলে, "লাভ—অনেক লাভ।"

ঠোঁট টিপে হাসে চম্পা, "বলুন কী লাভ ? আমার সঙ্গে দেখা করলে পয়সা হয় আপনার ? মাইনে বাড়ে ?"

পঙ্কজ বলে, "হ্যাঁ বাড়ে। কী লাভ হয় সেকথা হয়তো আমি আপনাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে বলতে পারব না।"

"কবে বলবেন ?"

"অনেক—অনেক দিন পর," একটু চুপ করে থেকে চম্পার হলদে শাড়ির দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলে, "যদি আপনার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয় তাহলে হয়তো বলতে হবে না—"

"আমি নিজেই বুঝে নেব, না ?" কলকল হাসির ফোয়ারা তোলে চম্পা, "বুঝেছি-বুঝেছি ? আপনার লাভের কথা আমার বুঝতে বাকি নেই—"

"কি বুঝেছেন ?"

"আপনি মরেছেন। আপনি বোকা। আপনি জানেন আমি কে ?"

"জানি।"

হঠাৎ হাসি থামায় চম্পা। ওর বুক ভীত পাখীর মতো দুপ দুপ করে। কোন রকমে ও শুধু জিজ্ঞেস করে, "কী—কী জানেন ?"

সহজ স্বরে পঙ্কজ বলে, "আপনি সংরক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। আপনাকে বাড়ির অনেক কড়া নিয়ম মেনে চলতে হয়," পঙ্কজ হেসে বলে, "আরও বলব ?"

"বলুন না ?"

"আজ আপনি লুকিয়ে-লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আপনার সবসময় ভয় পাছে কেউ আপনাকে দেখে ফেলে—"

"ঠিক ঠিক। এত কথা জানলেন কেমন করে বলুন তো ?" বোকা মানুষটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চম্পা মনে মনে হাসে।

"আপনার বাড়িতে কে-কে আছেন ?"

"আমার বাড়িতে ? এই—" চম্পা কী বলবে ঠিক করতে না পেরে কথা শেষ করে না।

"মা বাবা"

"বাবা নেই," মাসির কথা মনে করেই চম্পা বলে। বলে, "মা আছে। আর কেউ নেই।"

"ভাই বোন ?"

"না, আর কেউ নেই। আপনার কে-কে আছে ? একটা সুন্দরী বউ আছে নিশ্চয়ই ?"

"সুন্দরী বউ ?" গলা ছেড়ে হাসে পঙ্কজ, "এখনও নেই," একটু সাহস হয় এবার ওর। ও বলেই ফেলে, "আপনাকে ছাড়া আর কোন সুন্দরী মেয়েকে অমি চিনিই না। যাক গে, বউ ছাড়া আর সকলেই আছে, মা-বাবা, দুই বোন—আমি এক ছেলে। ভাই নেই আমার।"

"একদিন যাব আপনাদের বাড়ি ?"

"যাবেন ?" উৎসাহে জ্বলে ওঠে পঙ্কজের মুখ, "সত্যি যাবেন ? কবে যাবেন ?"

"না না," চম্পা যেন মনে মনে শাসন করে নিজেকে। সব ভুলে কী আবোল-তাবোল বকছে ও ! ও গম্ভীর হয়ে বলে, "না, আমি যাব না—আমি কোথাও যাই না—যেতে পারি না।"

"কেন ?"

"বাড়ির বারণ আছে।"

"কিন্তু আবার কবে বলুন, আগামী শনিবার, খুব অল্পক্ষণের জন্য এখানে আসবেন ? কী ক্ষতি হবে আপনার ?"

"ক্ষতি হবে," যেন চাপা স্বরে কথা বলে চম্পা, "অনেক ক্ষতি—আমিও সব কথা আপনাকে বোঝাতে পারব না।"

"না," টেবিলের ওপর একটা হাত রাখে পঙ্কজ চম্পার হাতের খুব কাছাকাছি, "কোন ক্ষতি হবে না। আপনি আসবেন—আসতেই হবে—"

পঙ্কজের কথা বলার ধরন দেখে চম্পা হাসে। তারপর একটু ভেবে, কী মনে করে হঠাৎ হালকা স্বরে বলে, "চেষ্টা করব—"

"চেষ্টা না। আসবেন। আসতেই হবে।"

"ও বাবা," একটা মজা পায় যেন চম্পা, "এত দরদ। এমন করে মরবেন

না—” তার কথা শেষ হবার আগেই একটা বড় ট্রে হাতে বয় এসে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর নামিয়ে দেয় দুটো রোস্ট মাটনের প্লেট। কিন্তু চম্পা দেখে না ওসব। ওর ক্ষিধে নেই। এখন এসব খেতেও ইচ্ছে করে না। ওর মনের মধ্যে তৃপ্তির একটা নতুন রেখা যেন কাঁপতে থাকে। চেষ্টা না করে এই বোকা মানুষটাকে ঘিরে রহস্যের একটা জাল যেন সে এর মধ্যেই ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। গলা ছেড়ে ঘর ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে করে চম্পার।

কিন্তু তারপর, হয়তো পঙ্কজ লক্ষ্য করে না, কয়েক মুহূর্তের জন্যে অসহায় ছোট একটা মেয়ের মতো মনে হয় চম্পাকে। এখন সে কী করবে? যে রহস্যের স্বাদ সে এখন পাচ্ছে—পঙ্কজের কল্পনায় তার একটা নতুন পরিচয়ের স্বাদ—এই লুকোচুরি, এমন ছলনা চম্পা আর কখনও করে নি বলেই তার তৃপ্তির জন্যে, শুধু খেলার জন্যে এই মানুষটাকে সে বোধহয় ছাড়তে চায় না। পঙ্কজের কাছ থেকে হাতে-হাতে তার সময়ের নগদ দাম না পেলেও চম্পার মনে হয়, ঘোষসাহেব না এলে রাতে একা-একা বিশ্রাম করবার সময় সে যত তৃপ্তি পায়—এখানে, পঙ্কজের সামনে সে একটা নতুন জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে আনন্দ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি। আর তখন এই লোকটার সঙ্গে বিনা মূল্যে খেলা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে।

আজ এখানে আসবার আগে হয়তো তাই শেষ অবধি এখানে এসেছে চম্পা, হঠাৎ তার মনে হয়েছিল, আর না এলে পঙ্কজের সঙ্গে দেখা হবে না। আর একটা মানুষ যার সঙ্গে তার পরিচয় নেই বললেই চলে, আজ না এলে সে হারিয়ে যেত চিরকালের জন্যে, তার সঙ্গে আর কখনও কোথাও চম্পার দেখা হত না।

পঙ্কজের কাছ থেকে নগদ টাকা পায় না চম্পা সেকথা ঠিক, কিন্তু একটা কিছু চম্পার মনে হয়, একটা দাম সে তাকে যেন দেয়, যা অন্য কারুর কাছ থেকে এর আগে সে পায় নি। পঙ্কজের বাড়াবাড়ি বিনয় আবার দেখা করার জন্যে ব্যাকুল মিনতি, দুটো করুণ চোখ চম্পাকে যেন তার প্রতিদিনে বেচা-কেনার জগৎ থেকে তুলে নেয় অনেক ওপরে আর সেখানে পৌঁছে তার মনে হয়, একটা অদ্ভূ মূল্য আছে চম্পার। তখন পঙ্কজকেই তার একটা জীবন্ত রহস্য বলে মনে হয়—নিজেকেও।

হঠাৎ এক সময় মাথা তুলে চম্পা বলে, “আমি যখনই আসি তখনই আপনি আমাকে এমন এক জায়গায় নিয়ে আসেন যেখানে বসে কি

থাকলেও জোর করে শুধু খেতে হয়? আমাকে নিয়ে যাবার আর'স যাবে জায়গা কি নেই আপনার?"

রোস্ট মাটনের গরম প্লেটটা হাত দিয়ে একটু দূরে ঠেলে দেয় পঙ্কজ, "আছে। আপনাকে নিয়ে যাবার অনেক যায়গা আছে আমার" কথা বলতে বলতে খুশীর একটা আভা ঝলসে ওঠে যেন পঙ্কজের চোখের তারায়। চম্পার হয়তো খেয়াল নেই যে তার এই অনুযোগের পিছনে পঙ্কজের সঙ্গে আবার দেখা করার আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জলের গ্লাসে আঙুল দিয়ে টুং করে একটা মিষ্টি শব্দ করে পঙ্কজ বলে, "এই নিয়ে আপনার সঙ্গে মোটে আমার দ্বিতীয় দিন দেখা। প্রথম দিন সত্যি যাবার আর কোন জায়গা ছিল না," একটু থেমে সে হেসে বলে, "উপায়ও ছিল না। আর আজ ভয় ছিল—"

"কিসের ভয়?"

"আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ার।"

"বললাম তো," ঠাণ্ডা স্বরে চম্পা বলে, "আমার আসবার অনেক অসুবিধা আছে—"

চম্পার কথা চাপা দেবার জন্যে পঙ্কজ তাডাতাড়ি বলে ওঠে, "কিন্তু আজ যখন এসেছেন আর আমি বুঝতে পারছি এখানে আপনার ভাল লাগছে না তখন চলুন খাওয়া শেষ করে এখান থেকে বেরিয়ে আমরা অন্য কোথাও যাই —যাবেন?"

"কোথায়?"

"কোথায় যাবেন বলুন? যেখানে আপনার খুশি—"

চম্পা জোরে-জোরে মাথা নাড়ে, "না না, আমার বেশি সময় সেই। আমি কোথাও যেতে চাই না। এখান থেকে সোজা বাড়ি চলে যাব—"

একটা যন্ত্রের মতো এক সুরে কথা বলে যায় চম্পা। কিন্তু যখন এসব কথা বলে তখনই ওর মনে হয় ও ঠিক বলছে না। এখান থেকে নিজের সেই ঘরে ফিরে যাবার কোন ইচ্ছেই যেন তার নেই। এমন একটা জায়গা, যেখানে আশেপাশে আছে অনেক মানুষ, অনেক গলার স্বর ভেসে আসছে, মিষ্টি বাজনা বাজছে আর তাকে ভদ্রঘরের মেয়ে মনে করে ঘন ঘন দেখছে কত মানুষ— সেখানে চম্পার ভাল লাগবে না কেন। কিন্তু মনের সত্যি কথাটা পঙ্কজকে জানিয়ে কোন লাভ নেই।

"আজ বৃষ্টি নেই," পঙ্কজ যেন ফিসফিস করে ভয়ে-ভয়ে কথা বলে, "সেদিন আপনি সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ি গিয়েছিলেন—"

না—” ...দিন বৃষ্টি ছিল—”

...বলেই ফেলে, “আজ বৃষ্টি না থাকলেও একটু দেরি করে ...কী ?”

...সকে যেন বেরিয়ে যায় “আমাকে নিয়ে কী করতে চান

মাথা ঝাঁকিয়ে এমন স্বরে কথা বলে চম্পা যে পঙ্কজ চমকে যায়। চম্পাকে নিয়ে সে কী করতে চায় সেকথা জিজ্ঞেস করবার একটা স্বাভাবিক অধিকার চম্পার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর পঙ্কজের মাথায় হঠাৎ আসে না। তাই সে মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ। আর তার দিকে তাকিয়ে চম্পা আপন মনেই হাসতে থাকে।

তেমন করে হাসতে হাসতে একটু পরে চম্পা আবার বলে, “এই জায়গা অনেক ভাল—কেন জানেন ?”

“কেন ?”

“এখানে আমার কোন ভয় নেই। এখানে অনেক লোক। আপনি আমার কিছু করতে পারবেন না।”

চম্পার কথা শুনে এখন পঙ্কজও হাসে, “আপনি খুব ভীতু বুঝি ? কিন্তু আমার চেহারাটা কি ভয় পাবার মতো ?”

চম্পা থেমে থেমে বলে, “মানুষের মুখ দেখে কি কিছু বোঝা যায় ? আপনার কী মতলব কে জানে! কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে—কী সর্বনাশ করবেন—হয়তো খুনও করতে পারেন—”

“খুন ?” পঙ্কজ অবাক হবার ভান করে বলে, “কী বলেন, আপনাকে খুন করব আমি!”

চোখ ঘুরিয়ে চম্পা বলে, “পারবেন না ?”

“না।”

তীক্ষ্ণ হাসি খেলে চম্পার ঠোঁটের ফাঁকে, “কেন বলুন না ?”

চম্পার প্রশ্ন, ওর কথা বলার ধরন কয়েক মুহূর্তের জন্যে পঙ্কজের মন থেকে অপরিচয়ের সঙ্কোচ মুছে দেয়। ওর মনে হয়, ইচ্ছে করেই চম্পা ওকে যেন কাছে এগিয়ে যাবার সুযোগ দেয়। আর এ সুযোগ হারাতে চায় না পঙ্কজ। এ প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতেই হবে।

কিন্তু অনেকে দেখছে ওদের। হয়তো নতুন অর্ডার নেবার আশায় বয় বারবার ঘোরাঘুরি করছে। রোস্ট মাটন জুড়িয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড খিদে

পেলেও খেতে ইচ্ছে করছে না পঙ্কজের। এখান থেকে বেরিয়ে সে যাবে কোথায়!

এখানে যত দেরি করা যায় ততই ভাল। এখানে একজন তার কথা শুনবে—তার সঙ্গে কথা বলবে। আর, যেমন করে হোক, চম্পার প্রশ্নের উত্তর মনে মনে খুঁজতে খুঁজতে পঙ্কজ ভাবে, তাকে আজও ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ। আর যাবার আগে আর একটা দিনের কথা তার মুখ দিয়েই বলাতে হবে যেদিন আবার তাদের দেখা হবে।

চম্পা আবার বলে, "বলুন ?"

তখন ভেবে ভেবে পঙ্কজ উত্তর দেয়, "প্রথম কথা আমার ফাঁসি যাওয়ার ভয় আছে আর," এক মিনিট চুপ করে থেকে সে বলে, "আপনার মতো মেয়েকে খুন করা যায় না—"

"কেন ?" খিলখিল করে চম্পা হাসে, "কেন ?"

"মানে, আপনাকে দেখে, আপনার রূপ দেখে," অন্যদিকে তাকিয়ে পঙ্কজ তাড়াতাড়ি বলে যায়, "খুন করার কথা লোকে ভুলে যাবে, হাত কাঁপবে—"

"তাই নাকি ?" হঠাৎ হাসি থামায় চম্পা।

"নিন, এবার খাওয়া শেষ করুন। তারপর চলুন, এখান থেকে বেরিয়ে একটু বেড়িয়ে যাই—"

"না না, অচেনা লোকের সঙ্গে কোথাও যাওয়া আমাদের বারণ।"

"কিন্তু আমি তো আর আপনার অচেনা নই—"

"হ্যাঁ, আমি আপনাকে চিনি না," চম্পা যে বোকা নয় বোধ হয় সেকথা প্রমাণ করবার জন্যে বলে, "আপনি কী করেন, কোথায় থাকেন—কিছুই তো আমি জানি না—"

পঙ্কজ হেসে বলে, "জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতেন। কিন্তু কিছু না জিজ্ঞেস করে আমাকে খুনী ভাবলেন কেন ?"

চম্পা হালকা স্বরে বলে, "আপনাকে ওই রকম একটা কিছু মনে হয়—কিন্তু জানেন, আমি কাউকে ভয় করি না—আপনাকেও নয়।"

"আপনাকে দেখে প্রথম দিনই আমার সেকথা মনে হয়েছিল," যেন আপন মনেই কথা বলে পঙ্কজ, "আপনি কাউকেই ভয় করেন না। আর আপনাকে দেখে আমারও সব ভয় ভেঙে গেছে।"

"আপনি ভীতু মানুষ নাকি ? কাকে ভয় করতেন ?"

"অনেককে," শুকনো হাসি হেসে পঙ্কজ বলে, "কিন্তু এখন শুধু আপনাকেই ভয় করি—"

"আমাকে ? কেন বলুন তো ?" অবাক হয়ে চম্পা জিজ্ঞেস করে, "আমাকে আপনার কিসের এত ভয় ?"

পঙ্কজের একবার ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে স্পষ্ট করেই বলে ফেলে, হারাবার ভয়। কিন্তু আজ নয়, অন্য আর একদিন একথা সে বলবে চম্পাকে। আজ সে একই কথা বলে একটু অন্য রকম করে।

পঙ্কজ বলে, "আপনাকে ভয় করে কারণ মনে হয় হঠাৎ আপনি এমন করে আমার সঙ্গে আর দেখা করতে নাও আসতে পারেন।"

"তা ভেবে ভয় পান কেন ? আমি কতবার আপনাকে বলব যে এমন করে বাইরে আসা আমার পক্ষে খুবই কঠিন।"

"অফিসে তো আসেন ?"

"অফিস ? ও হ্যাঁ, কিন্তু—না না, ওসব কথা থাক।"

"তবে থাক," কাঁটা আর ছুরি প্লেটের ওপর রেখে পঙ্কজ বলে, "এখন নয়, আর কিছুদিন পরে, যদি আমি হঠাৎ একদিন আপনাদের বাড়িতে যাই—"

আবার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। একঘর লোকের দিকে আর একবার চোখ তুলে দেখে চম্পা। এতগুলো ঝকঝকে মানুষকে একসঙ্গে দেখতে ওর ভাল লাগে। এমন মানুষগুলোকে কৌশলে আমন্ত্রণ জানাবার ইচ্ছা ওর মনে প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু ওদের কথা না হয় এখন থাক, যে বোকা লোকটা, চম্পা স্পষ্টই বুঝতে পারে, ক্ষিপ্ত হয়েছে তার সঙ্গ পাবার জন্যে, এক তরফা ভালবেসে হাবুডুবু খাচ্ছে মনে মনে, তাকে সব কথা স্পষ্ট করে বলে তার ঘরে নিয়ে গেলেই তো হয়।

কিন্তু এত ভেবেও নিজের পরিচয় খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করতে পারে না চম্পা। তার নিজের জন্যেই, যেন একটা ছেলেমানুষী খেলার জন্যে এই মানুষটার কাছে তার পরিচয় চম্পা গোপন রাখতে চায়। আর এত লোকের মাঝে চৌরঙ্গীর ওপর এক বড় রেস্তোরাঁয় বসে আরও একটা কথা মনে হয় চম্পার—যেকথা সে নেশার ঘোরে বলেছিল ঘোষসাহেবকে—পঙ্কজ তার ঘরে গেলে এই খেলা একটা উৎকট কামনায় এক মুহূর্তে ঘুচে যাবে। বাইরে তাকিয়ে বিকেলের পড়ন্ত আলো চম্পা দেখতে পাবে না। এত মানুষও তার চোখে পড়বে না আর অনেক গলায় স্বর শুনে মাঝে মাঝে সে চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক তাকাতেও পারবে না।

না তার সামনে বসে থাকা এই বোকা মানুষটাকে কোনদিনও ঘরে নিয়ে যাওয়া চলবে না। মদ না খেয়েও যেন অল্প অল্প নেশা হয় চম্পার। তার মুখের হাসিও মিলিয়ে যায়। হঠাৎ সে ভয় পায়। একটা অচেনা মানুষের হাতে খুন হয়ে যাওয়ার ভয় নয়, এই খেলা ভেঙে যাওয়ার ভয়। ঘোষসাহেবের মতো তার হাতে করকরে নোটের তাড়া পঙ্কজ গুঁজে না দিলেও এই অসময়ে ঘরের বাইরে এমন করে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেয়ে নগদ টাকার ভাবনা তার মাথায় থাকে না। খেলা চালিয়ে যাবার নেশা লাগে মনে।

একটু পরে চম্পা চঞ্চল হয়ে বলে, "না না, আপনি কোনদিনও আমার ঘরে যেতে পারবেন না—"

জোরে হেসে ওঠে পঙ্কজ, "আপনার ঘরে গেলে আপনি আমাকে বের করে দেবেন জানি—আপনার ঘরে যাব না, আপনাদের বাড়িতে যাব—"

চম্পা জোর দিয়ে বলে, "না।"

"আপনি একদিনও যেতে বলবেন না আমাকে?"

"না, কখনো না।"

"কেন?" পঙ্কজের মুখটা হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে যায়।

আর তখন আবার হেসে ওঠে চম্পা, "ঘরে যাবার এত শখ কেন আপনার? আমার ঘর ছোট। এত আলো নেই। এত মানুষ নেই। এখানে আপনার ভাল লাগে না?"

"লাগে!"

একটা নিশ্বাস ছেড়ে চম্পা বলে, "তবে?"

"কিন্তু এখানে কতক্ষণ বসে থাকা যায়!"

একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে চম্পা বলে, "বউ থাকলে কি আর এতক্ষণ আমার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে আজেবাজে বকে সময় নষ্ট করতে পারতেন—"

পঙ্কজ হেসে বলে, "তাহলে বউ নেই বলে বেঁচে গেছি বলুন?"

"আপনার ভাবনা কী!" চম্পা যেন জোর করে কোন রকমে কথা বলে, "বউ তো আসবেই একদিন। খুব ঘটা করে বিয়ে হবে।"

"সে তো আপনারও হবে—"

"না, হবে না। আমার বিয়ে-টিয়ে কোনদিনও হবে না," গালে একটা হাত ঠেকিয়ে কী যেন ভাবতে থাকে চম্পা।

পঙ্কজও চুপ করে থাকে। বসে বসে চম্পার কথাই সে ভাবে—তার সম্পর্কে করুণ কল্পনা বিষণ্ণ করে তোলে পঙ্কজের দুই চোখ। বিয়ের কথা ভাবে না

চম্পা—হয়তো ভাবতে পারে না। কিন্তু ওকে দেখলে করুণা জাগবে না কোন মানুষের। চম্পার চেহারায় দৈন্যের কোন ছাপ নেই। হয়তো কোন নিষ্ঠুর আঘাতে ও ভেঙে পড়েছে—বিশ্বাস হারিয়েছে। সব কথা জানবে পঙ্কজ। ও অল্প অল্প করে জানবে চম্পাকে।

তাকে দেখতে দেখতে পঙ্কজের হঠাৎ সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে করে। ওর একটা হাত শক্ত করে ধরে সে বলতে চায়, আমারও কেউ নেই।

আমিও একটা ভরা সংসারে একেবারে একা—সে বলতে চায়, আমার মতো যন্ত্রণা বোধহয় আর কারুর নেই।

কিন্তু আজ নয়। হঠাৎ চম্পার কাছে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠা শোভন নয়। একজন মেয়েকে দুদিন কাছে পেয়ে দৈন্যের কাহিনী শোনাবার মধ্যে যে কোন পৌরুষ নেই সে কথা পঙ্কজও বুঝতে পারে। কিন্তু একদিন, একটা বিশ্বাস স্থির হয়ে গাঁথা হয়ে যায় তার মনে, চম্পাকে সব কথা শোনাতেই হবে। আর তার সহানুভূতিতে, নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভাগ নেয়ার ব্যাকুল আগ্রহে পঙ্কজের মন থেকে সব ঈর্ষা দৈন্য যন্ত্রণা লুপ্ত হয়ে যাবে। আর তখন, যদি কোন আঘাত বিচলিত করে থাকে চম্পাকে, কোন ব্যর্থতা যন্ত্রণা দিয়ে থাকে, জীবন-বিমুখ করে থাকে, পঙ্কজ সব কিছুই জুড়িয়ে দেবে—ভুলিয়ে দেবে।

ওদের টেবিলের কাছে হঠাৎ নন্দিনী আর শচীনকে এসে দাঁড়াতে দেখে প্রথমে ভীষণভাবে চমকে ওঠে পঙ্কজ। ও লক্ষ্য করে নি কখন এসেছিল ওরা, এত মানুষের ভিড়ে কোন্ দিকে কত দূরে বসেছিল। এখন ওদের দেখে পঙ্কজ বুঝতে পারে ওরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আরও লক্ষ্য করে পঙ্কজ, অবাক হয়ে গেছে নন্দিনী। ও এক দৃষ্টিতে দেখছে চম্পাকে।

চোখ-মুখ একটু একটু করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পঙ্কজের। দেখুক নন্দিনী চম্পাকে। ভাল করে দেখুক। একটা ভয়ঙ্কর উল্লাস দানা বাঁধে পঙ্কজের মনে। ব্যাগ থেকে ছোট আয়নাটা বের করে মুখের সামনে তুলে ধরে চম্পার সঙ্গে নিজের তুলনা করুক নন্দিনী। ঈর্ষায় ছোট হয়ে যাক ওর চোখ। এতদিন পর পঙ্কজ যেন সব অপমানের শোধ তুলতে পেরেছে।

পঙ্কজ বলে ওঠে, "হ্যালো মিস্টার নাগ, যাক, ঠিক জায়গায় ঠিক সময় দেখা হয়ে গেল! বসুন বসুন—"

নন্দিনী হঠাৎ সতর্ক হয়ে বলে, "না দাদা, আর বসবো না। এখন অন্য জায়গায় যাবার কথা আমাদের—"

"তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি"—চম্পার দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলে,

"চম্পা ঘোষ।" একমুহূর্ত ও ইতস্তত করে, "আমার বন্ধু," তারপর নন্দিনীকে দেখিয়ে পঙ্কজ বলে, "আমার বোন নন্দিনী। আর ইনি মিস্টার শচীন নাগ।"

একটা কিছু বলা উচিত চম্পার। কিন্তু কী বলবে ও। শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যয় তার। মুখ দিয়ে কথা বার হতে চায় না। চোখ তুলে সে এদের দিকে আর তাকাতেও পারে না। ভয় পায় সে। হয়তো এখুনি তার চেনা একটা লোক এসে দাঁড়াবে এখানে। তার ঘোষ পদবীর রহস্য ফাঁস করে দেবে। তখন তাকে মাথা নিচু করে এদের সকলের সামনে থেকে পালিয়ে যেতে হবে। কেন এদের তার নাম বলতে গেল পঙ্কজ। চম্পার বুক কাঁপতে থাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। পঙ্কজের সঙ্গে এই খেলা খেলবার ইচ্ছেও যেন শুকিয়ে যায়। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চম্পা চুপচাপ বসে থাকে। এদের সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারে না।

তখন নন্দিনী মিষ্টি কথার গুঞ্জন তোলে, "একদিন আমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই যাবেন।"

ভয়ে ভয়ে মুখ তোলে চম্পা। মাথা হেলিয়ে জানায়, একদিন সে যাবে।

"এক কাপ কফি মিস্টার নাগ?" পঙ্কজ জিজ্ঞেস করে।

"এইমাত্র খেলাম। ধন্যবাদ—"

"একদিনও কিন্তু আমাদের দুজনের একসঙ্গে বসে কফি খাওয়া হল না," একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে পঙ্কজ।

"হবে নিশ্চয়ই হবে," যেন খুব লজ্জা পায় শচীন, "শুধু কফি কেন, শিগগিরই একদিন একসঙ্গে আমরা লাঞ্চ কিংবা ডিনার খাব—মিস ঘোষ আপনাকেও দয়া করে আসতে হবে।"

চম্পা বুঝতে পারে না যে তাকে লক্ষ্য করে কথা বলে শচীন। কিন্তু পঙ্কজ তার হয়ে বলে, "বেশ, বেশ। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার নাগ।"

চম্পাকে নন্দিনীও আমন্ত্রণ জানায়। তারপর শচীনের একটা হাত ধরে বেরিয়ে যায় সে রেস্তোরাঁ থেকে। ওরা চলে যায় কিন্তু হাসি লেগে থাকে পঙ্কজের ঠোঁটে। আর চম্পার মুখ গম্ভীর থমথমে হয়ে যায়। পঙ্কজ বুঝতে পারে না কেন তার এই পরিবর্তন। হয়তো সে ভাবছে পঙ্কজের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে আসার কথাটা যদি ছড়িয়ে যায়!

পঙ্কজ জিজ্ঞেস করে, "হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন কেন?"

চম্পা জোর করে নিজের মনের ভাব গোপন করবার জন্যে বলে, "আপনার আপন বোন?"

"হ্যাঁ, আমার আপন বোন?"

"আর ওর বর বুঝি?"

"না, বন্ধু।"

"বন্ধু", চম্পা যেন পঙ্কজের কথার মানে বুঝতে পারে না, "ওদের বিয়ে হবে?"

পঙ্কজ মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বের করে বলে, "কে জানে!" একটু পরেই নিজেকে সংযত করে শান্ত স্বরে বলে, "একদিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে আপনাকে যেতে হবে—এখন আশা করি আমার হাতে আপনার খুন হয়ে যাবার ভয় নেই?"

পঙ্কজের সব কথা শোনে না চম্পা। কী ভাবতে-ভাবতে বলে, "না নেই। কিন্তু এ কী করলেন আপনি!"

"কী করলাম!"

"আপনার বন্ধু বলে বোনের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন?"

পঙ্কজ হেসে বলে, "হ্যাঁ দিলাম।"

"কিন্তু তারপর?"

"তারপর কী?"

"যদি কোন কারণে হঠাৎ একদিন—"

চম্পার কথা শেষ হবার আগেই পঙ্কজ বলে, "না, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কখনও ছুটবে না।"

"কিন্তু আপনি তো আমাকে চেনেন না—জানেন না।"

"চিনে নেব, জানব। আপনি কিছু ভাববেন না।"

চম্পার মুখ যেন কঠিন যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যায়। আর নয়। এখুনি শেষ করে দিতে হবে এই খেলা। এই খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চম্পার তেজী মনটা হঠাৎ যেন ছোট হয়ে যাচ্ছে—কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে ভাবছে প্রত্যেকে তাকে চেনে, তাকে দেখতে-দেখতে হাসছে। এমন করে নিজেকে কখনও ছোট করে নি চম্পা। সে মানুষকে সোজা কথাটা জোর করে জানিয়ে হাতে-হাতে নগদ দাম আদায় করে নিয়েছে। প্রতারণার এমন কঠিন জালে নিজেকে বাঁধে নি—কাউকেই নয়। যেন অল্প সময়ের মধ্যেই সে হাসতে ভুলে গেছে—মাথা তুলে সাহস করে চারপাশে তাকাতেও পারছে না। এমন প্রতারণা করা চলবে না। এমন করে মানুষকে ঠকানো তার ব্যবসা নয়।

কিন্তু আশ্চর্য, এখনও মনে মনে এত চেষ্টা করেও চম্পা সাহস করে নিজের পরিচয় ভাঙতে পারে না পঙ্কজের কাছে। আর বোধহয় ভাঙতে চায়ও না। তখন সামনে বসে থাকা বোকা, ভীষণ বোকা মানুষটার ওপর তার রাগ হয়। এত করে বোঝাবার চেষ্টা করলেও সেসব বোঝে না কেন! চম্পার একটা বিশ্বাস এতদিন মনে মনে ছিল যে তাকে কিংবা তার মতো আর কাউকে মুখ ফুটে অন্যের কাছে পরিচয় দেবার দরকার হয় না—তার চেহারায়, চালে-চলনে, কথায়বার্তায় চালাক লোক তার পরিচয় পেয়ে যায়—তাকে চিনতে পারে। পঙ্কজ পারে না কেন!

প্রথম দিন থেকে এই মুহূর্ত অবধি যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে পঙ্কজ চম্পার সঙ্গে কথা বলছে, ঠিক তেমন করে তার সঙ্গে কেউই কখনও কথা বলে নি—ঘোষসাহেবও নয়। হয়তো চম্পাও অন্য সুরে একেবারে প্রথমে কথা বলেছিল পঙ্কজের সঙ্গে। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপ চালিয়ে যাবার পরই সে তার পেশার কথা জানাবার চেষ্টা করেছিল, তাকে তার ঘরেই নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। বোকা পঙ্কজ কিছুই বোঝে নি। চম্পাকে ভেবেছিল আর এক জগতের মেয়ে। আর এখনও তাকে ভদ্রলোকের মেয়ে ভেবে কথা বলে যাচ্ছে। হয়তো তার কথা ভেবে অনেক স্বপ্নও দেখছে মনে মনে।

এমন স্বপ্ন ঘোষসাহেব কখনও দেখে না। যারা দেখে, চম্পা জানে, তারা বোকা। আর এই বোকাদের তেমন করে খেলাতে পারলে চম্পার মতো মেয়ের অনেক লাভ। তার মতো মেয়েরা এমন মানুষের কাছ থেকেই তো পাওনার বেশি আদায় করে সুখে দিন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সব বুঝেও তার সামনে বসে থাকা এই বোকা মানুষটাকে আরও বোকা বানিয়ে জীবনভোর খেলাবার কথা চম্পা ভাবতে পারে না কেন!

আরও মনে হয় চম্পার—যদি পঙ্কজকে সে পেত ঘরের মধ্যে, যেখানে জোর আলো জলে, যেখান থেকে মানুষের ভিড় দেখা যায় না, আকাশের রঙ দেখা যায় না, যেখানে কেউ এমন করে বলে না, মনের কথা মনেই পড়ে না, শুধু দেহ আর রূপ-যৌবনের খেলা, শুধু ব্যবসা আর সম্ভোগ, সেখানে এমন মানুষের দেখা পেলে চম্পা যেন অনেক সহজ হতে পারত—কোন ভয় থাকত না তার মনে।

[illegible]। থেকে বাইরে বেরিয়ে পঙ্কজ বলে, "চলুন ওদিকে যাই, ওই ম[illegible]—"

"কেন ?" ইচ্ছা-অনিচ্ছার এক জটিল দ্বন্দ্বে বিব্রত হয়ে পঙ্কজের দিকে না তাকিয়ে চম্পা প্রশ্ন করে।

"কারণ আপনি যদি এখন চলে যান তাহলে আমাকে একা-একা ঘুরে বেড়াতে হবে," একটু চুপ করে থেকে পঙ্কজ বলে, "অনেকদিন একা ঘুরে বেড়িয়েছি—"

চারপাশে তাকিয়ে চম্পার অস্বস্তি হয়। এই ভরা বিকেলে বড় রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হয় না। কে চিনে ফেলবে, কার চোখে পড়বে—সব সময় সেই ভয়। কিন্তু সত্যি কথাটাও পঙ্কজকে জানাতে সাহস হয় না। এখন এখান থেকে পালাতে পারলেই যেন সবচেয়ে ভাল। কিন্তু কোথায় ট্যাক্সি!

"শুনুন," চম্পা যেন মিনতি করে, "আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আজ যাই—"

"না, আর একটু থাকুন," পঙ্কজের স্বরেও করুণ অনুনয় কাঁপে, "সন্ধ্যের আগে আপনাকে ট্যাক্সিতে তুলে দেব।"

এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে চম্পা বলে, "কোন্‌দিকে যাবেন চলুন ?"

কথা বলে না পঙ্কজ। চম্পাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে ময়দানের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু এত জোরে-জোরে পা ফেলে চম্পা যে তার সঙ্গে তাল রাখতে পঙ্কজকে প্রায় ছুটে চলতে হয়। তারপর অনেক দূরে ময়দানের মাঝামাঝি যেখানে এখন একটা মানুষও নেই, যেখানে বর্ষার তাজা ঘাস আরও অনেক বেশি সবুজ মনে হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয় চম্পা। পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে হাসে।

"এখন কী করবেন বলুন ?"

"কিছু না, এখানে বসে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলব ?"

"কথা বলবার আর কোন মানুষ নেই আপনার ?"

পঙ্কজ মাথা নেড়ে বলে, "না।"

"আপনার কপাল খুব খারাপ," চম্পা প্রাণপণ করে আসল কথাটা ভাঙতে। ওর কষ্ট হয়। বুক কনকন করে। চম্পা আকাশের দিকে তাকায়। তখন হঠাৎ হাওয়া ওঠে। তাজা সবুজ ঘাসগুলো কাঁপে। চম্পা চোখ বন্ধ করে বলে, "আপনার কপাল খুব খারাপ। পরে বুঝবেন—ভুগবেন—তখন আমার সঙ্গে কথা বলার আসল মজা টের পাবেন।"

"তাই নাকি? কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কে? পুলিসের লোক নয় তো? একটা রহস্যের সন্ধান পাচ্ছি যেন—"

চম্পা নীরস স্বরেই বলে, "আমি খুব সাংঘাতিক লোক। শুনুন, আপনি ভদ্রলোক, ভাল লোক। আসতে বলেছিলেন, এলাম। অনেক কথা হল, আপনার বোনের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। ব্যস, আর নয়. এবার ফিরে যান। আমাকে আর আসতে বলবেন না। আমি আর আসব না।" যেন এক নিশ্বাসে এত কথা বলে ফেলে চম্পা। কিন্তু এত বলেও তার আসল কথা বলা হয় না। আসল কথা চম্পা এখনও বলতে পারে না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

খুব আস্তে পঙ্কজ বলে, "এখানে একটু বসবেন?"

ধপ করে ঘাসের ওপর চম্পা বসে পড়ে, "আমার কথা শুনলেন?"

"শুনলাম। কিন্তু আপনাকে আবার আসতে হবে—হবেই। কবে আসবেন বলুন? কাল?"

"আমি আর আসব না।"

"আসবেন। অল্পক্ষণের জন্যে হলেও আসবেন—"

"এমন করে এলে আমার কত ক্ষতি হয় জানেন?"

"না। তবে বুঝতে পারি আপনার খুব অসুবিধা হয়," পঙ্কজ ভেঙে-ভেঙে বলে, "কিন্তু আমার বড় আনন্দ হয়। আপনার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন সব ভুলে যাই।"

"কেমন মানুষ আপনি? পাগল নাকি?"

"হঠাৎ আমাদের দেখা। কই এমন করে তো আজকাল কেউ কারুর দেখা পায় না—এমন করে আলাপও হয় না। যখন দেখা হল, কথা হল—তখন বার-বার সব শেষ করে দিতে চান কেন?"

"আপনার সর্বনাশ হবে—তাই।"

চম্পার কথা শুনে চমকে ওঠে না পঙ্কজ। কৌতূহল প্রকাশ করে কোন প্রশ্নও করে না। যেন আপন মনেই বলে, "হয় হোক। কিন্তু জোর করে কিছু থামাবার চেষ্টা করবেন না।"

না, কেন কে জানে, যেকথা শোনাতে চেয়েছিল পঙ্কজকে সেকথা আর শোনানো হয় না। চম্পার শরীরটা কাঁপতে থাকে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। যেকথা পরিহাসের সুরে চম্পা বলেছিল পঙ্কজকে সেকথা যদি সত্যি হয়ে যায়—যদি পঙ্কজ তাকে খুন করে ফেলে রাখে এখানে তাহলে সে বেঁচে যায়।

ভীতু একটা মেয়ের মতো নিজের পায়ের দিকে তাকায় চম্পা। ঘাস, শুধু ঘাস। আর মাথার ওপরে আকাশ। আর তারও ওপরে? হয়তো ঘাস—বর্ষার এমন তাজা সবুজ ঘাস!

॥ পাঁচ ॥

এখনও অন্ধকার হয় নি। এখনও সন্ধ্যার অনেক দেরি। সেই চেনা রাস্তায় নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে চম্পার বুক থেকে যেন ভার নেমে যায়। এতক্ষণ যেন সে একটা কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে ছিল। এখন শরীর অনেক হালকা হয়েছে তার—মাথা ঠিক হয়েছে। কিন্তু মনটা বড় ভারী। মুখ শুকিয়ে যায় চম্পার। মুখে হাসি খেলে না।

সে ওপরে তাকায়। এখানেও আকাশ আছে মাথার ওপর। কিন্তু এ আকাশ সে-আকাশ নয়। নিজের পায়ের দিকেও তাকায় চম্পা। না, এখানে ঘাস নেই। তাজা সবুজ আভাও নেই কোথাও। তার পায়ের তলায় কঠিন পাথর। ঠিক-ঠিক পা ফেললেও চম্পা হোঁচট খায়।

বাড়ির কাছাকাছি আজ ট্যাক্সি নিয়ে আসে নি চম্পা। একটু দূরেই নেমে পড়েছে। একটা অস্বাভাবিক লজ্জা কাঁপছিল তার হাড়ে হাড়ে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছেও নিজের পরিচয় গোপন রাখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর তাড়াতাড়ি নিজের বাড়ির দিকে হেঁটে আসবার সময় মাথার ওপর আকাশ দেখতে গিয়ে সে হোঁচট খায়। আজ শনিবার।

এ পাড়ায় এখন থেকেই হুসহুস ট্যাক্সি আসছে। গাড়িও আসছে। পানের দোকানের সামনেও দু-একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মাথা হালকা হয়ে গেলেও ঠিক এ সময় ঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করে না চম্পার। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কোন দরকার ছিল না। এখনও সেই আকাশের ছবি, সেই ঘাসের রঙ চম্পার মনে জ্বলে।

ঘরে ঢুকলেই চম্পা জানে এসব একেবারে মুছে যাবে—মিলিয়ে যাবে। এরপর এক লোক আসবে ঘরে। টাকা হবে চম্পার। টাকা জমবে। কিন্তু এখন টাকার ভাবনা ছাড়িয়ে আর একটা ভাবনা—কী তা সে স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না, তাকে ঘরের বাইরে রাখতে চায়।

কিন্তু বাইরে ইচ্ছে করলেই সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। এ পাড়ায় তাকে রাস্তায় দেখলেই লোকে শিস দেয়। কথা বলে। দু-এক লাইন

রসের গানও গায়। অন্য দিন হলে এসব নিয়ে চম্পা মাথা ঘামাত না। রাস্তার লোকের এমন তুচ্ছ রসিকতা তার কানেই যেত না। আর কানে গেলেও সে হয়তো খুশীই হত। কারুর কারুর দিকে তাকিয়ে হাসত।

আজ চম্পার এসব ভাল লাগে না। আজ এসব কথা—এই হাসি বিদ্রূপ তার গায়ে কাঁটা ফোটায়। নিজের জন্ম থেকে একটা অভিশাপ সে যেন যেমন করে হোক মুছে ফেলতে চায়। নন্দিনীর কথা মনে হয়। সহজ পা ফেলে ফেলে হাসি মুখে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবার তার যেন অবাধ অধিকার। বন্ধুর সঙ্গে বাইরে খেতে গিয়ে তাকে ভয়ে-ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে হয় না—পরিচয় গোপন করে কাউকে প্রতারণাও করতে হয় না। তার মতো সুখ ক'জনের হয়!

ভুল কথা বলে মাসি। এখন তার কথা মনে করে রাগ হয় চম্পার। মাসির সব সময় ভয়, যেমন অসামান্য রূপ চম্পার, কেউ না কেউ বুঝি তাকে বিয়ে করে সংসার-ধর্ম পালন করবার জন্যে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্দিনী করে রাখবে।

ভদ্র পরিবারের সংসারের একটা ভয়ঙ্কর ছবি আঁকে মাসি। বারবার চম্পাকে বোঝায়, বিয়ে করে একটা মেয়েরও সুখ হয় না। সকাল থেকে রাত অবধি ঘামতে ঘামতে কাটাতে হয় রান্না ঘরে। তবুও কেউ খুশী হয় না। কথায় কথায় খোঁটা দেয়। একটা মানুষকে নিয়েই কাটাতে হয় সারা জীবন। অন্য পুরুষের দিকে মুখ তুলে তাকালেই সংসারের আর পাঁচজন বলবে, খারাপ মেয়েমানুষ। তার পরেই চলবে অমানুষিক অত্যাচার। তখন বিষ খেয়ে মরতে হয় মেয়েদের।

আরও বলে মাসি, চম্পা কি ভাবতে পারে ভর-সন্ধ্যায় একই পুরুষের কাছে শুকনো মুখে বসে থাকার কথা। যে-পুরুষ আজ তাকে খাতির যত্ন করে সংসারে নিয়ে যাবে, দুদিন পরে সে-ই বেশ্যা বলে মিনিটে-মিনিটে খোঁটা মারবে, একপাল বাচ্চার জন্ম দিয়ে লাথি মেরে বের করে দেবে রাস্তায়।

তখন চম্পা করবে কী।

মাসির কথা শুনতে-শুনতে খুব হাসত চম্পা। হাসতে হাসতেই মাসিকে বলত, বিয়ে করার কথা সে ভাবে না—সংসার-ধর্ম করবার কোন ইচ্ছেই তার নেই কারণ বউ সেজে পরের ঘাড়ে ঝুলতে তার ঘেন্না হয়। আর একটা মানুষকে নিয়ে গোটা জীবন কাটাবার কথা মনে করলেই তার মাথা ঝিম-ঝিম করে—জ্বর আসে। টাকা চাই চম্পার—অনেক টাকা। সংসারে ঢুকে বাচ্চা

মানুষ করতে করতে তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেলে তার চলবে না। একটা পুরুষ কতই বা আর টাকা দেবে তাকে। আর কারুর মেজাজ সহ্য করবার মতো মেয়ে সে নয়।

চম্পাকে নিয়ে আরও একটা ভয় ছিল মাসির। ভয় ছিল বলেই চম্পার বাইরে যাওয়া হয়তো, আজও সুনজরে দেখতে পারে না। যদি চম্পা ছবিতে নামে। যদি তার ভদ্রসমাজে যাতায়াত শুরু হয়। তাহলে ক্ষতি মাসিরই হবে। এ বাড়িতে চম্পার রোজগার সব চেয়ে বেশি। তার কাছ থেকেই মাসি মোটা টাকা পায়।

কিন্তু ছবিতে নামবার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। ঘোষসাহেবেরও প্রবল আপত্তি। আসল কথা যদিও ঘোষসাহেব ভাঙে না। যদি চম্পা ছবিতে নামে আর নাম হয় তাহলে ঘোষসাহেব এই ভেবে ভয় পায় যে তখন চম্পার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাটা ফাঁস হয়ে যাবে। আরও একটা ভয় হয়তো আছে ঘোষ সাহেবের মনে, ছবিতে নামলে তার বাঁধন কেটে চম্পা বেরিয়েও যেতে পারে।

কিন্তু নষ্ট করবার মতো সময় চম্পার নেই। ফিলিম্-থিয়েটারে নামবার মতো কোন আগ্রহ নেই। দু-চারজন দালাল ঘোরাঘুরি করেছিল তার কাছে অনেকবার। তাকে স্টুডিওতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল! একদিন গিয়েওছিল চম্পা। চার ঘণ্টা সময় নষ্ট করেছিল সেখানে। পয়সা খরচ না করে তাকে নিয়ে ফুর্তি করতে চেয়েছিল কেউ-কেউ। মিথ্যা আশা দিয়ে বোকা বানাতে চেয়েছিল। সুবিধা হয়নি।

চালাক মেয়ে চম্পা। স্টুড়িওতে সে আর কখনও যাবে না। দালালগুলো আবোল-তাবোল বোঝালে হবে কি, চম্পা ভাল করেই জানে, তার মতো মেয়ের আদর এখন আর ফিলিম স্টুডিওতে নেই। এখন সেখানে নন্দিনীদের ভীড়। হয়তো তাদের সঙ্গেও চম্পা পাল্লা দিতে পারত, যদি অভিনয় করবার ঝোঁক থাকত তার। ওসব চম্পার হবে না।

এত কথা ভাবতে-ভাবতে নিজের ঘরের সামনে এসে চম্পা থমকে দাঁড়ায়। আলো জ্বলছে। জোরে পাখা চলছে। তার অপেক্ষায় বসে আছে ঘোষসাহেব। তার সিগার জ্বলছে—চোখও।

তাকে দেখে হঠাৎ বুকটা ধক করে ওঠে চম্পার! মনও যেন তেতো হয়ে যায়। এত আগে ঘোষসাহেবের আসবার কথা নয়। তাকে এ অবস্থায় দেখবার কী দরকার ছিল ঘোষসাহেবের। নিজের ঘরে ঢুকে চম্পা তার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসি হাসে।

ভারী স্বরে ঘোষসাহেব জিজ্ঞেস করে, "এই ফিরলে ?"

সে কথায় উত্তর না দিয়ে ঘোষসাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে চম্পা বলে, "আজ এত সকাল-সকাল যে ? বলি একটু সাজ-গোজ করার অবসর দেবেন না আমায় ?"

"হ্যাঁ দেব," কড়া চোখে চম্পাকে দেখতে-দেখতে ঘোষসাহেব বলে, "যাওয়া হয়েছিল কোথায় ?"

ঘোষসাহেবের জেরায় চম্পারও মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু অনেক চেষ্টায় সে হাসিমুখেই বলে, "কত জায়গায়। বারে, আমার কাজকর্ম নেই বুঝি ? কেনা-কাটা করতে হয় না ?"

"না," ঘোষসাহেবের স্বর আরও কঠিন হয়ে ওঠে, "তুমি কেনা-কাটা করতে যাও নি—"

চম্পা চমকে ওঠে, "কোথায় গিয়েছিলাম তবে ?"

"রেস্তোরায় ! একটা ছোকরার সাথে বেরিয়েছিলে—"

চোখ কুঁচকে চম্পা একটু রুক্ষস্বরে বলে, "তাতে হয়েছে কী ?"

"ওই ছোকরা কবে থেকে আসে তোমার ঘরে ?"

"অত খবরে আপনার কী দরকার ?"

হোক ঘোষসাহেব চম্পার বড়লোক পুরনো বাবু, নিজের ঘরে ফিরে এমন কঠিন জেরার মুখে পড়ে সে সব ভুলে যায়। এই মানুষটাকে রাগিয়ে দিলে যে তার নিজেরই লোকসান সে কথাও তার খেয়াল থাকে না।

সে জানে ঘোষসাহেব তাকে আরও প্রশ্ন করবে—তার মেজাজ আরও খারাপ হবে। হয় হোক। চম্পা মুখ বুজে আর ঘোষসাহেবের দাপট সহ্য করবে না।

"আমার দরকার আছে," ঘোষসাহেব উঠে দাঁড়ায়। জ্বলন্ত সিগার ছুঁড়ে ফেলে দূরে। চম্পা তাকায় সেদিকে। ঘোষসাহেবের এমন অভদ্র আচরণের অর্থ খুঁজে পায় না।

চম্পা কিছু না ভেবে কঠিন স্বরে বলে ওঠে, "মেজাজ দেখাবেন না ঘোষ-সাহেব। আমি কারুর মেজাজের ধার ধারি না—"

"তার মানে ?" অস্থির উত্তেজনায় দু'পা পিছিয়ে গিয়ে তার অধিকারের কথাটা রূঢ় ভাষায় চম্পাকে মনে করিয়ে দেয় ঘোষসাহেব, "খেয়াল-খুশিমতো চলাফেরা করবার জন্যে তোমাকে আমি মুখ দেখে মোটা টাকা দিই নাকি ?"

অন্য আর এক জগৎ যেখানে চম্পাকে হঠাৎ পৌঁছে দিয়েছিল পঙ্কজ—

যেখানে লাভ-ক্ষতির কথা সে ভুলেছিল, নিগূঢ় আনন্দের সঙ্গে অদ্ভুত দুঃখ এক হয়ে নতুন অনুভূতি জাগিয়েছিল তার বুকে—লাভ-ক্ষতির সেই অল্পক্ষণের জগৎ হঠাৎ যেন হিংস্র নিষ্ঠুর হাতে মুছে দেয় ঘোষসাহেব। চম্পাকে টেনে নামিয়ে আনে ব্যবসার সেই পুরনো গণ্ডিতে।

আর তখন নিজের পেশার ওপর জোর দিয়েই চম্পা হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে "না, মুখ দেখে দেন না, কেন টাকা দেন তা আমি জানি—"

"তবে ?"

এবার রূপ একেবারে বদলে যায় চম্পার, "বলি আমি আপনার বিয়ে করা বউ যে দিনরাত আমি শুধু আপনারই পদসেবা করব ?"

"হ্যাঁ করবে। মাসে মাসে টাকা নেবার বেলায় সে কথা মনে থাকে না ?"

"দিন রাতের চুক্তি আপনার সঙ্গে ? ক'টায় আমার ঘরে আসবার কথা আপনার ? রাত এগারোটায় না ? আর অন্য সময় আমি শুধু আপনার ছবি কোলে নিয়ে বসে থাকব ?"

"না, বসে থাকবে না," এখনও ঘোষসাহেব নরম হয় না, "কিন্তু আমার টাকায় তোমার কচি পেয়ারের লোক নিয়ে—"

চম্পার গলা ঠেলে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শাসন যেন বেরিয়ে আসে, "থামুন! অসময়ে আমারই ঘরে বসে আমাকে যা তা কথা আহাম্মকের মতো শোনাবেন না—"

"কি বললে ?"

"শুনতে পান না ? কানে কম শোনেন নাকি ? কোন্ বুদ্ধিতে টাকার খোঁটা দেন ? টাকা আমার হাতে এলে আর আপনার থাকে না—তখন আমার টাকা হয়ে যায়," ঠোঁট বেঁকিয়ে চম্পা বলে, "মুখ দেখে আপনি আমাকে টাকা দেন নাকি ?"

হয়তো ঘোষসাহেবের—একটা বয়স্ক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের চম্পার মতো মেয়ের ঘরে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে উৎকট গ্লানিতে মন ভরে যায়। ঘরের এক কোণে তখনও সিগারের লাল আগুন মিট মিট করছে।

চম্পা হাঁপাচ্ছে। ঘোষসাহেবের মাথাটা অধিক রক্তের চাপে দপ দপ করছে। এখন তার ইচ্ছে করছে বাজারের একটা অকৃতজ্ঞ মেয়েকে শেষ করে দিতে।

কিন্তু যেন পাথরের মতো হয়ে গেছে তার গোটা শরীরটা। নড়বার ক্ষমতা নেই।

ঘোষসাহেবের স্বর তবু গমগম করে, "তোমাদের মতো মেয়েকে বিশ্বাস করতে হয় না—"

"বক্তৃতা দেবেন না। ক'টা বাজে এখন? আমাদের মতো মেয়ের ঘরে অসময়ে বসে থাকলে আরও টাকা—"

কিন্তু চম্পার কথা শেষ করতে দেয় না ঘোষসাহেব। একটা একশো টাকার নোট দুমড়ে মুচড়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দুমদুম পা পেলে যেন কাউকে হত্যা করার হিংস্র আগ্রহে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

চলে যাক। চম্পা অনুতাপ করে না। নিজের ব্যবসার কথা ভাবে না। এতদিনের একটা সম্পর্ক ঝড়ের এক ঝাপটায় চুকে গেল বলে তার মনের মধ্যে মুক্তির আনন্দ এক আশ্চর্য দীপ্তি নিয়ে কাঁপে। চম্পা গড়িয়ে পড়ে খাটের ওপর। দরজা বন্ধ করার কথা তার খেয়ালে আসে না।

কোন রকমে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে ভাল হত। দরজা খোলা থাকলে কেউ না কেউ আসবেই। ঠিক এই মুহূর্তে কোন মানুষকে চায় না চম্পা—কোন পুরুষের মুখ দেখতে চায় না।

কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করে না তার। একটা অস্বাভাবিক ক্লান্তিতে শরীর ভাঙে আর এক বুক কান্নায় নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হয়। মাসির কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলারও ইচ্ছে হয় না।

কাউকে বলবারও কিছু নেই। কী কথা বলবে চম্পা! একটা মানুষ, যাকে চম্পা ভাল চেনে না, যার সঙ্গে মাত্র দুদিন দেখা হয়েছে তাকে নিয়ে ঘোষসাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে এমন একা-একা বিছানায় গড়িয়ে পড়ার যে কোন মানে হয় না সেকথা সে ভাল করেই জানে। একটা অস্বস্তিতে চম্পা একবার এপাশে, একবার ওপাশে গড়ায়।

অনেক পরে, যখন কাছাকাছি ঘন ঘন পায়ের শব্দ হয়, যখন বাইরে ট্যাক্সি কিংবা গাড়ির হর্ন বারবার বাজে তখন মাসির কথা মনে করে চম্পা উঠে দাঁড়ায়। এখুনি হয়তো মাসি ঢুকবে তার খোলা দরজা দিয়ে—তাকে প্রশ্ন করবে। আর সব কথা শুনে বকাবকি করবে—উপদেশ দেবে। মান ভাঙিয়ে ঘোষসাহেবকে ফিরিয়ে আনবার নানা কৌশল শিখিয়ে দেবে।

কিন্তু এখনও চম্পা বুঝতে পারে না কেন, এই ঠুনকো বন্ধনে তার আর মন নেই। ঘোষসাহেবকে তাড়িয়ে দিয়েছে বলে তার মনে অনুতাপের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ঘোষসাহেব যে-চেয়ারে বসেছিল, চম্পা সেদিকে একবার দেখে, যে সিগারটা দূরে ছুঁড়ে ফেলেছিল তাও দেখে। এখন আগুন নিভে

গেছে। চম্পা সেই ঠাণ্ডা সিগার হাতে তুলে নেয়। ওর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে ওটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে চম্পার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। সে সঞ্জীবকে দেখে। ছেলেটা তার কাছেই কেন আসে! অল্প পরে চম্পা নরম হয়। দরজার ওপর দুই হাত তুলে অল্প হাসে। সঞ্জীব তার হাসি দেখে সাহস পায়। ঘরে আসে। তখন চম্পা তার মুখে মদের গন্ধ পায়। লাল-লাল চোখ সঞ্জীবের। দ্রুত নিশ্বাস পড়ে। ওর সিল্কের পাঞ্জাবির পকেটে বড় নোটও দেখা যায়।

চম্পা জিজ্ঞেস করে, "কী?"

"তোমার ঘরে থাকব—সারা রাত থাকব।"

"উঁহু," চম্পা মাথা নেড়ে নরম স্বরে বলে, "আপনাকে আমার ঘরে ঢুকতে দেব না—"

"কেন চম্পা?" ঈষৎ জড়ানো স্বরে সঞ্জীব বলে, "তোমাকে ভালবাসি—কত দূর থেকে আসি। ঘরে রাখবে না কেন?"

"আমার ভালবাসার লোক আছে। অন্য ঘরে যান।"

"সব ঘর আমার দেখা হয়ে গেছে"—চম্পার ঘর খালি দেখে সঞ্জীবের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে, "তোমার মতো জিনিস কোন ঘরে নেই। আমি তোমার ঘরে আসব—"

"না—যান!"

"যাব না চম্পা। যাব কোথায়? কেন, কেন যখনই আসি তখনই তুমি আমাকে তাড়িয়ে দাও?"

"এক কথা কতবার বলব?" দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে চম্পার আর ভাল লাগে না, "যান—যান।"

"না যাব না," চম্পাকে দরজা বন্ধ করতে দেয় না সঞ্জীব। তার হাত ধরে তাকে জোর করে ঘরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

চম্পা গলার স্বর তুলে বলে, "ছাড়ুন! কেমন ভদ্রলোক আপনি—দূর করে তাড়িয়ে দিলেও যেতে চান না?"

সঞ্জীব চম্পাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। তার চোখ ছোট হয়ে যায়। কপালে রেখা ফুটে ওঠে। সঞ্জীব চেপে চেপে কথা বলে, "ডাক তোমার বাড়িউলিকে—"

"আপনার ঝি আমি যে হুকুম তামিল করব? বেরিয়ে যান আমার ঘর

থেকে—" সঞ্জীব ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে হলেও চম্পা দরজা বন্ধ করতে পারে না।

সঞ্জীবের মাথা গরম হয়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে, "বিনা পয়সায় থাকতে এসেছি তোমার ঘরে ?"

"টাকা অন্য জায়গায় দেখান। এখানে ঝামেলা করবেন না। ভাল হবে না বলে দিলাম —"

"কেন ? তোমার বাবু আমাকে ফাঁসি দেবে ?"

"চুপ করুন," এদিক-ওদিক তাকিয়ে চম্পা জোরে ডাকে, "বাবুলাল !"

বাবুলালের সাড়া পাওয়া যায় না। কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে মাসি চম্পার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। এতক্ষণ রাগের ঝোঁকে চম্পা লক্ষ্য করে নি, এপাশে-ওপাশে দু-চারজন মজা দেখতে এসেছে। আসুক। আজ দরকার হলে সে এ লোকটার মাথা ফাটিয়ে দেবে—থানায় যাবে।

"কী হয়েছে—কী হয়েছে ?" ঘন ঘন মাসির নিশ্বাস পড়ে।

"এ লোকটা জোর করে আমার ঘরে ঢুকতে চায়। কতবার বলেছি রোগ ছড়াবেন না, কথা কানে যায় না বাবুর—"

মাসি তাড়াতাড়ি ভিড় সরিয়ে দেয়। হাত জোর করে বলে, "কিছু হয় নি," সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে মিনতি করে, "আগে থেকে বলা-কওয়া না থাকলে—"

সঞ্জীবের নেশা কেটে যায়। সে রুমালটা বার বার মুখে বুলিয়ে নেয়। একটু ভয়ও পায় বোধহয়। সে আস্তে বলে, "সব সময় আমাকে দূর দূর করে—কেন ?"

"কেন ?" এখনও রাগ যায় না চম্পার, "কী রোগ আছে আপনার ?"

"আরে আরে, চম্পিদিদি চুপ," মাসি চম্পাকে একদিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বোঝায়, "হল্লা করতে নেই। বিপদ হবে। ঘোষসাহেবের কথাটা একে বুঝিয়ে বললেই তো হত—"

"ঘরে রাখব না—ব্যস্। অত বোঝাবুঝির মধ্যে যাব কেন ?" সঞ্জীবের দিকে দূর থেকেই কড়া চোখে তাকায় চম্পা, "এখনও দাঁড়িয়ে আছেন—যান !"

"ছি ছি চম্পা," মাসি জিব কেটে বলে, "এমন করে লোকের সঙ্গে কথা কইলে নাম খারাপ হয় বলছি না ?" মাসি সঞ্জীবের সামনে এসে দাঁড়ায়, "মাপ করুন, এর মাথার ঠিক নেই। চিকিৎসার দরকার। চলুন, অন্য [illegible] আপনাকে নিয়ে যাই—"

সঞ্জীব বাধা দিয়ে বলে, "না," সে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়।

"রাগ করবেন না—যাবেন না, আসুন—"

সঞ্জীব মাসির কথা শোনে না। কোনদিকে তাকায় না। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায়। যাবার সময় ওর পকেট থেকে দামী নীল রুমাল পড়ে যায়। সেটা হাতে তুলে মাসি আবার তাকে ডাকে। সঞ্জীব ফিরে দেখে না। আরও তাড়াতাড়ি চলে যায়।

দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল চম্পা। ও ক্লান্ত হয়েছিল। ওর ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু এখনও মাথা ঠাণ্ডা হয় নি। খাটে গড়াতে পারছিল না চম্পা। সঞ্জীবের সঙ্গে বকাবকি করে ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। অল্প পরে আবার সে দরজায় শব্দ শুনল, টুক টুক টুক!

খাটে গড়িয়ে পড়ল চম্পা। ও সাড়া দেবে না। দরজা খুলবে না। মাসি তার নাম ধরে ডাকল। আরও জোরে দরজায় ধাক্কা দিল। ইচ্ছে না থাকলেও চম্পা উঠল। দরজা খুলল। মাসির মুখ গম্ভীর, অপ্রসন্ন। ঘরে ঢুকে মাসি নিজেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল।

চম্পা চুপ করে খাটের একদিকে গিয়ে বসল। সে জানে মাসি এখন তাকে বোঝাবে—অনেক কথা বলবে। কিন্তু চম্পার কারুর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল না। আলো নিভিয়ে একা-একা অন্ধকারে নিজের সঙ্গে সে একটা বোঝাপড়া করতে চাচ্ছিল। কিন্তু রূপ থাকলে, বয়স থাকলে বোধহয় একা থাকা যায় না। চম্পা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অল্প পরে মাসি জিজ্ঞেস করল, "ঘোষসাহেব আজ এত সকাল সকাল চলে গেল যে চম্পা?"

চম্পাও মাসির দিকে দেখল না, "যার খুশি হয় আসবে, যার খুশি হয় যাবে—আমি কী করব?"

চম্পার কথা শুনে মাসি বিবর্ণ মুখে তার একটা হাত ধরে বলল, "তাকেও মেজাজ দেখানো হয়েছিল নাকি?"

চম্পা ছোট উত্তর দিল, "হয়েছিল।"

চম্পার হাত ছেড়ে দিল মাসি। অল্প পিছিয়ে এল। মুখ তুলে ওপরে তাকাল। ভারী ঠাণ্ডা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "আমার কাছে সব কথা ভাঙতে হবে। কী হয়েছে তোমার?"

"আমার মেজাজ নেই? যার যা খুশি বলবে আর আমি মুখ বুজে শুনব তেমন মানুষ আমি নই—"

"আমার কথাটাও ভাবতে হবে তো—না কি ?"

চম্পা অবাক হয়ে বলল, "তোমার কথা ?"

মিষ্টিস্বরে মাসি খোঁচা দিল চম্পাকে, "বাড়িটা আমার তো চম্পিদিদি। আমার বাড়ির সুনাম আছে। এমন হল্লা হলে নাম খারাপ হয় না বাড়ির ?"

"বেশ," ঝাঁজালো স্বর বার হল চম্পার গলা চিরে, "তোমার ঘর আমি ছেড়ে দেব—"

অল্প নরম হল মাসি। চম্পার গায়ে হাত বুলিয়ে মিষ্টি করে তাকে বোঝাল, "বয়স বেশিদিন থাকে না। কত দেখলাম ! আমাদেরও তো দিন ছিল চম্পিদিদি ! মাথাটা সব সময় ঠাণ্ডা রাখা দরকার।"

"মাথা আমার ঠাণ্ডাই থাকে।"

"ওই ছোকরাকে বললেই তো হত—"

"সে কথা শোনে না।"

"তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেই তো পারতে। তাহলে অত কথার দরকার হত না।"

"হত। ও নড়ত না—দরজায় ধাক্কা মারত।"

মাসি হাসল। চম্পার মাথায় অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিল। জোরে পাখা চলছিল। টেবিলের ওপর ফুল ছিল। হয়তো ঘোষসাহেব রেখে গেছে। পাখার হাওয়ার খসখস শব্দ হচ্ছিল ?

মাসি হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, "তৈরি হয়ে নাও চম্পিদিদি। শনিবার। সময় যে চলে যায়। লোকের দরকার নেই ?"

সাবধানে দরজার খিল খুলে মাসি বেরিয়ে গেল। এবার দেরি করল না চম্পা। মাসি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল। এখন তার কোন মানুষকে ভাল লাগছিল না—কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না।

চম্পার গরম লাগছিল। শরীরে ঘাম জমেছিল। তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। চম্পা মুখ ধুল না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজল না। জলও খেল না। সে টুক করে আলো নিভিয়ে দিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে শরীরের ঘাম মুছল। বিছানায় গড়াল।

আর সব ঘরে আলো জ্বলছিল। দূর থেকে ঘুঙুরের বোল ভেসে আসছিল। গানও শোনা যাচ্ছিল। চম্পা চোখ বুজেছিল। সে ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিল।

॥ ছয় ॥

একদিন যেখানে, তার নিজের বাড়িতে নিজেকে মনে হত একটা বাইরের লোকের মতো, বিদেশীর মতো—এখন সেখানেই অল্পে-অল্পে যেন খুব সহজেই পঙ্কজ মানিয়ে নিতে পারে। এই বাড়ি, এখানকার প্রত্যেকটি মানুষ এতদিন পর যেন একটা হঠাৎ আসা জ্যোতিতে তার মনে নতুন করে ছায়া ফেলে—আপনার হয়ে ওঠে।

যে প্রাচীর পঙ্কজ নিজেই গড়ে তুলেছিল তার মা-বাবা আর বোনের সঙ্গে আকাশ-জোড়া প্রভেদ তা ভেঙে যায়। হঠাৎ কারুর ওপর তার কোন আক্রোশ কিংবা ঈর্ষা বা অবহেলা থাকে না। একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে অকাল-বর্ষা-নামা সন্ধ্যায় আর অল্প কথার পর, পঙ্কজ বুঝতে পারে না, তার মন এমন করে কখন বদলে গেল।

সেই মেয়ে, চম্পার কথাই ঘন ঘন মনে পড়ে পঙ্কজের আলোর মতো, আশ্চর্য সুন্দর রুপোলী ঢেউ-এর মতো তার সব সংকীর্ণতা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নির্জন ঘরে একা-একা অনেক রাতেও যখন মিষ্টি ভাবনায় পঙ্কজের ঘুম আসে না তখন তার মনে হয় সে যেন অনেক ওপরে উঠে গেছে। শুধু একজনের ভাবনা যেন একটা সহজ প্রভাবে দ্বিধার জগৎ থেকে, দৈন্যের পরিধি থেকে, প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পঙ্কজকে সরিয়ে এনেছে। যেখানে এসেছে পঙ্কজ, যেন সে একা পৌঁছয় নি সেখানে, পৃথিবীর সব মানুষকেই সে নিয়ে আসতে পেরেছে তার সঙ্গে।

কিন্তু তারপর রাত যতই বাড়ে, চারপাশ ভয়ঙ্কর রকম নীরব হয়ে যায়—পঙ্কজের চোখ থেকে ঘুম ততই দূরে সরে যায়। কিছুক্ষণ সে বিছানায় ছটফট করে। জোরে পাখা চললেও তার শরীর ঘামে ভিজে যায়। মশারির বাইরে আসে পঙ্কজ। খাবার ঘরে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে আলো জেলে পর-পর দু গেলাস জল খায় ঢক ঢক করে। আর তখন জানালা দিকে হঠাৎ সে আকাশের দিকে তাকায়।

গ্রীষ্মের আকাশ। এখান থেকে চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু কাছাকাছি, হয়তো তাদের বাড়ির ঠিক ওপরে বেশ বড় চাঁদ জ্বলছে। আলোয় আলোয় আকাশ পরিষ্কার। হাওয়া লাগছে পঙ্কজের গায়। আবার আস্তে আস্তে সে ফিরে আসে নিজের ঘরে। মশারি টেনে খুলে ফেলে। আরও অনেক জোরে পাখা চালিয়ে দেয়।

বিছানার এপাশ থেকে ওপাশে গড়ায় পঙ্কজ। ও জানে, একজন হঠাৎ

দেখা মেয়ের আশ্চর্য সহজ প্রভাবে ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ক্লান্তির নিশ্চিন্ত ঘুম ওর চোখে আর নেই। পঙ্কজ জেগে থাকতে চায় সারা রাত। জেগে-জেগে ও একটি শরীরকে চিনতে চায়। রাতের অন্ধকারে ওর মনের দীপ্তিতে একটি মেয়েকে নিয়েই খেলা করতে চায় সে।

আর তখন ওর গায়ে হাওয়া লাগে না। আকাশ দেখার ইচ্ছেও হয় না পঙ্কজের। ও জানতে চায় না বাইরে আলো কি অন্ধকার। গোটা পৃথিবীটা এক ভয়ঙ্কর হিংস্র ক্ষুধায় একটু একটু করে হঠাৎ হারিয়ে যায় আর একজনের দেহের ছোঁয়ায়। তাকে এখন দুই কঠিন বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় পঙ্কজ।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা চম্পার সঙ্গে দেখা হয় পঙ্কজের। ও আসে যেন সন্তর্পণে অনেক কঠিন দৃষ্টি এড়িয়ে—আসে তার খুব কাছাকাছি। হাসে। কথা বলে। কিন্তু ও কি বুঝতে পারে না কথা বলতে-বলতে, ওকে দেখতে-দেখতে একটা নিষ্ঠুর বর্বর কল্পনা পঙ্কজকে কখনও কখনও দিশাহারা, ধৈর্যহীন করে তোলে। আর তখন ভদ্রতার সব আবরণ ধারালো নখ দিয়ে ও যেন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চায়। কিন্তু পঙ্কজ জানে, ওকে এখনও অনেকদিন ধৈর্য ধরতে হবে—হবেই। এই ধৈর্য ধরার যন্ত্রণায় আরও অস্থির হয় পঙ্কজ। তখন মানুষের অক্লান্ত চেষ্টায় তিল তিল সঞ্চয় করা সভ্যতা সমুদ্রে ভাসমান একটা ঠাণ্ডা বরফ খণ্ডের মতো মনে হয় পঙ্কজের। লোহার কঠিন আঘাতে এই বরফ টুকরো টুকরো করার ক্ষিপ্ত ইচ্ছায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে। চম্পা এখন কোথায়!

এই উন্মত্ত গভীর রাতে, পঙ্কজ জানে না এখন রাত কত, কিন্তু ভোর যেন শিগগির না হয়—তার চোখে একটা গহন বন থমথম করে। সেখানে আলোর পাতলা রেখাও নেই। সেখানে শুধু বৃহৎ পুরনো গাছের সারি। সেখানে নিশ্চিন্ত আড়াল—সেখানে একটি সভ্য মানুষের দৃষ্টিও পৌঁছয় না। একটা গুহায় পশুর মতো, আদিম মানুষের মতো, তারই আপন প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব পুরুষের মতো সে আশ্রয় খুঁজে নেয়।

আর আশ্রয় পেয়ে আদিম পুলকে পঙ্কজ হা হা করে হাসে। নিজেকে দেখে। চম্পাকে দেখে। নিকষ কালো অন্ধকার। দূরে হিংস্র জন্তুর স্পষ্ট হুঙ্কার—আস্ফালন ধ্বনি। কঠিন মাটির ঘ্রাণে মাতাল হয় পঙ্কজ। নিশীথ রাতের বন্য কল্পনায় সভ্য জগৎ চুরমার করে প্রাগৈতিহাসিক গুহায় আদিম কামনায় চম্পাকে নিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালায়। সে চম্পাকে পেয়ে যায়। পুরোপুরি পেয়ে যায়।

কিন্তু তখন, যখন ঘুম না হওয়ার যন্ত্রণায় পঙ্কজের চোখ কটকট করে, মাথা ধরে থাকে, ওর শরীরটা কেমন কাহিল কাহিল মনে হয়, তখন বাইরে ভোর নামে। জানলা দিয়ে পঙ্কজ দেখে সাদা ঠাণ্ডা আলো অল্পে অল্পে ফুটে উঠেছে। খাটে শুয়ে-শুয়েই সে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই চেনা আমের পাতা ভোরের হাওয়ায় দুলছে। পাশের তেতলা বাড়ির সবুজ জানলায় সাদা পর্দা এখন দেখা যায়। পর্দা থাকলেও, এত পাতলা যে এখান থেকেই বোঝা যায় ঘরের মধ্যে একটা বড় খাবার টেবিল আর অনেক চেয়ার রয়েছে।

আলোয় আলোয় চারপাশ আরও স্পষ্ট হচ্ছে। আর একটু পরেই রাস্তায় পায়ের শব্দ শোনা যাবে। মানুষের স্বর ভেসে আসবে। তারপর মাঝে মাঝে গাড়িও যাবে। হর্ন বাজবে। এখন বাইরে তাকিয়ে ভোরের আলো সহ্য করতে পারে না পঙ্কজ। সে যেন সভ্যতার কাঁটায় কাঁটায় যন্ত্রণা পায়—লজ্জায় বালিশে মুখ লুকোয়। এখন গভীর অরণ্যে গুহা-মানবের সুখভোগের কল্পনা আর আসে না তার মাথায়।

ঘুমতে চায় পঙ্কজ। এই আলো, এই দৃশ্য—নিয়ম শৃঙ্খলার এই সাজানো পৃথিবী চম্পাকে যেন পঙ্কজের বুক থেকে, বাহু থেকে, দেহ থেকে অনেক—অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। পঙ্কজ মাথা আর চোখের যন্ত্রণায় আর চম্পাকে সারারাত পাওয়ার ক্লান্তিতে ঘুমোতে চায়। ঘুম না এলেও বালিশ আঁকড়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে।

•

অনেকক্ষণ থেকে দরজায় শব্দ হচ্ছে, টুক টুক, টুক টুক। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে পঙ্কজের, চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়েই চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, "কাবেরী, আজ রবিবার—আমি এখন উঠতে পারব না—আরও অনেকক্ষণ ঘুমবো—"

কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বার করতেও তার কষ্ট হয়। হয়তো খুব অল্পক্ষণ আগে তন্দ্রা এসেছিল পঙ্কজের—এখন কড়া রোদ ওর কপাল পোড়াচ্ছে। দরজা খোলা থাকলে পঙ্কজ কাবেরীকে বলত জানালাটা বন্ধ করে দিতে। ওকে বলত, আরও অনেক পরে চা তৈরি করতে। এখনও আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

কিন্তু হঠাৎ পঙ্কজ উঠে দাঁড়ায়। ওর মনে পড়ে যায়, কাল নন্দিনী চম্পাকে দেখেছে। হয়তো কালই ও মা বাবা আর কাবেরীকে বলেছে—কী যে বলেছে সেকথাটা ভাবতে পারে না পঙ্কজ। শুধু বুঝেছে, আজ চম্পার কথা [illegible]

কেউ না কেউ তাকে জিজ্ঞেস করবেই। এতদিন পর এমন একটা কিছু সে করতে পেরেছে যার জন্যে তাকে নিয়ে এখানে আলোচনা হবে।

দরজা খুলতেই রোজকার মতো হাসিমুখেই কাবেরী বলে, "কী ঘুম তোমার দাদা!"

"আজ রবিবার।"

"কিন্তু সাড়ে আটটা যে বেজে গেল," এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাবেরী খুব আস্তে বলে, "এতক্ষণ ঘুমলে—"

একটা চমক গোপন করে পঙ্কজ বলে, "কী?"

"না না, মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে এস—" যেন হঠাৎ একটা কথা বলে তা লুকোবার জন্যে কাবেরী পঙ্কজের ঘরের সামনে থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়।

সে কথা শেষ না করে গেলেও এক-পা এক-পা করে আস্তে আস্তে যথাক্রমে গিয়ে টুথ-পেস্টের টিউব হঠাৎ একটু বেশি জোরে টিপে অনেক সাদা মাজন আঙ্গুলে নিয়ে পঙ্কজ একা-একাই হাসে। এ বাড়িতে বেশিক্ষণ ঘুমলে তাকে নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। অর্থাৎ তার মতো একটা মানুষ যাকে নিয়ে গর্ব করা যায় না, যার যাবার জায়গা নেই, বলবার মতো যার কোন কাজই নেই—ঘুমনো ছাড়া আর কী করবে সে।

আজ পেস্ট টিপতে টিপতে পঙ্কজের মুখে অন্যান্য দিনের মতো রাগের রেখা ফোটে না, একটা করুণ ছায়াও নামে না। সে শুধু একবার হাসে। তাদের নন্দিনী দেখেছে। সে তার সঙ্গে এমন একজনকে দেখেছে, যাকে দেখলে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না—তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। আর তারপর, চম্পাকে দেখার পর, আপন মনেই ভাবে পঙ্কজ, হয়তো নন্দিনী আর ভাববে না যে পঙ্কজের যাবার কোন জায়গা নেই কিংবা কেউ তাকে কোন দাম দেয় না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চায়ের টেবিলে চলে আসে পঙ্কজ। সেখানে কাবেরী ছাড়া আর কেউ নেই। কোনদিন থাকেও না। মাঝে মাঝে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এক-একবার আশালতা উঁকি দিয়ে যায়। তার সব সময় ভয়, সুযোগ পেলেই পঙ্কজ নন্দিনীকে বিদ্রূপ করবে।

কিন্তু আজ খাবারের ছোট প্লেটটায় আস্তে আঙুল ছুঁইয়ে কাবেরীকে পঙ্কজ প্রথম প্রশ্ন করে, "নন্দিনী কোথায়?"

"দিদি?" অবাক হয় কাবেরী, "কেন?"

এক টুকরো রুটি মুখের কাছে তুলে নেয় পঙ্কজ। মাথার ওপর পাখার

দিকে তাকায় একবার। চা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে কাবেরী এ সময় জোরে পাখা চালায় না। ঘরে রোদ ঝিলমিল করছে। অনেক চড়ুই-এর আসা-যাওয়া। এখান থেকে দেখা যায়, রাস্তার ওপারে কৃষ্ণচূড়ার মাথা টকটকে লাল। ফুল না ফুটলে গাছ চিনতেই পারত না পঙ্কজ। আর অন্যদিন হলে মাথা তুলে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে দেখত না। চুপচাপ চা খেয়েই নিজের ঘরে চলে যেত।

অল্প হাসে পঙ্কজ, "কাল শচীন আর নন্দিনীর সঙ্গে এক রেস্তোরাঁয় আমার দেখা হয়েছিল." একটু থেমে কাবেরীর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে সে বলে, "তোকে বলে নি?"

"না," পঙ্কজের মুখে খুশীর রেখা দেখে ভয়ে-ভয়ে কাবেরী বলে, "কাল দিদি অনেক দেরিতে ফিরেছিল বোধ হয়—আমার সঙ্গে দেখা হয় নি—" একটু ইতস্তত করে পঙ্কজের কাপে চা ঢালতে-ঢালতে ও জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে?"

কোন উত্তর পাবার আগেই কাবেরী আশঙ্কা করে একটা কিছু কাল নিশ্চয়ই ঘটেছে। আর তা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করে। উত্তেজনায় তার হাত কেঁপে কয়েক ফোঁটা চা পড়ে যায় টেবিলের সাদা চাদরে। দাদা আর দিদির দেখা যেখানেই হোক, কথা কাটাকাটি যে ওদের হবেই, কাবেরী তা জানে বলেই ওর মুখে অস্বস্তির ম্লান ছায়া কাঁপে।

কিন্তু পঙ্কজ উত্তর দেয় না কাবেরীর কথার। সে ভেবেছিল চম্পার কথা নন্দিনীই বলবে তাকে আর কাবেরী অবাক হবে প্রথমে। তারপর পঙ্কজকে এক সময় জিজ্ঞেস করবে, "ও কে? কাল দিদি তোমার সঙ্গে যাকে দেখেছে—"

তখন পঙ্কজ তার কথা শোনাবার একজন লোক পাবে এ বাড়িতে আর সব কথা, যা-যা ঘটেছে এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কাবেরীকে বলবে। তার এই হঠাৎ পাওয়ার জমা কথা একজনকেও বলতে না পারার উত্তেজনায় সে অধীর হয়।

কাবেরীর কথার উত্তর না দিয়ে পঙ্কজ জিজ্ঞেস করে, "নন্দিনী বেরিয়ে গেছে নাকি?"

"না, ড্রয়িংরুমে বসে আছে।"

"কেউ এসেছে?"

চাপা স্বরে কাবেরী বলে, "হ্যাঁ।"

"কে—শচীন?"

"না, অন্য আর একজন। বোধহয় দিদির অফিসের কেউ।"

হঠাৎ হেসে কাবেরীকে হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করে পঙ্কজ, "তোর কেন একটাও বন্ধু নেই কাবেরী?"

কাবেরী চড়া স্বরে বলে, "আমার বন্ধু নেই মানে? শুভ্রা, মণিকা—ওদের দেখ নি তুমি?"

চায়ে চুমুক দিয়ে পঙ্কজ বলে, "আমি ছেলে-বন্ধুর কথা বলছি। বল না, কেউ নেই তোর?"

ঠিক এমন স্বরে পঙ্কজ কখনও কথা বলে না কাবেরীর সঙ্গে। দাদার কথা শুনে কাবেরী অবাক হলেও লজ্জা পায় না, বেশ জোরেই বলে, "না, নেই।"

"ঠিক?"

কাবেরী হেসে বলে, "ঠিক। এটা আমার পরীক্ষার বছর তো—আমার সময় বড় কম দাদা।"

"তোর কিছু হবে না কাবেরী—তুই বড় বোকা—"

পঙ্কজকে বাধা দিয়ে কাবেরী গলার স্বর তোলে, "রেজাল্ট বার হবার পর আমাকে বোকা বলো—এখন না।"

"না না," সত্যিই যে কাবেরীর সাংসারিক বুদ্ধি একেবারেই নেই সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পঙ্কজ হেসে বলে, "তোর পড়াশুনোর কথা তোর সে-বিদ্যা-বুদ্ধির কথা আমি বলছি না রে—"

"তবে?"

"তুই আজকালকার আর সকলের মতো নিজেরটা গুছিয়ে নিতে একেবারেই জানিস না—"

"খুব জানি, তুমি আমাকে যত বোকা ভাব, আমি তত বোকা নই—বুঝলে?"

"আমি আবার বলছি," চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে পঙ্কজ বলে, "তুই বোকা, ভীষণ বোকা। আমার মতো তোকেও এ বাড়িতে একেবারেই মানায় না—"

"খুব মানায়। তুমি শুধু শুধু সকলের সঙ্গে ঝগড়া কর—"

পঙ্কজ হাসে। কাবেরী তার খালি কাপে আবার চা ঢালে।

আজ ছুটির দিন। কিন্তু ছুটি না থাকলেও যতক্ষণ পঙ্কজের খাওয়া না হয় ততক্ষণ কাবেরী বসে থাকে তার সামনে। আর দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার পড়াশুনোর ক্লান্তি কেটে যায়। কিন্তু আজ পঙ্কজের কথা শুনে

কাবেরী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। একটা কথা, যা সে পঙ্কজকেও কখনও বলেনি, বলবার কোন দরকারও হয় নি, সেকথা মনে করেই তার মুখ করুণ হয়ে ওঠে।

কাবেরী জানে আশালতা তার ওপর খুশী নয়। যোগরঞ্জনও তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। এখন কাবেরী বুঝতে পারে যে তার মতো মেয়ে এ বাড়িতে কখনও সমাদর পাবে না। কিন্তু সেকথা ভেবে, পঙ্কজের মতো মা-বাবার ওপর রেগে থাকে না কাবেরী, তার দুঃখ হয়। আর তখন তাদের আশঙ্কার কথা মনে করেই সে এক-একবার নন্দিনীর মতো হয়ে উঠতে চায়।

কিন্তু তা অসম্ভব। নন্দিনী যেমন, কাবেরী তেমন নয়। একজন নানা জাতের অনেক মানুষের সঙ্গে হু-হু করে কথা বলতে পারে, হাসতে পারে, হাসাতে পারে, তর্ক-আলোচনা করতে পারে—আর একজন ভিড় দেখলেই ভয় পায়। অচেনা একজন মানুষের সঙ্গেই কথা বলতে ইতস্তত করে, মুখ নামিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। নন্দিনী বাহির চিনেছে, পৃথিবী চিনেছে। সে নিজের ওপর নিজে নির্ভর করতে পারে। সে একা থাকতে চায় না—একা থাকতে পারে না।

আশালতা আর যোগরঞ্জনের নন্দিনীর জন্যে কোন ভাবনা নেই। ওরা জানে, নন্দিনী কখনও ঠকবে না। তারপর যখন ইচ্ছে হবে তখন একটা ভাল—খুবই ভাল লোককে বিয়ে করবে। তখনকার কথা ভেবে একটু ভয়ও পায় ওরা। নন্দিনী চলে গেলে এ সংসার অন্ধকার হয়ে যাবে। এ বাড়িতে এমন করে আর থাকা চলবে না। কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের ভাবনা। আশালতা আর যোগরঞ্জন খুব ভাল করেই জানে যে হঠাৎ একটা বিয়ে করে বসবে না নন্দিনী। সে ঠকবে না—কখনও না।

কিন্তু শেষ অবধি কাবেরী কী করবে। লেখাপড়ায় তার ঝোঁক। সে শুধু ঘরে বসে বই নিয়ে থাকতে চায়। বই-এর মধ্যেই সে সব পায়—সব। সে কোনদিন নন্দিনীর মতো হয়ে উঠতে পারবে না। তাই তার কাছে কাবেরীর নিজেকে ছোট মনে হয়। দিদিকে ভয় করে কাবেরী—শ্রদ্ধাও।

নিজের কোন মতামত কাবেরীর নেই। সে কোনদিনও একজন বিশেষ কোন মানুষের কথা মনে করে মধুর কল্পনা করতে পারবে না। মা-বাবা যা বলবে সে তাই করবে। আর একটা কথাও কাবেরী জানে যে, সে নিজে কাউকে ঠিক না করলে, আশালতা-যোগরঞ্জনও কোনদিন কিছু করবে না। করবার উপায় নেই। হয়তো একদিন নন্দিনীই সব করবে—তার বিয়ে দেবে।

এত কথা সব সময় কাবেরীর মনে হয় না। ভবিষ্যৎ সুখের কল্পনা করে

নষ্ট করবার মতো সময় তার নেই। বিয়ে করে কী পায় মানুষ! বিয়ে না করে কত মেয়ে তো গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়। কাবেরী পারবে না কেন!

কিন্তু আপন মনে একা-একা জীবন কাটাবার কথা ভাবলেও মাঝে মাঝে আশালতা কাবেরীকে মনে করিয়ে দেয় যে তার মতো মেয়ে শুধু ঠকে আর কাঁদে। এমন বোকা মেয়েকে সারা জীবন পরের ওপর নির্ভর করেই কাটাতে হয়। তারা কোন কাজেই লাগে না। তখন, মা-র কথা শুনতে শুনতে কাবেরীর চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে ওঠে।

আশালতা ঠাণ্ডা স্বরেই বলে, "তুই নন্দাকে দেখে দেখেও বুঝতে পারিস না আজকাল ঘরে বসে শুধু বই-ই মুখ গুঁজে থাকলে কিছুই হয় না—"

আশালতার কথা শুনে কাবেরী একবার বাইরে তাকায়। এ ঘর থেকে তার চলে যেতে ইচ্ছে করে। একটা যন্ত্রণায় ওর বুকের মধ্যে কনকন করে। আর তখন কাবেরী একদিকে দাঁড়িয়ে আশালতার মুখের দিকে না তাকিয়ে খুব আস্তে বলে, "আমি কিছু চাই না মা—আমি কিছু করতে পারি না—"

"মাঝে মাঝে বাইরে বার হতে তো পারিস—মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয় না তোর? কী আছে এখানে যে সারাদিন ঘরে বসে থাকতে চাস?"

"আমাকে অনেক পড়তে হয় মা—"

"আর কাউকে পড়তে হয় নি? নন্দা লেখাপড়া করে নি? তোর মতো মেয়ে আজকাল দুটো দেখা যায় না।"

কথা বলে না কাবেরী। শীতের ভোরে একটা ঠাণ্ডা গাছের মতো ও দাঁড়িয়ে থাকে। এখন এখান থেকে চলে গেলে চলবে না। আশালতা তাহলে আবার তাকে ডাকবে। এখনও তার কথা ফুরোয় নি। এখনও আসল কথাই বাকি। আশালতার ব্যর্থতার কথা, তার স্বপ্নভঙ্গের কথা, দিনের পর দিন একটা জোড়াতালি দেয়া সংসারে চোখ বুজে ঘুরে যাওয়ার কথা সে তাকে শোনাবে। বলবেই। আরও বোঝাবে, এখন থেকেই যদি নিজের ভাল কাবেরী না বোঝে তা হলে তার জীবনও ঠিক আশালতার মতোই হবে।

"আমাকে দেখিস না? কেমন করে আমি দিন কাটাই—কেমন করে ঠকে মরলাম! কী পেলাম আমি!" মুখ নামিয়ে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে আশালতা বলে, "কিন্তু এখন দিনকাল অন্য রকম। এখন কেউ ঠকে না। তুই কেন ঠকে মরবি!"

আশালতা থেমে যায়। কাবেরীও কথা বলে না। শুধু একটা কথা, মনের সব চেয়ে বড় কথা কাবেরীর আশালতাকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

সে বলতে চায়, কেউ আমাকে ঠকাতে পারবে না—আমি কখনও ঠকব না মা। আমার জীবনে যা আসবে, দুঃখ প্রতারণা অপমান—আমি সব সহ্য করব —মেনে নেব। কিন্তু বাইরে ঘুরে সব চেয়ে সেরা জিনিস খুঁজে নিতে পারব না। আরও একটা কথা আশালতাকে বলতে চায় কাবেরী, খুঁজলেই—চেষ্টা করলেই কি মনের মতো সব কিছু পাওয়া যায়?

কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কাবেরী। ওর মুখে কথা আসে না।

শেষে চুমুক দিয়ে কাপটা ঠেলে দেয় পঙ্কজ। কাবেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী ভাবছিস?"

কাবেরী একটু বেশি করে মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি বলে, "কিছু না দাদা।"

"বুঝতে পেরেছি। তোর ঠিক আমার অবস্থা হয়েছে," পকেট হাতড়ে সিগ্রেট খোঁজে পঙ্কজ, "দেখ কাবেরী, ওসব ভাবনা-চিন্তা রাখ। একটা খুব ভাল বন্ধু খুঁজে বের কর," সিগ্রেট ধরিয়ে ও হাসতে হাসতে হালকা স্বরে বলে, "তার একটা বড় চাকরি থাকবে, গাড়ি তো থাকবেই—"

"দাদা!"

"শোন, শোন, ঘরে মুখ ভার করে আর মন খারাপ করে কোন লাভ নেই—এ বাড়ির কেউ তোর দিকে ফিরেও দেখবে না—"

"না দেখুক। ভালই তো, আমি তাহলে মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পারব।"

"এ তোর অভিমানের কথা। যা বলছি তাই কর—হাওয়া একেবারে ঘুরে যাবে। এমন এক বন্ধু—যাকে দেখলে নন্দিনীও চমকে যাবে," একটু থেমে পঙ্কজ বলে, "তোর বন্ধুদের কোন দাদা-টাদা নেই কাবেরী?"

"জানি না," কাবেরী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "খবরের কাগজটা এনে দেব?"

"দরকার নেই। কোন খবর আজ আমি জানতে চাই না," পঙ্কজও উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "তোদের ড্রয়িংরুমে গিয়ে একবার নন্দিনীকে দেখে আসি।"

কাবেরী যেন শাসন করে পঙ্কজকে, "ছুটির দিনে সকালবেলা কারুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসো না দাদা—"

"আরে না না, আমার ওপর তোর ধারণা দেখি খুব ভাল? আমি শুধু ঝগড়া করে বেড়াই নাকি?"

কাবেরী পড়তে চলে যায় আর শিস্ দিতে দিতে পঙ্কজ ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়ায়। তখন জোরে জোরে হাসছে নন্দিনী। আর একজন, একই সোফায়

যে তার পাশে বসে আছে, পঙ্কজ তাকে কখনও দেখে নি। বাইরে তাকায় পঙ্কজ। নতুন একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝে নেয় ওটা নন্দিনীর নতুন বন্ধুর।

পঙ্কজকে দেখে নন্দিনী জিজ্ঞেস করে, "কী ?"

পঙ্কজ মাথা নেড়ে বলে, "কিছু না।"

এক মুহূর্তে চেহারা পাল্টে নেয় নন্দিনী। হেসে বলে, "এই যে, মিস্টার রবীন বিশ্বাস, আর আমার দাদা—"

রবীন বিশ্বাস বড় ভদ্র। চায়ের কাপ রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে হাসে, "বসুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ," পঙ্কজ বসে না। আর কোন কথাও বলে না। আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তখন যোগরঞ্জন বাজার থেকে সবে ফিরেছে। ড্রয়িংরুমের কাছাকাছি রান্নাঘর। সেখানে দাঁড়িয়ে থলি উপুড় করে মেঝের ওপর তরকারী ছড়িয়ে দিতে দিতে যোগরঞ্জন বলে, "আগুন—আগুন! জিনিসপত্রের যা-দাম বাড়ছে, দু'বেলা মানুষকে আর বেশিদিন খেতে হবে না। এভরি থিং ইজ ফ্রাইটফুলি এক্সপেনসিভ—"

"আঃ," যোগরঞ্জনের একেবারে সামনা-সামনি এসে দাঁড়ায় আশালতা। তাকে ইশারায় থামতে বলে। ড্রয়িংরুমের দিকে আঙুল দেখায়, "নন্দিনীর বন্ধু এসেছে—চুপ!"

যোগরঞ্জন থেমে যায়। ময়লা শার্ট আর ধুতি বদলে পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন পরে। পাইপ ধরায়। ইংরেজী খবরের কাগজ হাতে নিয়ে খাবার ঘরে এসে বসে। আশালতা তাড়াতাড়ি যোগরঞ্জনের ছড়ানো তরকারি সরিয়ে দেয়। ইশারায় পরেশকে বলে জায়গাটা একটু মুছে নিতে আর ভয়ে-ভয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে তাকায়—বুঝতে পারে না নন্দিনী এখন তাকে তার নতুন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ডাকবে কি-না।

কিন্তু নন্দিনী কাউকেই আজ ডাকে না। একটু পরে সে নিজেই ভেতরে চলে আসে। আশালতার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসে, "আমি একটু বেরুচ্ছি মা—"

আশালতার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে সে কোথায় যাবে, কখন ফিরবে, বাড়িতে খাবে কি-না কিন্তু তার সাহস হয় না। সে শুধু তাকিয়ে দেখে নন্দিনী বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়।

নন্দিনী বলে, "বাবাকে নিয়ে আর পারা গেল না, এত জোরে-জোরে

সংসারের আজে-বাজে কথা বলে যে বাইরের লোকের সামনে আমাদের মুশকিলে পড়তে হয়—”

“হ্যাঁ,” চোখ ছোট করে আশালতা বলে, “এত বারণ করি !”

“আর তোমাদের ছেলেরও তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটা বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলছি —হুপ করে সেখানে গিয়ে হাজির। এমন করে তাকায় যেন ওই আমার গার্ডিয়ান,” ঠোঁটের কাছে দামী লিপস্টিক নিয়ে আসে নন্দিনী।

ভয়ে-ভয়ে আশালতা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, “পঙ্কজের স্বভাব গেল না— গাড়িটা কার রে নন্দা ?”

“যে এসেছে তার—আবার কার !” চুলে তাড়াতাড়ি চিরুনী চালাতে চালাতে নন্দিনী বলে, “রবীন বিশ্বাস ! বাইশ শো টাকা মাইনে পায়।”

“তোর অফিসের নাকি ?”

“না না,” নন্দিনী হেসে বলে, “অফিসের লোককে আমি বাড়িতে সহজে আসতে বলি নাকি ?”

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না আশালতা। বোধহয় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে। নিজের ব্যর্থতার কথা ভাবে কি-না কে জানে। সে-ঘরে আর থাকে না আশালতা। খাবার ঘরে যোগরঞ্জনের পাশে এসে দাঁড়ায়। কথা বলে না। একটু পরেই নন্দিনী তৈরি হয়ে বেরিয়ে যায়। আশালতা গাড়ির শব্দ শোনে।

খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে যোগরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, “কোথায় গেল ?”

শুকনো স্বরে আশালতা বলে, “বেড়াতে।”

“হুঁঃ,” যোগরঞ্জন আবার খবরের কাগজে চোখ রাখে।

আশালতা কঠিন চোখে দু-এক মিনিট তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর রোজকার মতো রান্নাঘরের দিকে যায়। তখন হয়তো নিজের কথা আর একবার ভাবে সে—তার বয়স আরও অনেক কম হল না কেন।

যোগরঞ্জন খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। আশালতা পরেশকে রান্না বুঝিয়ে দেয়। কাবেরী কোনদিকে তাকায় না। একমনে পড়ে যায়। আর পঙ্কজ ? কোন কারণ না থাকলেও তার মুখে হাসি খেলে। চম্পার কথা কিছুই বলল না নন্দিনী। হয়তো বলবেও না। পঙ্কজকে বুঝিয়ে দেবে যে তার কোন ব্যাপারেই নন্দিনীর কৌতূহল নেই।

পঙ্কজের যাবার কোন জায়গা নেই। কিন্তু বাড়িতেও থাকতে ইচ্ছে করে

না তার। নন্দিনীর মতো সে-ও বেরিয়ে যায়। কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না। চম্পার বাড়ি জানা থাকলে এখন সোজা সেখানে চলে যেত।

॥ সাত ॥

আকাশ পরিষ্কার ছিল। অল্প-অল্প হাওয়া দিচ্ছিল। অন্ধকার হবার আগে-আগে দূরে রাস্তার দিকে তাকাল চম্পা। ও আজ বেশি কথা বলছিল না। ওর মনে হচ্ছিল, ঠিক এই মুহূর্তে ওরও যেন যাবার কোন জায়গা নেই। আজ একবারও ও পঙ্কজকে বলতে পারে নি যে তাকে অনেক অসুবিধার মধ্যে দিয়ে এখানে আসতে হয়েছে—আজ ফেরবার আগ্রহ ছিল না চম্পার।

একা-একা রাত্রে যখন ঘুম আসে না পঙ্কজের আর তার যেকথা মনে হয়, চম্পার কথা, আদিম অরণ্যের কথা—এখন ময়দানের একদিকে সেই এক মানুষের পাশে বসে হঠাৎ সেকথা ভাবে পঙ্কজ। আর ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘন ঘন সিগ্রেট টানে—তার অস্বস্তি হয়।

পঙ্কজ চম্পার মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

অনেক মানুষের ভিড় ছিল। বাদামওলা, বেলুনওলা চিৎকার করছিল—বাঁশি বাজাচ্ছিল। এখানে অরণ্যের স্বাদ ছিল না। কখনও কখনও মানুষের চোখ পড়ছিল চম্পা আর পঙ্কজের ওপর। পঙ্কজের ভাল লাগছিল না। সে মনে-মনে শুধু কথা সাজাচ্ছিল—বলতে পারছিল না। তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল—ঠাণ্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল।

দেখতে-দেখতে—পঙ্কজ খেয়াল করে নি, হঠাৎ দেখল, অন্ধকার হল। ময়দানের ওপরে রাস্তায় কৃত্রিম আলো ঝকঝক করে উঠল। অন্ধকার আলোর মতো মনে হল পঙ্কজের। চম্পার একটা হাত শক্ত করে ধরতে ইচ্ছে করছিল তার। সে অধীর হচ্ছিল।

কিন্তু দিন ফুরিয়ে গেলেও, আজ বোধহয় প্রথম পঙ্কজের মনে হল, এখানে অন্ধকার নামে না। নগরের কৃত্রিম আলোর রেখা ময়দানের ঘাসে-ঘাসে খেলছিল। চম্পার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দূরে দূরে মানুষদেরও চেনা যাচ্ছিল। চম্পার আরও কাছে সরে এল পঙ্কজ।

"ঠাণ্ডা কিছু খাবেন ?"

চম্পা হাসল, "ঠাণ্ডা গরম কিছু না। আজ আপনি আমাকে কিছু খাওয়াবেন না—"

"কিন্তু আজ আপনার কী হয়েছে?"

"কিছু না," চম্পা আকাশ দেখল। ঘাস ছিঁড়ল। মুখ নামালো।

"একটাও কথা বলছেন না—"

"আপনিও তো চুপ করে বসে শুধু একটার পর একটা সিগ্রেট খাচ্ছেন," ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে চম্পা আস্তে বলল, "অত সিগ্রেট খাবেন না—পরে বুঝবেন।"

জ্বলন্ত সিগ্রেটটা পঙ্কজ দূরে ছুঁড়ে দিয়ে হাসল, "মন অস্থির হলেই বেশি সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করে।"

"অস্থির হন কেন?" হাসল না চম্পা। পঙ্কজকে দেখল না। দূরে পঙ্কজের ছুঁড়ে ফেলা সিগ্রেট মিটমিট করছিল। চম্পা সেইদিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। ওর ঘোষসাহেবের কথা মনে হচ্ছিল।

চম্পার হাতের ওপর হাত রাখল পঙ্কজ। চম্পা সরিয়ে নিল না। ওর নিশ্বাসের শব্দ শুনল পঙ্কজ। চম্পার গায়ে মিষ্টি গন্ধ ছিল। সে ঘ্রাণ হাওয়ায় ভাসছিল। পঙ্কজের সব প্রাচীর ভাঙবার ইচ্ছা করছিল। সে চম্পাকে গ্রহণ করবার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছিল।

"আপনি আর একটু পরেই চলে যাবেন বলে অস্থির হই—" পঙ্কজের স্বর আবেগে ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছিল।

শুকনো ভারী গলায় চম্পা বলল, "আপনাকে বলেছি আমার জন্যে অস্থির হবেন না—"

"হবই," পঙ্কজ হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে উঠল, "আপনিও আমাকে দূরে রাখবার চেষ্টা করবেন না—"চম্পার শাড়ির গন্ধ, শরীরের ঘ্রাণ পঙ্কজকে সব মানুষের কাছ থেকে, কৃত্রিম আলোর নগরী থেকে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের নিবিড় অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

"দেখুন," চম্পা চোখ তুলে চারপাশে তাকিয়ে নিল, "আপনি আমার কাছে কী চান?"

"বুঝতে পারেন না?"

"বুঝতে পারি বলেই আপনাকে বারবার সাবধান করি," একটু থামল চম্পা। সব ভেঙে বলবার চেষ্টা করল। আশেপাশে অনেক লোক। ঘাসে খসখস পায়ের শব্দ হল। কেউ কেউ মুখ ঘুরিয়ে ওদের দেখে নিল।

"কিন্তু কেন?" পঙ্কজ আরও জোরে চম্পার হাত ধরল। গঙ্গায় হয়তো [illegible] জাহাজ লাগল। অনেকক্ষণ বাঁশি বাজল।

একচাপড়জের য়.. [illegible]

চম্পা বলল, "আমার কিছু নেই—"

"আমি আর কিছু চাই না," পঙ্কজের মুখ বিবর্ণ হল, "কিন্তু সপ্তাহে মাত্র একদিন অল্পক্ষণের জন্যে দেখা হবে—তারপর আপনি চলে যাবেন, আমি চলে যাব—এমন করে আমি পারব না। আপনাকে আমি—"

"বলুন ?"

সহজ ভাষায় ওর ইচ্ছার কথা বলতে পারল না পঙ্কজ। ওর আবার একটা সিগ্রেট ধরাতে ইচ্ছে হচ্ছিল, চম্পার হাত ছেড়ে তা-ও করতে পারল না। গাড়ির শব্দ আসছে। রাস্তার ওপারে নিওন জ্বলছে নিভছে। পঙ্কজ সেদিকে তাকিয়েছিল।

"বলুন ?" চম্পা পঙ্কজের কাছে সরে এল। তারও একটা হাত ধরল। সে-হাত নিজের গালে বুলিয়ে নিয়ে বলল, "সত্যিই আপনি আমার কাছে কী চান ?"

ইতস্তত করল না পঙ্কজ। ভাবল না। অন্যদিকে তাকিয়ে এবার বলে ফেলল, "বেশিদিন আপনাকে দেখি নি। প্রথম দিন থেকেই জোর করে আপনাকে আটকে রেখেছি—আবার আপনাকে আসবার জন্যে জোর করেছি। আপনি ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে আমি এমন করে কথা বলি নি—"

"আমি সব জানি," খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে চম্পা পঙ্কজকে থামিয়ে দিল। তার কথা শুনতে চম্পার ভাল লাগছিল কিন্তু বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছিল। চম্পা হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "এসব কথা আমাকে বলবেন না।"

"কেন ?"

"আমি শুনতে চাই না। আমার বড় কষ্ট হয়। বুক জ্বলে যায়।"

আস্তে পঙ্কজ বলল, "আমার আপনাকে এসব কথা বলতে ইচ্ছে করে। না বলতে পারলে আমার কষ্ট হয়—"

"হোক," চম্পা আবার দূরে সরে বসল। পঙ্কজের মুখের দিকে দেখল না। চম্পা যেন জোর করে কথা বলছিল, "পরে আরও কষ্ট হবে—আমি বলি, এবার আমি সরে যাই। আমি আর আসব না। আপনাদের চেনা-জানা কত মেয়ে আছে—"

"না, নেই।"

"আজ নেই," অল্প হাসল চম্পা, "কাল অন্য মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে, কথা হবে, ভাল লাগবে—আপনি সেই মেয়েকে ভালবাসবেন। আমার কথা ভুলে যাবেন।"

"আমার সঙ্গে আর কোন মেয়ের দেখা হবে না—দেখা হয় নি," পঙ্কজ আবার চম্পার হাত কোলে তুলে নিল, "চম্পা, আমাকে ফিরিয়ে দিও না। তোমার যদি অন্য কোন বন্ধন থাকে, ভেঙে দাও—" পঙ্কজ কথা শেষ করল না। ওর ভয় লাগছিল। চম্পা কী বলবে ও বুঝতে পারছিল না।

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না, চম্পার মুখে ম্লান ছায়া কাঁপছিল। ওর জল খেতে ইচ্ছে করছিল। কাছাকাছি জল নেই। চম্পার দুঃখ হচ্ছিল। লজ্জা হচ্ছিল কিন্তু আনন্দে ওর বুক ভরে যাচ্ছিল। চম্পা এই নিমেষগুলোকে সহ্য করতে পারছিল না—বহন করতে পারছিল না। সে উন্মুখ আঙুলে ঘন ঘন ময়দানের ঘাস ছিঁড়ছিল। খসখস শব্দ হচ্ছিল।

"চম্পা—"

"না না—"

"তুমি আমাকে স্পষ্ট করে সব কথা বল—"

চম্পার বুক কাঁপছিল। ও বুঝতে পারছিল আর একটু পরেই সব শেষ হয়ে যাবে। সব উত্তেজনা জুড়িয়ে যাবে। বাসি হয়ে যাবে পঙ্কজের বাসনা। আকণ্ঠ লজ্জায় তাকে ঠেলে দিয়ে সে দূরে সরে যাবে। তারপর আর কোনদিনও খোলা আকাশের নিচে এক অদ্ভুত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ময়দানের ঘাস ছিঁড়তে-ছিঁড়তে একজন ভাল মানুষের মুখ থেকে এমন করে ভালবাসার কথা শোনবার সুযোগ চম্পার হবে না।

না হোক। ওসব কথা শোনবার অধিকার চম্পার নেই। একটা গ্লানি, প্রবঞ্চনার ক্লেদ তার মুখ বিষণ্ণ কঠিন করে তুলল। চম্পা মনে মনে অভিশাপ দিল তার মাকে, যে মা মরে গেছে। আর যে মানুষটা তাকে পৃথিবীতে এনেছে, চম্পা তাকে দেখে নি, আত্মহত্যা করে মরেছিল সে—তাকেও মনে মনে টুকরো টুকরো করে ফেলল চম্পা।

কিন্তু স্পষ্ট করে চম্পা সব কথা পঙ্কজকে বলতে পারল না। হাওয়ায় তার চুল উড়ছিল। কান্নার আবেগে তার ঠোঁট কাঁপছিল। চম্পা তার অতীত পায়ে মাড়িয়ে এই মানুষটার কোলের ওপর ভেঙে পড়তে চাচ্ছিল। সময় পার হয়ে যাচ্ছিল। জাহাজের আলোর দিকে তাকিয়েছিল চম্পা। কথা বলতে পারছিল না। পঙ্কজের দিকে তাকাতে পারছিল না।

পঙ্কজ বলল, "বল চম্পা, কথা বল—"

"আমার কেউ নেই। আমি—"

পঙ্কজ চম্পাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, "কেউ না থাকলে তো কোন

ভাবনাই নেই—তাহলে তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাও কেন? চম্পা, আজ আমাদের বাড়ি যাবে?"

ভীরু ম্লান চোখে পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে চম্পা বলল, "না না, আজ না—"

"কবে যাবে?"

"আবার যেদিন আসব," একটু থেমে চম্পা বলে ফেলল, "আমি আর আসব না।"

পঙ্কজ হাসল, "আমি তোমাকে জোর করে টেনে আনব—আমি তোমার বাড়িতে যাব—"

"যাবেন," কোন দিকে তাকাল না চম্পা। চোখ বুজে বলল, "সন্ধ্যেবেলা যাবেন। যতক্ষণ খুশি থাকবেন—আমাকে ভোগ করবেন—"

চম্পার কথা শুনে পঙ্কজ যেন জুড়িয়ে গেল। ও সরে বসল। ওর মুখ ম্লান দেখাল। পঙ্কজ ভাবল, চম্পা তাকে বিদ্রূপ করছে। সে মনে করছে পঙ্কজ শুধু তাকে ভোগ করতে চায়। চম্পার দিকে মুখ তুলে তাকাল না পঙ্কজ। ও পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল। হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল। পঙ্কজ সিগ্রেট ধরাল না।

একটা কথা, সব কৃত্রিম আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন করে পঙ্কজ চম্পাকে বলতে চাচ্ছিল, সেই পুরনো কথা, আমি তোমাকে ভালবাসি। পঙ্কজ বলতে পারছিল না। ওর শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। ও বোবা হয়ে গিয়েছিল। পঙ্কজ চম্পার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

"চুপ করে রইলেন যে? চম্পা পঙ্কজের কোলের ওপর একটা হাত রেখে বলল, "রাগ করলেন?"

যে-কথা চম্পাকে বলতে চাচ্ছিল পঙ্কজ, সেই পুরনো কথা, এতক্ষণ পর চম্পাকে কাছে টেনে, তার মুখের কাছে মুখ এনে, তার মাথা শক্ত করে চেপে ধরে এক নিশ্বাসে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।"

সে-কথা শুনল চম্পা। ওর ভয় লাগছিল। শরীর কাঁপছিল। ঘাসের ওপর যে আলোর রেখা ছিল তা ভাল লাগছিল না। চম্পার মনে হচ্ছিল, এখুনি যদি আলোয় তার মুখ দেখা যায় তাহলে সে ধরা পড়ে যাবে। যে-কথা তাকে শোনাল পঙ্কজ সে-কথা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারল না চম্পা। ওর চোখে ঘোর ছিল। ওর শরীরের যেন কোন ভার ছিল না। পঙ্কজের একটি কথায় চম্পা যেন তার কাদার জগৎ থেকে ওপরে উঠে আসছিল। ওর নন্দিনীর কথা মনে

হচ্ছিল। শচীনের কথা মনে হচ্ছিল। আর এক আলোর ভুবন তাকে ডাকছিল।

পঙ্কজ বলল, "তুমি আবার আসবে—রোজ আসবে। তুমি না এলে আমি তোমার বাড়িতে যাব। তোমাকে আমার সব সময়ে দেখতে ইচ্ছে করে চম্পা—"

কথা শুনতে শুনতে চম্পার চোখ ছলছল করছিল। সে পঙ্কজের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করছিল—গ্রহণ করছিল। আর পঙ্কজের ছোঁয়ায় চম্পার মনে হচ্ছিল তার ব্যবসার জগৎ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল—হারিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু চম্পা মনে মনে পুড়ছিল। সে পঙ্কজের মুখে এই মুহূর্তে কাদা ছুঁড়ে মারতে পারছিল না।

"চম্পা, আবার কবে আসবে?"

"বলুন কবে?"

পঙ্কজ হেসে বলল, "কাল?"

"আসব।"

"কাল তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।"

"না না—আমার ভয় লাগে।"

পঙ্কজ চম্পাকে আদর করে বলল, "কিসের ভয়?"

"আমি কোন সংসারে যাই নি। আমি কথা বলতে জানি না। ওরা আমাকে দেখে হাসবে—ঠাট্টা করবে," ভিজে ভারী স্বরে চম্পা বলল, "তখন আপনি আমাকে আর ভালবাসবেন না—"

ঘাসের ওপর সিগ্রেটের প্যাকেট আর দেশলাই রেখেছিল পঙ্কজ। এখন ও সেদিকে একবার দেখল। ওর সিগ্রেট খেতে ইচ্ছে করছিল না। সে চম্পাকে আরও টানল। দূরে-দূরে মানুষ ছিল। তারা পঙ্কজের মনে ছিল না। ভালবাসার প্রথম স্বাদে নিজেকে পঙ্কজের পূর্ণ মনে হচ্ছিল। সে চম্পাকে দেখছিল।

"আমি তোমাকে সব সময় ভালবাসব চম্পা। মা-বাবা, আমার বোনেরা—তারা আমাকে ভালবাসে না—তোমাকে ভালবাসবে—"

"আপনাকে ভালবাসে না কেন?"

"ওরা আমার কাছে অনেক বেশি চায়।"

"কী চায়?"

অল্প কথায় উত্তর দিতে পারল না পঙ্কজ। এখন এসব কথা বলতে তার

ভাল লাগছিল না। সে থেমে থেমে বলল, "ওরা যখন জানবে যে তোমার মতো মেয়ে আমাকে—"

চম্পা বলে উঠল, "আমি খারাপ মেয়ে—"

চম্পা পরিহাস করছে মনে করে পঙ্কজ হাসল, "তোমার মতো মেয়ের যখন আমাকে ভাল লাগে তখন সকলে আমাকেও দাম দেবে।"

"আর আমাকে যদি ওদের ভাল না লাগে?"

একটা সিগ্রেট ধরাল পঙ্কজ। ভাল লাগল না। ত্ব-একবার টেনে ফেলে দিল, "তোমাকে সব মানুষের ভাল লাগবে—"

"আমার রূপ দেখে বলছেন?"

পঙ্কজের বলতে ইচ্ছে করল, হ্যাঁ। হঠাৎ বলতে পারল না। চম্পা আবার কথা বলল, "শুধু বাইরে থেকেই দেখলেন। কিছু জানলেন না আমাকে চিনলেন না। যখন সব জানবেন তখন?"

পঙ্কজ চম্পার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কী জানবে সে। চম্পার কথা সে আর কিছু জানতে চায় না—আর কিছু শুনতে চায় না! চম্পার রূপ পঙ্কজের মনে অহংকার সৃষ্টি করেছে। সেই রূপের ওপরেই নির্ভর করেছে পঙ্কজ। চম্পা আর কি বলতে চায় তাকে!

পঙ্কজ বলল, "আমি আর কিছু জানতে চাই না চম্পা। এখন একটা কথা তুমি শুধু আমাকে বল—"

"কী?"

পঙ্কজ ইতস্তত করল। স্পষ্ট করে চম্পাকে বলতে পারল না। সে আবার একটা সিগ্রেট ধরাল, "চম্পা?"

"বলুন?"

"কেউ তোমাকে বিয়ে করতে চায় নি?"

চম্পা চমকে উঠল—"না।"

"তোমার কখনও বিয়ে করবার ইচ্ছে হয় নি?"

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চম্পা বলল, "না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পঙ্কজ। ঘন ঘন সিগ্রেট টানল। চম্পাকে জিজ্ঞেস করল, "আমার কথা কী মনে হয় তোমার?"

"ভাল লাগে বলেই তো সব ছেড়ে আসি।"

"এখন বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়?"

শরীর কাঁপল চম্পার। মুখে কথা এল না। ও পঙ্কজকে বলতে পারল না

যে অন্য একটা জগৎ যেখানে বেচাকেনা নেই, যেখানে ভালবাসা অনেক ওপরে তুলে নিয়ে যায়, যেখানে পঙ্কজ তাকে পৌঁছে দিয়েছে, সেখান থেকে সরে যেতে চায় না চম্পা। ব্যবসা সে অনেক করেছে, অনেক কাদা ঘেঁটেছে বলেই শুধু লাভের মোটা অঙ্ক নিয়ে আর সে খুশী থাকতে চায় না। নগদ দাম না পেলেও এমন করে বসে-বসে আকাশ দেখতে চায় চম্পা, ঘাস ছিঁড়তে চায়, ভালবাসার স্বাদ পেতে চায়।

কিন্তু এত কথা চম্পা বলতে পারল না। সে তার নিজের কথা ভাবছিল। এখন মাসি তাকে সন্দেহ করে। মাসি মনে করে, একটা কিছু ঘটেছে তার জীবনে যার জন্যে আজকাল চম্পার কিছুই ঠিক থাকে না। সে অনেকক্ষণ বাইরে কাটিয়ে আসে। রূপ চর্চা করে না। প্রসাধনে মন দেয় না। আর ঘোষসাহেবের সঙ্গে গোলমালের আসল কারণও খুঁজে পায় না মাসি। চম্পাকে কৌশলে প্রশ্ন করে। বোঝায়। ইচ্ছে না হলেও চম্পা সন্ধ্যের ঝোঁকে একটা যন্ত্রের মতো তৈরি হয়ে নেয়। ঘরে লোক এলে হাসে। ব্যবসায় মাতে। টাকা পায়।

কিন্তু চম্পার মন ঘরে থাকে না। তার মন একটা রঙীন পাখির মতো চৌরঙ্গীর ছায়ায় কিংবা ময়দানের পড়ন্ত আলোয় উড়ে বেড়ায়। শুধু একটি মানুষকেই খোঁজে। তখন একা থাকবার জন্যে আকুল হয় চম্পা। তার ঘরের অচেনা মানুষকে সহ্য করতে পারে না। ব্যবসার গণ্ডি পার হয়ে চম্পা পঙ্কজের পাশে চলে আসে।

"কত রাত হল? আমি এখন বাড়ি যাব—" যেন অনিচ্ছায় কথা বলল চম্পা।

"আমার কথার উত্তর দেবে না?"

"আঃ, ছাড়ুন," চম্পা হেসে বলল, "ও সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না।"

"কেন?"

"কত লোকের কত সাধ থাকে, সব কি মেটে?"

"অন্য লোকের কথা থাক, তোমার কথা বল।"

"বুঝতে পারেন না?" চম্পা পঙ্কজের হাত ছাড়িয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, "চলুন, চলুন, শিগগির একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন—রাত যে ভোর হয়ে গেল!"

"রাত এখনও হয় নি, এখন সন্ধ্যে—"

"চলুন, চলুন" চম্পা খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল। এতক্ষণ

ও সব ভুলেছিল। এখন মাসির কথা মনে হল। ওর ঘরের কথা মনে হল। আর নতুন লোক আজও ঘরে আসতে পারে ভেবে চম্পার কপালে বিরক্তির কয়েকটা রেখা ফুটল। কিন্তু ময়দানের অন্ধকারে ওর মুখের সেই রেখা দেখতে পেল না পঙ্কজ।

"চম্পা, আস্তে, চম্পা—"

"অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি জানেন না—"

পঙ্কজ প্রায় ছুটে চম্পার পাশে এল, "আজ আমি তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি চম্পা—"

পঙ্কজের কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল চম্পা। ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। ওর গলা ঠেলে যেন একটা শাসন বেরিয়ে এল, "না।"

"কোনদিনও না?"

"কোনদিনও না," চম্পা বলল, "আমি যাব আপনাদের বাড়ি। তারপর একদিন আমার ঘর ছেড়ে আমি বেরিয়ে আসব—আর ফিরে যাব না—"

পঙ্কজ উচ্ছ্বাসে যেন ভেঙে পড়ল, "কবে—কবে?"

"যেদিন আপনি বলবেন?

"ঠিক?"

"মিথ্যা কথা অনেক বলেছি, আপনার কাছে—" কথা শেষ করতে পারল না চম্পা। ওর হঠাৎ মনে হল পঙ্কজের কাছে সে নিজে যেন এক জীবন্ত মিথ্যা। চম্পার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।, ওর ঠোঁট কাঁপল। ওর চলার গতি হ্রাস হল। আর ঠিক তখন ওরা মাঠ পার হয়ে রাস্তায় পড়ল। অনেক মানুষ। গাড়ি চলার শব্দ। ওরা নীরব।

"ট্যাক্সি," পঙ্কজ হাত তুলে ডাকল।

ট্যাক্সির দরজা আস্তে বন্ধ করল চম্পা। পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। ড্রাইভারকে বলল, "সোজা চলুন।"

চম্পাকে দেখতে-দেখতে পঙ্কজ আর একটা খালি ট্যাক্সি দেখল। থামাল। চম্পা দেখল না। কয়েক মুহূর্ত কী ভাবল পঙ্কজ! আস্তে ড্রাইভারকে বলল, "ওই ট্যাক্সির পিছন-পিছন চলুন!"

॥ আট ॥

পঙ্কজ কোনদিকে দেখছিল না। মাথা উঁচু করে সে শুধু সামনের ট্যাক্সিটার দিকে চোখ রাখছিল। আর তার এক-একবার মনে হচ্ছিল, চম্পা যেন পিছনে না তাকায়—তাকে যেন না দেখতে পায়। বড় রাস্তা ধরে হু-হু করে দুটো ট্যাক্সি ছুটছিল।

পঙ্কজ হালকা স্বরে কিছুক্ষণ আগে ড্রাইভারকে বলেছিল, "ও ট্যাক্সির একেবারে কাছে যেও না—দূরে-দূরে রেখ।"

ড্রাইভার হেসে বলেছিল, "জী সাহাব।"

ড্রাইভারের কথা পঙ্কজ ভাবে না। ওর যা খুশি ভাবুক। পঙ্কজ একটা নতুন কিছু করার আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আজ চম্পার বাড়ি সে ঠিক চিনে নেবে। চম্পা যখন ট্যাক্সি থেকে নামবে তখন সে শুধু তাকে বলবে, "চিনে গেলাম।"

চম্পা চমকে উঠবে। ভয় পাবে। চারপাশে তাকিয়ে দেখবে কেউ পঙ্কজকে তার সঙ্গে কথা বলতে দেখল কি-না। কিংবা, হাত দিয়ে কপালে উড়ে আসা চুল ঠিক করে নিল পঙ্কজ, আজ সে চম্পার সামনে দাঁড়াবে না, শুধু তার বাড়ি দেখেই ফিরে যাবে। কাল যখন তার সঙ্গে আবার দেখা হবে, তখন তাকে আজকের কথা বলবে।

হঠাৎ রাস্তার লাল বাতি জ্বলে উঠল। একে-একে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িগুলো। ঝরর্ ঝরর্ এঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে চম্পার ট্যাক্সি। এখান থেকে তার শরীর স্পষ্ট দেখা যায়। পঙ্কজ দু-একবার সেদিকে তাকাল। এমন করে এই অল্পক্ষণের জন্যে দেখা করার দিন কবে শেষ হবে।

কয়েকটা রেখা ফুটে উঠল পঙ্কজের কপালে। সে দেখল এপাশে-ওপাশে সামনে-পিছনে লম্বা গাড়ির লাইন। ট্যাক্সির ছোট আয়নায় দূরে থেকে নিজের মুখও দেখল পঙ্কজ। হঠাৎ তার কিছু ভাল লাগল না। অদ্ভুত বিষণ্ণ দেখাল তার মুখ। তার আশেপাশে দাঁড়ানো গাড়ি, শহরের ব্যস্ততা আর কোলাহল, সন্ধ্যার এই আলো-কাঁপা অন্ধকার একটা ফ্যাকাশে ছবির মতো মনে হল। তার মনে হল, এ শহরে যা কিছু আছে—মানুষ বস্তু কিংবা দিনরাত্রির রূপ তা যেন পঙ্কজের জন্যে নয়।

গাড়িগুলো হলদে আলোর সঙ্কেতে সামনে ছুটে যাবার জন্যে উন্মুখ হল। সবুজ আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় আবার পঙ্কজের কপালে চুল এসে

পড়ল—কিন্তু ও আর সরাল না। এখন মুখ ফিরিয়ে চম্পাকে দেখল না পঙ্কজ। ওর ভয় লাগল। ব্যর্থতার ভয়। চম্পাকে হারাবার ভয়। পঙ্কজের কথাও কিছু জানে না চম্পা!

একটু আগে, এখন একা-একা ট্যাক্সির একদিকে গা এলিয়ে পঙ্কজের মনে হল—চম্পা বলেছিল যে সে শুধু চম্পার রূপ দেখেছে, তাকে চেনে না পঙ্কজ—জানে না। কিন্তু চম্পা যখন শুনবে তার কথা? সে-ও যখন জানবে তাকে? পঙ্কজের মা-বাবা, নন্দিনী হয়তো প্রথম দিনই—যেদিন চম্পা যাবে তাদের বাড়িতে—বলে দেবে, তার কোন দামই নেই এ সংসারে—কোন পরিচয় নেই। তখন?

মাথার মধ্যে বিশ্রী রকমের একটা চাপ অনুভব করল পঙ্কজ। তার লুকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হল। যেখানে সে যায় নি, যেখানে, কেউ তাকে চেনে না এমন দূর কোন দেশের কথা পঙ্কজ ভাবল। নিবিড় অরণ্যের কথা ভাবল। এ শহর ভয়ঙ্কর মনে হল তার। কলকাতা তাকে পিষে-পিষে মারছে। শহর তাকে সুখ দেবে না।

চম্পাকে কাল বাড়িতে নিয়ে যাবে না পঙ্কজ। কেন সে তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়! তার বন্ধু বলে একমাত্র কাবেরী ছাড়া আর কেউ হয় তো চম্পার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলবে না। নন্দিনী তাকে ঈর্ষা করবে। চম্পাকে দেখার ইচ্ছে প্রবল হবার পর নিজের বাড়ির ওপর যে-আকর্ষণ জেগেছিল পঙ্কজের, আজ একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে তাকে অনুসরণ করতে করতে, তাকে সে-বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা ভাবতে ভাবতেই আবার হঠাৎ একটা পীড়াদায়ক দৈন্য প্রকট হয়ে উঠল পঙ্কজের মনে।

পঙ্কজের মনে হল, তার কেউ নেই—কিছু নেই। চম্পার মতো একজন মেয়েকে একান্ত আপনার করে পেতে হলে যা দরকার, নন্দিনী আশালতা আর যোগরঞ্জন যা চায়—আজকের সব মেয়েরই রোজকার জীবনে যা দরকার তা পঙ্কজের নেই। ট্যাক্সি থামাতে চাইল পঙ্কজ। ফিরে যেতে চাইল।

একদিন, এমন করে দেখা করতে করতে যখন তারা আরও কাছাকাছি আসবে, যখন চম্পা তার নিজের কথা ভেবেই পঙ্কজকে জিজ্ঞেস করবে তার চাকরির কথা, তার সঞ্চয়ের কথা তখন চুপ করে থাকতে হবে পঙ্কজকে। সে বলতে পারবে না যে চম্পার জন্যে কিছুই তার নেই।

এতদিন বাড়ির প্রত্যেকের বিরুদ্ধে একটা আক্রোশ ছিল পঙ্কজের মনে। নিজের অক্ষমতার কথা, ত্রুটির কথা ভেবে সে একদিনও আজকের মতো

বিমর্ষ হয় নি। কিন্তু আজ শুধু একজনের কথা মনে করে পঙ্কজ একটা অস্বস্তিতে জুড়িয়ে গেল। তার মনে হল, মা-বাবার মতো চম্পাও হতাশ হবে—তাকে কোন মূল্যই দেবে না। তার চেয়ে, চম্পার কাছে তার মূল্য হ্রাস হয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে যাওয়া ভাল। পঙ্কজ ফিরে যেতেই চাইল।

চম্পার ট্যাক্সির নম্বর পঙ্কজ মুখস্থ করে নিয়েছিল। সেই নম্বর ছুটে ছুটে যাচ্ছে, চঞ্চলতায় এপাশ-ওপাশ করছে, পঙ্কজ দেখছে। আর মনে মনে নিজের দৈন্যের কথা ভেবে ঝিমিয়ে যাচ্ছে। আবার রাস্তায় লাল আলো জ্বলল। এখনও চম্পার ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। পঙ্কজ দেখতে চায় না। সে থেমে যাক, হঠাৎ গতি হ্রাসের চেষ্টায় তার মাথা ঠুকে যাক। কিন্তু চম্পা এগিয়ে যাক—তার ট্যাক্সি হারিয়ে যাক।

শরীর হিম-করা লজ্জায় পঙ্কজ চোখ বন্ধ করে থাকে। সে কোনদিকে তাকাতে চায় না। একটা কথাই বারবার তার মনে হয়, জায়গা নেই—কোথাও তার জন্যে একটুও জায়গা নেই। যে এসেছে, অনেক অন্ধকার আর যন্ত্রণা ছাড়িয়ে পঙ্কজকে নিয়ে এসেছে আলোর ভুবনে, অদ্ভুত এক তৃপ্তি দিয়েছে, তাকে সাজিয়ে রাখবার মতো ঐশ্বর্য পঙ্কজের নেই।

চম্পা চলে যাবে। যাবেই। সব মিথ্যা হয়ে যাবে। আলোর যে আশ্চর্য রেখা তার মনে কাঁপছে, তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে, শুধু সেই রেখায় ভর করে চম্পার সঙ্গে চিরকালের জন্যে যে সম্পর্ক পঙ্কজ চায় তা গড়ে তোলা যায় না। যাবে না।

একটা নাড়া খেয়ে চোখ খোলে পঙ্কজ। এখনও সামনের ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। লাল আলোর বাধায় থামতে হয়েছিল বলে এবার যেন আরও বেশি জোরে চলছে। ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ল পঙ্কজ। সে বলত, "থামাও—ফেরাও।" কিন্তু সামনের ট্যাক্সিটা থামল।

"ড্রাইভার রোকো—" যেন চম্পা পঙ্কজকে দেখতে না পায়—একটু দূরেই পঙ্কজ তার ট্যাক্সি থামাতে বলল।

এদিকে পঙ্কজ কখনও আসে নি। এ রাস্তার নাম কী? এ পাড়ায় অনেক ফুলওলা। অনেক গাড়ি আসছে যাচ্ছে। পঙ্কজ হঠাৎ দেখল ড্রাইভার তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কাছাকাছি বাড়িতে গান হচ্ছে, তবলা বাজছে। পঙ্কজ দেখল চম্পা ট্যাক্সি থেকে নামল। একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে কথা বলল, হাসল। আর দেখতে না দেখতেই হলদে রঙের একটা তেতলা বাড়িতে ঢুকল।

রহস্যের যে রঙীন জাল চম্পা মেলে ধরেছিল পঙ্কজের সামনে, এখন তারই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পঙ্কজ বুঝতে পারল শহরের কোন্ পল্লীতে এখন সে দাঁড়িয়ে আছে—সে বুঝতে পারল কেন কোন প্রশ্ন না করেই চম্পা তার কাছে সহজ হয়েছে, তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তার কথা, তার হাসি—এখন পঙ্কজের মনে হয়, একেবারেই অন্য রকম।

চম্পা এ পাড়ার মেয়ে। সে রোজ নতুন-নতুন লোককে তার ঘরে আনে, টাকা নেয়। পঙ্কজ বোকা। তাকে আরও বোকা বানাবার জন্যেই এখনও চম্পা তার কাছ থেকে টাকা নেয় নি। পরে নিত। নিশ্চয়ই নতুন কোন কৌশলে বাঁধত তাকে —শেষ করে দিত।

পঙ্কজ এদিক-ওদিক দেখল। এখন সে কী করবে? চম্পা যদি অন্য মেয়ে হত, পঙ্কজ যেমন ভেবেছিল তেমন, তাহলে এতক্ষণ এখানে থাকত না পঙ্কজ, যে-দৈন্য তাকে পীড়া দিচ্ছিল, তা নিয়েই সে সরে যেত—পালিয়ে যেত। হয় তো চম্পার সঙ্গে দেখা করারও তার আর ইচ্ছে হত না।

কিন্তু এখন কোন দৈন্য থাকে না পঙ্কজের—একটা দম্ভ জাগে। সে এখন মুখোমুখি একবার চম্পার সামনে দাঁড়াতে চায়। তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে পঙ্কজ অনেক ওপরের মানুষ—চম্পা তাকে প্রতারণা করে অনেক নিচে নামিয়ে আনতে চেয়েছিল কিন্তু তার জাল ছিঁড়ে গেছে। নিজের দাম সম্পর্কে হঠাৎ পঙ্কজ যেন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে—অহঙ্কারের স্বাদ পায়।

ড্রাইভার পিছন ফিরে হেসে জিজ্ঞেস করল, "সাহাব?"

"হাঁ হাঁ," ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিল পঙ্কজ, "ঠিক হ্যায়?"

"জী সাহাব!"

ট্যাক্সি খালি হতে না হতেই পঙ্কজ দেখল, যে বাড়িতে চম্পা ঢুকেছিল সেই হলদে তেতলা বাড়ি থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল, মোটা কালো এলো-মেলো চুল, ধুতি মাটিতে লুটোচ্ছে—লোকটা পঙ্কজের ট্যাক্সিই নিল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখল পঙ্কজকে। হাসল। চেনা-চেনা মুখ। পঙ্কজ তাকে না দেখার ভান করল। ওর লজ্জা হল। ভয় হল। মনে হল, এ পাড়ায় না নামলেই হত।

"ফুল চাই বাবু? ফুল—বেলফুলের মালা—"

"ফুলওয়ালার সঙ্গে পঙ্কজ কথা বলল না। অন্য দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ পর একটা সিগ্রেট ধরাল। এখন কেমন করে ওই বাড়িতে ঢুকবে—চম্পাকে কেমন করে খুঁজবে। আস্তে আস্তে পঙ্কজ পানের দোকানের সামনে এসে

দাঁড়াল। দরকার না থাকলেও আর এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনিল। তার ভাল লাগছিল না। শরীর কাঁপছিল। সে একটা দু-টাকার নোট দিয়ে বাকি পয়সা না নিয়েই চলে যাচ্ছিল।

"বাবু, এই-যে পয়সা—"

"আচ্ছা দেখ," সেই তেতলা হলদে বাড়ির দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলল, "একটু আগে তোমার দোকানে ও বাড়ির যে মেয়ে একটা ট্যাক্সি থেকে নেমে"—

"বলেন বাবু?"

"সে কোন্ ঘরে থাকে?"

"যাবেন?" পানওলা ট্যাক্সি ড্রাইভারের মতো হাসল না। বলল, "দোতলায় ডান দিকে সিঁড়ির গায়ের ঘর—"

"ওর নাম জান?"

"চম্পারানী। যান বাবু, যান, এখন ঘর খালি আছে মনে হয়—"

মুখ নামাল পঙ্কজ। জোর আলো জ্বলছিল পানের দোকানে। এত আলো তার এখন সহ্য হচ্ছিল না। সে অন্ধকার খুঁজছিল। এদিকে অন্ধকার নেই। পঙ্কজ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। তাকে মাতালের মতো দেখাচ্ছিল। সে চম্পার বাড়িতে ঢুকল।

কয়েকজন মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। খুব জোরে জোরে কথা বলছিল। হাসছিল। পঙ্কজকে দেখে ওরা চুপ হয়ে গেল। একজন এগিয়ে এসে পঙ্কজের হাত ধরতে যাচ্ছিল। সে হাত সরিয়ে নিল। ওদের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। পঙ্কজ সিঁড়ি দেখল। দোতলায় উঠল। কোন্‌টা চম্পার ঘর? ডান দিকে প্রথমে ঘরের দরজা খোলা ছিল। পঙ্কজ দাঁড়িয়ে থাকল। ও-ঘরে ঢুকতে ওর সাহস হল না। একজন মেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে হাসছিল। নীল শাড়ি। চোখে-মুখে রঙ। খোঁপায় বেল ফুলের মালা জড়ানো। সে পঙ্কজের কাছে এল।

"আসুন, এই যে আমার ঘর।"

"চম্পার ঘর কোন্‌টা?"

মেয়েটি আর হাসল না। ওর মুখে ছায়া নামল। সে পঙ্কজকে বলল, "তার ঘরের সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছেন—"

বোধহয় পঙ্কজের গলা শুনেই চম্পা দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। পঙ্কজ তাকে দেখল। এখন অন্যরূপ চম্পার। তার চোখে সুর্মা। গালে ঠোঁটে রঙের প্রলেপ। শাড়িটাও বদলে ফেলেছে সে। চম্পার চোখে চমক ছিল।

একটা বিমূঢ় মানুষের মতো ও দাঁড়িয়েছিল। চম্পার মুখ বেদনায় করুণ হয়ে উঠেছিল।

একটু বেশি জোরেই হাসল পঙ্কজ, "চম্পা, এই তোমার ঘর?"

নিজের অবস্থা বুঝতে চম্পার কয়েকটি মিনিট লাগল। পঙ্কজের মুখ ঝাপসা দেখাচ্ছিল। বাড়িটা দুলছিল। ওর গরম লাগছিল। মুখ ঘামছিল। চম্পা অল্প পিছিয়ে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এই আমার ঘর।"

"আমি ভেতরে যাব?"

"আপনি? আচ্ছা আসুন—" চম্পা কথা বলতে পারছিল না। হাসতে পারছিল না। যে-মানুষের সঙ্গে সারা সন্ধ্যে কাটিয়ে এল, এখন তার দিকে তাকাতে ওর কষ্ট হচ্ছিল।

পঙ্কজ ভেতরে এসে ভাল করে চম্পার ঘর দেখল। খাট। আলমারী। একটা বড় চেয়ার। ড্রেসিং টেবিল। দু-একটা ছোট-বড় টেবিল। দেয়ালে আরও একটা আয়না। সব দেখে পঙ্কজ চম্পার মুখ দেখল। হাসল। অল্প পরে, চম্পা না বললেও, বড় চেয়ারে গা এলিয়ে দিল পঙ্কজ।

"কথা বলছ না কেন চম্পা?"

চম্পা বসল না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বলল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। ওর স্বর কাঁপল, "এখানে কেন এলেন, কেমন করে এলেন?

"আমি এসব পাড়ায় প্রায়ই আসি—"

চম্পা মাথা ঝাঁকিয়ে জোরে বলল, "না আপনি আসেন না।"

"কেমন করে জানলে?"

"এখানে আপনার আসা-যাওয়া থাকলে প্রথম দিনই আমাকে ঠিক চিনতে পারতেন। একটা বোকার মতো বলতেন না—"

পঙ্কজ কড়া স্বরে বলল, "আমাকে তুমি বোকা ভেবেছিলে, না?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তুমিও তো বোকা! আরও আগে যদি তুমি আমাকে এখানে নিয়ে আসতে তাহলে তোমারও তো অনেক লাভ হত।"

"কী লাভ হত?" চম্পার খোঁপা হঠাৎ ভেঙে পড়ল।

"আমার কাছ থেকে তুমি নগদ টাকা পেতে পারতে।"

চম্পার চোখে আগুন জ্বলছিল। এই বোকা লোকটাকে এখুনি তার ঘর থেকে বের করে দিতে ইচ্ছে করছিল। কত টাকা আছে পঙ্কজের! চম্পা মনে

মনে ভগবানকে ডাকছিল। সে মাথা ঠিক রাখতে চাচ্ছিল। চম্পা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

"খুলে দাও," ভয় পেয়ে পঙ্কজ উঠে দাঁড়াল, "দরজা বন্ধ করলে কেন?"

পঙ্কজের চেহারা দেখে চম্পা হেসে বলল, "ভয় পাবেন না। আমাদের এখানে ঘরে লোক থাকলে দরজা খোলা রাখতে নেই—"

"আমি চলে যাব—" ঘরে সুগন্ধ ছিল। পাখার হাওয়ায় ফুলদানে ফুল কাঁপছিল। পঙ্কজের ভাল লাগছিল না। তার নিজেকে অশুচি মনে হচ্ছিল।

চম্পা বলল, "আমাকে তো খুব খাইয়েছেন—আমার ঘরে যখন কষ্ট করে এলেন কিছু না খেয়েই চলে যাবেন?"

চম্পার মুখ করুণ দেখাচ্ছিল। ও যেন পঙ্কজকে মিনতি করছিল—ধরে রাখবার চেষ্টা করছিল। পঙ্কজের চোখে ভয় ছিল, ঘৃণা ছিল। যে-দৃষ্টি, যে-আবেগ আজই চম্পা তার চোখে, গলার স্বরে দেখেছিল, পেয়েছিল—এখন সে-সব কিছু ছিল না।

"আমি কিছু খাব না" পঙ্কজ বলল, "আমাকে এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে দাও," একটু থেমে সে আবার বলল, "তোমাকে চিনতে পারলে আমি কোথাও নিয়ে যেতাম না—একদিনও খাওয়াতাম না—"

"জানি।"

"আমাকে জানালে না কেন?"

"বলেছিলাম—"

"কী বলেছিলে?"

চম্পা মাথা তুলে রূঢ় স্বরে বলল, "আমি ছলনার ধার ধারি না। আপনি জন্ম-বোকা তো কী করব। বলি নি যে আমি খারাপ মেয়েমানুষ?"

"দরজা খুলে দাও।"

"নিজে খুলে নিতে পারেন না? আমি ধরে রেখেছি আপনাকে?"

খিল খোলবার আগে পঙ্কজ দু-এক মিনিট ইতস্তত করল, "কত টাকা দিতে হবে এখন?"

"কত দেবার ক্ষমতা আছে আপনার?"

"তুমি কত নাও?"

"দেখুন," চম্পা ধারালো গলায় বলল, "আমাকে টাকা দেখাবেন না। অনেক বাবু আমার দোর গোড়ায় বাঁধা আছে। আপনার মতো বোকা বাবুর

সঙ্গে আমার কারবার নেই," একটু বেশি শব্দ করে খিল খুলল চম্পা, "চলে যান। এখানে আর গোলমাল করবেন না—"

আর কোন কথা বলবার সাহস হল না পঙ্কজের। সে বাইরে এল। মাথা তুলে কোনদিকে দেখল না। মুখ নামিয়ে সিঁড়ি টপকে-টপকে নিচে নামল—রাস্তায় পড়ল। একটাও ট্যাক্সি না পেয়ে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। মাংসের দোকানে তখন দুটো কুকুর ঝগড়া করছিল। কোথা থেকে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ আসছিল। একটা মাতাল টলে টলে চলছিল। দূর থেকে কে খুব জোরে শিস দিয়ে উঠল। পঙ্কজ পিছন ফিরে দেখল না।

তখন একটা পাগল মেয়ের মতো, একটা পাথরের মূর্তির মতো বারান্দায় স্থির হয়ে চম্পা দাঁড়িয়ে ছিল। ওর চোখ শুকনো খটখটে হয়ে গিয়েছিল। সে শেষ বারের মতো বোকা ভীতু মানুষটাকে দেখে নিচ্ছিল।

চম্পা দেখল, সেই আলোর মানুষ, খোলা হাওয়ার মানুষ, সবুজ ঘাস আর বড় আকাশের মানুষ অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এখন অন্ধকার। এখন হাওয়ার জোর নেই। এখানে কোথাও ঘাস নেই। এখানে আকাশও ছোট। ওই মানুষটা চম্পার ঘরে আঁটল না। সে তাকে ঘরের বার করে দিল। তাকে কেন অমন করে তাড়িয়ে দিল চম্পা!

মানুষটা চম্পার পিছন-পিছন ধাওয়া করে এসেছিল। অন্ধকারে ধাক্কা খেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এখানে আলো আনতে পারল না, ঘাস আকাশ—কিছুই আনতে পারল না। চম্পা জানে, এখানে মানুষ ওসব নিয়ে আসে না। এখানে ওসব আনা যায় না।

মানুষটা চলে গেল। চম্পাকে আর স্পর্শ করবার চেষ্টা করল না। ওর মুখে ঘৃণার ছাপ ফুটেছিল। আর কখনও ও আসবে না। চম্পা আর তাকে দেখতে পাবে না। সে শচীনের কথা ভাবছিল। নন্দিনীর কথা ভাবছিল। একটা নতুন জগৎ, যেখানে তার প্রবেশের আর কোনই সম্ভাবনা নেই—এখনও তার মনে জ্বলছিল।

চম্পার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তার মদ খেতে ইচ্ছে করছিল। সে ঘরে চলে এল। আলমারী খুলে বোতল বের করল। খালি। মাটিতে আছড়ে বোতল ভাঙল চম্পা। ফুলদানের কাছে এল। ফুলগুলো টেনে ছিঁড়ে এপাশে-ওপাশে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলল। লাথি মেরে ফুলদান উল্টে দিল। আলো নিভিয়ে দুই হাতে মাথা চেপে খাটের ওপর চম্পা গড়িয়ে পড়ল। এ ঘরের সব কিছু ওর চুরমার করে ফেলতে ইচ্ছে করছিল।

অনেক পরে চম্পা মাথা থেকে হাত সরাল। বোতলে কয়েক কোঁটা মদ ছিল। চম্পা কড়া গন্ধ পাচ্ছিল। ফুলের মিষ্টি গন্ধও তার নাকে যাচ্ছিল। চম্পা কাঁদছিল।

॥ নয় ॥

এখন যা দেখছে পঙ্কজ—শহরের আঁকাবাঁকা কঠিন রাস্তা, দূরে-দূরে বৈদ্যুতিক আলোর স্তম্ভ, একটা বড় ত্রিকোণ পার্ক, মানুষ আর গাড়ি—তার মনে হয়, এসব মিথ্যা। এসব সে দেখতে চায় না। ঠিক এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে থেকে সব লুপ্ত হয়ে গেলে সে সব চেয়ে বেশি খুশী হত। সে অন্ধকার চায়। নিকষ কালো থমথম অন্ধকারে, যেখানে কারুর দৃষ্টি পৌঁছয় না সেখানে একা-একা হারের গ্লানি নিয়ে মিশে যেতে চায় পঙ্কজ। সে একটি মানুষের মুখও দেখতে চায় না।

কিন্তু তার চারপাশেই মানুষ—শুধু মানুষ। কেউ ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ঠেলাঠেলি করে বাসে চড়ছে। কেউ রিক্সায় গা এলিয়ে দিয়েছে। পঙ্কজের হঠাৎ খেয়াল হয় সে এখনও একটা কুখ্যাত পল্লীতেই থেমে থেমে হাঁটছে। আর যারা তাকে দেখছে তারা ভাবছে সে-ও তাদেরই মতো একজন। তখন পঙ্কজ আরও তাড়াতাড়ি হেঁটে বাস স্টপে এসে দাঁড়ায়।

যদিও পঙ্কজ চম্পার বাড়ি থেকে অনেক দূরে সরে আসে আর একটা বিমূঢ় মানুষের মতো স্থির দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকে—তার মনে হয়, এমন করে ঠকে যাওয়ার কথা, হঠাৎ কঠিন মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ার কথা প্রত্যেকটি লোক জেনে গেছে আর তারা তাকে বিদ্রূপ করছে। লজ্জায় শরীরটা অসাড় হয়ে যায় পঙ্কজের। সে অন্ধকার চায়।

কিন্তু পঙ্কজ যেমন চায় তেমন অন্ধকার নেই কোথাও। বড় রাস্তার কাছাকাছি অনেক বাড়িতে এখনও আলো জ্বলছে—তারই আভা এসে পড়েছে ত্রিকোণ পার্কের গাছে—এখনও সেখানে লোক বসে আছে। একবার পঙ্কজের ইচ্ছে হয় ওই পার্কে গিয়ে সারা রাত বসে থাকতে—তারপর মুখ নামিয়ে হেঁটে হেঁটে এ শহরের বাইরে চলে যাবার বিষণ্ণ ইচ্ছা তাকে পীড়া দেয়। বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। অনেক দিন পর আবার মনে হয় তার যাবার একটা জায়গাও নেই।

এখান থেকে কোথায় যাবে পঙ্কজ হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। একটার

পর একটা বাস এসে তার সামনে দাঁড়ায়। পেট্রোলের মিঠে-কড়া গন্ধ নাকে লাগে। লোকে ওঠে নামে। টুং টুং ঘণ্টা বাজে। বাস ছেড়ে দেয়। পঙ্কজ ওঠে না—ওঠবার কোন চেষ্টাও করে না। একটা অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো বড় রাস্তার বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সে সিগ্রেটের পর সিগ্রেট টেনে যায়।

ক্লান্তি আসে পঙ্কজের। তার শরীর ভেঙে পড়তে চায়। কোন কড়া ওষুধ না খেলে, তার মনে হয়, আর একটু পরেই সে রাস্তার ওপর টলে পড়বে। শেষ সিগ্রেটে শেষ টান দিয়ে পঙ্কজ পায়ের চাপে আগুন পিষে ফেলে। ভুল করে আবার পকেটে হাত দেয়। তার আঙুলে শুধু দেশলাই ঠেকে। সিগ্রেটের প্যাকেট নেই। পঙ্কজ তাকিয়ে দেখে তার ছুঁড়ে ফেলা খালি প্যাকেট কার পায়ের চাপে চ্যাপটা হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পঙ্কজ আবার আগের মানুষ হয়ে যায়। ক্লান্ত চোখ। বিষণ্ন মুখ। হতাশায় দীর্ণ দেহ। একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে ওর আর ভাল লাগে না। ঠেলাঠেলি করে লোকের ভিড়ে বাসে চড়তেও ইচ্ছে করে না। একটা ট্যাক্সি ডাকে পঙ্কজ। নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে কোন রকমে ড্রাইভারকে সে আস্তে শুধু বলে, "চৌরঙ্গী।"

কিন্তু কেন আবার চৌরঙ্গীতে ফিরে যেতে চায় পঙ্কজ! সেই অকাল বর্ষার সন্ধ্যায় সে যদি সেখানে না যেত তাহলে তার চম্পার সঙ্গে দেখা হত না। আর দেখা না হলে সে যেমন ছিল ঠিক তেমন থাকত। এক-একটা শিহর, আবেগের তীব্রতা, একটা উষ্ণ মধুর কল্পনা পঙ্কজকে তার সব ক্লান্তি আর দৈন্য ছাড়িয়ে উজ্জীবনের স্বাদ দিত না।

এই উজ্জীবন, এখন পঙ্কজের মনে হয়, তার জীবনের সব চেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়। ভালবাসা সে কখনও পায় নি। তার ভয় ছিল। ঘৃণা ছিল। কেউ তার কান্না শুনবে না। তার বুকের ভেতরে ভেতরে যে-বেদনা ছিল শুধু তার জন্যে একটি মেয়েও পাশে এসে দাঁড়াবে না। আর যা থাকলে আমন্ত্রণ জানানো যায় তার কাছাকাছি মেয়েদের তা পঙ্কজের ছিল না বলেই সে দূরে দূরে সরে থাকত।

চম্পা নিজেই তার কাছে এসেছিল। তার সঙ্গে কথা বলেছিল। আর সেই প্রথম একটা স্থির বিশ্বাসে পঙ্কজের মনে হয়েছিল, তার জীবনে সব আছে। সে কামনা করেছিল চম্পাকে। একটা ব্যাকুল উন্মাদনায় তার অভাব সব দৈন্য ঢাকতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন সেই এক [illegible]র জন্যেই পঙ্কজের মনে হয়, সে তাকে আরও অনেক বেশি অন্ধকারে ঠে[illegible]ছে।

চম্পার ওপর নয়, নিজের ওপরই ঘৃণা হয় পঙ্কজের—আক্রোশ জাগে। ঠিক হয়েছে। একটা কথা সে কেন ভুলেছিল যে চম্পার মতো মেয়ে না হলে তার মতো মানুষের ডাকে কেউই অত সহজে সাড়া দিত না—কোন প্রশ্ন না করেই তাকে ভালবাসার অবসর দিত না। চম্পাও ভালবেসেছিল পঙ্কজকে।

ভালবাসার কথা মনে হতেই পঙ্কজ বাইরে তাকায়। ট্যাক্সি চৌরঙ্গীর কাছাকাছি এসে গেছে। দু-একটা গাছ দেখা যাচ্ছে। নীল আলো লাগে পঙ্কজের চোখে। এই সব দৃশ্য এড়াবার জন্যে সে চোখ বন্ধ করে। আর একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে সিগ্রেট নেই। কিন্তু সিগ্রেট খাবার ইচ্ছা প্রবল হয় পঙ্কজের! তখন সে ট্যাক্সি থামায়।

একটা ছোট দোকানে দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে পঙ্কজ জোরে-জোরে পা চালায়। চম্পার ভালবাসার কথা মনে করে হাসে। টলে টলে এগিয়ে যায়। চম্পা তাকে ঠকায় নি—এখন তার কাটা-কাটা কথাগুলো মনে পড়ে পঙ্কজের—সে বোকা বলেই কিছু বুঝতে পারে নি। চম্পা তাকে বলতে চেয়েছিল—বোঝাতে চেয়েছিল।

কিন্তু পঙ্কজ ভাবে, চম্পা প্রথম দিন আরও স্পষ্ট করে কেন তাকে সব কথা বলল না—কেন তার সময়ের দাম চাইল না। দ্বিতীয় দিন তেমন করেই আবার কেন এল! তৃতীয় দিনও! কেন! একটা অস্বস্তি, অশুচি একটা মেয়েকে স্পর্শ করার অনুশোচনা পঙ্কজকে একই জায়গায় অনেকক্ষণ স্থির করে রাখে।

অল্প পরে, হঠাৎ মাথা তুলে পঙ্কজ দেখে চৌরঙ্গীর যে-বড় রেস্তোরাঁয়—আগের শনিবার চম্পাকে নিয়ে এসেছিল, এখন ঠিক তার সামনেই সে দাঁড়িয়ে আছে। বুক-পকেটে হাত ঠেকিয়ে সে মনে মনে টাকার হিসাব করে নেয়। অল্পক্ষণ ইতস্তত করে। দু-একজন উৎকট রং-মাখা অবাঙালী মেয়ে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। তার দিকে তাকিয়ে হাসে। চমকে অনেকটা দূরে সরে যায় পঙ্কজ। ভয় পায়।

গলা শুকিয়ে গেছে পঙ্কজের। গোটা শরীরটা ঘামে ভিজে গেছে। সে রুমালটা খুব জোরে চেপে চেপে মুখে ঘষে। কপালে ঘষে। তারপর হঠাৎ একবার রাস্তার ওপারে ময়দানের দিকে তাকায়। অন্ধকার। কিন্তু শহরের জোরালো আলোর রেখা-কাঁপা হালকা অন্ধকারে এইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পঙ্কজ ময়দানের আমগাছ দেখে। বট দেখে। ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

ঠাণ্ডা কিছু খেতে হবে। শুকনো গলাটা এখুনি ভিজিয়ে নিতে হবে। রেস্তোরাঁর সামনে একা-একা একটা ব্যর্থ অসহায় মানুষের মতো আর দাঁড়িয়ে

থাকতে পারে না পঙ্কজ। মুক্তির স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করবার জন্যে সে ভেতরে ঢুকে একধারে একটা খালি টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। আর আজ প্রথম মদ খেয়ে তার শুকনো গলা সে ভিজিয়ে নিতে চায়—সব ক্লান্তি গ্লানি আর হতাশা ঝেড়ে ফেলতে চায়। বয়কে সে শুধু হুইস্কি আর সোডা আনতে বলে।

এখানে এ-সময় শিগগির আসে নি পঙ্কজ। কয়েক বছর আগে, কলেজ-জীবনের প্রথম প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এখানে আসত। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ সেই বয়সেই মদ খেত—পঙ্কজকেও জোর করত। কিন্তু পঙ্কজ খেত না—তার ভয় লাগত। মনে হত, যদি কেউ তাকে দেখে তাহলে নিন্দে করবে। আর তার চেয়ে বড় কথা, পঙ্কজের মদ খাবার ইচ্ছে হত না—তার ভাল লাগত না। সেই বয়স থেকেই সে তার বাড়ির লোক যেমন চায় তেমন হতে চাইত না।

আজ তৃষ্ণায় ছটফট করে পঙ্কজ। আজ তার কাউকেই ভয় নেই। সে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। অনেক জাতের অনেক ছেলে—অনেক মেয়ে। নানা খাদের গলার স্বর গমগম করে। মধুর গন্ধ পঙ্কজের নাকে লাগে। সেদিন দুপুরে সে যেমন দেখেছিল, এখন এ রেস্তোরাঁ তেমন দেখায় না।

এখন এখানে অনেক আলো জ্বলছে। সামনেই গোল বড় জায়গায় একটি বিদেশী মেয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাসছে। হাত তুলে নানা ভঙ্গি করছে। আর একটাও খালি চেয়ার দেখতে পায় না পঙ্কজ। এত ভিড়! সিগ্রেটের ধোঁয়া, কফির কড়া গন্ধ, বিলিতি পানীয়র উগ্র ঝাঁজ পঙ্কজের মাথা ধরিয়ে দেয়। সে মনে মনে ভাবে হঠাৎ কেন এখানে এল! তার কিছু ভাল লাগে না। সে এখান থেকে উঠে যেতে চায়।

কিন্তু তখন বয় এসে তার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছে। পঙ্কজের সামনে একটা পাতলা কাচের গেলাস—একটা সোডার বোতল। খুব অল্পক্ষণ সে ইতস্তত করে। তারপর গেলাসে সোডা ঢালে। তখন কোনদিকে আর তাকায় না পঙ্কজ। থেমে থেমে গেলাসে চুমুক দেয়। তেতো-তেতো। কড়া। বিস্বাদ। আরও অনেক সোডা মেশায় সে। আবার চুমুক দেয়। পঙ্কজ বুঝতে পারে না হঠাৎ কখন গেলাস খালি হয়ে যায়। আর তার মনে হয় সে যেন অনেকক্ষণ কিছু খায় নি।

আবার বয়কে ডাকে পঙ্কজ। গেলাস ভরে দিতে বলে। সব চেয়ে দামী

খাবারের অর্ডার দেয়। আর তখন সেই সাজানো বড় ঘরের চারপাশে আবার চোখ বুলোতে বুলোতে তার মনে কি শরীরে কোন ক্লান্তি আর থাকে না। শুধু চোখ দুটো অল্প-অল্প ব্যথা করে, মাথা ঝিমঝিম করে আর বার বার কপালটা ঘেমে ওঠে।

তখন হু-হু করে কথা বলতে চায় পঙ্কজ। পা দিয়ে টেবিল-চেয়ার জোর করে ঠেলে উঠে দাঁড়াতে চায়। একটু দূরে নীল শাড়ি-পরা মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে যে ঝকঝকে ছেলেটির খাবার কথা মনে থাকে না তাকে একটা নাড়া দেয়ার ইচ্ছায় সে বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ছেলেটা বোকা। পঙ্কজের মতোই বোকা। তাই মুগ্ধ চোখে একটা খারাপ মেয়ের দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করছে। ও ঠকে মরবে।

সিঁথিতে পাতলা সিঁদুর-টানা আর একজন যে কাঁটা চামচের টুং টাং শব্দ করছে পঙ্কজের পিছনে বসে, কেন ওই বয়স্ক ভদ্রলোক এই বাজারের মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছে। পঙ্কজ পিছন ফিরে তাকে শাসন করতে চায়—সতর্ক করতে চায়। গেলাসটা শক্ত করে চেপে ধরে সে ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসে।

আরও পরে পঙ্কজের মাথা ঘোরে। ঘুম পায়। কিন্তু তখনও তার তৃষ্ণা মেটে না। সে আবার বয়কে ডাকে। জোরে-জোরে কাঁটা-চামচের আওয়াজ তুলে গরম সিদ্ধ মাংস খায়। এখান থেকে উঠে যেতে চায় না পঙ্কজ। তার ওঠবার ক্ষমতা থাকে না। সে একবার গেলাসে চুমুক দেয়। একবার কাঁটায় বিঁধে মাংস মুখে তুলে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে পঙ্কজের। গরম নিশ্বাস।

এক-একবার মাথা উঁচু করে এক-একটি মুখ দেখে পঙ্কজ—এক-একটি মেয়ের প্রসাধনের প্রলেপ বুলোনো মুখ। কী সুন্দর! ঠিক চম্পার মতো। সে আপন মনে বলে ওঠে, "ফ্রেণ্ডস্ বিওয়্যার অব প্রসটিউটস্! চম্পা—চম্পা! এখানে যারা আছে, প্রত্যেকটি মেয়ে - চম্পা! ইউ অল আর ফুলস্—"

প্রতারিত মানুষগুলির কথা ভেবে হা-হা করে হাসতে থাকে পঙ্কজ। প্লেট ঠেলে ফেলে দেয়। ঝনঝন শব্দ হয়। সে খুব জোরে হুইস্কির গ্লাস টেবিলে ঠোকে। চুরমার হয়ে যায়। তখন টেবিলের ওপর দুই হাত রাখে পঙ্কজ। আর হাতের ওপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে থাকে। অনেকক্ষণ।

পঙ্কজ চোখ বন্ধ করে থাকে বলে দেখতে পায় না আর হয়তো চোখ খোলা রাখলেও ওর বোঝবার অবস্থা ছিল না যে ওকে দেখতে দেখতে এখানকার অনেক মানুষ বিরক্ত হচ্ছিল—অপ্রসন্ন হচ্ছিল। সে যেন তাদের নিশ্চিন্ত আনন্দের মুহূর্তগুলো ঘন ঘন ছন্দপতন ঘটিয়ে নষ্ট করে দিচ্ছিল। কিন্তু কেউ

ওকে বাধা দিচ্ছিল না—এমন এক পরিবেশে ওর অশোভন আচরণের প্রতিবাদও করছিল না। এক-একবার হয়তো অস্পষ্ট শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে মনে মনে ভাবছিল কখন সেখান থেকে সে চলে যাবে।

কিন্তু নন্দিনী শচীনের সঙ্গে আর কথা বলতে পারছিল না। প্রথম যখন পঙ্কজ এখানে আসে তখনই নন্দিনী তাকে দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল। না দেখার ভানও করেছিল। ভেবেছিল পঙ্কজ সেখানে বেশিক্ষণ বসবে না। অল্প কিছু খেয়ে একটু পরেই চলে যাবে। প্রথম দিন, যদিও কাউকে একটা কথাও বলে নি নন্দিনী, পঙ্কজকে এখানে দেখে সে চমকে উঠেছিল আর তার সঙ্গে চম্পাকে দেখে অবাক হয়েছিল। সেদিন কাছ থেকে চম্পাকে দেখবার জন্যেই সে পঙ্কজের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কথা বলেছিল।

আজ পঙ্কজকে এখানে নন্দিনীর ভাল লাগল না। সে নিজের কথাই ভাবছিল। এখন যদি তাদের দেখতে পায় পঙ্কজ—হাসবে—কথা বলবে আর যেমন ভদ্র শচীন, সে হয়তো এই টেবিলেই পঙ্কজকে ডাকবে। আর তারপর এমন আজেবাজে কথা বলতে শুরু করবে পঙ্কজ যে শচীনের সামনে নন্দিনী কাঠ হয়ে বসে থাকবে। হাসতে পারবে না। খুশি মতো কথা বলতে পারবে না। নন্দিনী মনে মনে ভাবল, আর কখনও এখানে আসবে না। এখন পঙ্কজ তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে গেলে সে আবার সহজ হয়ে উঠতে পারে।

নন্দিনীর অস্বস্তি বোধ করবার আরও একটা কারণ ছিল। নন্দিনী পঙ্কজকে একেবারেই জানাতে চায় না সে কখন কার সঙ্গে কোথায় যায়। সেদিন দুপুরে শচীনের সঙ্গেই নন্দিনীকে পঙ্কজ দেখেছে। আজ যদি আবার দেখে, নন্দিনীর ভয় হল, যেমন অমার্জিত মন পঙ্কজের—সে তার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে আর ওর ধারণা বদ্ধমূল হবে যে নন্দিনী রোজই এখানে আসে—এমন করে সময় কাটায়। নন্দিনী কাউকেই তার চলা ফেরার কথা জানাতে চায় না। তাই শচীনের সঙ্গে বেশি কথা না বলে সে বারবার পঙ্কজকে দেখছিল। তার হাতে হুইস্কির গেলাস দেখে নন্দিনী অবাক হচ্ছিল, অস্থির হচ্ছিল, ভাবছিল পঙ্কজ এখানে অনেকক্ষণ থাকবে আর যতক্ষণ সে এখানে থাকবে ততক্ষণ নন্দিনী শচীনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে পারবে না। নন্দিনী ঠিক করল, শচীনকে নিয়ে সে-ই এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু নন্দিনী যতই সাবধানে তাকাক পঙ্কজের দিকে, শচীন বুঝতে

পারছিল আজ এখানে সে অন্যান্য দিনের মতো অনর্গল কথা বলছে না, মুখ ফিরিয়ে-ফিরিয়ে কাকে যেন দেখছে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে শচীন জিজ্ঞেস করল, "কী দেখছ?"

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল নন্দিনী, "কিছু না। আজ অনেক অচেনা মুখ দেখছি এখানে—"

শচীন হেসে বলল, "কলকাতা শহর অনেক বড়। এখানকার সব লোককে আমরা চিনি না নন্দিনী।"

নন্দিনীও হাসল, "শুধু কলকতা কেন বলছ শচীন? আমার মনে হয় পৃথিবীর লোক আসে এখানে—"

"আসুক না! আই লাভ পিপল।"

নন্দিনী খুশী হয়ে বলল, "আমিও।"

"তুমিও?" নন্দিনীর একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে শচীন বলল, "ডোণ্ট সে ছাট—"

"ওঃ শচীন, ইউ আর ভেরি জেলাস।"

"দেখ দেখ, ছাট ব্লোক—আই ডোণ্ট নো হোয়্যার ফ্রম—তোমার দিকে কেমন করে তাকিয়ে আছে—"

"তাকিয়ে থাকুক," নন্দিনী জিমলেটের ছোট গেলাস মুখের কাছে এনে বলল, "আর্নট আই প্রেটি?"

"সারটেনলি ইউ আর! বাট আই স্যাল—"

"জান শচীন," নন্দিনী হেসে হেসে থেমে থেমে বলল, "আই মেট সামবডি—"

"কে?"

"ওয়ান মিস্টার রবীন বিশ্বাস।"

"বাঙালী—"

"হ্যাঁ" নন্দিনী যেন অসংযত উত্তেজনায় কথা বলতে লাগল, "বাট হি ডাজণ্ট লুক লাইক এ বেঙ্গলী—ডাজণ্ট টক লাইক এ বেঙ্গলী—হি ইজ রিয়্যালি ভেরি—ভেরি নাইস—"

"আমি তার কথা আর শুনতে চাই না নন্দিনী," বড় একটা নিশ্বাস ফেলে শচীন বলল।

নন্দিনী শচীনের মুখ দেখে থামল। ভাবল, রবীনের কথা শচীনকে বলা ঠিক হয় নি। আর একবার সে পঙ্কজকে দেখল। বিরক্ত হল। শচীনকে কী

বলে রবীনের কথা ভুলিয়ে দেবে হঠাৎ নন্দিনী ঠিক করতে পারল না। ও ছোট আয়না বের করে একবার নিজের মুখ দেখল। আর তখন পঙ্কজের টেবিল থেকে কাচ ভাঙার শব্দ এল। নন্দিনী চঞ্চল হল। শচীনকে কোন কথা বলতে পারল না।

অনেকের মতো শচীনও শব্দ শুনে পঙ্কজকে দেখল। আর হঠাৎ একজন চেনা মানুষকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে চিৎকার করে উঠল, "আরে, মিস্টার ডাট—"

নন্দিনী ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "হয়তো কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে—ওকে ডেক না।"

তখনও পঙ্কজের দিকে তাকিয়েছিল শচীন। ওকে আরও ভাল করে দেখতে দেখতে বলল, "দেখ, দেখ—শুয়ে পড়ল। কী ব্যাপার? আই থিঙ্ক হি ইজ নট ফিলিং ভেরি ওয়েল—"

স্বরে ঝাঁজ মিশিয়ে নন্দিনী বলল, "হি ইজ ড্রাঙ্ক। অভদ্র! জানে না কোথায় কেমন করে চলতে হয়!"

"ডোণ্ট বি ক্রুয়েল নন্দিনী," বিল চুকিয়ে দিয়ে শচীন বলল, "চল মিস্টার ডাটকে আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই—"

নন্দিনী বারণ করতে যাচ্ছিল—বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ও কী ভাবল। ইতস্তত করল। শচীনের সামনে নিজের রুক্ষ কঠিন চেহারা দেখাতে চাইল না। ঠিক ছিল, এখান থেকে বেরিয়ে ওরা গঙ্গার ধার দিয়ে অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে একটু বেশি রাতে বাড়ি ফিরবে। আর কয়েকদিন শচীন পাশে থাকলে নন্দিনী গাড়ি চালানো শিখে নেবে। সাবধানে, যেন শচীন দেখতে না পায়, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপল নন্দিনী—পঙ্কজকে ও অভিশাপ দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে অনিচ্ছায় শচীনের সঙ্গে হালকা পা ফেলে ফেলে শুকনো মুখে সে পঙ্কজের টেবিলের কাছে এল।

এর মধ্যে বয় এসে ভাঙা গেলাস তুলে নিয়ে গেছে। টেবিল পরিষ্কার করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসছে। পঙ্কজ একবার মাথা তুলল।

হাত দেখিয়ে ইশারায় ওকে অপেক্ষা করতে বলল। পকেট থেকে হাতড়ে হাতড়ে অনেক দশ টাকার নোট বের করল। বিকৃত উচ্চারণে অল্প পরে ডাকল, "বয়!"

"সাব?"

সবগুলো দশ টাকার নোট বয়-এর দিকে কোন রকমে ঠেলে দিয়ে পঙ্কজ বলল, "বিল ?"

নন্দিনীর সরে যেতে ইচ্ছে করছিল। সে পঙ্কজের দিকে তাকাতে পারছিল না। বাড়িতে ঠিক সময় যে মাসে মাসে নিজের খরচের পুরো টাকা দিতে পারে না সে এখানে এসে মাতাল হয়ে পড়ে থাকে কেমন করে। আজ বাড়ি ফিরে ফেনিয়ে-ফেনিয়ে মা-বাবাকে সব কথা বলতে হবে। এসব বন্ধ করতে হবে। শচীনের উচিত ছিল কোনদিকে না তাকিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাওয়া। কিন্তু একটা কথাও বলা যাবে না এখন। শচীনের কাছে সব কথা খোলাখুলি বলা যায় না। কপাল ছোট হল নন্দিনীর—পঙ্কজ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার বাড়ির প্রত্যেকের অশান্তির কারণ ঘটাবে।

"মিস্টার ডাট ?" শচীন পঙ্কজের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল।

পঙ্কজ আবার মাথা তুলল। লাল-লাল চোখ তার। কয়েক মুহূর্ত চেষ্টা করে সে যেন শচীনকে চিনতে পারল, "না, এখন আমি কফি খাব না," পঙ্কজের স্বর জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল, "আচ্ছা মিস্টার—কী যেন নাম আপনার ? ভুলে গেছি। কত বন্ধু যে আছে নন্দিনীর—"

"দাদা !" পঙ্কজের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না নন্দিনীর। সে তাকে শাসন করে থামিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

পঙ্কজ নন্দিনীকে দেখল। হাত নেড়ে বলল, "কী ? গেট আউট !"

নন্দিনীর শরীর কাঁপছিল। মাথা ঘুরছিল। ও শচীনের হাত ধরে টানল, "চল, আমরা যাই।"

"ইয়েস, গেট আউট !"

"শচীন—"

"নন্দিনী প্লিজ," শচীন পঙ্কজের হাতের ওপর হাত রেখে বলল, "এ কে এখানে এমন করে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না—"

"তবে আমাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও, আমি একাই চলে যাই," নন্দিনী দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল "তুমি ওকে নিয়ে যেখানে খুশি যাও।"

"জাস্ট এ সেকেণ্ড," নন্দিনীকে অনুরোধ করল শচীন, "ইনি আমাদের সঙ্গেই যাবেন—আসুন, মিস্টার ডাট—"

"বলুন ?"

"অনেক রাত হয়ে গেছে, চলুন বাড়ি যাই—"

"বাড়ি ? বাড়ি আমার নেই।"

"আচ্ছা, তবে বাইরে চলুন ?"

"কেন ? কোথায় ?"

"চলুন, আমরা আগে বাইরে যাই, পরে ঠিক করব কোথায় যাব—চলুন !"

শচীনের কাঁধে হাত রেখে পঙ্কজ উঠে দাঁড়াল, "আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন মিস্টার নাগ ? একটা পার্কের কাছাকাছি—বিলিভ মি, আমি কখনও আপনাদের মতো মদ খাই না—আজ প্রথম আমি ফোর স্কচ খেলাম। আপনি একটা পুরো বোতল শেষ করতে পারবেন না মিস্টার নাগ ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পারব," বয় ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসছিল পঙ্কজকে গাড়িতে তোলবার সময় শচীনকে সাহায্য করবার জন্যে কিন্তু শচীন তাকে আসতে বারণ করল।

নন্দিনীর লজ্জা হচ্ছিল—রাগ হচ্ছিল। তার কারুর সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে করছিল না। সে শচীনের ওপরও এখন খুশী হতে পারছিল না। শচীন নন্দিনীকে নিয়ে এখানে এসেছে—এখন তাকে ফেলে তার দাদাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছে কেন ! যাকে নন্দিনী মানুষ বলেই ধরে না, সে তাকে কেন এত খাতির করছে। নন্দিনী একা একা এগিয়ে গেল। চোখ তুলে বড় রাস্তায় খালি ট্যাক্সি খুঁজল। পেল না। একটা ট্যাক্সি পেলে এই মুহূর্তে নন্দিনীও তাকাত না শচীনের দিকে—একা একাই সোজা বাড়ি ফিরে যেত।

শচীনের নীল গাড়ির কাছে এসে নন্দিনী সামনে বসল। পঙ্কজকে শচীন পেছনে আস্তে সাবধানে ঠেলে দিল। পঙ্কজ তখনও আপন মনে বকে যাচ্ছিল। ওর গরম লাগছিল। শার্ট ঘামে ভিজে গিয়েছিল। তার গা থেকে উৎকট গন্ধ বার হচ্ছিল। পঙ্কজ গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করে দিল। একটু পরে জোরে হাসল। তারপর চুপ করে শুয়ে পড়ল। শচীন মাঝে মাঝে তাকে দেখছিল।

"বার বার ওদিকে দেখ না," নন্দিনী শচীনকেও শাসন করল, "অ্যাকসিডেণ্ট করবে নাকি তুমি ?"

বাঁ হাত নন্দিনীর কোলের ওপর রেখে তার আর একটু কাছে সরে এসে শচীন বলল, "স্টিয়ারিং নেবে ?"

"না।"

"কেন ? আর ইউ ক্রস্ ?"

"আমার ভাল লাগছে না শচীন—"

"আই অ্যাম ভেরি সরি—"

"থাক থাক," বেশ জোরেই নন্দিনী বলে উঠল, "একটা অভদ্র অমার্জিত লোককে এত যত্ন করে গাড়িতে তোলবার তোমার কী দরকার ছিল ?"

শচীন আর একবার পেছনে তাকাল। নিজের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। নন্দিনীকে বলল, "মানে উনি তোমার, আই মিন আমাদের—"

স্বরে শ্লেষ মিশিয়ে নন্দিনী বলল, "হি ইজ দি ব্ল্যাক্ সীপ্ অব দি ফ্যামিলি —বুঝলে ?"

"আস্তে নন্দিনী, প্লিজ—"শচীন গাড়ির গতি কমিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু নন্দিনী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। ও বুঝতে পারছিল ওর মুখ কঠিন হয়ে উঠছে, স্বর কর্কশ শোনাচ্ছে। নন্দিনী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে হাওয়া খেল। চেহারা স্বাভাবিক করে তোলবার চেষ্টা করল। শচীনের গায়ে গা এলিয়ে দিল।

নন্দিনী শচীনের কানের কাছে ঠোঁট এনে বলল, "যে ম্যানার্স জানে না, আমি তাকে সহ্য করতে পারি না তাই রুড্ হই—তুমি কিছু মনে কর নি তো ?"

শচীন হেসে বলল, "না, তুমি কখনও রুড্ হও না। ইউ আর ভেরি সুইট !"

নন্দিনী হাসছিল। শচীনের কাঁধে ওর মাথা হেলে পড়েছিল। গাড়ির গতিতে এক-একটা বড় বড় গাছ সরে-সরে যাচ্ছিল। তখন অনেক জাহাজ গঙ্গায় স্থির হয়ে ছিল। অনেক আলো জ্বলছিল। এক-একবার আলো এসে পড়ছিল নন্দিনী আর শচীনের মুখের ওপর। তখন একজনের দিকে তাকিয়ে আর একজন হাসছিল। আর হয়তো মাতাল মানুষটার কথা ভুলে গিয়েছিল ওরা দুজনেই। কিন্তু তখন পঙ্কজের ভাঙা-চোরা উচ্চারণ ওদের আবার তার কথা মনে করিয়ে দিল।

পঙ্কজ হঠাৎ বলে উঠল, "বিওয়্যার অব প্রসটিটিউটস !"

॥ দশ ॥

যতক্ষণ শচীন ছিল ততক্ষণ আশালতা আর যোগরঞ্জনকে উষ্মা প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণায় নন্দিনী জ্বলছিল। শচীনকে এখন তার ভাল লাগছিল না। কিন্তু তাকে তার মনের ভাব বুঝতে না দেয়ার জন্যে নন্দিনী মিষ্টি হাসছিল। শচীনকে বোঝাচ্ছিল, রোজ রাতে সে যেন বেশিক্ষণ না জেগে থাকে। এখনই তার বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়া উচিত।

প্রথমে ড্রয়িংরুম অন্ধকার ছিল। আশালতা কিংবা যোগরঞ্জন কেউই সেখানে ছিল না। নন্দিনীও কাউকে ডাকত না। রোজকার মতো শচীনকে শুভরাত্রি জানিয়ে বাইরে থেকেই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিত। পঙ্কজ এখন নিশ্চয়ই একা-একা বাড়ি ঢুকতে পারবে। তার নাম মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নন্দিনীর মুখে দু-একটা রেখা দেখা দিচ্ছিল।

কিন্তু শচীন পঙ্কজকে ছাড়ল না। তাকে ধরে ধরে গাড়ি থেকে নামাল। এখন পঙ্কজের মুখে কথা নেই। সে গাড়ি থেকে নামল। হেসে পঙ্কজের হাত আস্তে সরিয়ে দিল। গেটের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বাঁকা চোখে নন্দিনী তাকে দেখল। ওর মনে হল, তাদের সঙ্গে আসবার জন্যে পঙ্কজ এতক্ষণ ভান করছিল। নন্দিনী শচীনকে কিছু বলবার আগেই সে পঙ্কজের পাশে এসে দাঁড়াল।

আশালতা আলো জ্বালল। ওদের সবলকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অবাক হল। মা-কে দেখল পঙ্কজ। একটা ক্লান্ত ভঙ্গি করে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। নন্দিনী শচীনকে বসতে বলল না। আশালতার দিকেও তাকিয়ে দেখল না। সে শচীনের যাবার অপেক্ষা করছিল। কাবেরী তখনও পড়ছিল।

"বসুন মিস্টার নাগ," আশালতা বলল।

শচীন আশালতার দিকে তাকিয়ে হাত জোর করে বলল, "আমার নাম শচীন আপনি আমাকে শুধু শচীন বলবেন—"

• পঙ্কজ কিছুক্ষণ হাসল। তারপর হাসতে-হাসতেই বলল, "আমি কিন্তু আপনাকে মিস্টার নাগই বলব, চিরদিন—চিরকাল।"

আশালতা অল্প হাসল। একবার পঙ্কজকে দেখল। একবার নন্দিনীর মুখ দেখল। নন্দিনী শচীনকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাসছিল। আশালতা কিছু বুঝতে পারল না। আর তখন স্লিপারের শব্দ করতে করতে সে ঘরে যোগরঞ্জন এল। তার মুখে সিগার জ্বলছিল।

"গুড ইভনিং," পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল যোগরঞ্জন। মুখ থেকে সিগার নামাল, "এ কী।"

পঙ্কজ হেসে বলল, "আই অ্যাম ড্রাঙ্ক।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বাট্—"

যোগরঞ্জনের রূঢ় স্বর চেপে দিয়ে নন্দিনী বলে উঠল, "আমাদের সঙ্গেই দাদা [illegible]। ও আজ আউট বাবা—"

"আই সী!" যোগরঞ্জনের চোখে-মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছিল।

সে আর একবার চোখ ছোট করে দেখল পঙ্কজকে। নন্দিনী আর পঙ্কজ একসঙ্গে এক জায়গায় গেল কেমন করে সে কথাটাই বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল যোগরঞ্জনের।

"শচীন বসবে না?" মুখ বাড়িয়ে বাইরে শচীনের নীল গাড়ি দেখে নিয়ে মিষ্টি করে আশালতা বলল।

শচীন বসতে যাচ্ছিল। নন্দিনী ওকে বসতে দিল না, "না না, এখন বসবে কী—গো স্ট্রেইট টু বেড শচীন। রাত অনেক হয়েছে।"

শচীন বলল, "তাহলে কাল বিকেলে?"

"আই স্যাল গিভ ইউ এ রিং টুমরো মর্নিং।"

"আচ্ছা," শচীন প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "গুড নাইট!"

নন্দিনী তাকে গাড়িতে তুলে দিতে গেটের বাইরে এল। গাড়ি চলবার আগে-আগে নন্দিনী বলল, "আজকের সন্ধ্যেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলাই হল না—"

"কাল আবার হবে।"

"নিশ্চয়ই।"

শচীন চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল নন্দিনী। শচীনের গাড়ির লাল আলো দেখল—নম্বর দেখল। শরীর কঠিন হল নন্দিনীর। ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। উত্তেজনায় মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। নন্দিনী দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। ওর পঙ্কজের গালে চড় মারবার ইচ্ছে হচ্ছিল। সে তার গলা টিপে ধরতে চাচ্ছিল। আক্রোশে জলতে-জলতে নন্দিনী আবার ড্রয়িং রুমে এল।

"শেইম! শেইম! ইতর অমার্জিত অভদ্র।" পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে নন্দিনী বলল, "তোমার লজ্জা বলে কিছু নেই? তোমাকে চাবুক মারা দরকার!"

পঙ্কজ উঠে দাঁড়াল। ওর শরীর কাঁপছিল, "শাট আপ! কী বলছিস? কাকে লেকচার দিচ্ছিস?"

কান্না আর রাগ-মেশা অদ্ভুত স্বরে নন্দিনী বলল, "কিছু বুঝতে পারছ না? কচি খোকা? ন্যাকামি করবার জায়গা পাও নি? যেখানে তোমাকে মানায় না, যেখানে যাবার যোগ্যতা তোমার নেই—সেখানে কেন যাও তুমি?"

"আমার খুশি আমি যাব—তোর টাকায় যাই?"

নন্দিনী কয়েক পা এগিয়ে পঙ্কজের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। হাত

তুলে তাকে মারবার ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে বিকৃত স্বরে বলল, "হ্যাঁ, আমার টাকায় খাও—জান না? তুমি আমার টাকায় খাও—অপদার্থ! নিজে যা রোজগার কর তাতে বস্তিতে গিয়েও থাকা যায় না—"

নন্দিনীকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল পঙ্কজ, "আমাকে টাকা দেখাতে এসেছে! বস্তি দেখাতে এসেছে! তোর কোথায় গিয়ে থাকা উচিত? যা সে-পাড়ায় যা—রোজগার আরও বাড়বে—"

"পঙ্কজ!" যোগরঞ্জন ওদের কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণ পর তার মনে হল একটা কিছু করা দরকার। পঙ্কজ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তখন সে তার নাম ধরে ধমক দিল।

নন্দিনী পঙ্কজের ধাক্কায় সোফায় গড়িয়ে পড়েছিল। ওর চোখ জ্বলছিল—চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। ক্ষিপ্ত হয়ে সে আবার উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে একটা অ্যাশ-ট্রে তুলে নিয়ে খুব জোরে যখন পঙ্কজের কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়তে যাচ্ছিল তখন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আশালতা তার একটা হাত ধরে ভাঙা-ভাঙা স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে নন্দা—কী হয়েছে? পঙ্কজ কোথায় কী করেছে—"

"কী করতে বাকি রেখেছে আগে তাই তোমার গুণধর ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও—"

"তুই কী করতে বাকি রেখেছিস?"

"আমি তোমার মতো মাতাল হয়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ি না। আনকালচার্ড ব্রুট!"

"শাট আপ—"

"পঙ্কজ," আশালতা পঙ্কজের গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "যা যা শুয়ে পড়। ছি ছি, এত রাত্রে এমন করে ঝগড়া করলে—"

নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলল, "কে তোকে বলেছিল ইয়ার বন্ধু নিয়ে আমার টেবিলের কাছে গিয়ে সোহাগ জানাতে? আমি তোদের কাছে গিয়েছিলাম—তোদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম?"

কেউ লক্ষ্য করে নি কাবেরী কখন এসে দরজার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ও কথা বলতে পারছিল না। ওর ভয় লাগছিল। কিন্তু একটু পরেই ও কোনো রকমে পঙ্কজের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার গায়ে হুইস্কির গন্ধ ছিল। কাবেরী ইতস্তত করল। ওর নাক ঈষৎ স্ফীত হল। ওকে আহত দেখাল।

কিন্তু পঙ্কজ থামবার সঙ্গে সঙ্গে ও বলল, "দাদা চল—"

নন্দিনী তখন চড়া গলায় পঙ্কজের কথার উত্তর দিল, "তোমার টেবিলের কাছে আমরা তোমার মুখ দেখতে যাই নি—"

"কেন—কেন গিয়েছিলি ?"

"দাদা—"কাবেরী ভয়ে ভয়ে পঙ্কজকে শান্ত করবার চেষ্টা করল।

"তুই থাম ! কেন, কেন—"

নন্দিনী বলল, "আমরা না গেলে এতক্ষণ তোমাকে জেলে গিয়ে বসে থাকতে হত—"

"আমার কী হত না হত তা আমি বুঝতাম !" নন্দিনীর গলা নকল করবার চেষ্টা করে পঙ্কজ বলল, "জেলে বসে থাকতে হত! আমাকে জেলে বসে থাকতে হলে এত দিনে তোকে ওই ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হত—বুঝলি ?"

কাবেরী পঙ্কজের একটা হাত জোরে টানল। কান্না-কান্না স্বরে বলল, "দাদা চল, রাত হয়েছে, শোবে চল—"

গম্ভীর স্বরে যোগরঞ্জন বলল, "পঙ্কজ অনেক হয়েছে। উই অল আর ফেড আপ ! যাও !"

"দাদা," কাবেরী গায়ের জোরে পঙ্কজকে টানল। টানতে-টানতে সে-ঘর থেকে নিয়ে গেল।

সোফায় পা তুলে দিয়েছিল নন্দিনী। দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। নন্দিনী ফোঁপাচ্ছিল, "ওকে যদি তোমরা এ বাড়ি থেকে না তাড়িয়ে দাও তাহলে আমি এখানে থাকব না—কিছুতেই না। আমি হসটেলে চলে যাব। উঃ—"

"কী হয়েছে নন্দা ?"

যোগরঞ্জনের স্বর গমগম করে উঠল, "রাস্কেল !"

নন্দিনী মাথা তুলল। আশালতা আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে নন্দিনী আশালতার হাত সরিয়ে দিয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সব বলল। তারপর ঠোঁট কামড়াল, "সংসারে এক পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই—এত পয়সা ও পায় কোথায় ? খোঁজ নাও চুরি করে কি-না। ইডিয়ট !"

"হুম !" মাটিতে পা ঠুকে যোগরঞ্জন আওয়াজ তুলল, "এই সব ধরেছে আজকাল। হি মাস্ট কুইট—"

"আমি ওর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারব না। দু-একদিনের মধ্যে যদি তোমরা একটা কিছু না কর তাহলে—"

"আই উইস আই কুড কিল হিম !"

আশালতা বলল, "কিছুই করতে পারল না। ঠিক বাপের মতোই হয়েছে। কোন ব্যবস্থা করবার দরকার নেই। তুই অন্য আর একটা ফ্ল্যাট নে নন্দা— আমিও গিয়ে তোর সঙ্গে থাকব।"

"না না, আমি একাই থাকব। থাক তোমরা তোমাদের ছেলেকে নিয়ে। তোমাদেরও শিক্ষা হওয়া দরকার।"

নন্দিনী উঠল। ওর খোঁপায় একটা ফুলের মালা জড়ানো ছিল। সে সেটা টেনে টেনে ছিঁড়ল। দূরে ছুঁড়ে ফেলল। ব্যাগটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিল নন্দিনী। আশালতার দিকে দেখল না। যোগরঞ্জনের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। যেন তাদের ওপর রাগ করেই শোবার ঘরে চলে গেল।

আশালতা তখন দেখল যোগরঞ্জনকে। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল। যোগরঞ্জন তার শব্দ শুনল। অল্পক্ষণ দেখল আশালতাকে। তারপর তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল। আশালতা সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে-পিছনে গেল যোগরঞ্জন। অন্ধকারে একটা চেয়ারে ধাক্কা খেল। আশালতা ফিরেও দেখল না তাকে।

॥ এগারো ॥

ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে কালকের সব কথা মনে হল পঙ্কজের। একটা লজ্জা, অস্বস্তির এক-একটা শিহর ওর চোখ দুটো যেন আবার বন্ধ করে দিল। মাথা ধরে আছে পঙ্কজের—জল খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে যাবার ওর যেন ক্ষমতা নেই।

এখন অনেক বেলা। খাটের একদিকে রোদ খেলছে। ফেরিওয়ালা রাস্তায় চিৎকার করছে। কাল রাতে ঘরের দরজা বন্ধ করার কথা খেয়াল ছিল না পঙ্কজের। দরজা খোলাই ছিল। ও একবার বাইরে তাকাল। 'এখনও কাবেরী আসছে না কেন!

হয়তো আজ কেউ আসবে না পঙ্কজের কাছে—তার সঙ্গে কথা বলবে না। বুকের পাঁজরে-পাঁজরে কেউ না থাকার—কিছু না থাকার একটা নির্মম দৈন্য অনুভব করল পঙ্কজ। চম্পার কথা মনে হল। আজ কোথাও আনন্দের কোন রঙ, কোন উত্তেজনা নেই। আজ কারুর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না পঙ্কজকে,

ব্যাকুল আগ্রহে কোথাও ছুটে যেতে হবে না—থরোথরো প্রতীক্ষায় তার বুকে চাঞ্চল্যের একটা ঢেউও ভাঙবে না। খেলা শেষ হয়ে গেছে। সব জুড়িয়ে গেছে। পঙ্কজ আগে যেমন ছিল, কাল সন্ধ্যে থেকে আবার ঠিক তেমন হয়ে গেছে।

কিন্তু যখন পঙ্কজের শুধু কিছু না থাকার দৈন্য ছিল তখন আজ সকালের চেয়ে সে অনেক ভাল—অনেক সুস্থ ছিল। চোখ খুলে পঙ্কজ আবার ঘরের বাইরে তাকাল। কাছাকাছি একটা লোকও নেই। একজন মানুষ মনে মনে যার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল পঙ্কজ, সে আর নেই। সে আর আসবে না। অফিস থেকে বেরিয়ে এক-একা রাস্তায় ক্লান্ত পা ফেলে-ফেলে আবার ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে। আর কারুর দিকে অকাল-বর্ষার সন্ধ্যায় পঙ্কজ চোখ তুলে তাকাবে না। যদি হঠাৎ কেউ তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে কখনও আবার সময় জিজ্ঞেস করে—সে সরে যাবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও বলবে না। অবিশ্বাসের ভীতি পঙ্কজকে নির্জীব করে রাখে। চম্পার সঙ্গে দেখা না হলে তার মনের এমন অবস্থা হত না।

বাইরে থেকে মাঝে মাঝে কাবেরী পঙ্কজকে দেখছিল। সে ঠিক দূর থেকে বুঝতে পারছিল না পঙ্কজের ঘুম ভেঙেছে কি-না। আজ অনেক বেলা হলেও তাকে ডাকতে কাবেরীর ইচ্ছে করছিল না। তার কাছ থেকে পঙ্কজ যেন অনেক দূরে সরে গেছে। কাল রাতে তার নিজের দাদাকে চিনতে কাবেরীর কষ্ট হচ্ছিল। পঙ্কজের অবস্থা দেখে তার কান্না পাচ্ছিল। দাদা মদ খেল কেন!

একটু পরে শুয়ে-শুয়েই পঙ্কজ কাবেরীকে দেখল। দরজা খোলা। কিন্তু ও ঘরে ঢুকছে না। ভারী মুখ কাবেরীর। চুপচাপ ও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তখন হঠাৎ রোদ মিলিয়ে গিয়েছিল। চারপাশ ফ্যাকাশে ম্লান দেখাচ্ছিল। বোধ হয় টিপ টিপ বৃষ্টির পাতলা ফোঁটা পড়ছিল বাইরে। পঙ্কজের অল্প-অল্প ঠাণ্ডা লাগছিল। সে বিছনা ছেড়ে উঠল না। এক হাতে মাথা চেপে ধরল। আর এক হাত নেড়ে কাবেরীকে কাছে ডাকল।

কাবেরী ঘরে ঢুকল। পঙ্কজের খুব কাছে এল না। অন্য দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা স্বরে খুব আস্তে বলল, "কী?"

"পাখাটা বন্ধ করে দিবি?"

টক করে সুইচের শব্দ হল। কাবেরী আর কোন কথা বলল না। তখন জোরে-জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। ঘরে জলের ঝাপটা আসছিল। ইচ্ছে করেই

কাবেরী দরজা বন্ধ করল না। পঙ্কজ মশারি টেনে সরিয়ে দিল। কাবেরীর থমথমে মুখ দেখে অল্প হাসল। সে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পঙ্কজ খাটের ওপর উঠে বসল। এ বাড়ির সামনেই তখন একটা গাড়ি থামল। নন্দিনীর কোন বন্ধু বোধ হয়—কে জানে!

"এখনও চা হয় নি?"

"হয়েছে।"

"আমাকে ডাকছিস না কেন?"

কাবেরী পঙ্কজের কথার উত্তর দিল না। তার দিকে দেখল না। কাবেরী বৃষ্টি দেখছিল। গাছগুলো নড়ছে—রুপোলি আভায় থরথর করছে। সাদা আকাশ। বারান্দায় অর্কিড দুলছে। একটা খালি খাঁচার ওপর দুটো চড়ুই জবুথবু হয়ে বসে আছে। কাবেরীর বৃষ্টি ভাল লাগছিল না। মেঘলা সকালে ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। দিনের বেলা আলো জেলে তার লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না।

কাবেরীকে দেখতে দেখতে পঙ্কজ আর একবার হাসল। মনে মনে ও একটা সুন্দর কৈফিয়ত সাজাবার চেষ্টা করছিল। পঙ্কজ জানে, সে বেশ ভাল করেই বুঝে নেয়, আর এখন ওর কাছাকাছি দাঁড়ানো মাটির বড় পুতুলের মতো কাবেরীকে মনে হয় বলেই সে ভাবে, তার কাল রাতের মদ খাওয়ার কথা কাবেরী সহজে ভুলবে না। এখন কিছু না বললেও, পরে, যখন সকলে, এমন কি পঙ্কজ নিজেও তার কাল রাতের বিশৃঙ্খল মনের অবস্থার কথা ভুলে যাবে তখনও পঙ্কজের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কখনো-কখনো কাবেরী এমন পাথরের মূর্তির মতো হয়ে উঠবে—এমন বোবা চোখে বাইরে তাকিয়ে থাকবে। একটা আকস্মিক বেদনায় তার মন হিম হয়ে গেলেও সে কিছু জিজ্ঞেস করবে না—জানতে চাইবে না।

"কাবেরী?"

"কী?"

"খুব রাগ করেছিস?"

মাথা ঝাঁকিয়ে কাবেরী বলল, "না।"

পঙ্কজের বুকের ভেতর কনকন করছিল। সে একটা উত্তাপ অনুভব করতে চাইল। কাবেরীকে স্পষ্ট করে সব বলতে পারলে, হয়তো সে আবার সহজ হত, হাসত, কথা বলত। পঙ্কজ চেষ্টা করল। পারল না। চম্পার কথা কাবেরীকে বলা যায় না। কাবেরী চলে যাচ্ছিল। পঙ্কজ তাকে ডাকল।

খাটের ওপর বসতে বলল। কাবেরী দাঁড়িয়ে রইল। বসল না। পঙ্কজ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

কাবেরীর গায়ে আঙুল ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে যে-উত্তাপ অনুভব করবার জন্যে পঙ্কজ অস্থির হচ্ছিল তা ওর শরীরে জারিয়ে গেল। পঙ্কজের মনে হল যে এইএকটি মানুষের জন্যে তাকে সতর্ক থাকতে হবে—সুস্থ থাকতে হবে। কাবেরী এখানে আছে বলেই পঙ্কজ ঠিক সময় বাড়ি থেকে বার হয়, ঠিক সময় ফিরে আসে। পঙ্কজের মা-বাবা, তার অন্য আর এক বোন কাল রাতে বেসামাল হয়ে পড়ার জন্যে তাকে বিদ্রূপ করবে, তিরস্কার করবে কিন্তু কাবেরীর মতো কেউ আঘাত পাবে না—এমন নীরব হয়ে কৈফিয়তের আশায় দাঁড়িয়ে থাকবে না।

"আমার সঙ্গে আজ কথা বলছিস না কেন?"

"কী বলব?"

পঙ্কজ কাবেরীর পিঠে একটা হাত রেখে হেসে বলল, "আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছিস না কাল মদ খেয়েছিলাম কেন?"

কাবেরী চোখ তুলল। ওর চোখে জল টলমল করছিল। সে ভাবছিল, পঙ্কজ তার মনের কথা, যে প্রশ্ন তাকে কাল সারা রাত ঘুমতে দেয় নি—ধরতে পারল কেমন করে। কাবেরী চোখ নামিয়ে নিল। ওর লজ্জা করছিল। সে যা চায়, যেমন চায়, তা না পেলে, তেমন না হলে সে মনে মনে কাঁদে—কাঁদতে-কাঁদতে বেদনা সহ্য করে, গ্রহণ করে—একা-একা তা ছাড়িয়ে যায়। যেখানে প্রতিবাদ, কাবেরীর মনে হয়—তার মা-বাবাকে দেখেই মনে হয়—সেখানে অশান্তি আরও বেশি। কাবেরী প্রতিবাদ মানে না। সে নিজের পাওনা ছেড়ে একটা নির্জন শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে নেয়।

"বোকা মেয়ে," কাবেরীর চুল টেনে পঙ্কজ বলল, "সকাল থেকে আকাশের মতো মুখ ভার করে আছিস—বল, আমি কখনও মদ খাই?"

টপটপ করে কাবেরীর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, "আমি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি?"

"কাবেরী," পঙ্কজ চঞ্চল হয়ে উঠল। হঠাৎ তার কাজের কোন যুক্তি খুঁজে পেল না, "আজ নয়, আমি তোকে আর একদিন সব কথা বলব। শোন, আমি আর কখনও মদ খাব না।"

"কত লোকই তো মদ খায়—তুমিই বা খাবে না কেন!"

"না না, আমি খাব না। তুই দেখিস—"

কাবেরী উঠল। ঘরে বৃষ্টির জল আসছিল। ও একটা দরজা ভেজিয়ে দিল। পঙ্কজের মুখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ছায়া নামল। ও উঠে ঘরের বাইরে যেতে চাচ্ছিল—তখন আশালতা এসে তার সামনে দাঁড়াল। তাকে কঠোর মনে হচ্ছিল। কাবেরী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। তার শাড়িতে জলের ছিটে লাগছিল।

"পঙ্কজ," আশালতা সোজাসুজি বলল, "এখন কী করবি? মানে, ব্যাপারটা হল, তোর সঙ্গে এক বাড়িতে নন্দা কিছুতেই থাকবে না—"

ঘুম থেকে জেগেই কাবেরীর ঠাণ্ডা করুণ মুখ দেখে পঙ্কজের মন নরম হয়ে আসছিল। ওর ভাল লাগছিল। কাল রাতের কথা মনে করে ওর লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু আশালতার কথায় সব টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পঙ্কজও সহজ করেই বলল, "আমার সঙ্গে থাকতে যার ভাল লাগে না সে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকলেই তো পারে।"

"তার মানে?" আশালতা যেন পঙ্কজের কথার মানে ধরতে পারল না, "নন্দা এখান থেকে চলে যাবে?"

"এখানে থাকতে ভাল না লাগলে তা ছাড়া আর কী করবে?"

"বাঃ!" আশালতার উচ্চারণ শ্লেষে বিকৃত হয়ে গেল, "তুই তো খুব সহজে নন্দাকে অন্য জায়গা দেখিয়ে দিতে পারলি," আশালতা বেশ জোরে-জোরে কথা বলছিল। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ওর গলার স্বর উঠছিল, "কিন্তু তারপর কী হবে?"

পঙ্কজ কিছু না বুঝে বলল, "কী হবে? লোকে নিন্দে করবে? কে কী বলতে বাকি রাখছে এখন?"

"বাজে কথা রাখ," একটু ইতস্তত করল আশালতা। আরও কঠিন মনে হল ওর মুখ, "নন্দা যদি এখানে না থাকে, যদি সংসারে টাকা না দেয় তাহলে চলবে কেমন করে?"

"ও, তাই বল," এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার মনে হল পঙ্কজের, "তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?"

স্বর অল্প নামিয়ে আশালতা বলল, "নন্দা তো তাই বলছে।"

কাবেরী আশালতার কথা শুনল। ওর মুখ আবার ম্লান হল। পঙ্কজের মুখও অদ্ভুত দেখাল। আশালতার কথা শুনে তার চম্পার কথা মনে হচ্ছিল—চম্পার ঘরের কথা মনে হচ্ছিল। কাল চম্পাও তাকে তার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাল সে-ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় পঙ্কজের বুকে যেমন

এক-একটা উত্তাল ঢেউ ভাঙছিল—আজ আশালতার কথা শুনে, আশ্চর্য, উত্তেজনার একটা রেখাও পড়ল না তার মুখে। সে কাল সন্ধ্যার কথা ভাবছিল।

আশালতা আবার বলল, পঙ্কজকে একটা রূঢ় সত্য মনে করিয়ে দেবার জন্যেই বলল, "তুই শুধু নন্দার নিন্দে শুনিস। কারা নিন্দে করে বল তো? তোর আজে-বাজে বন্ধুরা?"

পঙ্কজ বলল, "ওসব কথা থাক, তুমি কি আমাকে এখুনি চলে যেতে বলছ?"

"আমি কিছু জানি না, তুই নন্দার সঙ্গে যাহোক একটা বোঝাপড়া করে নে," আশালতা বিরক্ত হয়ে বলল, "তোকে নিয়ে আমি আর পারি না। শুধু শুধু নন্দাকে রাগিয়ে দেবার কী দরকার?"

পঙ্কজ বলল, "আমি কারুর মেজাজের ধার ধারি না। কারোর সঙ্গে কোন বোঝাপড়া আমি করতে পারব না—"

"তুই আমার সঙ্গে অমন করে কথা বলছিস কেন?"

"তুমিই তো আমাকে চলে যেতে বলছ," পঙ্কজ জানলার কাছে এসে বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির বেগ অনুভব করল, "আমি এখুনি চলে যেতে পারি। তবে একটা কথা কী জান? নন্দিনীর একার টাকায় এ সংসার চলে না—"

একটু নরম হয়ে আশালতা বলল, "কিন্তু একটু ভদ্র হতে তোর ক্ষতি কী? সংসারে তুই কত দিস আর নন্দিনী কত দেয়—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ," পঙ্কজ হঠাৎ রেগে গেল, "সেটাই সব চেয়ে বড় কথা। আজ যদি আমি এক-দেড় হাজার টাকা মাইনে পেতাম তা হলে তোমার সাধ্য থাকত আমাকে চলে যেতে বলবার? তোমরা ছত্রিশ জায়গায় আমার প্রশংসা করে বেড়াতে।"

আশালতাও রুক্ষ স্বরে বলল, "কিছু বলবার থাকলে সকলেই বলে বেড়ায়। কিন্তু যার হয়ে কিছুই বলা যায় না, সে যদি হোটেলে মদ খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে তাহলে আমাকে কী বলতে হবে বল?"

"সেটা ভাববার কথা বটে," পঙ্কজ ঠোঁট টিপে হাসল।

অন্য দিন হলে কাবেরী পঙ্কজকে জোর করে মুখ ধুতে পাঠিয়ে দিত—তাকে খাবার ঘরে নিয়ে যেত। কিন্তু আজ তার কোন কথা বলতে ইচ্ছে করল না। সে এ ঘর থেকে হঠাৎ চলে যেতেও পারল না। আর এদের দুজনের কথাই আজ কাবেরীর শুনতে ভাল লাগছিল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল। একটু পরে নন্দিনীর গলা শুনে কাবেরী মুখ ফিরিয়ে দিদিকে দেখল।

নন্দিনী বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল। তাকে দেখে কাবেরীর মনেই হল না, যা নিয়ে এতক্ষণ পঙ্কজের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করল আশালতা, তা তার মনে আছে। নন্দিনীকে দেখতে ভাল লাগল কাবেরীর। হাসি-হাসি মুখ। শরীরের কোথাও কোন ক্লান্তির রেখা নেই। যত রাতেই ফিরুক নন্দিনী, ও ভোরবেলা উঠবেই। ঠিক সময় স্নান সেরে নেবে—বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরি হবে।

আশালতাকে দেখতে পেয়ে ছোট ব্যাগে সান-গ্লাসটা ভরতে ভরতে নন্দিনী বলল, "কোথায় থাক মা, তোমাকে আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি—"

"বেরোচ্ছিস নাকি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু রবীন বিশ্বাস তোমার সঙ্গে কথা বলবে।"

"এখন?"

"হ্যাঁ, একটু ড্রয়িংরুমে চল।"

আশালতা দিশা হারাল, "আরে দাঁড়া-দাঁড়া, শাড়িটা বদলে নি। এ বেশে প্রথমে দেখলে ও কী ভাববে আমাকে?"

আশালতার হাত টানতে-টানতে নন্দিনী বলল, "আমার মা ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না—চল!"

নন্দিনী আর আশালতা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর কাবেরী পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে হাসল। পঙ্কজ কথা বলল না। ওর মাথাটা আবার দপ দপ করছিল—আর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হল, এ বাড়ি তার নয়। তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠবে পঙ্কজ সে-কথাই ভাবছিল।

কাবেরী পঙ্কজের কাছে এসে বলল, "চলে যাবার কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ।"

"দূর! কোথায় যাবে! দিদিকে দেখলে তো? ওর মুখ দেখে মনে হয় কিছু হয়েছে? এবার চল মুখ ধুয়ে চা খাবে। শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

পঙ্কজ ভারী স্বরে আস্তে আস্তে বলল, "কে তোকে সময় নষ্ট করতে বলেছে?"

কাবেরী পঙ্কজের আরও কাছে সরে এল, "তোমাকে এ বাড়ি থেকে কেউ চলে যেতে দেবে না। একবার গিয়ে দেখ না! বুঝতে পার না, তুমি থাকলে কত সুবিধা হয়?"

"এখান থেকে চলে গিয়ে এদের সকলকেও সে-কথাটা বোঝাতে চাই।"

"কাকে বোঝাবে? কেউ কি কিছু জানে না?"

পঙ্কজ হঠাৎ হেসে বলল, "তুই তো বেশ চালাক মেয়ে কাবেরী।"

"তুমিই তো আমাকে বোকা ভাব! কি, মুখ-টুখ ধোবে না? সময়ের খেয়াল তোমার একেবারেই থাকে না দাদা!"

কাবেরীর কথা বলার ভঙ্গিতে উত্তাপ ছিল। তাকে দেখতে দেখতেই পঙ্কজ তার শরীর আর মনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে ঘরের বাইরে এল। তখন আবার গাড়ির শব্দ হল। যে-গাড়িটা একটু আগে এসেছিল, পঙ্কজ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বুঝতে পারল, রবীন বিশ্বাসের গাড়ি—নন্দিনী তার সঙ্গে কোথাও গেল। অল্প পরেই ড্রয়িংরুম থেকে একা প্রসন্ন মুখে বেরিয়ে এল আশালতা। পঙ্কজকে দেখেই তার হাসি মিলিয়ে গেল। রান্নাঘরে গিয়ে পরেশকে খুঁজছিল আশালতা।

ছুটির দিনে খুব সকালে বাজারে বেরিয়ে যায় যোগরঞ্জন। আর খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। একবার, অনেকদিন আগে নন্দিনীই তাকে ছুটির দিনে সকাল সকাল বাজার থেকে ঘুরে আসবার পরামর্শ দিয়েছিল। সকালে কেউ না কেউ নন্দিনীর কাছে আসবেই। কোন বন্ধু যদি হঠাৎ থলি হাতে যোগরঞ্জনকে দেখে ফেলে তাহলে লজ্জা হয় নন্দিনীর। অনেকবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে যোগরঞ্জন।

আজ একটু দেরি হয়েছিল যোগরঞ্জনের বাজার থেকে ফিরতে। আকাশে কালো মেঘ ছিল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। তারপর ঝম ঝম জল বাজারের মধ্যেই তাকে আটকে রাখল অনেকক্ষণ। বাড়ি ফিরে ভয়ে ভয়ে ড্রয়িংরুমের দিকে তাকাল যোগরঞ্জন। না, কেউ নেই। তখন রবীন বিশ্বাসের সঙ্গে নন্দিনী বেরিয়ে গেছে। রান্নাঘরের সামনে বাজারের থলি নামিয়ে রেখে একটা একটা করে যোগরঞ্জন খুচরো পয়সা গুনছিল।

আশালতা তার দিকে না তাকিয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল, "এত দেরি?"

"যা বৃষ্টি—"

"একটা ট্যাক্সি পেলে না?"

"ট্যাক্সি?" যোগরঞ্জন চোখ বড় করে বলল, "এইটুকু আসতে—"

"আমি জানি।" আশালতা বাধা দিয়ে বলল, "এখান থেকে বাজার খুব

কাছে। কিন্তু আর একটু আগে যদি এমন করে ভিজতে ভিজতে থলি হাতে থুপ থুপ করে এসে হাজির হতে তাহলে কী হত ?"

যোগরঞ্জন কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করল, "কী ?"

"নন্দিনীর কাছে তাড়া খেয়ে মরতে।"

যোগরঞ্জন নিশ্বাস চেপে বলল, "কেউ এসেছিল ?"

আশালতা তার কথার উত্তর দিল না। থলি উল্টে হুড় হুড় করে মাছ তরকারী মেঝের ওপর ফেলল। একটা একটা করে আলু গুনল—পটল গুনল। খুশী হল না। আবার রান্নাঘরে চলে গেল। মনে মনে ভাবল, নিজের রোজগারের পয়সা নয়, তাহলেও যোগরঞ্জন কেন বাজারে আর একটু বেশি খরচ করে না।

যেন আপন মনেই কথা বলল আশালতা, "মাংস-টাংস পাওয়া যায় না বুঝি আজকাল বাজারে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, পাওয়া যায় ?"

"আনতে খুব কষ্ট হয় ?"

"হ্যাঁ, খুব কষ্ট হয়—যা দাম !"

"কিন্তু যে দাম দেয়," আশালতা দূর থেকেই বলল, "তাকে তো মাঝে মাঝে ভাল খাওয়াতে হবে—"

আশালতার ইঙ্গিত একটু দেরিতে বুঝল যোগরঞ্জন। একটা ভারী নিশ্বাস ফেলল। সেখানে আর দাঁড়াল না। বারান্দায় এসে একটা বেতের চেয়ার টেনে খবরের কাগজ খুলে বসল। কিন্তু বিশ্বের খবরে মন বসল না যোগরঞ্জনের। সে মাথা তুলে আকাশ দেখল। এখনও ঘন মেঘ জমে আছে। আবার বৃষ্টি হবে। যোগরঞ্জন বিলেতের কথা ভাবল। যৌবনের কথা ভাবল। আর এখন এখানে বসে থাকতে থাকতে তার হঠাৎ মরে যেতে ইচ্ছে করল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। যোগরঞ্জনের শীত শীত করল। সেখান থেকে উঠে ঘরে যাবার আগেই সব কাজ ফেলে আশালতা এসে দাঁড়াল। তাকে বিব্রত মনে হচ্ছিল।

আশালতা চাপা স্বরে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলল, "তোমার সেই বিলেতের বন্ধু ঘোষসাহেব এসেছে—"

"কে ?" যোগরঞ্জন চমকে বলল, "চিরঞ্জীব ?"

"হ্যাঁ।"

"হঠাৎ ?"

"টাকার তাগাদা দিতে এসেছে নিশ্চয়ই—কী বলবে ?"

"সে-একটা কিছু বলা যাবে না-হয়," শোবার ঘরে এসে আলনা থেকে একটা ঝকঝকে সার্ট টেনে নিয়ে যোগরঞ্জন বলল, "হুপ করে এসে চাইলেই তো আর টাকা দেয়া যায় না—দেখি, কী বলে চিরঞ্জীব !"

অনেক দিন পর আবার ঘোষসাহেব যোগরঞ্জনের সঙ্গে বালিগঞ্জে দেখা করতে এল। যোগরঞ্জনের যৌবনের সঙ্গী চিরঞ্জীব ঘোষ—প্রবাসের বন্ধু। দেশে ফিরে যোগরঞ্জন যখন ব্যবসায় আগ্রহ প্রকাশ করে তখন ঘোষসাহেবই তাকে তার মূলধন যোগাড় করে দেয়। কিন্তু ললাট-লিখন ভিন্ন যোগরঞ্জনের, সে-ব্যবসায় সাফল্য লাভ তার হল না। এবং ঘোষসাহেবের কাছে তার স্ফীত ঋণের অঙ্ক শুধু তাকে পীড়া দিতে লাগল।

যদিও ঘোষসাহেবের প্রকৃতি একেবারেই অন্যরকম। অর্থ অনর্থের মূল—এ উক্তিতে তার আস্থা নেই। যোগরঞ্জনের কাছে তার কিছু টাকা পড়ে আছে বলেই যে তাদের এতদিনের বন্ধুত্বে ছেদ পড়ে যাবে সেকথা সে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে টাকার জন্যেই ঘোষসাহেবকে যোগরঞ্জনের কাছে আসতে হয়েছে। কারণ শ্রীমতীকে লুকিয়ে তাকে অনেক কাজই করতে হয়।

যদিও মিসেস ঘোষ অঙ্কে কোনদিনই ভাল ছাত্রী ছিলেন না তবু হয়তো স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ প্রবল বলেই টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশের বেলা ঘোষসাহেবের সারা মাসের খরচের এক নির্ভুল তালিকা তৈরী করে দেয়। এসব কথা অনেকবার যোগরঞ্জনকে বলে ঘোষসাহেব অকৃত্রিম কুণ্ঠায় টাকার কথা তুলেছে। আর তখন আরও মৃদুস্বরে যোগরঞ্জন সেই এক কথাই বলেছে—তার টাকা নেই।

আজ কিন্তু ঘোষসাহেব টাকার কথা বলতে আসে নি। সে এসেছে পঙ্কজের কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নিতে যে চম্পার সঙ্গে তার কতদিনের আলাপ! আরও জানতে চায় ঘোষসাহেব, পঙ্কজ চম্পার সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানে কি-না। তাছাড়া চম্পার সঙ্গে পঙ্কজের ঘনিষ্ঠতা ভাঙবার জন্যেও ঘোষসাহেব অস্থির হয়ে উঠেছিল। মনে মনে কিন্তু সে এই উত্তেজনার কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না।

কয়েকদিন আগে এঞ্জিনীয়ার্স ক্লাবের লাঞ্চ সেরে ফেরবার সময় চৌরঙ্গীর ওপর চম্পার সঙ্গে পঙ্কজকে দেখেছিল ঘোষসাহেব—চমকে উঠেছিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে গাড়ির কাচের মধ্যে দিয়ে আবার দেখল ওদের—যতক্ষণ দেখা

গেল ততক্ষণ দেখল। সিগার দাঁতে চেপে চম্পাকে লক্ষ্য করে ইংরেজীতে একটা কর্কশ শব্দ উচ্চারণ করল। কিন্তু চম্পার সঙ্গে পঙ্কজের এই যোগাযোগ কী উপায়ে সম্ভব হল, অনেক ভেবেও ঘোষসাহেব তা বুঝতে পারল না।

যোগরঞ্জনের মুখেই বারবার ঘোষসাহেব শুনেছিল যে পঙ্কজ একেবারে অপদার্থ কিন্তু তার যে এমন গুণ আছে, দিনের আলোয় চম্পার মতো মেয়ের সঙ্গে শহরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাস্তা সে পার হতে পারে সেকথা ঘোষসাহেবের মাথায় কখনও আসে নি। সেদিন এমন এক অতি তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী আড়াল থেকে হঠাৎ মুখ বাড়িয়েছিল বলে ভীত উত্তেজনায় ঘোষসাহেবের মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। আর সময়ের অনেক আগেই চম্পার ঘরে এসে তাই তাকে আক্রমণ করতে সে ইতস্তত করে নি।

অল্প পরে পর্দা ঠেলে যোগরঞ্জন ঘরে ঢুকতেই হা হা করে হেসে উঠল ঘোষসাহেব। একটা হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "লণ্ডনের সেই দিনগুলোর কথা একবার ভাব ডাট্—তখন একদিন আমাদের দেখা না হলে চলত না—"

"ঠিক ঠিক," হঠাৎ এতদিন পর সেইসব পুরনো দিনের কথা কেন মনে করিয়ে দিল ঘোষসাহেব তা বুঝতে না পারলেও যোগরঞ্জন বিস্ময় চাপা দিয়ে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলল, "আই থিঙ্ক অফ দোজ ডেইজ ভেরি অফটেন।"

"ডু ইউ রিয়্যালি? তাহলে এখন আমাদের দেখা হয় না কেন? আর ইউ ভেরি-ভেরি বিজি?"

"আরে না না, একেবারেই না," যোগরঞ্জন ড্রয়িংরুমে বসে বসেই কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করল। লণ্ডনের রাস্তা দেখল। কুয়াশা দেখল। শীত অনুভব করল, "আমার কোন কাজ নেই।"

"তাহলে?"

"তুমি কাজের লোক ঘোষ। তাই তোমাকে ডিসটার্ব করি না," পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে যোগরঞ্জন যেন দুর্বল কৈফিয়ত দিল।

"হাউ ডু ইউ মিন?" হাত দিয়ে টেবিলে জোরে শব্দ করল ঘোষসাহেব, "তুমি আমাকে ডিসটার্ব করবে?" আবার সে হা-হা করে হাসল, "মনে নেই সেই রোজমেরী যখন ভোগাচ্ছিল আমাকে, হাউ আই মেড ইওর লাইফ মিজারেবল?" হঠাৎ স্বর অনেক নামিয়ে ঘোষসাহেব জিজ্ঞেস করল, "তোমার সেই অস্ট্রিয়ান মেয়েটির নাম যেন কী ছিল ভুলে গেছি—"

যোগরঞ্জনের মনে হল সে যেন পর্দার ওধারে আশালতার পায়ের

শব্দ শুনল। একবার পিছন ফিরে দেখে নিয়ে বলল, "আরে চুপ চুপ—আমারও কি আর মনে আছে!"

"মনে নেই? আমার কিন্তু সব মনে আছে ডাট্—প্রত্যেকটি দিন মনে গাঁথা হয়ে আছে। তাই এখানে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।"

"আর একবার ঘুরে এলেই তো পার।"

"শ্রীমতী ছাড়বে নাকি ভেবেছ? সঙ্গে যাবে। তাছাড়া বুড়ো হয়েছি তো—"

"শ্রীমতী কেমন আছেন?"

ঘোষসাহেব সিগার নামিয়ে হাসল, "হাউ ইজ মিসেস ডাট্?"

"নট ভেরি হ্যাপি?"

"কী ব্যাপার?"

যোগরঞ্জন অ্যাস-ট্রের ওপর সাবধানে পাইপ রাখতে-রাখতে বলল, "হোয়াট আই ডোণ্ট নো। আচ্ছা ঘোষ, আমার জন্যে তুমি কিছু করতে পার না?"

"তুমি কী চাও বল না?"

"জাস্ট মাসে মাসে কিছু টাকা রোজগার করতে চাই—"

"করবে," ঘোষসাহেব অন্য কথা তুলল, "ছেলেমেয়েরা কোথায়?"

"নন্দিনী বেরিয়েছে। পঙ্কজ আর কাবেরী—"যোগরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি ওদের ডাকছি—"

"পঙ্কজ কী করছে এখন?" যেন অনেকক্ষণ ইতস্তত করে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল ঘোষসাহেব।

"হুঃ" চোখ যথাসম্ভব ছোট করে শুধু ঘোষসাহেবেরে দিকে তাকাল যোগরঞ্জন। আর কথা বলল না।

ঘোষসাহেব হেসে বলল, "ওকে আগে ডাক? আমি ওর একটা ভাল ব্যবস্থা করে দেব—"

"আমার কথাও ভুলো না।"

"না না—"

অল্প পরেই পঙ্কজ এল। ঘরে ঢোকবার আগে কয়েক মিনিট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল ঘোষসাহেবের সামনে যাবে কি-না। ঘরে ঢুকতে ওর ইচ্ছে করছিল না। হয়তো যোগরঞ্জন ঘোষসাহেবকে তার কথা কিছু বলেছে।

পঙ্কজের লজ্জা হচ্ছিল। এ বাড়ির মানুষগুলোর কাছে সে যেন হঠাৎ আরও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

ঘোষসাহেবেরও পঙ্কজকে দেখে সহজ হতে কিছু সময় লাগল। প্রথম-প্রথম সে বেশিক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। ঘোষসাহেবের বুকের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল না এখানে এমন করে কেন এল। পঙ্কজের তাজা শরীর তাকে যেন কেটে কেটে দিচ্ছিল। তখন পঙ্কজকে ঈর্ষা করছিল ঘোষসাহেব।

"কী করছ এখন পঙ্কজ?"

নিজের অফিসের নাম করল পঙ্কজ, "সেখানেই আছি।"

"ভাল আছ?"

"হ্যাঁ।"

আর বেশি কথা না বাড়িয়ে পঙ্কজের চোখ আর মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে ঘোষসাহেব বলল, "তোমাকে এর মধ্যে একদিন চৌরঙ্গীতে দেখে-ছিলাম—"

চৌরঙ্গীর নাম শুনে পঙ্কজ চমকাল। মাথা তুলে তাকাল ঘোষসাহেবের দিকে। হীন কাজের জন্যে ধরা পড়ে যাওয়ায় ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ঘোষসাহেব থামলে তাকে কি বলবে পঙ্কজ সে কথা ভাবতে লাগল। তখন বৃষ্টি একেবারে থেমে গিয়েছিল। জানলায় কচি রোদ্দুরের আভা স্থির হয়ে ছিল। এক-একবার রোদ্দুর মিলিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় ফেরিওয়ালা ডেকে যাচ্ছিল।

ঘোষসাহেব পঙ্কজের বিবর্ণ আতঙ্কিত মুখ দেখে খুশী হল—নিশ্চিন্ত হল। ওর খেয়াল হল চম্পার মতো মেয়ে নিজের স্বার্থের জন্যেই একজনকে আর একজনের কথা বলে না। পঙ্কজ হয় তো তার কথা শোনে নি এবং ভবিষ্যতেও যেন না শোনে অর্থাৎ পঙ্কজ চম্পার কাছে যেন আর না যায় ঘোষসাহেব সে-ব্যবস্থা করবার জন্যে মন হাতড়ে সুন্দর কথা খুঁজছিল।

ঘোষসাহেব বলল, "তোমার সঙ্গে একটি মেয়েও বোধহয় ছিল—"

পঙ্কজ বেশি করে মাথা ঝাঁকাল, "না না, কবে?"

"আরে, এই তো সেদিন। আমি এঞ্জিনীয়ার্স ক্লাব থেকে ফিরছিলাম, দেখলাম, তোমরা দুজনে চৌরঙ্গীর ওপর—"

ঘোষসাহেবের কথা শেষ হবার আগেই এলোমেলো করে পঙ্কজ একই কথা বারবার বলবার চেষ্টা করল, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, না না; আমি তাকে চিনি না—

কখনও দেখি নি। মানে—” পঙ্কজ একবার দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডার দেখল। ফুলদানে ফুল দেখল। বুক-কেসে সাজানো ঝকঝকে বইগুলো দেখতে-দেখতে বলল, “আমাকে ও জিজ্ঞেস করল মানিকতলা যাবার বাস্ কোথায় থামে—”

“আই সি,” ঘোষসাহেব পঙ্কজের কথাগুলো যেন একটা দুর্বার আগ্রহে দু-হাতে তুলে নিচ্ছিল, “কিন্তু পঙ্কজ, তুমি আর কখনও কোন অচেনা মেয়েকে মানিকতলার বাস্-ষ্টপ দেখিয়ে দিতে যেও না—”

পঙ্কজ পাখির মতো বলল, “না না।”

“অনেক রকম মেয়ে থাকে তো কলকাতায়,” দামী একটা লাইটার হাতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ঘোষসাহেব বলতে লাগল. “কার কি মতলব কে জানে।”

যোগরঞ্জন আবার ফিরে এল। আশালতা এল। কাবেরী এল। আশালতাকে দেখে ঘোষসাহেব উঠে দাঁড়াল। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। আশালতা গেটের বাইরে ঘোষসাহেবের বড় গাড়ি দেখল। ঘোষসাহেবের মুখ দেখল। হাসল।

“অনেকদিন পর এলেন—”

লাইটার পকেটে রেখে ঘোষসাহেব বলল, “ডাট্ আমাকে বয়কট করেছে। আমি কতবার আসি—ও একবারও যায় নি। এটি আপনার ছোট মেয়ে—কী নাম যেন তোমার?”

“কাবেরী।”

“ও হ্যাঁ হ্যাঁ” একঝলক ধোঁয়া বার হল ঘোষসাহেবের মুখ দিয়ে, “তোমরাও তো আমার খোঁজ নিতে পার। কী? ওল্ড আঙ্কল কি খুব আনইণ্টারেষ্টিং? হা-হা-হা—”

ঘোষসাহেব জোর করে হাসছিল। ওর হাসতে ভাল লাগছিল না। চম্পার কথা মনে হচ্ছিল। অমন তাজা সুন্দর মেয়েটাকে সে শুধু শুধু চটিয়ে দিল। এখন রাতগুলো বোবা মনে হয়। ঘোষসাহেব যে-যৌবনকে আঁকড়ে ধরত চম্পার ঘরে, এখন তা আর ধরতে পারে না। আর ধরতে পারে না বলেই বয়সের ক্লান্তি শুধু তাকে যেন বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়!

॥ বারো ॥

আজ একটু আগেই অফিসে পৌঁছল পঙ্কজ। সে তার অপচয়ের সব কালি মুছে ফেলতে চেষ্টা করছিল। অফিসে কাজের চাপ খুব বেশি ছিল না কিন্তু তার মনের মতো অনেক মানুষ ছিল যারা তাকে ঘিরে থাকত। এদের কাছে একটা বিশেষ আসন ছিল পঙ্কজের। তারা জানত পঙ্কজের বাড়ির পরিবেশ তাদের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। ওরা পঙ্কজকে বলত, দত্ত সাহেব।

অফিসে যতক্ষণ থাকত পঙ্কজ ততক্ষণ হতাশার একটা রেখাও ফুটত না তার মুখে। আশেপাশের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে পঙ্কজের মনে হত তার কোন যন্ত্রণা নেই। তার ছোট কাজ বড় অফিস আর সাধারণ বন্ধুরা তাকে যেন ঠেলে-ঠেলে অনেক ওপরে তুলে দিত।

দশটা থেকে পাঁচটা পঙ্কজের চোখে উজ্জ্বল আভা খেলত আর অফিসের পর রাস্তায় নামতে তার ইচ্ছে হত না। তার মুখ বিষণ্ন দেখাত। চলার গতি শ্লথ হত। অনেক পরে বাস্ কিংবা ট্রাম ধরত পঙ্কজ। অনিচ্ছায় বাড়ি ফিরত। তখন বাড়ি অন্ধকার-অন্ধকার লাগত।

ডালহৌসী স্কোয়ারে, পঙ্কজ অফিসে আসবার সময় দেখেছিল, আর কখনও দেখে নি, আজই প্রথম—একটা অট্টালিকার ছায়া কাঁপছিল। সেই কাঁপা-কাঁপা ছায়া দেখতে ভাল লেগেছিল পঙ্কজের। ও অনেক ছোট বড় গাছও দেখেছিল। বর্ষা ঋতুর ছোঁয়ায় পাতাদের কী সবুজ মনে হচ্ছিল! গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণচুড়া দেখতে-দেখতে তার হঠাৎ অফিসে যাবার ইচ্ছে নিভে গিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যাবে সে!

পঙ্কজের যাবার একটা হঠাৎ-পাওয়া জায়গা তারই কলুন-করুণ আবিষ্কারের কঠিন ঝাপটায় চুরমার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও কাল সন্ধ্যায় সে বাড়িতে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে নি। একটা নেশার ঘোরেই যেন পঙ্কজ একা-একা বেরিয়ে পড়েছিল। তখনও চৌরঙ্গীর কাছাকাছি প্রান্তরের মতো ময়দানে অনেক মানুষ ছিল। কেউ আসবে না জেনেও শহরের আলো-কাঁপা অন্ধকারে ময়দানের সেইসব জায়গায় একটা পাগলের মতো পঙ্কজ তার হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজছিল। অনেকবার ঘাসের ওপর নিজেরই পায়ের শব্দ শুনে চমকে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিল। কেউ ছিল না। কেউ আসে নি।

কিন্তু পঙ্কজ আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ খেলায় বোবা দৃষ্টি ছড়িয়ে-ছড়িয়ে বারবার দেখেছিল একটা [illegible] আবছায়া মূর্তি দিশাহারা হয়ে ময়দানের

একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখতে পাচ্ছে—এড়িয়ে যাচ্ছে। তার কাছে আসতে পারছে না। পঙ্কজ দেখেছিল—স্পষ্ট দেখেছিল। আর দেখতে দেখতে তার মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া হচ্ছিল। মাতাল হয়ে শচীনের গাড়িতে বাড়ি ফেরবার সময় যেমন হচ্ছিল, ঠিক তেমন।

তখন ঘাসের ওপর পা গুটিয়ে নিয়েছিল পঙ্কজ। ও সেই উদভ্রান্ত মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। তাকে তার ধরবার ইচ্ছে হচ্ছিল। তখন কিছুক্ষণের জন্যে পঙ্কজের মন থেকে একটা কুখ্যাত পল্লী ঝরে গিয়েছিল। সাজানো ঘরে অতিথি অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত একটি মেয়ের রঙ-মাখা মুখও তার মনে ছিল না। আবেশের ঘোরে সে প্রথম কয়েকটা দিনের সুধা গ্রহণ করছিল—সেই অনুভূতি ফিরে পাচ্ছিল।

আর অল্প পরেই, পঙ্কজ আবার ময়দানের একদিক থেকে আর একদিক অবধি চোখ বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখছিল সে-মূর্তি নেই—কোথাও নেই। তখন আতঙ্কিত এক-এক মুহূর্ত পঙ্কজকে এই অবারিত প্রান্তর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তার সাহস হারিয়ে যাচ্ছিল। পঙ্কজের ঘোষসাহেবের কথা মনে হচ্ছিল। মা-বাবার কথা মনে হচ্ছিল। সে নন্দিনী কাবেরী আর তার বন্ধুদের কথা ভাবছিল।

অফিসে পৌঁছে পঙ্কজ দেখল একটা লোকও নেই। নিজের জায়গায় সে চুপ-চাপ অনেকক্ষণ একা বসে রইল। পঙ্কজের মনে হচ্ছিল তার যেন একটা বড় অসুখ হয়েছিল আর অনেকদিন পর আবার সে অফিসে এল। একা একা বসে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। সে দু-একটা ফাইল টানল। গেলাস বের করে টেবিলের ওপর রাখল। একটা হলদে পেনসিল দিয়ে সাদা কাগজের ওপর শুধু ইংরেজী-বাংলায় নিজের নাম লিখতে লাগল। কিছু করতে পঙ্কজের ইচ্ছে করছিল না।

তারপর দেখতে-দেখতে একটা নিঃঝুম পুরীর যেন ঘুম-ভাঙতে লাগল। একের পর এক অনেক মানুষের মুখ দেখা গেল। পঙ্কজ প্রত্যেককে দেখল। এইসব চেনা মানুষগুলোকে দেখতে আজ তার খুব ভাল লাগছিল। সে এক-একজনকে কাছে ডাকল। কারুর টেবিলের সামনে নিজে উঠে গেল। আজ শুধু কথা বলবার নেশা পঙ্কজকে পেয়ে বসেছিল।

"এই-যে দত্ত সাহেব," পঙ্কজ যখন সমীরের টেবিলের ওপর দর্শন শাস্ত্রের একটা মোটা বই দেখছিল তখন হরবল্লভ তার পাশে এসে বলল, "একবার এদিকে আসতে হবে—জোর খবর আছে।"

পঙ্কজ হরবল্লভের সঙ্গে-সঙ্গে এসে তার টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে বলল, "বই ঠিক করে ফেললেন নাকি?"

"আরে দূর," ঈষৎ বিরক্ত হল হরবল্লভ, "বাজারে একটাও ভাল নাটক আছে নাকি মশাই! যত সব বাজে—রাবিশ! ওসব নাটক এই অফিসে করা যায় না। লোকে হাসবে—

পঙ্কজ কৌতূহল প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে? এতদূর যখন এগিয়েছেন তখন একটা কিছু তো করতে হবেই।"

"হবে না?" জোরে বলল হরবল্লভ, "আরে, সেইজন্যেই তো আপনাকে এখানে ডাকলাম," একটু থেমে পঙ্কজের সামনে মুখ আরও এগিয়ে নিয়ে সে বলল, "এবার যা নাটক করব দেখবেন। কিন্তু দত্তসাহেব, আপনাকে একটা পার্ট করতে হবে—হবেই। তা না হলে সব মার্ডার—"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক পারবেন। আরে, ডিরেকশন তো আমিই দেব।"

"কিন্তু কী বই করবেন?"

দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে হরবল্লভ বলল, "রাজা-প্রজা। একেবারে নতুন ধরনের নাটক। হৈ-হৈ পড়ে যাবে।"

পঙ্কজ আস্তে বলল, "রাজা-প্রজা। বেশ নাম। কার লেখা?"

"বলুন তো কার?" হরবল্লভ চেপে-চেপে হাসছিল, "নাট্যকারের নাম হল, হরবল্লভ ঘোষাল—"

"আরে তাই নাকি? আপনি লিখেছেন? ব্যস, তবে আর ভাবতে হবে না। এবার নাটক জমে যাবে।"

"জমবে না? দেখুন না কী করি! রোমান্টিক নাটক। শনিবার ছুটির পর আপনাকে শোনাব। আপনার পার্টটা যা লিখেছি না—এক-একটা ডায়লগ বলবেন," হাততালি দিয়ে হরবল্লভ দেখাল, "আর পটাপট ক্ল্যাপস্ পাবেন—"

পঙ্কজ হেসে বলল, "কিন্তু আমিই না শেষে আপনার ভাল নাটকটা মার্ডার করে দি—"

"মাথা খারাপ? আপনিই তো নাটক জমিয়ে রাখবেন দত্তসাহেব," হরবল্লভ বলতে লাগল, "শুনুন না একটু গল্পটা, এক সন্ধ্যায় আপনি লেকে বেড়াতে গেছেন। বড়লোকের ছেলে। ভাল চেহারা। একটা খালি বেঞ্চে বসে-বসে সিগ্রেট খাচ্ছেন। এদিকে লোকজন একেবারেই নেই। খুব নির্জন।

আপনার পিছনে রেল লাইন। একটু আগে একটা ট্রেন চলে গেছে। দূর থেকে ঝিক-ঝিক শব্দ আসছে। মাঝে মাঝে পি-পি বাঁশি বাজছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে—ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ—" পঙ্কজের দিকে ঝুঁকে পড়ে উজ্জ্বল চোখে হরবল্লভ জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে দত্তসাহেব?"

"চমৎকার!"

খুশীর আভা খেলল হরবল্লভের মুখে, "আরে, তারপর শুনুন না, আপনি বসে আছেন—হঠাৎ ভীত ত্রস্ত স্বর শুনলেন, বাঁচান—আমাকে বাঁচান—একটি মেয়ে—কী রূপ! লুটিয়ে পড়ল আপনার পায়ের কাছে, বাঁচান—আমাকে বাঁচান!" হরবল্লভ হাত তুলে-তুলে বলতে লাগল, "দূর থেকে ট্রেনের শব্দ আসছে ঝিক-ঝিক-ঝিক! বাঁশি বাজছে পি-পি-পি! ঝিঁঝিঁ ডাকছে, ঝিঁ-ঝিঁ-ঝিঁ—" পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে হরবল্লভ বলল, "স্টেজ টেকনিক যা দেখাব না এবার, লোকে হাঁ হয়ে যাবে—"

পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল, "তারপর?"

"কেমন বলুন? আরম্ভ বেশ ইণ্টারেস্টিং না? প্রথম থেকে এমন সাসপেন্সের সৃষ্টি করেছি—"

"যে মেয়েটি এল সে কে?"

"সে-সব আজ নয়, শনিবার শুনবেন। আর আপনার যা পার্ট, একদিকে আপনার প্রেম, অন্যদিকে দ্বিধা—এই প্রেম আর দ্বিধার দ্বন্দ্বে—দেখবেন, দত্তসাহেব দেখবেন—"

পঙ্কজের চোখ দুটো অল্পক্ষণের জন্যে বিবর্ণ মনে হল, "কিন্তু শেষ অবধি কী হল? মেয়েটির সঙ্গে কি—"

"মানে, শেষটা এখনও লেখা বাকি দত্তসাহেব। শনিবার আপনাদের গোটা নাটকটাই শুনিয়ে দেব। আহা "জম-জমাট," একটু চুপ করে থেকে হরবল্লভ হাত দিয়ে টেবিলের ওপর জোরে শব্দ করে বলল, "আর বেশিদিন নয়, বড় জোর দু-এক বছর। ব্যস, তারপরই চাকরিতে ইস্তফা। আরে এসব চাকরি-বাকরি কি আমার পোষায়! থিয়েটার-বায়স্কোপ নিয়ে থাকলে আজ আমি ঝড় বইয়ে দিতে পারতাম!"

পঙ্কজ মাথা নেড়ে বলল, "তা ঠিক।"

সমীরের সঙ্গে যখন পঙ্কজ কথা বলছিল তখন তাকে বাধা দিয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বলে হরবল্লভের দিকে সমীর চোখ রেখেছিল। ও জানত যে সে তাকে থিয়েটার সম্পর্কেই কিছু বলবে। কিন্তু যখন শেষ অবধি

সমীরকে ডাকল না হরবল্লভ আর সে অপেক্ষা করে-করে অধীর হল তখন একসময় নিজেই উঠে গেল তার টেবিলের সামনে।

সমীরকে দেখে পঙ্কজ বলল, "বসুন। এবার, জানেন সমীরবাবু, আমাদের অফিসে খুব ভাল নাটক হবে। হরবল্লভবাবু নিজেই একটা জম-জমাট নাটক লিখে ফেলেছেন—"

হরবল্লভ মৃদু বাধা দিয়ে বলল, "আঃ দত্তসাহেব, আগে থেকে সকলকে বলবেন না।"

সমীর কোন উৎসাহ প্রকাশ করল না। পঙ্কজের কথা শুনে হরবল্লভকে বলল, "শুধু পাতার পর পাতা লিখলেই কিছু হয় না হরবল্লভবাবু—নাটক, উপন্যাস—কিছু না। সব কিছুরই একটা ফিলসফি থাকা চাই। আপনার নাটকের ফিলসফিটা কি? কী বলতে চেয়েছেন আপনি?"

হরবল্লভ বিকৃত স্বরে বলল, "মোটা-মোটা ফিলসফির বই হাতে নিয়ে ঘুরে আপনি কি একটা মস্ত বড় ফিলসফার হয়ে গেছেন? কী বোঝেন মশাই যে আমি আপনার কাছে খাতা খুলে পরীক্ষা দিতে বসব?"

সমীরও উষ্ণ স্বরে বলল, "আপনিই বা কে যে ছাইপাঁশ যা লিখবেন আমরা চোখ বুজে তা অভিনয় করে যাব?"

"আপনার মতো দিগ্‌গজকে আমি পার্ট দেব সেকথাই বা আপনাকে কে বলল?"

"উঃ, মস্ত বড় ডিরেক্টর—গ্রেট ডিক্টেটর! এটা একটা অফিস—এখানে একটা ইউনিয়ন আছে না? সর্দারি নিজের পাড়ায় বসে করবেন। আমরা কেউ আপনার খেয়াল-খুশির পুতুল নই—বুঝলেন?"

পঙ্কজের কথায় এমন একটা প্রলয় হয়ে যাচ্ছে দেখে সে বিব্রত হয়ে বলল, "এই সমীরবাবু, এসব কথা থাক। আপনি একটা বড় পার্ট নিশ্চয়ই করবেন—"

সমীর উঠে দাঁড়াল, "আজে-বাজে নাটকে পার্ট করার কোন ইচ্ছেই আমার নেই।"

"উঃ, মস্ত বড় যোদ্ধা!"

কিন্তু সমীর হরবল্লভের কথা শোনবার জন্যে আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। সে নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। হরবল্লভ হঠাৎ চুপ করে গেল। আর অসহায় বোধ করতে লাগল পঙ্কজ। সে কিছুক্ষণ সেখানে বসেই নিঃশব্দে একটা সিগ্রেট শেষ করল। তারপর যেন আপন মনেই বলল, "একটু কাজ-টাজ করি এবার।"

পঙ্কজের পাশেই বিনয়ের টেবিল। বিনয় লুকিয়ে-লুকিয়ে একটা ছোট বই দেখছিল। পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠে বই লুকিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল কিন্তু পঙ্কজকে দেখে অল্প হেসে বলল, "শনিবার অনেক টাকা নষ্ট হল দত্তসাহেব, তাই দেখছিলাম ঘোড়াগুলো মাঝে মাঝে গাধা হয়ে যায় কেন।"

পঙ্কজ হাসল, "কত হারলেন?"

"শ দেড়েক টাকা," যেন পঙ্কজকেই আশ্বাস দিল বিনয়, "কিন্তু রেসই আমার সোর্স অফ ইনকাম।"

"আসছে শনিবার খেলব নাকি?"

"কতবার তো আপনাকে বলেছি দত্তসাহেব," বিনয় আস্তে আস্তে বলল, "আপনার টাকার ভাবনা কী! দু-চার টাকা না হয় ঘোড়ার পেছনেই গেল। একটা শখ তো বটে।"

"এবার ঠিক খেলব বিনয়বাবু।"

"নিশ্চয় খেলবেন। এ অফিসের অনেকে আমাকে রেস্নুড়ে বলে। বলুক। একবার যখন মোটা টাকা মারব তখন দেখবেন আমার কাছেই সকলে ধার চাইবে—"

"নিশ্চয়ই।"

এবার বিনয় যুক্তি দেখিয়ে কথা বলল, "আপনারা সিনেমা-থিয়েটারে গিয়ে শখ মেটান না? আমিও তেমনি রেস-কোর্সে যাই। আপনারা শুধু টাকা খরচ করেন কিন্তু আমি শখ মেটাতে গিয়ে পকেট ভরে টাকাও তো নিয়ে আসি?"

"ঠিক ঠিক।"

"যা মাইনে পাই তাতে কি সংসার চলে? এখানে দিনের পর দিন বসে থেকে যা পাই তাতে আমার ঠিক দশ দিন চলে। রেস্ না খেললে না খেয়ে থাকতে হত—" বিনয় আবার রেস্-টিপস্-এর পুরনো বইটা দেখতে লাগল।

কোন কাজ করতে ইচ্ছে করছিল না পঙ্কজের। বিনয়ের কথা শুনতে ভাল লাগছিল। ও সত্যি-সত্যি রেস খেলবার কথা ভাবছিল। একটা দুর্দম নেশায় মেতে উঠতে চাচ্ছিল। কিন্তু একটু পরেই আবার জুড়িয়ে যাচ্ছিল। এখানে বসে-বসেই যেন গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিতে চাচ্ছিল। এখান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও যাবার সাহস ছিল না পঙ্কজের।

দূর থেকে খট খট খট টাইপ করার শব্দ আসছিল। কেটলি হাতে ক্যানটিনের একটা ছোকরা প্রত্যেকের টেবিলের কাছে এসে বড় গেলাসে চা

ঢেলে দিয়ে যাচ্ছিল। পঙ্কজের চা জুড়িয়ে গেল। সে চা খাবার কথা ভুলে গিয়েছিল। সে হরবল্লভকে দেখছিল। সমীর আর বিনয়কে দেখছিল। পঙ্কজ ওদের মতো হতে চাচ্ছিল। সে জন্মান্তরের কথা ভাবছিল।

আর কেউ কথা বলছিল না। অফিস গম গম করছিল। বাইরের অনেক লোক আসছিল—যাচ্ছিল। তখন সকলেই কাজ কিংবা কাজের ভান করছিল। শুধু পঙ্কজ কিছু করতে পারছিল না। ওর শরীর আর মন যেন অবশ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। সে কথা বলে-বলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চাচ্ছিল।

"বিনয়বাবু—"

"বলুন দত্তসাহেব?"

"আপনি মদ খান?"

বিনয় হাসল, "চেহারা দেখে কী মনে হয়?" কিন্তু পঙ্কজের উত্তরের অপেক্ষা না করে সে বলল, "হাতে বেশি টাকা থাকলে মাঝে মাঝে খাই।"

পঙ্কজ আরও একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল বিনয়কে। ইতস্তত করল। জিজ্ঞেস করতে পারল না। একটু পরে বলল, "রেস-কোর্সে কি মেয়েরাও যায়?"

"হ্যাঁ, অনেক।"

"ভদ্র মেয়ে?" পঙ্কজ মনের কথাটা কিছুতেই স্পষ্ট করে জিজ্ঞেস করতে পারছিল না।

"নানারকম মেয়ে দত্তসাহেব," বিনয় হেসে বলল, "একদিন একটু কষ্ট করে চলুন না আমার সঙ্গে, সব চিনিয়ে দিচ্ছি।"

এখনও ইতস্তত করল পঙ্কজ, "আপনি মুখ দেখলে বুঝতে পারেন কোন্ মেয়ে কেমন?"

বিনয় ছোট বইটা পকেটে রেখে বলল, "মহামানব না হলে সেকথা কেউ বুঝতে পারে না দত্তসাহেব।"

পঙ্কজ হালকা স্বরে বলল, "আমি কিন্তু বুঝতে পারি। ওই সব পাড়ায় যে মেয়েরা থাকে—"

"বোঝা খুব কঠিন।"

পঙ্কজ এতক্ষণ ধরে যে প্রশ্ন বিনয়কে করবে ভাবছিল, এবার তা করল, "আপনি তেমন কোন মেয়েকে চেনেন?"

বিনয় আবার হাসল, "আমি সব রকম মানুষকেই চিনি," সে যেন একটা বুক-ভাঙা নিশ্বাস ফেলল, "এ জীবনে কত দেখলাম!"

"কী দেখলেন ?"

"কত কী !" বিনয় পঙ্কজের দিকে একটা সিগ্রেট বাড়িয়ে দিয়ে পরিহাসের স্বরে বলল, "একদিন চলুন না আমার সঙ্গে, আপনাকে ভাল করে সব দেখিয়ে নিয়ে আসব। ব্যাচেলার মানুষ, আপনার কাকে ভয় বলুন !"

পঙ্কজ হেসে বলল, "হ্যাঁ, একদিন আপনার সঙ্গে যেতে হবে। জীবনে সব রকম অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।"

"নিশ্চয়ই।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পঙ্কজ। দু-একটা চিঠি পড়ল। ফাইলে গাঁথল। কাজের-ভান করতে-করতে ওর মুখ বিষণ্ণ হল। চোখ দুটো হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করল পঙ্কজ। কাকে যেন ওর মনে পড়ল বিদ্যুৎ-চমকের মতো। সে আবার বিনয়ের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

"বিনয়বাবু," পঙ্কজ সব সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে জিজ্ঞেস করল, "ও পাড়ার মেয়েরা খাওয়া-দাওয়া করে কোথায় ?"

"যেখানে থাকে সেখানেই," বিনয় আস্তে বলল, "চেহারা যদি ভাল হয় তাহলে ওসব ভাবনা ওদের বেশি ভাবতে হয় না।"

"কেন ?" আশ্চর্য কৌতূহল কাঁপল পঙ্কজের চোখে।

"যারা আসে তারাই রেস্তোরাঁ থেকে অনেক ভাল ভাল খাবার আনায়।"

"রোজ ?"

"প্রায়ই।"

পঙ্কজ বুকের মধ্যে কঠিন বেদনা অনুভব করছিল। ও জোর করে মুখে হাসি খেলাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওর মুখ অদ্ভুত করুণ দেখাচ্ছিল, "ওদের কাছে মাতাল গুণ্ডা সব রকম লোকই তো যেতে পারে ?"

"টাকা খরচ করলেই পারে।"

পঙ্কজ একটা নিশ্বাস চাপল। ওর বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না ও একটি মেয়ের বিপদের কথা ভাবছিল। টাকার জন্যে সে রাতের পর রা অনেকক্ষণ জেগে থাকে। হয়তো ইচ্ছে না থাকলেও নাচে, গান গায়—পঙ্ক জানে না। ও ভাবছিল হঠাৎ কোন গভীর রাতে একটি মেয়ের ঘরে আকাশ কাঁপা আর্তনাদ উঠতে পারে। চম্পা খুন হয়ে যেতে পারে।

পঙ্কজের একটার পর একটা অনেক প্রশ্ন করবার ইচ্ছে হচ্ছিল কি সঙ্কোচের এক-একটা শিহরে ও বিনয়ের মুখের দিকে আর তাকাতে পারছি

না। বন্ধ ঘরে বসে থাকতে থাকতে তার ক্লান্তি আসছিল। ও আস্তে আস্তে উঠে বাইরের খুব লম্বা বারান্দায় এল। দুই হাতে রেলিঙ স্পর্শ করে গঙ্গা দেখতে লাগল। এখন গঙ্গার জলের রঙ মাটির রঙের মতো। ঘোলা। ওপারে অনেক চিমনি। ধোঁয়া উড়ছিল। স্থির হয়ে কয়েকটা দিশি জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। সেইসব জাহাজে মাল তোলা হচ্ছিল। অনেক মানুষ চিৎকার করছিল। আর দূরে, এখান থেকে অনেক দূরে, সূর্যের আলোয় আবছা রূপোলী হাওড়া ব্রীজ ঝিলমিল করছিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঙ্কজ ঘোলা জল দেখল। নৌকো দেখল। জাহাজ দেখল। ওর গঙ্গার ওপারে যেতে ইচ্ছে করছিল। জাহাজে দূরের কোন সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করছিল। জাহাজ দুলছিল না। কিন্তু পঙ্কজের মনে সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ ভাঙছিল। এক আশ্চর্য গতির ঝাপটায় সে অস্থির হয়ে উঠছিল।

সেই বারান্দায় যখন পঙ্কজ দাঁড়িয়েছিল তখন এক সময় যেন জাহাজগুলো ডুবে গেল। গঙ্গা হারিয়ে গেল। হাওড়া ব্রীজ ঝাপসা অস্পষ্ট হল। গঙ্গার ওপারে ধোঁয়ায় মলিন চিমনি আছে কি না বোঝা গেল না।

মাঝ-সমুদ্রে দীর্ঘ আলোক স্তম্ভের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে একা-একা পঙ্কজ অনুভব করল তার মন সেতু হল। নদী হল। জাহাজ হল। সে-মন খেয়া পারাপার করল। সহজ হল। গভীর হল। রঙিন হল। সেখানে একটিই মুখ স্পষ্ট হল। উজ্জ্বল হল।

চম্পা পঙ্কজকে ডাকছিল!

॥ তেরো ॥

এখন পঙ্কজকে ডাকবার সময় চম্পার ছিল না।

এক-এক মুহূর্ত তার মনে নেশা জাগাচ্ছিল—তাকে মাতাল করে তুলছিল। একটা অন্ধ আক্রোশে মত্ত হয়ে দেয়ালে টাঙানো খুব বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আজ অনেকক্ষণ থেকে চম্পা নিজেকে সাজাচ্ছিল। তখন ঘরে কোন মানুষ ছিল না বলে কখনো-কখনো ওর চোখ মুখ কঠিন হিংস্র হয়ে উঠছিল।

চম্পা আয়নায় নিজের গোটা দেহ দেখতে দেখতে ওর রূপ দিয়ে, কটাক্ষ দিয়ে এক-একটা করে অনেক মানুষের বুকে আগুন জ্বালিয়ে তাদের পুড়িয়ে-

পুড়িয়ে একেবারে ছাই করে ফেলতে চাচ্ছিল। চম্পার নরম ঠোঁটে থেকে-থেকে ধারালো হাসি খেলছিল।

আলোর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু চম্পা আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল—যেন ওর ঘন কালো চোখের ভুরুতে রঙের প্রলেপ নিখুঁত হয়, দু'গালে পাউডারের পরিমাণ কম-বেশি না হয় আর প্রসাধন শেষ হবার আগে-আগে কড়া আলোর রেখায় রেখায় সে যেন বিদেশী আয়নায় নিজের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব দেখতে পারে তার যতক্ষণ তৃপ্তি না আসে ততক্ষণ।

চম্পা আয়নায় নিজের দেহ অনেক ভঙ্গিতে দেখল। কাচের কাছে দাঁড়িয়ে এপাশে ওপাশে মুখ ঘুরিয়ে, সামনে থেকে, পিছন থেকে নিজেকে দেখতে দেখতে আক্রোশ আর অহঙ্কারে ভরাট অপরূপ এই শরীর তার চিরকালের জন্যে ঠিক এমন রাখতে ইচ্ছা করছিল। চম্পার মনে হচ্ছিল, আয়নায় তার এই মুহূর্তের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব, সে না থাকলে কিংবা অন্ধকার হয়ে গেলেও—জ্বলুক। মানুষকে ডাকুক। শেষ করে দিক্। চম্পা ঠোঁট কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে মানুষকে জয় করে নেয়ার গানের সুর ছড়াচ্ছিল। তখন খোঁপায় দেবার জন্যে ওর হাতে একটা গাঢ় লাল গোলাপ কলি ছিল। সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে নাকের কাছে আনছিল।

চম্পা কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো আর একবার নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। তার কপালে অল্প ঘাম ছিল। সে একটা ছোট রঙিন রুমাল বের করে আস্তে গালে ঠেকাল। কপালে ঠেকাল। পাখার ঠিক নিচে দাঁড়িয়ে চম্পা খোঁপায় গোলাপ-কলি গুঁজল।

নিজের ঘরটাকে জোরালো আলোয় চম্পা কোন মানুষ ভেতরে আসবার আগে ভাল করে দেখে নিল। ফুল-কাটা নীল বেডকভার একদিকে কুঁচকে ছিল। চম্পা টান টান করে দিল। মেঝেতে অনেক পাউডার পড়েছিল। সে শরীর অল্প ভেঙে একটা ময়লা ব্লাউজ দিয়ে তা উড়িয়ে দিল। তখন শাঁখ বাজল। আর জানলা দিয়ে চম্পা দেখল আলোর রেখা কখন মিলিয়ে গেছে। এখন সন্ধ্যা। এখন এখানে মানুষের আনাগোনার সময় হল।

এ ঘরের জানলা সন্ধ্যায় খোলা রাখতে নেই। চম্পা দরজা খোলবার আগে জানলা বন্ধ করবার জন্যে হাত বাড়াল—বন্ধ করতে গিয়ে ও থামল। একটু দূরে, এক বড়লোক ব্যবসায়ীর বাড়ির গায়ে একটা লম্বা তাল গাছ নাচের ভঙ্গিতে বেঁকে ছিল। হাওয়ায় তালের পাতা কাঁপছিল। এতদূরে পাতার আওয়াজ আসছিল না। কিন্তু চম্পার কানে একটানা সনসন আওয়াজ

বাজছিল। জানলার দুই দিকের মাঝখানে মুখ ঠেকিয়ে ও হঠাৎ আকাশ দেখবার চেষ্টা করল। ছোট—খুব ছোট আকাশ। আজ সেখানে বর্ষার ছায়া ছিল না।

কঠিন হাতে জানলা বন্ধ করল চম্পা। একটু বেশি শব্দ হল। তার আঙুলে ধুলো লাগল। চম্পা আঙুল ঘষে-ঘষে ধুলো ঝেড়ে ফেলল। আঙুল ঘষতে-ঘষতে হঠাৎ ওর ঘোষসাহেবের কথা মনে পড়ল। ও ঠোঁট চাপল। জোরে একবার মাথা ঝাঁকাল।

ঘরের দরজা আর বন্ধ রাখা যায় না। বন্ধ ঘরে বসে পুরনো মানুষের কথা ভাবলেই সে আর ফিরে আসে না। নতুন মানুষের জন্যে দরজা খোলবার আগে সেন্টের শিশি খুলল চম্পা। আর যখন দরজা খুলল তখন ওর দেহ সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। সজাগ চম্পা নতুন মানুষের প্রতীক্ষা করছিল।

প্রথম মানুষ, অল্প পরেই যার ভীত পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুলল চম্পা, যার ছায়া পড়ল তার ঘরের বাইরে আলোর ছায়া-কাঁপা বারান্দায়, সে এসে দাঁড়াল—চেনা চেনা মুখ, ক্লান্ত অবসন্ন—প্রথম দেখে চম্পা চমকাল—আক্রোশে জ্বলে উঠল—কঠিন নির্দয় হল।

চেয়ার ছেড়ে উঠল না চম্পা। বসে বসেই দীর্ণ রুক্ষ স্বরে যেন শাসন করল সেই মানুষকে, "কী চান?"

পঙ্কজের স্বর থিতিয়ে যাচ্ছিল। ও কথা বলতে পারছিল না। ঘরে ঢুকতেও ওর সাহস হচ্ছিল না। তার বুক কাঁপছিল। বিমূঢ় পঙ্কজ চম্পাকে দেখছিল। দেখতে-দেখতে তার নিজেকে দীন মনে হচ্ছিল। চম্পার দেহের ভাঁজে ভাঁজে আজ সন্ধ্যায় ঐশ্বর্যের অলৌকিক বিকাশ ছিল। কাঙাল-চোখ নিয়ে পঙ্কজ দাঁড়িয়েছিল। চম্পা কঠিন হলেও সে তার সামনে থেকে সরে যেতে পারছিল না। পঙ্কজ আবার চম্পাকে চাচ্ছিল।

কিন্তু এই মুহূর্তে কোন মোহ ছিল না চম্পার। কোন মমতা ছিল না। তার অপচয়ের দিনগুলো দরজায় দাঁড়ানো আজকের প্রথম ম্লান মানুষ মনে করিয়ে দিচ্ছিল বলে একটা ক্ষিপ্ত অসংযত স্বর আবার ঘরের পাষাণে-পাষাণে চমক জাগাল, "কী চান আপনি—কী চান?"

পঙ্কজের সাহস হল না চম্পার দিকে দেখবার। পাখার হাওয়ায় ফুলদানে যে ফুল কাঁপছিল, গুচ্ছ-গুচ্ছ তাজা রজনীগন্ধা, সেদিকে তাকিয়ে ভীরু পঙ্কজ নিজেকে চম্পার কাছে নিবেদন করবার করুণ প্রয়াস করল, "আমি এসেছি চম্পা।"

"কেন ?"

ছোট তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। উত্তর জানা ছিল না পঙ্কজের। যে-কথা বলবে ভেবেছিল, "আমি তোমাকে গ্রহণ করব,"—এখন সে-কথা চম্পার রূপের জলুষে, প্রসাধনের ছটায়, তার উগ্র কাঠিন্যে হারিয়ে গিয়েছিল। পঙ্কজের স্বর আরও নিভে যাবে—চম্পা তার কথা হয়তো শুনবে না তাই এক-পা এক-পা করে ভয়ে-ভয়ে সে ঘরে ঢুকল।

"আমি—আমি তোমাকে—আবার দেখতে এসেছি—"

"টাকা এনেছেন ?"

"এনেছি।"

"কত টাকা এনেছেন ?"

"আমি জানি না কত টাকা তুমি নাও—"

দৃঢ় উদ্ধত চম্পা বলল, "একশো টাকা—এনেছেন ?"

হতাশায় পঙ্কজের মুখ আরও ম্লান, আরও ক্লান্ত দেখাল, "একশো টাকা তো আজ নেই—"

"তবে চলে যান। আমার সময় নষ্ট করবেন না।"

পঙ্কজের স্তিমিত স্বরে একটা করুণ মিনতি কাঁপল, "চলে যাব ?"

"হ্যাঁ, চলে যাবেন। বিনা টাকায় এখানে সময় কাটানো যায় না," কথা বলতে-বলতে কঠিন দ্বন্দ্বের চাপে চম্পার বুক পুড়ে-পুড়ে যাচ্ছিল। ওর সুন্দর চেহারা বিকৃত বীভৎস হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বুক জ্বলে গেলেও তার নিজের ভালর জন্যেই এই বোকা মানুষটাকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল চম্পা।

"চম্পা, এই দেখ," পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে পঙ্কজ বলল, "পঞ্চাশ টাকা মতো আছে—"

"হবে না। যান !"

"এগুলো রাখ," পঙ্কজ চম্পার কাছে এগিয়ে এল, "কাল আমি তোমাকে বাকি টাকা দিয়ে যাব—"

"ধার ?" চম্পা হাসির তীক্ষ্ণ লহর তুলল, "ওসব এ ঘরে চলে না। আপনি অন্য ঘরে যান।"

করুণ বিস্ময়ে ভারী শোনাল পঙ্কজের গলার স্বর, "আমি তোমার কাছেই এসেছি—"

"না না, যান। যখন পুরো টাকা আনবেন, তখন আসবেন। এখন

যান। এ ঘরে দাঁড়িয়ে আমার টাকার ক্ষতি করবেন না। আমার ঘরে অন্য লোক আসবে।"

"অন্য লোক," একটা নিশ্বাস ফেলল পঙ্কজ। নোটগুলো পকেটে রাখল। বিতাড়িত কাঙালের মতো তবুও মুখে হাসি টানবার চেষ্টা করে বলল, "তোমাকে দু-একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম চম্পা," একটু চুপ করল পঙ্কজ। আয়নায় নিজের ক্লান্ত মুখ, এলোমেলো চুল দেখল। নিজের চেহারা দেখতে তার ভাল লাগল না। দরজার দিকে যেতে যেতে সে বলল, "কিন্তু তুমি আজও আমাকে তাড়িয়ে দিলে—"

পঙ্কজ চলে যাচ্ছিল। যাবার আগে আর একবার চম্পাকে দেখল। চম্পাও দেখল তাকে। তার চেহারা নরম হল। মাথার মধ্যে কেমন যেন করছিল। মানুষটা সিঁড়ি অবধি গিয়েছিল। হারিয়ে যাচ্ছিল। চম্পা বসে থাকতে পারল না। চুম্বকের মতো পঙ্কজ তাকে টানছিল। চম্পার খোঁপা থেকে গোলাপ-কলি খসে পড়ল।

"শুনুন?"

"কী?"

"ঘরে আসুন।"

আবার ফিরে এল পঙ্কজ। খুশীর একটা রেখাও ফুটল না তার মুখে। যেখানে একটু আগে সে দাঁড়িয়েছিল, ঘরে এসে ঠিক সেখানেই দাঁড়াল। আয়নায় আবার তার ছায়া পড়ল। তেমন মুখ। তেমন চুল। পঙ্কজ দেখল না। দেখতে পারল না।

চম্পা দরজা বন্ধ করে খুব আস্তে খিল তুলল। পঙ্কজের সামনে দাঁড়াল ও। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকাতে পারল না। অন্য দিকে তাকিয়ে যেন ময়নার মতো এক সুরে শেখানো বুলি বলল, "বাকি টাকা কাল ঠিক দিয়ে যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে বসুন।"

পঙ্কজ চেয়ারে বসতে যাচ্ছিল, চম্পা তার হাত ধরে হেসে বলল, "ওখানে না, এই যে, খাটে বসুন।"

একটা পোষা জন্তুর মতো চম্পার কথা শুনল পঙ্কজ। কিন্তু খাটে বসে প্রথম-প্রথম নড়ল না। পাথর হয়ে রইল। হাসল না। কথা বলল না। ওর অবস্থা দেখে চম্পার হাসি আসছিল। পঙ্কজ তা-ও দেখল না। নিচু হয়ে

চম্পা গোলাপ-কলি তুলল। নাকের কাছে আনল। আবার দুই আঙুলে ঘোরাল। খোঁপায় গুঁজল না।

চম্পা চেয়ারে বসেছিল। সে ভেবেছিল পঙ্কজ তাকে কাছে ডাকবে। গা ঘেঁষে বসবে। তারপর এই বন্ধ ঘরে আর যে মানুষগুলো আসে, পঙ্কজও তাদের মতো হয়ে উঠবে—এখানে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যে ভুলবে না যে চম্পাকে তার দেহের জন্যে দাম দিতে হয়েছে।

পঙ্কজ চম্পাকে ডাকল না।

অনেকক্ষণ পর চম্পা বলল, "এখানে কেন এলেন?" ভিজে নরম-নরম স্বর। ঠাণ্ডা নিশ্বাস এল চম্পার বুক ঠেলে।

কৃত্রিম হাসি ফুটল পঙ্কজের ঠোঁটে, "তুমি তাড়িয়ে দেবে জানলে আমি আসতাম না চম্পা।"

চম্পা জিব কেটে বলল, "টাকা দেবেন জানলে আমি আপনাকে চলে যেতে বলতাম না।"

"এই যে টাকা," পঙ্কজ খাটে বসে-বসেই নোটগুলো চম্পার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মাথার মধ্যে হঠাৎ আগুন জ্বলল চম্পার। নোটগুলো পঙ্কজের হাত থেকে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলতে তার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সে মেজাজ সংযত করল। তার পেশার কথা মনে পড়ল। মুখে বিনয়ের হাসি ফুটিয়ে চম্পা উঠে দাঁড়াল—হাত বাড়িয়ে টাকা নিল। কিন্তু আশ্চর্য, টাকা ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে, চম্পার মনে হল, তার হাত অবশ—অশুচি হয়ে গেল।

চম্পা মুখ ঘুরিয়ে নিল—যেন তার এই ভাবান্তর পঙ্কজ লক্ষ্য না করে। নোটগুলো অসাবধানে, প্রবল যন্ত্রণায় চম্পা ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর। পাখার হাওয়ায় সেগুলো উঠছিল-নামছিল। খস খস শব্দ হচ্ছিল। আয়নায় চম্পার স্থির প্রতিবিম্ব ছিল। কিন্তু নিজের এই রূপ, এই প্রসাধন—একটু আগে যা দেখে সে মোহিত হয়েছিল, যে-কালজয়ী দেহের কল্পনা করেছিল—এখন চম্পা তা দেখতে চাইল না। দেখাতে চাইল না। তার বসন-ভূষণ—দীর্ঘ সময়ের সযত্ন সজ্জা তাকে চোখ তুলে পঙ্কজের দিকে তাকাতে দিচ্ছিল না।

একটা রহস্য যা আস্তে আস্তে চম্পার জীবনে সব চেয়ে ইঙ্গিতময় ঋতু আনছিল, তার মন মধুর করে তুলছিল তার নিরাভরণ দেহ, অপরিচয়ের মৃদু শিহর, অন্য ভূমিতে তার অবাধ বিচরণ, উন্নততর ক্ষেত্রে প্রবেশের স্বাভাবিক অধিকারের অপরিমেয় আনন্দ—সব শেষ হয়ে গেছে!

আর সব শেষ হয়ে গেছে বলেই আজ আবার যখন পঙ্কজ প্রথম এসে দাঁড়াল তার দরজায় তখন হঠাৎ মুহূর্তের জন্যে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার উত্তেজনায় নিবিড় পুলক অনুভব করলেও, নিজের পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠার গ্লানিতে চম্পা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। একটা আক্রোশে তার পেশার কথা আরও স্পষ্ট করে তুলল পঙ্কজের কাছে। তাকে রূঢ় আঘাত করতে চাইল।

কিন্তু এখন মনে মনে কাঁদছিল চম্পা। সে তার পেশায় ভর করে পঙ্কজকে গ্রহণ করতে পারছিল না। যে-অহঙ্কারের আলোয় ধাপে ধাপে পা ফেলে চম্পা এগিয়ে যাচ্ছিল পঙ্কজের কাছে, তার নারীত্বের সে-অহঙ্কার আজ ভেঙে গিয়েছিল। তার নিজের ঘরই আজ তাকে অধিকার-চ্যুত করে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছিল। চম্পার মনে হচ্ছিল, পঙ্কজের দিকে না তাকিয়েই সে ভাবছিল, এ মানুষ তার সে-মানুষ নয়। এ মানুষ আর ভয়ে ভয়ে তাকাবে না তার দিকে, স্বরে দরদ ঢেলে ভালবাসার কথাও আর শোনাবে না। একটা কথাই মনে হচ্ছিল চম্পার, হারিয়ে গেছে—তার সে মানুষ হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তাহলেও, চম্পা বুঝতে পারছিল না কেন, পঙ্কজকে সে ছেড়ে দিতে পারছিল না। তার এক-একবার মনে হচ্ছিল, কিছুক্ষণের জন্যে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াক পঙ্কজ, আর সেই অবসরে চম্পা অলঙ্কার খুলে ফেলুক, বসন বদলে নিক—ঘষে ঘষে মুখের উৎকট রঙ তুলে সহজ সুন্দর হোক। শুধু নারীত্বের সেই অহঙ্কার নিয়ে সে আবার দাঁড়াক পঙ্কজের সামনে। আর তখন পঙ্কজ তাকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাক।

"চম্পা ?"

"বলুন ?"

"আমার কাছে আসবে না ?"

"আসব—" চম্পা পঙ্কজের কাছে গিয়ে বসল। তাকে দেখল। পঙ্কজের চোখে কোন ভাষা ছিল না। চম্পা নিজের দুর্বলতা জয় করে নিতে চাচ্ছিল। সে তার পেশার কথাই ভাবছিল। চম্পা হাসছিল। আরও হাসবার চেষ্টা করছিল।

"আমি আবার কাল ঠিক আসব," চম্পাকে কাছে টেনে নিয়ে পঙ্কজ বলল, "আমি মাঝে মাঝে আসব।"

পঙ্কজের হাত ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হচ্ছিল চম্পার। তার শরীরে যেন কোন উত্তাপ ছিল না। চম্পা আস্তে বলল, "আসবেন।"

"কবে আসব ?"

"আপনার যেদিন খুশি।"

"যদি অন্য লোক থাকে ?"

"একটু আগে-আগে আসবেন," চম্পা তার নরম মন শক্ত কঠিন করে বলে ফেলল, "কেউ থাকবে না।"

পঙ্কজ ঘরের চারপাশ দেখল। চম্পাকে আদর করল। চম্পার মুখ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। পঙ্কজ বলল, "তোমার কী হয়েছে ?"

"না না, কিছু হয় নি। কেন ?" চম্পা হাসল।

"তোমাকে আজ অন্য রকম মনে হচ্ছে।"

"কিছু খাবেন ?"

"কী ? মদ ?"

আহত চম্পা করুণ মুখ তুলে বলল, "মদ ?"

পঙ্কজ হেসে বলল, "আমি তোমার এখান থেকে ফেরবার সময় পরশু রাতে অনেক মদ খেয়েছিলাম চম্পা—মাতাল হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিলাম।"

একটা উৎকট গ্লানি চম্পার শরীর-মন কেটে-কেটে দিচ্ছিল। ঘরে আলো কাঁপছিল। রজনীগন্ধা গন্ধ ছড়াচ্ছিল। নোট খস খস শব্দ করছিল। চম্পার অন্ধকার-অন্ধকার লাগছিল। সে উঠতে পারছিল না আর একটা মানুষ তারই চোখের সামনে তলিয়ে যাচ্ছিল। এখানে কেন এল পঙ্কজ! চম্পার মন বলছিল, পঙ্কজ আবার আসবে। বার বার আসবে। আর কোনদিনও তার জন্যে চম্পাকে বাইরে বেরোতে হবে না। ঘাস আকাশ গাছ এ লোক তাকে আর কখনও দেখাবে না—দেখতে দেবে না। চম্পার মন বলছিল, পঙ্কজ ঘোষসাহেব হয়ে যাবে।

সে আস্তে, খুব আস্তে যেন পঙ্কজকে এখানে আর না আসার জন্যে অনুনয় করল, "আপনি আমার কাছে কেন এলেন ?"

পঙ্কজ টেবিলের ওপর চম্পার ছুঁড়ে দেয়া পাঁচটা দশ টাকার নোট দেখতে-দেখতে বলল, "আমি তো অনেকবার তোমার বাড়িতে আসতে চেয়েছিলাম চম্পা। তুমি আসতে দাও নি—"

"কিন্তু সব জেনেও আবার কেন এলেন ?" পঙ্কজ বলেছিল চম্পাকে দু-একটা কথা বলতে এসেছে। সে তা শোনবার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছিল।

পঙ্কজ চম্পার মাথা বুকে চেপে ধরল, "কাল থেকে তোমার ডাক শুনছিলাম—"

চম্পা চোখ বন্ধ করে বলল, "আপনি আমাকে [illegible] নি ?"

"তোমাকে অনেক খুঁজেছিলাম।"

"কোথায় ?"

"কাল। ময়দানে—"

"গিয়েছিলেন ?" চম্পা মাথা তুলল। ওর চোখে-মুখে খুশীর আভা হঠাৎ ফুটে উঠেছিল।

"হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ছিলাম। তুমি যাও নি কেন ?"

চম্পার ঠোঁট কাঁপছিল। শরীর কাঁপছিল। একটা সূক্ষ্ম অনুভূতিতে ও যেন গলে-গলে যাচ্ছিল। চম্পা পঙ্কজের বুকে মাথা রেখে তার কথা শুনতে শুনতে পেশার সীমারেখা আবেশের ঘোরে পার হয়ে যাচ্ছিল। তখন নোটের খস খস শব্দ হচ্ছিল না। ঘরে সুগন্ধ ছিল। বাঁকা তালগাছের কথা চম্পার মনে পড়ল। ও খণ্ড আকাশের কথা ভাবল। তখন চম্পার মনে প্রান্তরের দৃশ্য খেলছিল। সে এখান থেকে চলে যাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছিল।

"আপনি যাবেন জানলে যেতাম," আজ চম্পা পঙ্কজের কাছ থেকে যেন প্রান্তরের আর একটা রহস্যময় দিন ভিক্ষা চাইছিল, "আবার কবে যাবেন ?"

পঙ্কজ হাসল। চম্পার স্বপ্ন গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিয়ে বলল, "আমি তোমার ঘরে আসব।"

চম্পার ঘোর কেটে গেল। ওর চোখে জল টলমল করছিল। অশ্রু সংবরণের ব্যাকুল প্রয়াসে জোর করে চম্পা সরে বসল। ওর শিথিল বেশবাস সংযত করল। নোটগুলো দেখল চম্পা। তখন আবার খস খস শব্দ হচ্ছিল। যন্ত্রণায় চম্পার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। পঙ্কজের বাঁধন ছাড়িয়ে উঠে এসে সে নোটগুলো হাতে তুলে নিল।

মুখ নামিয়ে চম্পা পঙ্কজকে বলল, "এগুলো ফিরিয়ে নিন !"

"না না, কেন ?"

"নিন !"

পঙ্কজ শুকনো গলায় বলল, "তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ ?"

কঠিন যন্ত্রণার এক-এক আঁচড় চম্পা সামলে নিচ্ছিল, "না," ও মাথা নেড়ে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল।

"তবে টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছ কেন ?"

"অনেক খাইয়েছেন, অনেক দিয়েছেন," চম্পার স্বর কাঁপছিল, "আর কিছু আমার দরকার নেই।"

"আমি তোমার অনেক সময় নষ্ট করেছি চম্পা। আর করব না। তুমি টাকা নাও। তোমার দরকার—"

অন্ধকার অতল সমুদ্রে তলিয়ে যেতে-যেতে একটা অবলম্বন চম্পা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পঙ্কজকে এখনও আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল, "না!"

"কিন্তু," বোকা পঙ্কজ চম্পার কথা শুনল না। মন বুঝল না। ও স্থূল ভাষায় বলল, "তাহলে আমি তোমার এখানে আসব কেমন করে!"

চম্পা প্রান্তরের আলোর আশায় আর চোখ তুলতে পারল না। পঙ্কজ তাকে অন্ধকারেই রেখে দিল—ডুবিয়ে দিল। চম্পা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বলল, "আসবেন না!"

কয়েক মুহূর্ত খাটেই বসে থাকল পঙ্কজ। ও চম্পার রূপ দেখছিল। দেহ দেখছিল। প্রসাধন দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যাচ্ছিল। বাইরের পৃথিবী তার মন থেকে মুছে যাচ্ছিল। পঙ্কজ সব বাধা অতিক্রম করে চম্পাকে বুকে তুলে নিতে চাচ্ছিল। তার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল। চম্পার সঙ্গে পঙ্কজ জীবন কাটাতে চাচ্ছিল।

খাট থেকে নেমে পঙ্কজ জোরে চম্পার হাত ঝাঁকিয়ে দিল। নামবার সময় পঙ্কজ দেখে নি, চম্পা দেখেছিল, গোলাপ কলির ওপর পঙ্কজের পা পড়েছিল—জুতোর ময়লায় ফুলের রং বদলে গিয়েছিল। পঙ্কজের বন্ধনে চম্পার হাত শিথিল হয়ে নোটগুলো মাটিতে পড়ল। উড়ে উড়ে খাটের নিচে, টেবিলের নিচে চলে গেল। কেউ দেখল না। খুঁজল না।

চম্পার দিকে না তাকিয়ে অনেক পরে পঙ্কজ বলল, "আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে—"

চম্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী খাবেন? চা? লেমনেড?"

"আমি মদ খাব। এখানে পাওয়া যায় না?"

দু-এক মিনিট চম্পা চুপ করে থাকল। তারপর সহজ স্বরে বলল, "না। বাইরে থেকে আনিয়ে দেব?"

"দাও," হঠাৎ পঙ্কজের খেয়াল হল তার কাছে আর টাকা নেই। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "না না, থাক। আমাকে এক গ্লাস জল দাও—"

"টাকার কথা ভাবছেন?" চম্পা হেসে বলল, "আমার অনেক টাকা। কী খাবেন, হুইস্কি? সঙ্গে আর কী?"

"থাক থাক চম্পা, আমি কিছু খাব না—" পঙ্কজের মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। ও

নিজের অবস্থা যেন ঠিক বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এখনও চম্পাকে ওর ভাল লাগছিল—আপনার মনে হচ্ছিল। পঙ্কজের চম্পার খাটে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

"আমার ঘরে প্রথম দিন খিদে তেষ্টা নিয়ে বসে থাকবেন—তা কী হয়। একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি সব আনিয়ে দিচ্ছি." চম্পা পঙ্কজের দেয়া নোট খাটের কিংবা টেবিলের তলায় খোঁজবার চেষ্টা করল না। আলমারি খুলে টাকা বের করে ও ঘরের বাইরে গেল।

পঙ্কজ সোজা হয়ে বসল। এখন একা ঘরে ওর অল্প অল্প ভয় লাগছিল। কিন্তু এখান থেকে উঠে চলে যাবার শক্তিও তার যেন ছিল না। সে চম্পার অপেক্ষা করছিল। পঙ্কজের ভয় লাগছিল কিন্তু এখানে বসে বসেই ওর মনে হচ্ছিল, আজ সে যেন সব পেয়ে গেছে। পঙ্কজ এই রাত ধরে রাখতে চাচ্ছিল।

অনেক খাবার নিয়ে চম্পা ফিরে এল। একটু পরে বাবুলাল কয়েকটা বোতল ঘরে রেখে গেল। একটা হুইস্কির বোতলও ছিল। চম্পা সব সাজিয়ে ছোট একটা টেবিল পঙ্কজের সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, "খান।"

"এত খাবার আনালে কেন চম্পা? এত কি খাওয়া যায়?"

চম্পা ম্লান হেসে বলল, "খান," হুইস্কির বোতল পঙ্কজ কিছু বলবার আগেই হাতে তুলে নিল চম্পা, "ঢেলে দেব?"

"দাও," পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু খাবে না?"

"আপনি খান না।"

"তুমি মদ খাও?"

চম্পা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না।"

পঙ্কজের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। ও থেকে-থেকে হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিচ্ছিল। আজ হুইস্কি খেতে পঙ্কজের আরও অনেক বেশি ভাল লাগছিল। আজ তার মনে কোন ঝাঁজ ছিল। তার শুধু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। পঙ্কজ দেখল না, চম্পার মুখে বিষাদের ছায়া পড়েছিল। সে আর কথা বলছিল না—পঙ্কজের মদ খাওয়া দেখছিল।

"আমার কাছে এসো চম্পা," পঙ্কজ হাত তুলে একটা ভঙ্গি করল, "এখানে এসো—কেন দূরে সরে আছ?"

"এই যে!"

"পরশু আমাকে তুমি খাওয়াতে চেয়েছিলে। আমি তোমাকে যা-তা কথা বলেছিলাম—তুমি খুব রাগ করেছিলে না?"

পঙ্কজের গায়ে হাত রেখে চম্পা বলল, "না না।"

"তবে কেন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে—কেন?"

"ছি ছি, ও কথা বলবেন না। আমাকে মাপ করুন!"

পঙ্কজ আবার নিজেই গেলাসে হুইস্কি ঢালল। সোডা মেশাল। কোন কারণ না থাকলেও অনেকক্ষণ হাসল, "আজ তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলেও আমি যাব না—"

চম্পার ত্রস্ত স্বর কাঁপল, "তাড়িয়ে দেবার কথা আর বলবেন না। আপনি যে দয়া করে আবার এসেছেন—অত তাড়াতাড়ি ওটা খাবেন না, মাথায় চড়ে যাবে—"

"আমি তোমাকে মাথায় রাখব চম্পা। আমি আজ তোমার এখানে থাকব—তাড়িয়ে দেবে?"

চম্পা ভয়ে ভয়ে বলল, "এখানে থাকতে আপনার খুব কষ্ট হবে। আর হুইস্কি খাবেন না—"

"কেন?" পঙ্কজ জোরে কথা বলল, "আমার বাবা হুইস্কি খায়। বোন খায়। বোনের বন্ধুরা খায়—আমিই শুধু এতদিন খাই নি। কেন খাই নি তুমি জান চম্পা?"

চম্পা পঙ্কজের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আস্তে বলল, "কেন?"

"আমার কেউ ছিল না—আমার জীবনে কোন আনন্দ ছিল না," গেলাসে চুমুক দিয়ে পঙ্কজ বলল, "আজ তুমি আছ—সব আছে। কেন খাব না! আজ আরও বেশি করে খাব। আরে, বাঃ, তুমি কিছু খাচ্ছ না কেন? না না, হুইস্কি না। এই যে, এসব খাও, এসো," পঙ্কজ চম্পার মুখের কাছে কাটলেটের প্লেট তুলে ধরে বলল, "খাইয়ে দেব?"

"যাঃ!"

"আমাদের বাড়িতে যখন যাবে," পঙ্কজের স্বর জড়িয়ে যাচ্ছিল, "কবে যাবে? এখন যাবে? না না, আমি আজ এখানে থাকব। আজ কত তারিখ? কী মাস? আজ আমাদের বিয়ের দিন—চম্পা, আমি তোমাকে বিয়ে করব।"

চম্পা বুঝতে পারছিল পঙ্কজের নেশা হয়েছে। কিন্তু নেশার ঘোরে তার বলা কথা শুনতে চম্পার ভাল লাগছিল। সে হাসছিল। আর হাসতে হাসতে হঠাৎ তার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কাল পঙ্কজ চলে যাবে। কাল এই নেশার ঝোঁকে বলা কথা বাসি হয়ে যাবে। পঙ্কজের মদ খাওয়া দেখতে চম্পার কষ্ট হচ্ছিল।

"হাসছ কেন চম্পা? ভাবছ আমি মাতাল হয়েছি? না। আমি ঠিক বলছি—সত্যি বলছি। আমি তোমাকে বিয়ে করব—"

চম্পা পঙ্কজের পিঠে মাথা রেখে বলল, "ভয় করবে না?"

"ভয়? কাকে?"

"মানুষকে।"

"দূর! আমি কাউকে ভয় করি না। আমি তোমাকে ভালবাসি—সেই কবে বলেছিলাম—ভুলে গেলে?"

অনেকদিন আগে নয়, চম্পা ভাবল, পঙ্কজ তাকে পরশু সন্ধ্যায় ভালবাসার কথা বলেছিল। কিন্তু সেদিন আর আজ! সেদিন পঙ্কজের সামনে বোতল ছিল না। গেলাস ছিল না। সেদিন নেশার ঝোঁকে হঠাৎ নয়, পঙ্কজ তাকে মনে মনে গ্রহণ করে বলেছিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" তখন পঙ্কজের কথা বিশ্বাস করেছিল চম্পা। এখন তার কান মাতালের কথা শুনছিল কিন্তু মন ধরে রাখতে পারছিল না। বিশ্বাস শিথিল হয়ে আসছিল।

পঙ্কজ বলে যাচ্ছিল, বলতে-বলতে থামছিল, চম্পাকে দেখতে-দেখতে কী ভাবছিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি—ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যাব। বুঝলে? চম্পা কথা বল?"

চম্পার ক্ষীণ স্বর বাজল, "বুঝেছি।"

"আমি তাই তোমার কাছে আজ এসেছিলাম। তোমাকে আমার সঙ্গে আজই নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম—" পঙ্কজ হো-হো করে হাসল, "কিন্তু আজও তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিলে—আমার কাছে টাকা চাইলে—আমাকে সব ভুলিয়ে দিলে—"

পঙ্কজের কথা চম্পা শুনতে পারছিল না, "আর খাবেন না—"

"কেন? না না, আমি মাতাল হই নি। বিশ্বাস কর—আমি তোমাকে সত্যি বিয়ে করব—সত্যি। কবে তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

চম্পা মুখ ফিরিয়ে বলল, "যেদিন বলবেন।"

মনে মনে কী হিসেব করে একটু পরে পঙ্কজ বলল, "শনিবার। রাজী? আমি শনিবার তোমাকে বিয়ে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব, হা-হা-হা—না না, তোমার কোন লজ্জা নেই, ভয় নেই—আমি সব ভেবে রেখেছি—"

কোন কৌতূহল না থাকলেও চম্পা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী ভেবে রেখেছেন?"

"শুনবে?" পঙ্কজ ভিজে ঠোঁটে গেলাস ঠেকিয়ে বলল, "তুমি এখানকার

মেয়ে না। তুমি, এই ধর, এলাহাবাদের মেয়ে। তোমার মা নেই। বাবা নেই। কেউ নেই। শুনছ?"

চম্পা কথা বলল না। মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ।"

"তোমার এক মামা—আপন না—এলাহাবাদে তোমাকে মানুষ করেছেন। তুমি লেখাপড়া করেছ চম্পা?"

"কিছু-কিছু করেছি।"

"ব্যস!" পঙ্কজ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল, "কেউ কিছু জানতে পারবে না—বুঝতে পারবে না। শনিবার! আরে, এত কম ফুল কেন? আরও অনেক ফুল চাই। চল এখুনি আমরা নিউ মার্কেট থেকে ফুল কিনে আনি—"

চম্পা পঙ্কজের হাত ধরে আবার বলল, "আর খাবেন না—"

"ফুল চাই—অনেক ফুল। আজ আমাদের ফুলশয্যা! ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—"

চম্পার শরীর কাঁপছিল। ও কথা বলল না। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। একটু পরে বোতল সরিয়ে নিল। গেলাস সরিয়ে নিল। পঙ্কজ বাধা দিল। চম্পা তার কথা আর শুনল না। তাকে ঘুমিয়ে পড়বার জন্যে অনুনয় করল। চম্পা পঙ্কজকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই আলো নিভিয়ে দিল।

"অন্ধকার," পঙ্কজ চিৎকার করল, 'চম্পা, তুমি কোথায়!"

"আমি আছি।"

পঙ্কজ শুয়ে-শুয়ে তখনও আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। কিন্তু চম্পা মাতালের কথা আর শুনছিল না। তার শুনতে ভাল লাগছিল না। অন্ধকারে খাটের একদিকে জড়োসড়ো হয়ে সে বসেছিল। এখন পঙ্কজকে স্পর্শ করতে তার ইচ্ছে করছিল না। অন্ধকারে বসে থাকতে-থাকতে চম্পার চোখের পাতা জলে ভারী হয়ে উঠল। তারর খিদে ছিল না। ঘুমও আসছিল না। চম্পা কাঁদছিল। তাই ঘরে বসে তার আলোর মানুষ ঘোষসাহেব হয়ে যাচ্ছিল বলে চম্পা পঙ্কজের জন্যে আবার কাঁদছিল।

যখন প্রথম পাখি ডাকল, খুব ভোরে, এ বাড়ির একটি মেয়েও যখন জাগে নি, জাগবার কথাও নয় তখন চম্পা কোন শব্দ না করে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এল। পঙ্কজ ঘুমচ্ছিল। দূর থেকে ওর দিকে চম্পা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পঙ্কজ এখন জাগবে না। ওর ঘুম ভাঙবে দেরিতে—অনেক দেরিতে। ততক্ষণে স্নান সেরে নেবে চম্পা। পঙ্কজের চায়ের ব্যবস্থা করে রাখবে।

বাইরে এসে চম্পা খোলা বারান্দায় দাঁড়াল। রাস্তা দেখল। মানুষ নেই। দোকানগুলোও বন্ধ। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া চম্পার ভাল লাগছিল। যখন পঙ্কজের ঘুম ভাঙবে তখন কড়া রোদ উঠবে। হাওয়া গরম হবে। আর কাল রাতে চম্পাকে বলা পঙ্কজের সব কথা পুড়ে-পুড়ে যাবে। সে আবার সন্ধ্যায় তার ঘরে আসবে। মাতাল হবে। আবার সে-সব কথা পঙ্কজ তাকে শোনাবে।

বারান্দা থেকে চম্পা সরে গেল। এই প্রথম এত ভোরে সে স্নান সেরে নিল। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় তার শরীর কনকন করছিল কিন্তু সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গায়ে জল ঢালতে চম্পার ভাল লাগছিল। আর তখন তার ঘুম পাচ্ছিল। ঘুমন্ত পঙ্কজকে দেখতে ইচ্ছে করছিল।

অনেক পরে তার ঘরে আবার যখন পঙ্কজকে দেখল চম্পা তখনও সে ঘুমচ্ছে। চম্পা আয়নার সামনে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াল। একটা লাল টিপ পড়ল। ইচ্ছে করেই ও এখন সাদা শাড়ি পরেছিল। বাইরে রোদ উঠল। চম্পা পঙ্কজের মাথার কাছে জানলা খুলে ভাল করে পর্দা টেনে দিল। কিন্তু ঘরে বাইরের তাজা আলো এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজ চোখ খুলল।

চোখ খুলে পঙ্কজ চম্পার ঘরে রাত্রে থাকবার কথা ভুলে গিয়েছিল। পাশ ফিরে জড়ানো স্বরে বলল, "কাবেরী, আমি এখন উঠতে পারব না। চা খাব না। আমাকে বিরক্ত করিস না—"

পঙ্কজের কাছে এসে চম্পা বলল, "কী বলছেন? আমি চম্পা। এখন চিনতে পারেন?"

পঙ্কজ চম্পাকে দেখল। তন্দ্রার ঘোর কাটিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। আরও ভাল করে চম্পাকে অনেকক্ষণ দেখল। আর তখন কাল রাতের কথা মনে পড়ল পঙ্কজের। সে স্থির হয়ে খাটে বসে থাকতে পারল না।

"কটা বেজেছে?"

"মোটে ছ'টা। আর ঘুমবেন না?"

"না না, আমাকে এখুনি যেতে হবে।"

"যাবেন?" একটু ইতস্তত করে চম্পা বলল, "চা না খেয়েই যাবেন?" চম্পা জানত পঙ্কজ চা খাবে না। আর এক মুহূর্ত থাকবে না তার ঘরে। এখন আলো হয়েছে। দিনের আলোয় সে আর চম্পাকে চিনতে পারবে না।

কিন্তু পঙ্কজ প্রথম প্রথম যেমন হাসত চৌরঙ্গীর আলোয় আর ময়দানের পাতলা অন্ধকারে তেমন করে আজ এখানেও হাসল, "চা ? এখন থাক। কাল হঠাৎ চলে এসেছিলাম," চম্পার চিরুনী হাতে তুলে নিয়ে ও বলল, "কাবেরীকে গিয়ে কী বলব তাই ভাবছি।"

"কাবেরী কে ?" আর কিছু জানবার প্রয়োজন না থাকলেও চম্পা জিজ্ঞেস করল।

"আমার আর এক বোন," পঙ্কজ আয়নায় চম্পার প্রতিবিম্ব দেখছিল। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হচ্ছিল, "চম্পা, আমি শনিবার দুপুরে আসব—সেদিন তোমাকে নিয়ে যাব।"

সব বুঝলেও চম্পা আবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ?" একটা মধুর আবেশে চম্পার চোখ বুজে আসছিল।

পঙ্কজ হেসে চম্পার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, "কাল আমি মাতাল হই নি—যা বলেছিলাম সব মনে আছে।"

"না না, তা হয় না—"

"কী হয় না ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে না ?"

"কিন্তু আপনি যে একঘরে হবেন—"

পঙ্কজ চিরুনী ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখে চম্পার সামনে এসে দাঁড়াল। তার কপালে আঙুল ছোঁয়াল। গালে হাত দিল। তার চোখে চোখ রেখে বলল, "তোমার সঙ্গে একঘরে জীবন কাটাতে পারলে আমি আর কিছু চাই না চম্পা।"

পঙ্কজের ছোঁয়ায় চম্পার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। এখন পঙ্কজের কথা সে বিশ্বাস করছিল। তার বুক কাঁপছিল। যে-জগতের স্বপ্ন চম্পা দেখেছিল, যে-জগৎ তাকে ডাকছিল—এখন যখন সেখানে যাবার সময় এল তখন পঙ্কজের কথা ভেবেই চম্পার মন উত্তাল হচ্ছিল।

পঙ্কজকে অনুসরণ করে অন্য লোকে উত্তীর্ণ হওয়ার ব্যাকুল ইচ্ছা দমন করবার কঠিন প্রয়াস করল চম্পা, "লোকে যখন সব কথা শুনবে, সব জানবে তখন আপনি আমাকে নিয়ে কোথাও থাকতে পারবেন না। আপনার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে," দেয়ালে একটা হাত রেখে চম্পা মুখ ঘুরিয়ে নিল।

জীবনে প্রথম অসাধ্য সাধনের সুযোগ পেয়ে পঙ্কজের পৌরুষ জেগে উঠল।

দুঃসাহসী হয়ে সে বলল, "তুমি ছাড়া আর সব মিথ্যা। শনিবার থেকে তুমি আর আমি এক সঙ্গে থাকব।"

আর একবার পঙ্কজের মুখ থেকে নতুন দিনের কথা শোনবার ইচ্ছে হচ্ছিল বলে মুখ তুলে মৃদুস্বরে চম্পা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় থাকব?"

"আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে।"

"আমার ভয় করবে।"

"আমি তোমার ভয় ভেঙে দেব," একটু থেমে মেঝেতে জুতোর শব্দ করে পঙ্কজ বলল, "আমার সব ভয় তুমি ভেঙে দিয়েছ—এবার আমিও সব ভেঙে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। তুমি তৈরি হয়ে থেক।"

"আমি তৈরি," চম্পা আস্তে, এত আস্তে কথা বলল, পঙ্কজ শুনতে পেল না। সে চম্পার খাট দেখল। ড্রেসিং টেবিল দেখল। ঘরের আর সব জিনিস চোখ বুলিয়ে-বুলিয়ে সে যখন দেখছিল তখন চম্পা আবার কথা বলল, "এসব এখানেই ফেলে রেখে যাব।"

"যেও। আমি তোমাকে সব নতুন জিনিস কিনে দেব।"

চম্পার মুখে খুশীর আভা জ্বলছিল, "আমার কিছু দরকার নেই। আমার যা টাকা আছে আর গয়না—আমি ওই স্যুটকেসে ভরে নিয়ে যাব।"

পঙ্কজ হেসে বলল, "যদি খুন করি চম্পা?"

"নিজেই তো খুন হলেন।"

রোদ কড়া হচ্ছিল। দূরে-দূরে মানুষের ঘুম ভাঙছিল। বাতাসে জাগার রেশ কাঁপছিল। পঙ্কজ চলে গেল। তাকে দেখবার জন্যে আবার বারান্দায় দাঁড়াল চম্পা। পঙ্কজ বারবার ফিরে-ফিরে দেখছিল। আজ ভোরের আলোয় তাকে অনেক দূর অবধি দেখা যাচ্ছিল।

চম্পা হাসছিল।

॥ চোদ্দ ॥

যে কথা আজ অল্প আগে চম্পার ঘরে বসে বলেছিল পঙ্কজ, তার সঙ্গে জীবন কাটাবার কথা—তখন ভোরের নরম আলো ছিল, রোদ ছিল না। তখন পঙ্কজের মনে হয়েছিল সে যে কথা বলল চম্পাকে তা শুধু একমাত্র সে-ই শুনল—আর কেউ শুনল না। তখন অনেক মানুষ ঘুমিয়েছিল।

এখন, নিজের বাড়ির কাছাকাছি এসে পঙ্কজ আস্তে আস্তে হাঁটতে

লাগল। ও কোনদিকে দেখছিল না। মাথা নিচু করে হাঁটছিল। এখন ওর অনেক মানুষের কথা মনে পড়ছিল। একটা গোটা রাত বাইরে কাটিয়ে বাড়িতে ঢুকতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। এক-একবার ওর মনে হচ্ছিল কাল ও সুস্থ স্বাভাবিক ছিল না—সম্মোহিত হয়েছিল। আর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গড়িয়ে-গড়িয়ে অনেক নিচে কাদায় পড়ে গিয়েছিল। এখনও ওর গায়ে যেন কাদা লেগে আছে।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে অপরিষ্কার ভিজে-ভিজে রুমাল বের করে পঙ্কজ অনেকক্ষণ মুখে ঘষল। ওর গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছিল। কাবেরী আশালতা আর যোগরঞ্জনের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা করছিল। সে দেখছিল তার সার্ট ময়লা হয়ে গেছে। প্যাণ্ট টান-টান নেই। আর নিজের চেহারা দেখতে না পেলেও সে বুঝতে পারছিল এখন তার মুখ অপরিচ্ছন্ন। পঙ্কজ ঠিক করতে পারছিল না, কেউ তাকে কাল রাতের কথা জিজ্ঞেস করলে সে কী বলবে।

এখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল পঙ্কজ। কাল রাতটাকে ও একেবারে ভুলে যেতে চাচ্ছিল। এই অধঃপতনের কথা মুছে ফেলতে না পারার যন্ত্রণায় ওর মাথা আরও টনটন করছিল—চোখ কটকট করছিল। সব মানুষকে, যাদের ও চেনে আর যাদের চেনে না—পঙ্কজের ভয় লাগছিল। একদিন—যদি সে শনিবারে চম্পাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসে, কোন মানুষ তাকে চিনে ফেলবেই। আর তখন—আজ যা ভাবছে পঙ্কজ, যে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিয়ে দুঃসাহসী হয়ে উঠছে—তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। তার ঘরের মানুষরা তাকে আরও করুণা করবে, আরও অবহেলা করবে। আর বাইরের বন্ধুরা তার সামনে কিছু বলবার সুযোগ না পেলেও, দূর থেকে তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকবে। একটা কঠিন দ্বিধা পঙ্কজকে যেন এই মুহূর্তেই ভীরু করে তুলল। তার পা কাঁপছিল।

তখন যোগরঞ্জন থলি হাতে বাজারে বেরুচ্ছিল। পঙ্কজকে সামনে দেখে থমকে দাঁড়াল। তার পা থেকে মাথা অবধি দেখতে-দেখতে বলল, "কাল কোথায় ছিলে?"

যোগরঞ্জনের দৃষ্টি পঙ্কজের ভাল লাগছিল না। তার চোখে স্পষ্ট সন্দেহ ফুটে উঠেছিল। পঙ্কজ আর একবার মুখে রুমাল বুলিয়ে বলল, "কাল! আমি শ্রীরামপুর গিয়েছিলাম।"

"হুঁ!" তার কথা যোগরঞ্জন বিশ্বাস করল না।

পঙ্কজ তা বুঝতে পেরে কাল রাতের কালি জোর করে মুছে ফেলবার জন্যে বলল, "আমার অফিসের এক বন্ধুর ছেলের টাইফায়েড হয়েছে। আমি তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

যোগরঞ্জন বলল, "পরের সেবা করে বেড়াচ্ছ? ভাল, ভাল—"

আশালতাও সেই এক কথা, চোখে একই দৃষ্টি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ছিলি কাল?"

পঙ্কজ যোগরঞ্জনকে যা বলেছিল, আশালতাকেও তা-ই বলল। আশালতা তার কথা বিশ্বাস করল কি-না তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে পঙ্কজ আর সেখানে দাঁড়াল না। সে নিজের ঘরে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘরে ঢোকবার আগেই কাবেরী তার সামনে এল।

কাবেরী পঙ্কজকে ফিরে পাওয়ার উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল, "কী কাণ্ড কর দাদা; কাল বাড়ি ফিরলে না কেন? ভাবনায়-ভাবনায় সারারাত আমার ঘুম হয় নি—"

বাড়িতে ঢোকবার পর পঙ্কজ প্রথম হাসল। কাবেরীর চোখে সন্দেহ কি অবহেলা ছিল না। ওর স্বরে ব্যাকুলতা ছিল। পঙ্কজ ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, "এই তিনবার একই প্রশ্ন শুনলাম—আমি কোথায় ছিলাম," একটু থেমে সে কাবেরীকে জিজ্ঞেস করল, "বল তো কোথায় ছিলাম?"

"যেখানে খুশি থাক, টেলিফোন করে আমাকে জানাতে পার নি?"

"বাড়ির সকলে যে আমার জন্যে এত ভাবনা করে তা কে জানত! এবার থেকে ঠিক জানাব।"

"আগে থেকে বলে যেও—তোমাদের জন্যে আমার দেখছি কিছুতেই ভাল রেজাল্ট করা হবে না—"

এখন বেশিক্ষণ কাবেরীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিল না পঙ্কজের। যদি সে তার মুখে হঠাৎ আবার উগ্র গন্ধ পায়, যদি বুঝে নেয় যে সে কাল কোথায় ছিল—কিন্তু কাবেরীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতেই পঙ্কজের সব ভীতি আবার ভেঙে যাচ্ছিল। তার চম্পাকে মনে পড়ছিল।

"কোথায় ছিলে দাদা?"

কাবেরীকে সব কথা পঙ্কজ বলতে চাচ্ছিল। তার ম্লান ক্লান্তিকর জীবন—এখন নতুন কথা মনে হল পঙ্কজের—সে অন্য রকম করে তোলবার নেশায় চঞ্চল হচ্ছিল। চম্পার পরিচয় গোপন করে সে তাকে তার চেনাজানা সব

মানুষের সামনে টেনে এনে কৃতিত্বের দাবী করতে চাচ্ছিল। পঙ্কজ চম্পাকে কামনা করছিল।

"কাবেরী একবার আমার ঘরে আসবি?

"কেন? চা খাবে না?"

"ওসব পরে হবে, তুই আয় না—আচ্ছা, আমার চা-টা এ ঘরেই নিয়ে আয়," পঙ্কজ হেসে বলল, "একটা মজার, খুব মজার গল্প বলব তোকে—" তার মনে অনেক কথা জমা হচ্ছিল—অনেক ভাবনা কাঁপছিল। পঙ্কজ মন খোলবার জন্যে একটা মানুষ খুঁজছিল। চম্পাকে সে ভুলতে পারছিল না।

"কী মজার গল্প?" কাবেরী বলল, "আগে বল?"

"একজনের কথা তোকে বলব—একজন মেয়ে—আমি বিয়ে করেছি কাবেরী—" পঙ্কজ হঠাৎ এত স্পষ্ট করে বলতে চায় নি। কিন্তু ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ও ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। ওর মনে হল, এখন কাবেরীকে কিছু না বললেই হত।

কাবেরী অবাক হয়ে পঙ্কজকে দেখল। তার কথা বিশ্বাস করল না। কড়া স্বরে বলল, "আজেবাজে কথা বলে আমার পড়া সকাল বেলা নষ্ট করছ কেন?"

"বিশ্বাস করছিস না?"

"যাঃ—"

"সত্যি। মেয়ের নাম চম্পা ঘোষ।"

"তার কথা আমাকে কোনদিনও তো বল নি?"

"তুই আমার চেয়ে অনেক ছোট—তোর পড়াশুনো আছে। তাছাড়া এতদিন বলবার মতো কিছু ছিল না। নন্দিনী একদিন রেস্তোরাঁয় চম্পাকে আমার সঙ্গে দেখেছিল—"

কাবেরী উচ্ছ্বাস দমন করবার চেষ্টা করছিল, "বিয়ে হয়ে গেছে নাকি?"

"হ্যাঁ," পঙ্কজ সতর্ক হয়ে বলল, "রেজিস্ট্রেসন হয়ে গেছে।"

"কবে?"

"কাল। চম্পা এলাহাবাদের মানুষ। এখানে হঠাৎ—"

কাবেরীর অনেক কথা জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু পঙ্কজকে জিজ্ঞেস করতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। সে ভাবল, পরে চম্পার কাছ থেকে সব কথা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জেনে নেবে। কাবেরী জিজ্ঞেস করল, "বৌদিকে আনবে না?"

"শনিবারে আনব।"

"মা-বাবা জানে ?"

"আমি তোকে ছাড়া কাউকে কোন কথা বলি না—" পঙ্কজের শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল।

কাবেরী বলল, "আমি বলব মা-বাবাকে ?"

"বলিস," একটা ক্লান্ত ভঙ্গি করল পঙ্কজ। ওর ঘুম পাচ্ছিল, "আমার জন্যে আগে শুধু এক কাপ চা এখানে নিয়ে আয়—"

কাবেরী চলে যাবার পর পঙ্কজ জুতো-মোজা খুলল। কাপড় বদলাল। মুখ ধুয়ে নিল। মুখ ধুতে-ধুতে আশালতার গলা শুনল। নন্দিনীর হাসি শুনল। কেন হাসল নন্দিনী, পঙ্কজ বুঝতে পারল না, ওর মনে হল, তার বিয়ের কথা শুনেই তাকে বিদ্রূপ করছে নন্দিনী। পঙ্কজ ঘরে এসে খাটে শুয়ে পড়ল।

পাখা চলছিল। বাইরে থেকেও হাওয়া আসছিল। পঙ্কজের ঘুম পাচ্ছিল কিন্তু ও ঘুমতে পারছিল না। এত আগে কাবেরীকে কিছু না বললেই হত। শনিবারের এখনো অনেক দেরি। পঙ্কজ ছটফট করছিল। আর তখন স্লিপারের শব্দ করতে-করতে আশালতা সেখানে এল।

"কাবেরী যা বলল তা সত্যি ?"

"হ্যাঁ।"

আশালতা খুশী হল না। পঙ্কজ জানত কেউ খুশী হবে না। আশালতার মুখ থমথম করছিল, "কাকে হঠাৎ বিয়ে করে বসলি ?"

"আমি কাবেরীকে সব বলেছি।"

"আঃ, শুধু বিয়ের কথা শুনিয়ে দিলেই তো হবে না—"

পঙ্কজ শুকনো হেসে বলল, "খরচের কথা বলছ তো ? আমি সব ব্যবস্থা করব।"

"শনিবার বউ আনবি বলছিস—একটা কিছু তো করা দরকার। নন্দিনী এক পয়সাও দেবে না।"

পঙ্কজ অপ্রসন্ন হয়ে বলল, "বিয়ে যখন আমিই করেছি তখন যা করবার আমিই করব। তোমাদের কিছু ভাববার নেই।"

আশালতা নিশ্বাস ফেলে বলল, "না ভেবে কী করি বল। তুই আর কী করবি !"

"কিছুদিন হল আমার মাইনে বেড়েছে।"

"যতই বাড়ুক, একজন বাইরের মেয়েকে এনে," আশালতা যেন অন্ধকার হাতড়াতে-হাতড়াতে বলল, "দু-একজনকে তো বলতে হবে। একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—"

পঙ্কজ রূঢ়স্বরে বলল, "ওসব কিছু তোমাদের করবার দরকার নেই। যা করবার পরে আমরাই করব," আশালতাকে আশ্বাস দেবার জন্যে সে বলল, "চম্পার অনেক টাকা।"

আশালতা পঙ্কজের কথা বিশ্বাস না করে বলল, "অনেক টাকা থাকলে কেউ হঠাৎ এমন করে বিয়ে করে ?"

পঙ্কজের কথা তেতো-তেতো হয়ে গেল, "এলেই দেখতে পাবে টাকা আছে কি না।"

আশালতা হতাশায় বিবর্ণ হয়ে বলল, "আমি আর কী দেখব! তোরাই দেখিস। তবে এখন বিয়েটা না করলেই পারতিস—"

ভারী পা ফেলে-ফেলে আশালতা অন্যদিকে গেল। আর একটু পরেই যোগরঞ্জন বাজার থেকে ফিরে আসবে। আজ ছুটির দিন না। এখন আশালতার অনেক কাজ। কিন্তু কাজে মন বসছিল না আশালতার। একজন বাইরের মেয়েকে তার এ সংসার দেখাবার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না।

আশালতা ঘর থেকে চলে গেল আর তখন পঙ্কজের মুখ, ও আয়নায় দেখল, রুক্ষ হিংস্র হয়ে উঠল। ও মনে মনে আবার চম্পার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করল। একবার ভাবল, এই বাড়ি যেখানে চম্পার কোন অভ্যর্থনা নেই, সেখানে সে তাকে আনবে না। অন্য কোথাও, একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে একটা নতুন সংসার সাজাবে।

কিন্তু আরও একটা কথা মনে হচ্ছিল পঙ্কজের—তার অহঙ্কার তাকে এখানেই ধরে রাখতে চাচ্ছিল। ওরা চম্পাকে দেখুক। তার রূপের আভায় ওদের চোখ ঝলসে যাক। চম্পার প্রেম দিয়ে পঙ্কজ এ বাড়িতে তার স্বীকৃতি না পাওয়ার জ্বালা জুড়তে চাচ্ছিল। সে এদের অবহেলা করতে চাচ্ছিল।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে মিষ্টি হেসে কাবেরী পঙ্কজের কাছে এসে দাঁড়াল, "শনিবারের অনেক দেরি। এখন থেকেই কী এত ভাবছ দাদা ?"

"ভাবছি একটা আলাদা ফ্ল্যাট নিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হত।"

"বৌ-ভাত করবে ?"

"ওসব কিছু হবে না।"

"কেন ?"

"না। ওসব কেউ চায় না। আমিও চাই না।"

কাবেরী পঙ্কজের আরও কাছে সরে এল। মুখ ফিরিয়ে বাইরে তাকিয়ে আস্তে বলল, "মা-বাবার কথা শুনে কেন তুমি বারবার মন খারাপ কর দাদা?"

পঙ্কজ চায়ের কাপ মুখে তোলবার কথা ভুলে গিয়েছিল। বোবা দৃষ্টিতে ও বাইরে তাকিয়ে ছিল। এখন তার চোখে আর ঘুমও ছিল না। তার চম্পার কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। তার চম্পার কাছ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।

কাবেরী আবার কথা বলল, "আমি সুন্দর করে তোমার ঘর সাজিয়ে দেব—"

"কেন?"

"বৌদিকে এনে এই অগোছাল ঘরে তুলবে নাকি?"

পঙ্কজ আস্তে আস্তে চা খাচ্ছিল। এখন হাসল। কাবেরীকে ওর আরও অনেক ভাল লাগছিল, "আজ আমি অফিস যাব না। বিকেলে আমার সঙ্গে একবার বেরুতে পারবি?"

"কোথায়? বৌদিকে দেখাবে?"

"না। তোকে নিয়ে ফার্নিচারের দোকানে যাব।"

"আর কিছু কিনবে না?"

"পরে। এখন না। আমি এখন একটু ঘুমব। তুই পড়তে যা। আমি ঠিক চারটের সময় তোকে নিয়ে বেরুব।"

পঙ্কজ শুয়ে-শুয়ে জোরে-জোরে কপালে হাত ঘষতে লাগল। ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে তার একা থাকবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কাবেরী চলে গেছে। পঙ্কজ উঠতে পারল না। একটা আলস্যে জোরে মাথার বালিশ চেপে ধরল। তাজা রোদের দিকেও তাকাতে পারছিল না।

খুব জোরে পাখা চলছিল। খটাং করে হঠাৎ একটা শব্দ হল। একটা চড়ুই পাখি আছড়ে পড়ল দরজার কাছে। পাখিটা পড়েই থাকল। অনেকক্ষণ উড়ল না। খাট থেকে নেমে ঝুঁকে পড়ে পাখি দেখল পঙ্কজ। পাখির ঠোঁট অল্প ফাঁক হয়ে ছিল। একটু একটু নড়ছিল। তার গায়ে পঙ্কজ ঠাণ্ডা জলের ছিটে দিল। পাখির মাথা একদিকে হেলে পড়ল—খোলা চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল। তখন পঙ্কজ মরা পাখি রাস্তায় ছুঁড়ে দিল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাখা দেখল পঙ্কজ। রাস্তা দেখল। ছোট পাখির জন্যে ওর মন কাঁদছিল।

॥ পনরো ॥

কড়া রোদ ঝলসাচ্ছিল। বাইরে একটা ছায়া-ছায়া জায়গায় চম্পা দাঁড়িয়েছিল। এক একবার তার মনে হচ্ছিল, এখনও সময় আছে—আবার ওর পুরনো ঘরে ফিরে যাওয়া যায়। পঙ্কজ আসবার আগে-আগে, যদিও তার মন বলছিল, সে আসবেই কখনো কখনো চম্পার শঙ্কা জাগছিল। নির্জন ছায়ায় দাঁড়িয়ে সে ভগবানকে ডাকছিল।

পাড়াটা নিঃঝুম হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির ভেতর মেয়েরা ঘুমচ্ছিল। শুধু চম্পার চোখে আজ প্রখর রৌদ্র-তেজেও জাগার আনন্দ খেলছিল। পুরনো ঘর ভেঙে চলে যাচ্ছিল বলে তার মন কোমল হয়ে উঠেছিল কিন্তু মুখ আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

একটা কাক কা-কা করছিল। এখন কাকের ডাক চম্পার ভাল লাগল না। সে নিচু হয়ে ছোট একটা পাথরের টুকরো তুলে তাকে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল তখন গাড়ির ঝকঝক আওয়াজ হল। আর তার পরেই পঙ্কজের ট্যাক্সি তার সামনে থামল।

পঙ্কজ নামল না। কোনদিকে দেখল না। ক্ষিপ্র হাতে ট্যাক্সির দরজা খুলে শুধু বলল, "এসো।"

পঙ্কজের মুখে ভাবনার রেখা ছিল। মনে ভয় ছিল। সে বারবার রাস্তা দেখছিল। সব মানুষের দৃষ্টি থেকে চম্পাকে আড়াল করে রাখতে চাচ্ছিল। সে কথা বলছিল না।

চম্পা মুখ নামিয়ে ছিল। একটা ছোট ভীরু পাখির মতো তার বুক দুপ দুপ করছিল। যে মানুষ তার পাশে বসে আছে, তাকে বেচা-কেনার গণ্ডি থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, চম্পা তাকে সব দিতে চাচ্ছিল।

পরে, অনেক পরে পঙ্কজ চম্পার কানের কাছে মুখ এনে খুব ভয়ে ভয়ে কথা বলল, "এখন বাড়ি যাব না। অন্ধকার হলে যাব।"

চম্পা মুখ তুলল না। আস্তে জিজ্ঞেস করল, "এখন কোথায় যাবেন?"

পঙ্কজ চম্পাকে দেখতে-দেখতে মুগ্ধ হয়ে বলল, "মা বাবা আর কাবেরীকে মিথ্যা কথা বলেছি।"

"কী বলেছেন?"

"বলেছি আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।"

নিবিড় পুলক অনুভব করল চম্পা। লজ্জার শিহরে মুখ বন্ধ করল। কিন্তু চম্পা বলতে চাচ্ছিল, "তোমার অনেক দয়া!"

"আমি এখন তোমাকে কালীঘাটে নিয়ে যাচ্ছি," কয়েক মুহূর্তে অনেক বাধা মনে মনে পার হয়ে গেল পঙ্কজ, "আজ সেখানেই বিয়ে হবে। তারপর তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে।"

চম্পার মনে পঙ্কজের কথা গাঁথা হয়ে যাচ্ছিল। সে তার অতীত আনন্দের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আরও দূরে ঠেলে দিচ্ছিল। আর হাওয়ার ঝাপটায় ঘন আবেগে তার বুক ঠেলে কান্নার তোড় আসছিল। চম্পা পঙ্কজের জন্যে মরে যেতে চাচ্ছিল।

"তুমি এ বিয়ের কথা কাউকে বল না," পঙ্কজ মিথ্যা কথা শেখাল চম্পাকে। কাবেরীকে যা বলেছিল তাকেও তা বলতে বলল, "চম্পা, তুমি এলাহাবাদের মেয়ে! তোমার মা বাবা কেউ নেই। মামার সঙ্গে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলে। এক বর্ষার সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়—বুঝেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার মামার এ বিয়েতে মত ছিল না। তিনি রেগে এলাহাবাদে ফিরে গেছেন। মামার নাম—" কোন নাম হঠাৎ মনে করতে না পেরে পঙ্কজ বলল, "যা-হয় একটা নাম বলে দিও।"

কিন্তু তখন কোন নাম খুঁজছিল না চম্পা। সে নিজের জন্ম-রহস্যের জন্যে বেদনা অনুভব করছিল। আত্মীয়তার সূত্র ধরে একটা মানুষের কাছেও মনে মনে পৌঁছতে পারছিল না বলে পঙ্কজের পাশে বসে থাকতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল। উজ্জ্বল মুখ ম্লান হয়ে আসছিল।

পঙ্কজ বলল, "তুমি মামার সঙ্গে যে হোটেলে উঠেছিলে—মামা চলে যাবার পরও সেখানেই ছিলে—বুঝলে?"

স্তিমিত গলায় চম্পা বলল, "আমি কখনো এলাহাবাদে যাই নি—"

"আমি তা জানি," পঙ্কজ চম্পাকে সতর্ক করে দিল, "খুব কম কথা বলবে। কেউ কিছু না জিজ্ঞেস করলে, আগে থেকে এসব বল না। সাবধান!"

পঙ্কজের বুকে চম্পা মুখ লুকোতে চাচ্ছিল। এখন দিনের আলো সে সহ্য করতে পারছিল না? পঙ্কজ যেমন শিখিয়ে দিল তেমন করে মিথ্যা সাজিয়ে-সাজিয়ে নিজের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে চম্পার দ্বিধা হচ্ছিল। এই মুহূর্তে

মিথ্যার আশ্রয় নিতে তার মনের সায় ছিল না। কিন্তু সে পঙ্কজকে—তার প্রেমকে হৃদয় দিয়ে লালন করতে চাচ্ছিল বলে নিবিড় ব্যথায় মুখ লুকোতে চাচ্ছিল।

সন্ধ্যার প্রথম ঝোঁকে রাস্তার সব আলো হঠাৎ দপ্‌ করে নিভে গিয়েছিল। তখন মাইল-মাইল অন্ধকার ছিল। দূর থেকে পঙ্কজ দেখল তাদের ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলছে।

একটা সাংঘাতিক ভয়ে চম্পা স্থির হয়ে ছিল। যে বাড়ির সামনে সে এসে পড়ল এখন—যে আলো দেখল—সেখানে প্রবেশ করবার—সে-আলোর নিচে দাঁড়াবার তার অধিকার নেই। অনধিকার প্রবেশের ভীতি তাকে বিমূঢ় করে তুলেছিল। তার পা চলছিল না।

পঙ্কজ বলল, "এসো!"

মাথার ঘোমটা ভাল করে টেনে দিল চম্পা। অন্ধকার দেখল। আলো দেখল। অন্ধকার পার হবার আগে-আগে চম্পার সাহস হারিয়ে যাচ্ছিল। মৃদুস্বরে সে আর একবার পঙ্কজের অনুমতি চাইল, "যাব?"

"এসো!"

আলোর রেখায় প্রথম যাকে দেখল চম্পা, অভ্যর্থনার আভায় উষ্ণ নয়ন—তার অধরে আশ্বাস ছিল—আশ্রয় ছিল। চম্পার সব সঙ্কোচ আর ভয় তাকে উজাড় করে দিয়ে সে সহজ নিঃসংশয় হতে চাচ্ছিল।

"বৌদি, আমি কাবেরী।"

হিম-কঠিন শিহর চম্পার পাঁজরে-পাঁজরে আবার বেদনা জাগাল! সে মুখ নামাল। কথা বলল না। বলতে পারল না। যে ভয়, প্রতারণার যে গ্লানি তাকে যন্ত্রণা দিত প্রথম-প্রথম পঙ্কজের সঙ্গে কথা বলবার সময় এখন তার তেমন অস্বস্তি হচ্ছিল।

আর যে দুজন মানুষ আলোর তলায় অপ্রসন্ন মুখে মূক হয়ে বসেছিল, আশালতা আর যোগরঞ্জন—চম্পা সেখানে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটা রূঢ় চমক তাদেরও তার মুখোমুখি ঠেলে নিয়ে এল।

পাইপ আরও শক্ত করে দাঁতে চেপে ধরল যোগরঞ্জন। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় উত্তেজনা ব্যক্ত করল। চম্পাকে দেখতে দেখতে অদম্য বিস্ময়ে বলে উঠল, "তুমি!"

ভীত মুহূর্তের ভারে ভয়ার্ত চোখ তুলে চম্পা যোগরঞ্জনকে দেখল।

যোগরঞ্জনের কঠিন বিস্ময় তার মিথ্যায় সাজান সুন্দর ভুবন হুড়মুড় করে ভেঙে দিচ্ছিল। চম্পা তাকে চিনতে পারল না।

"আমার বাবা," পঙ্কজের ভাষায় অহঙ্কার ছিল, "আমার মা," চম্পার সঙ্গে সে-ও তাদের প্রণাম করল।

আশালতা যত-না দেখছিল চম্পার রূপ—তার চেয়েও বেশি দেখছিল তার ঐশ্বর্য। চম্পার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল। আর সেই সব অলঙ্কারের দ্যুতি, সূক্ষ্ম কারুকাজ আশালতাকে বিমূঢ় বিভ্রান্ত করে তুলছিল। অস্ফুট বিস্ময়ে সে শুধু গুঞ্জন করল, "কী সুন্দর!"

চম্পার মাথায় একটা হাত রাখল যোগরঞ্জন। থেমে-থেমে আবার বলল, "তুমি! এত সুন্দর! পঙ্কজের কী দেখে তুমি ভুললে!"

"আঃ, থাম।" যোগরঞ্জনকে লক্ষ্য করে আশালতা জোরে বলে উঠল, "পাইপটা একটু সরাতে পার না? ধোঁয়ায় ওর চোখে যে জল এসে গেল! সব সময় মুখে এক বেয়াড়া পাইপ!" চম্পার হাত ধরে তারপর আশালতা মিষ্টি করে বলল, "কী যে কাণ্ড করে পঙ্কজ! ভাল করে আমাদের কিছু বলেও না! ও যে সত্যি বিয়ে করেছে, তোমাকে যে আজ নিয়ে আসবে—মানে, ওর কথা আমি তো বিশ্বাস করতেই পারি নি—"

কাবেরী বলল, "দাদা তো বলেছিল মা—"

"তুই থাম!" অভাব গোপন করবার জন্যে কাবেরীকে থামিয়ে দিয়ে কৃত্রিম কুণ্ঠায় আশালতা বলল, "শিগগিরই বৌ-ভাত দিতেই হবে। নন্দা আসুক, একটা দিন ঠিক করে—"

আশালতার ভয়ে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অ্যাস-ট্রের ওপর রেখেছিল যোগরঞ্জন। সেদিকে তাকিয়ে বলল, "আই থিঙ্ক স্পি ইজ হাঙরি।"

"না না," চুলে আস্তে হাত বুলিয়ে নিল পঙ্কজ, "আমরা চা খেয়েই এসেছি—"

"তোর যেমন কাণ্ড!" আশালতা জিজ্ঞেস করল, "রাত্তিরে খাবি তো? আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ছি ছি, কী করিস বল তো? এমন মেয়েকে এনে কষ্ট দিতে তোর সাহস হয়? চল মা, ভেতরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবে, চল—"

চম্পার পাশে দাঁড়িয়ে কাবেরী মিষ্টি হাসছিল, "বৌদি, এসো!"

মাটির নিখুঁত পুতুলের মতো এতক্ষণ চম্পা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কাবেরী তাকে স্পর্শ করল। প্রাণ সঞ্চার করল। চম্পা থেমে-থেমে ভেবে-

ভেবে পা ফেলছিল। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে অনেক ঠাণ্ডা জল খেতে চাচ্ছিল।

পঙ্কজ জানত না কাবেরী অনেক ফুল এনেছিল। ফুলে-ফুলে সুন্দর করে নতুন খাট সাজিয়ে ছিল। ঘর সাজিয়ে ছিল। পঙ্কজ যখন প্রথম এল তার ঘরে তখন মৃদু নীল আলো জলছিল। পঙ্কজ অবাক হয়ে সব দেখল। হাসল।

কিন্তু সে বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে পারল না। জোরে পাখা চললেও তার গরম লাগছিল। চম্পা এখনও এ ঘরে আসে নি। আশালতা আর কাবেরী তার সঙ্গে কথা বলছিল। পঙ্কজ তাদের কাছ থেকে চম্পাকে সরিয়ে আনতে চাচ্ছিল। একটা আশঙ্কায় তার মন থেকে সব আনন্দ মুছে যাচ্ছিল।

একা-একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খেতে-খেতে পঙ্কজ ভাবছিল, একদিন তার সঙ্গে চম্পাকে দেখে নন্দিনী চমকে উঠেছিল—আজ তাকে দেখে আশালতা যোগরঞ্জন আর কাবেরী অবাক হয়ে গেছে। চম্পা এ বাড়িতে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে পঙ্কজ যা চেয়েছিল তাই হয়েছে—প্রত্যেকের কাছে তার নতুন একটা মূল্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

কিন্তু একা-একা অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোন অহঙ্কারকে আর মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিতে পারছিল না পঙ্কজ। তার মনে হচ্ছিল, সব মিথ্যা। সব ফাঁকি। তার কোন মূল্যই নেই। জোর করে নিজের দাম বাড়াতে গিয়ে সে নিজেই শুধু ঠকে গেল। এখন তাকে ভয়ে-ভয়ে থাকতে হবে। সকলকে ঠকাতে হবে। পঙ্কজ হয়তো অনুতাপ করছিল।

বারান্দা থেকেই আর একবার নিজের ঘর দেখল পঙ্কজ। কাবেরী সব বদলে দিয়েছে। সব নতুন করে দিয়েছে। আজ তার ঘরে যে রাত নামবে, পঙ্কজের মনে হল, তাও নতুন। পঙ্কজ বুঝতে পারছিল না সে-রাতকে সে কেমন করে গ্রহণ করবে। সে সহজ হয়ে উঠতে চাচ্ছিল। চম্পাকে ভালবেসে সব ভুলতে চাচ্ছিল। কিন্তু চম্পার অতীত পঙ্কজকে অস্থির করে তুলছিল।

চম্পার সঙ্গে পঙ্কজ আবার তার ঘরে এল অনেক পরে—যখন নন্দিনী ফিরল—যখন রাতের খাওয়া শেষ হল। তখন কাবেরীও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। চম্পা আর পঙ্কজের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

দু-একটান দিয়ে সিগ্রেট নিভিয়ে ফেলল পঙ্কজ। দরজা বন্ধ করে দিল। ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছিল। ঘর আশ্চর্য নির্জন মনে হচ্ছিল। নীল আলোয়

চম্পার মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। পঙ্কজ আবার সব ভুলল। চম্পার কাছে সরে এল।

এই বন্ধ ঘরে পঙ্কজের পাশে বসে চম্পা যেন অনেকক্ষণ পর সুস্থবোধ করল। এতক্ষণ অচেনা মানুষের মধ্যে ভয়ে তার মাথা ঝিমঝিম করছিল। বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন যে মানুষ তার পাশে বসে আছে তার কাছে চম্পার কিছুই গোপন ছিল না। সে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

পঙ্কজ তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে বলল, "কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছে?"

"না।"

"তবে কী ভাবছ?"

"পরে তো জিজ্ঞেস করবে।"

"যেমন বলতে বলেছি তখন তেমন বলবে।"

চম্পা আস্তে বলল, "বলব।"

পঙ্কজ চম্পাকে মনে মনেও গ্রহণ করবার জন্যে ব্যাকুল হচ্ছিল। কিন্তু ও জানত না, তারও চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন ছিল। তার নিজের নির্জন ঘরে সে চম্পার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারছিল না। নতুন রাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন সংশয় তার মনে কাঁটার মতো ফুটছিল। চম্পাও পঙ্কজের নিশ্বাসের শব্দ শুনল।

যে-ভাবনা পঙ্কজের চোখে মুখে ভয়ের ছায়া ফেলেছিল—পঙ্কজ এখন তার আভাস না দিলেও, চম্পা কখনো-কখনো মৃদু নীল আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়েই তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিল। কিন্তু বুঝতে পারলেও এখন চম্পার কোন দুঃখ ছিল না। পঙ্কজের জন্যে তার শ্রদ্ধা আরও নিবিড় হচ্ছিল। নিজের জীবনের এই পরিবর্তন প্রেম দিয়ে, জীবন দিয়ে আর অটুট ধৈর্য দিয়ে চম্পা সার্থক করে তুলতে চাচ্ছিল।

পঙ্কজ বলল, "এখানে তোমার ভাল লাগছে না?"

"খুব ভাল লাগছে।"

পাখা দেখল পঙ্কজ। ফুল দেখল। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, "আমার ভাল লাগছে না।"

"কেন?"

"তোমার ঘরে সে-রাত অনেক ভাল লেগেছিল।"

একটা কঠিন আঘাতে ম্লান হয়ে গেল চম্পা। সে পঙ্কজের মুখ দেখল।

তাকে অদ্ভুত বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। চম্পার অস্বস্তি হচ্ছিল। সে মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করবার চেষ্টা করছিল। চম্পা ভাবছিল, মাত্র একটা রাত বাইরে কাটিয়েছে পঙ্কজ। তার নেশা লেগেছে। যে-ঘর চম্পা ভেঙে দিয়ে এসেছে, পঙ্কজ এখন সে ঘরের কথা ভাবছে।

চম্পা স্বর সহজ করবার চেষ্টা করে বলল, "আপনি আর কোনদিনও বাইরে রাত কাটাতে পারবেন না।"

চম্পার কথা শুনে পঙ্কজ হাসল, "আজও আমার মদ খেতে ইচ্ছে করছে—"

আঘাত জয় করে নিতে চাচ্ছিল চম্পা! সে সতর্ক হচ্ছিল, তার মুখে যেন একটাও রেখা না পড়ে। চম্পা বুঝতে পারছিল পঙ্কজ তার অতীত ভুলে যেতে পারছে না। চম্পার পেশার প্রভাব তাকে বন্য উল্লাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ম্লান হেসে চম্পা বলল, "এখানে ওসব খেতে নেই।"

পঙ্কজের চোখ চম্পার হাতের ওপর পড়েছিল, গলায় পড়েছিল, কানেও। পঙ্কজ চম্পার অলঙ্কার দেখছিল, "এত গয়না তোমাকে দিল কে?"

চম্পা আহত হল কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না। ও শাড়ি দিয়ে গলার হার ঢাকল। হাত পিছনে সরিয়ে নিয়ে মুখ নামিয়ে বলল, "আপনি তো সবই জানেন!"

"আমি আরও জানতে চাই!"

পঙ্কজের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চম্পার ভীত স্বর কাঁপল, "আজই?"

পঙ্কজের সত্যি মদ খেতে ইচ্ছে করছিল। ওর মনে হচ্ছিল মাতাল হলেও হয়তো স্থূল প্রশ্নগুলো ভুলে যেতে পারত। চম্পার রূপ, আর প্রেম ছাড়িয়ে তার অতীত এখনও পঙ্কজকে আচ্ছন্ন করছিল। এমন জেরার মুখে আজ রাতে চম্পাকে ফেলবার ইচ্ছে তার ছিল না। কিন্তু তার বুক ঠেলে যে সব প্রশ্ন উঠছিল সে তা দাবিয়ে রাখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

"ও পাড়ায় তুমি কতদিন থেকে ছিলে?"

"চার-পাঁচ বছর।"

"তোমার মা?"

"না না," একটা আলোর রেখা হঠাৎ চম্পা সামনে দেখতে পেল, "আমার মা ভাল ঘরের মেয়ে ছিল।"

"তোমার দাদামশাই-এর নাম কী?"

"আমি জানি না। মা কখনো বলে নি।"

পঙ্কজ হেসে বলল, "তোমার বাবার নাম জান ?"

চম্পা নাম বলে বলল, "একটা ভীতু মানুষ। মা-কে বিয়ে করার ভয়ে নিজেকে গুলি করে মারল।"

"তারপর তোমার মা কী করল ?"

"আমার মনে নেই," চম্পার আবার জল খেতে ইচ্ছে করছিল। এ ঘরে কোথাও সে জল দেখতে পেল না, "আমার মা না খেতে পেয়ে মরে গেছে। আমিও অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি—"

"কিন্তু এখন তুমি তো বেশ সুখেই আছ চম্পা ?"

অনেক পরে আবার নীল আলোর রেখায় চম্পা পঙ্কজকে দেখল। আর যে-কথা তাকে দুপুরে ট্যাক্সিতে বলতে চেয়েছিল, এখন মৃদু স্বরে সেকথা শোনাল, "আপনার অনেক দয়া !"

পঙ্কজের কথায় যে জ্বালা ছিল চম্পা তা বুঝতে পারল না। কিন্তু পঙ্কজও তাকে আর সেকথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিল না। আজ রাতে চম্পাকে প্রশ্নের ভিড়ে একদিকে ঠেলে রাখবার জন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না পঙ্কজ। সে চম্পাকে কাছে টেনে নিতেও পারছিল না।

পঙ্কজ চম্পার অলঙ্কার দেখতে দেখতে আবার বলল, "আমি তোমাকে সারা জীবনেও এত গয়না দিতে পারব না চম্পা !"

সব অলঙ্কার খুলে এখন চম্পার রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছিল, "ওসব আমার দরকার নেই।"

পঙ্কজ তার কথা বিশ্বাস না করে হাসল, "তুমি বলেছিলে কিছু কিছু লেখাপড়া জান। কে শেখাল ?"

"এক মাস্টারমশাই আমার কাছে যেতেন। তিনিই—"

"কী নাম ?"

কথা বলতে চম্পার কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ও আজ সব পরিষ্কার করে তুলতে চাচ্ছিল। দু-এক মিনিট চুপ করে থাকল চম্পা। বলবে কি-না ভাবল। একবার বলতে চাইল, মনে নেই। কিন্তু মিথ্যা কথা বলতে তার ইচ্ছে করল না। ঘরের নীল আলোর জোর ছিল না। সে-আলোও চম্পা সহ্য করতে পারছিল না।

চম্পা পঙ্কজের প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, "আপনি চিনবেন না। তিনি কলকাতার বাইরে থাকেন।"

পঙ্কজ কাতর মুখে আবার জিজ্ঞেস করল, "নাম বল ?"

"ফকির চাঁদ বটব্যাল।"

পঙ্কজ নাম শুনল। ওর ঈর্ষা হচ্ছিল। আর কিছু চম্পাকে জিজ্ঞেস করতে তার ইচ্ছে হল না। মদ না খেয়েই আজ ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিল।

কিন্তু তাকে দেখতে-দেখতে চম্পা খুশী হচ্ছিল। পঙ্কজ তাকে নিবিড় করে চাচ্ছিল বলে, চম্পার মনে হল, সে তাকে এত কথা জিজ্ঞেস করল। আর একটা নিশ্বাস ফেলল চম্পা। এত ফুলও যেন তার জীবনের পাঁক ঢেকে ফেলতে পারছিল না।

হঠাৎ পঙ্কজ বলল, "এখানে তোমার ভাল লাগবে না চম্পা। সন্ধ্যেবেলা তুমি পাগল হয়ে যাবে—"

পঙ্কজের কথা শুনে মাথা তুলল চম্পা। ভগবানকে ডাকল। অল্প পরে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "আমার কথা আপনি ভাববেন না। আমার ভাল লাগবে বলেই আমি আপনার সঙ্গে এসেছি।"

"কিন্তু আমার যে এখানে ভাল লাগছে না।"

চম্পা হঠাৎ মুখরা হয়ে উঠল, "আপনি আমার ঘরে মোটে একদিন ছিলেন তাই—" একটু থেমে সে বলল, "অনেকদিন সে-ঘরে থাকলে আপনার ক্লান্তি আসত।"

"তোমার ক্লান্তি এসেছিল?"

চম্পা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"এখানে থাকতে থাকতে যদি তোমার ক্লান্তি আসে?"

চম্পা হাসল। পঙ্কজকে তার বলতে ইচ্ছে করছিল, "বোকা।" কিন্তু সে বলল, "জোর করে কোন কাজ না করলে ক্লান্তি আসে না। আমি তো নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছি।"

চম্পার হাসি পঙ্কজকে টানল। সে তার আরও কাছে এসে বলল, "চম্পা, চল আমরা দূর কোন দেশে গিয়ে থাকি—"

"কেন?"

"সেখানে আমাদের কেউ চিনবে না।"

পঙ্কজের ভীতি, তার সংশয় অনেকক্ষণ আগেই চম্পার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দূরে যাবার কথায় সে বিচলিত হল। চম্পা এখানে এই সংসারেই থাকতে চাচ্ছিল। সে সহজ—পূর্ণ হয়ে ওঠবার ইচ্ছায় পঙ্কজকে বলল, "আপনি কোন ভয় করবেন না। আমি এখানেই থাকব। কাউকে কিছু জানতে দেব না।"

পঙ্কজ চম্পার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তার মুখে যন্ত্রণার ছাপ ছিল। চম্পা পঙ্কজের মাথা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আর তা করতে করতে তার মনের সব দুর্বলতা চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। আজ চম্পার জীবনের সব চেয়ে সার্থক মুহূর্তে তার মনে হঠাৎ একটা বিশ্বাস জন্মাল যে তার অতীত ভস্ম হয়ে যাবে—যাবেই। যে মানুষ তাকে তার বেচাকেনার গণ্ডি থেকে তুলে এনে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, আজ তার মনে সংশয় দেখা দিলেও, চম্পা এক আশ্চর্য সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তা মুছে দেবার শক্তি সঞ্চয় করছিল।

যে কথা এ বাড়িতে আসবার সঙ্গে সঙ্গে যোগরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল চম্পাকে, এখন পঙ্কজও সেকথা জিজ্ঞেস করল, "আমাকে দেখে তুমি সব ভুললে কেন?"

যা বলল পঙ্কজ তার উত্তর দেবার ভাষা চম্পার জানা ছিল না বলে সে চুপ করে থাকল। কিন্তু এই জিজ্ঞাসা তার ভাল লাগল। সে অনেকক্ষণ পঙ্কজকে দেখল। তখন চম্পার কোন অতীত ছিল না। সদ্য জন্মলাভের আনন্দে সে বিভোর হচ্ছিল।

চম্পা মধুর করে বলল, "আমি ভুলি নি।"

"কিন্তু আমাকে তুমি ভালবাসলে কেন?" পঙ্কজ আবার চম্পার মুখের সামনে তার অতীত তুলে ধরে বলল, "আমার টাকা নেই। যার টাকা নেই তাকে তো তোমরা ভালবাস না চম্পা?"

চম্পা জ্বলে উঠতে চাচ্ছিল। কেঁদে উঠতে চাচ্ছিল, "একটা কথা আমি জানতাম না। আপনি আমাকে বুঝিয়েছেন—"

"কী?"

"টাকা সব নয়!"

জোরে হাসল পঙ্কজ, "টাকাই সব চম্পা। টাকাই সব। তুমি বোকা। তুমি কিছু জান না!"

চম্পা শুনল। কথা বলল না। এখন অনেক রাত। রাস্তায় কোন আওয়াজ নেই। আর শুধু একটা কথা পঙ্কজকে চম্পার বলতে ইচ্ছে করছিল, "তাহলে কিসের জোরে আমি তোমার কাছে এলাম!"

পঙ্কজ অধীর হচ্ছিল। ছটফট করছিল। তার মনে একটা কাঁটার ভুবন জ্বলছিল। তার হৃৎপিণ্ড ছড়ে ছড়ে যাচ্ছিল। সে ঘুমিয়ে পড়ে মুক্তি চাচ্ছিল। তার ঘুম আসছিল না।

"আজ ঘুমতে নেই। কিন্তু আমি ঘুমব চম্পা। আমাকে ঘুমতেই হবে!"

"ঘুমোন না!"

সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটানো চম্পার অভ্যাস। আজ এই নতুন রাতে সেই পুরনো অভ্যাস ছাড়িয়ে যাবার জন্মে সে-ও জোর করে চোখে ঘুম আনতে চাইল।

কিন্তু ঘুম এল না। জেগে-জেগে চম্পা নীল আলো দেখল। সন্ধ্যায় দেখা এক-একটি মানুষের কথা ভাবল। সে তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাচ্ছিল। এই সংসার তার অপরূপ লাগছিল।

আর, অনেক পরে, মানুষের সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্পর্ক শেষ করে দিতে পেরেছে বলে ভিন্ন পরিবেশের সুখ তার গভীর মনে হল।

॥ ষোল ॥

পঙ্কজ সরে যাচ্ছিল। সরে থাকছিল। ভীতু হয়ে যাচ্ছিল। চম্পার খেয়াল ছিল না। বৃহৎ প্রাপ্তির জাগ্রত আশায় সে পঙ্কজের তুচ্ছ অবহেলা আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল। অতিক্রম করে যাচ্ছিল।

চম্পার যে জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের, যে জীবনের প্রাণ ছিল না, প্রেম ছিল না—এক অপ্রত্যাশিত আলোর রেখায় ভর করে যেখানে এসে পৌঁছল চম্পা—সেখানে সে প্রাণ খুঁজল। প্রেম খুঁজল।

এক-একটি পরিচ্ছন্ন সকাল চম্পাকে প্রস্ফুটিত করল সযত্ন লালিত কুসুম-কলির মতো। এক-একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যা তাকে মধুময় সংসারে প্রবেশের অবাধ অধিকার দিল। জন্মান্তরের দুঃস্বপ্নের মতো তার পঙ্কিল অতীত দূরে, অনেক দূরে সরিয়ে দেবার কঠিন প্রয়াস করল চম্পা।

বারান্দায় সকালের হালকা রোদ পড়েছিল। বিমর্ষ যোগরঞ্জন ঘন ঘন পাইপের ধোঁয়া ছাড়ছিল। একটা খবরের কাগজ ছিল তার হাতে। কিন্তু পৃথিবীর খবরে যোগরঞ্জনের মন ছিল না। সে তার ব্যর্থ জীবনের কথা ভাবছিল।

হঠাৎ একটা মিষ্টি ডাক বাজল, "বাবা!"

চমকে চম্পাকে দেখল যোগরঞ্জন। পাইপ নামিয়ে হাসল, "কী মা?"

"আপনার কফি এখানেই দিয়ে যাব?"

এমন পরিচর্যায় অনভ্যস্ত যোগরঞ্জন হঠাৎ কথা বলতে পারল না। সে

ভেবেও পেল না এখন যে তার কফি খেতে ইচ্ছে করছে সে কথাটা চম্পা জানতে পারল কেমন করে। খবরের কাগজ ভাঁজ করে চম্পার দিকে তাকিয়ে যোগরঞ্জন বলল, "ইউ আর এক্সট্রিমলি নাইস! কিন্তু তুমি আনবে কেন? পরেশ কোথায় গেল?"

"আমিই নিয়ে আসি," চম্পা খাবার ঘরে এসে ছোট একটা কাপে যখন কফি ঢালছিল তখন আশালতা এসে সেখানে দাঁড়াল। চম্পা তাকেও জিজ্ঞেস করল, "খাবেন?"

"না না, এই তো চা খেলাম। তুমি খাও।"

"আমি কফি খাই না।"

"এটা কার? পঙ্কজের?"

"না," আস্তে চম্পা বলে, "বাবার।"

চম্পার কথা শুনে আশালতার মুখ কঠিন হয়ে উঠল, "এখন আবার কী দরকার ছিল ওর কফি খাবার! কিছু বুঝবে না, শুধু বসে বসে হুকুম করবে—চিরকাল ওই এক রকম!"

চম্পা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমিই ওঁকে বলেছিলাম—"

আশালতা আবার একটা কর্কশ উক্তি করতে গিয়ে নন্দিনীকে দেখে থেমে গেল। ছুটির দিন। পঙ্কজ বাড়ি ছিল না। নন্দিনী বেরুবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল। চম্পাকে দেখে বলল, "আবার ভাই তোমাকে একটু ট্রাবল দিতে এলাম—"

চম্পা জানত নন্দিনী কী বলবে তবু মিষ্টি হেসে বলল, "কী?"

"কিছু মনে করবে না তো?"

"না না—"

"তোমার সেই হারটা একটু দিতে হবে। সেই যে, খুব লম্বা—যেটা প্রথম দিন পরে এসেছিলে—"

"এখুনি দিচ্ছি।"

নন্দিনী হেসে বলল, "প্লিজ, এক্ষুনি। রবীন এসে পড়বে—"

চম্পা কফির কাপ সরিয়ে নন্দিনীকে আগে হারটা এনে দিল।

আশালতা অবাক হয়ে সেটা আবার দেখল। নন্দিনী গলায় চম্পার হার দুলিয়ে বলল, "খুব সুন্দর ডিজাইন!"

নিজের অলঙ্কারের কথা শুনতে চম্পার ভাল লাগছিল না। তার লজ্জা করছিল। যোগরঞ্জনের কফির কাপ হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে সেখান

থেকে সরে গেল। অলঙ্কার তুলে রেখেছিল চম্পা। পঙ্কজ তাকে প্রথম রাত্রে যে কথা বলেছিল তা সে ভুলতে পারে নি বলেই অলঙ্কারে নিজের দেহের শোভা বর্ধনের ইচ্ছা তার নিভে গিয়েছিল।

কফির কাপ ছোট একটা টি-পয়ের ওপর রেখে নিঃশব্দে চম্পা ফিরে আসছিল কিন্তু যোগরঞ্জন হাত বাড়িয়ে আর একটা বেতের চেয়ার টেনে বলল, "বসো।"

চম্পা বসল না। মাথার ঘোমটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন তার বসবার সময় ছিল না। ছুটির দিনে সংসারের কাজ আরও বেশি। আশালতা হয়তো তারই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যোগরঞ্জনকে এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা চম্পা বলতে পারছিল না।

কফির কাপ মুখের কাছে এনে যোগরঞ্জন আর একবার বলল, "বসো। তুমি কফি খাও না?"

চম্পা মৃদুস্বরে বলল, "না।"

"চা তো খাও—আমার সঙ্গে বসে তোমাকেও কিন্তু চা খেতে হবে—"

"আপনার আর কিছু লাগবে?"

"না না," যোগরঞ্জন হেসে বলল, "আমি জানি সংসারের সব কাজের ভার তুমি নিজের হাতে নিয়েছ—কিন্তু আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করাও তোমার আর একটা মস্ত কাজ—ভুল না!"

চম্পা মুখ নামিয়ে নিল। যোগরঞ্জন তাকে দেখছিল। আর থেমে থেমে কফি খাচ্ছিল। এই নিঃসঙ্গ মানুষটার কাছে বসে চম্পা তার কথা শুনতে চাচ্ছিল। অল্প কয়েকদিন এখানে থেকেই সে বুঝে নিয়েছিল যে যোগরঞ্জনের কথা শোনবার আগ্রহ এখানকার কারুর নেই। একটা মমতায় চম্পার মন নরম হয়ে উঠছিল।

"আমি একটু পরে আবার আসব।"

হ্যাঁ। তুমি না এলে আমি তোমাকে ডাকব।"

"আর কফি লাগবে?"

"না," যোগরঞ্জন হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "আহা, খালি কাপ তুমি নিয়ে যাবে কেন—"

চম্পা বলল, "এখানে বেশিক্ষণ থাকলে ওটা ভেঙে যেতে পারে—"

অনেকদিন পরে জোরে হাসল যোগরঞ্জন, "যাক না। কাপটা থাক। তুমি বসো চম্পা!"

এই স্নেহপ্রবণ বয়স্ক মানুষটাকে দেখতে দেখতে চম্পা সংসারের আর সব কাজের কথা ভুলে যাচ্ছিল। যে-স্বাদ চম্পা জীবনে কখনও পায় নি, এখন তা পাচ্ছিল বলে সে চলে যেতে পারল না। এক আত্মীয়তা বন্ধনের অদ্ভুত আকর্ষণে চম্পা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন চেয়ারে বসতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

যোগরঞ্জন বলল, "কলকাতা কেমন লাগছে তোমার? এলাহাবাদের চেয়ে অনেক খারাপ, না?"

"না না, ভাল—" চম্পা খুব তাড়াতাড়ি কথা বলল। এবার এমন মানুষের সামনে হয়তো আরও অনেক মিথ্যা কথা বলতে হবে ভেবে সে এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু যোগরঞ্জন এবার অন্য কথা বলল।

"কলকাতা আমার একটুও ভাল লাগে না," আস্তে আস্তে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যোগরঞ্জন বলল, "তুমি জান চম্পা আমি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছি?"

হ্যাঁ, জানি।"

"সে-সব দেশ একেবারেই অন্য রকম," হা-হা করে যোগরঞ্জন হাসল, "ওসব দেশে মানুষ কখনও বুড়ো হয় না—"

"আমারও নতুন-নতুন দেশ দেখতে খুব ভাল লাগে!"

"লাগবেই। তোমাকে দেখলেই মনে হয় যে তোমার অ্যামবিশন্ আছে। কিন্তু ইওর হাজবেণ্ড—বুঝলে, পঙ্কজের কোন অ্যামবিশন্ নেই। তুমি ওকে কথায়-কথায় শাসন করে দেখ যদি কিছু হয়—" কথা বলতে-বলতে যোগরঞ্জন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখল কাছাকাছি আশালতা আছে কি-না।

না, এদিকে কেউ নেই। এখন এখানে কেউ আসে না। যদি আশালতা যোগরঞ্জনের কথা শুনত তাহলে সে তাকে থামিয়ে দিত। হাসত। চম্পার সামনেই তাকে বিদ্রূপ করতে ইতস্তত করত না? তাই সব সময় সতর্ক হয়ে চম্পার সঙ্গে কথা বলে যোগরঞ্জন। আর কথা বলতে-বলতে মাঝে মাঝে চারপাশে তাকিয়ে নেয়।

অল্প পরে যোগরঞ্জন আবার বলল, "ইউ আর এ ডিভাইন লেডি। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি যে পঙ্কজ তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছে—"

যোগরঞ্জনের কথা শুনতে শুনতে চম্পার বুকের কাঁপন দ্রুত হচ্ছিল! যে কথা শোনবার যোগ্য সে নয়, যোগরঞ্জন তাকে সেকথা শোনাচ্ছিল বলে চম্পার ঠাণ্ডা নিশ্বাস পড়ছিল। তার ভাল লাগছিল না।

যোগরঞ্জন চম্পার মুখের দিকে হঠাৎ একবার তাকিয়ে দেখল। তাকে

দেখতে-দেখতে সে পঙ্কজের কথা ভাবছিল। নিজের কথা ভাবছিল। চম্পাও একদিন আশালতার মতো কথায় কথায় ব্যর্থতার ঝাঁজ ছড়াবে কি-না সে-কথা যোগরঞ্জন বুঝতে পারছিল না! পঙ্কজের জন্যে তার করুণা হচ্ছিল।

যোগরঞ্জন বলল, "পঙ্কজ ইজ এ ফুল্। ভালভাবে বাঁচবার কোন চেষ্টাই সে করে না। তোমার কথা সে শুনবে। ওই বাজে চাকরিটা ছেড়ে ওকে অন্য কিছু করতে বল। না হলে পরে তোমার কিন্তু খুব কষ্ট হবে।"

চম্পা অল্প হেসে বলল, "ওঁর যা ইচ্ছে তাই করুন, আমার কোন কষ্ট হবে না—"

"হবে," দাঁতে পাইপ চেপে জোর দিয়ে যোগরঞ্জন বলল, "তুমি খুব ভাল মেয়ে চম্পা। এখন কিছু বুঝতে পারছ না। কিন্তু একদিন যখন বয়স হবে তখন বুঝবে যে টাকা না থাকলে কিছুই থাকে না।"

চম্পা চুপ করে থাকল। যে-কথা তার মনে হচ্ছিল সেকথা সে যোগরঞ্জনকে বলতে পারল না। চম্পার মনে হচ্ছিল যে টাকার জন্যেই সে অনেকদিন তার দেহ মন পণ করেছিল। টাকার অভাব তার ছিল না। কিন্তু টাকা থাকলেও তার জীবনে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ছিল বলেই সে তার সে-ঘর ভেঙে এখানে আসতে পেরেছে।

যোগরঞ্জন আবার বলল, "পঙ্কজকে ব্যবসায় নামিয়ে দাও।"

চম্পা চমকে বলল, "ব্যবসা?"

"ইয়েস। আই মিন বিজনেস," যোগরঞ্জন বুঝতে পেরেছিল যে অর্থের অভাব নেই চম্পার কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে বলতে পারল না যে সে-টাকা সে পঙ্কজকে নষ্ট করতে না দিয়ে ব্যবসা করতে দিক।

একটু ইতস্তত করে যোগরঞ্জন চম্পাকে বোঝাল, "চাকরিতে পঙ্কজ কিছু করতে পারবে না। কিন্তু টাকা তো ওকে করতে হবেই। তোমার যত টাকাই থাক চম্পা, একদিন তো ফুরিয়ে যাবেই—তখন?"

এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্যে চম্পা বলল, "আপনি যা বললেন, আমি ওকে সে-সব বলব।"

"ইয়েস, ইউ মাষ্ট! ওকে বুঝিয়ে দেবে যে তোমার অনেক টাকার দরকার।"

চম্পা হঠাৎ মাথা দুলিয়ে বলল, "আমার দরকার নেই।"

"দরকার নেই?" হা-হা করে হাসল যোগরঞ্জন। চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থামল। তার মুখ বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। যোগরঞ্জন চম্পার

কথা আশালতাকে শোনাতে চাচ্ছিল। তার মনে হল আশালতা এখন এখানে থাকলেই যেন ভাল হত।

"চম্পা, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল!" একটা ভারী উচ্ছ্বাস আর পাইপের ধোঁয়ায় যোগরঞ্জন সব ঝাপসা দেখছিল।

চম্পা যখন যোগরঞ্জনের খালি কফির কাপ হাতে নিয়ে আবার খাবার ঘরে এল তখন আশালতা আর নন্দিনী খুব জোরে-জোরে কথা বলছিল। চম্পাকে দেখেই থেমে গেল। চম্পা সেখান থেকে চলে যাচ্ছিল কিন্তু নন্দিনী তাকে ডাকল।

"এতক্ষণ বাবার কাছে ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

নন্দিনী হেসে বলল, "বিলেতের গল্প শোনাচ্ছিল?"

চম্পা কিছু বলবার আগেই আশালতা বলে উঠল, "লজ্জাও করে না—এখনও পাইপ নাচিয়ে কেমন করে সকলকে বলতে পারে যে আমি বিলেত ঘুরে এসেছি—আশ্চর্য!"

চম্পার চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। তা লক্ষ্য করে নন্দিনী বলল, "মা, কী যা-তা বল! চম্পা, তুমি আবার চললে কোথায়?"

আশালতা বলল, "রোজ-রোজ রান্না ঘরে গিয়ে অত কষ্ট কর না। আমি পরেশকে সব বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি। ও একাই করে নিতে পারবে।"

নন্দিনী আবার হাসল, "কী করে এসব পার তুমি চম্পা!"

আশালতা বলল, "আমি অনেক বারণ করেছি। কিছুতেই কথা শুনবে না। পঙ্কজটাও হয়েছে যেমন!"

নন্দিনী মুখ বিকৃত করে বলল, "ওর কথা আর বল না। কিন্তু চম্পা, আই ওয়ার্ন ইউ, এমন করে সংসার আঁকড়ে পড়ে থেক না। স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। বুড়ি হয়ে যাবে—" হঠাৎ বাইরে গাড়ির হর্ন শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল নন্দিনী। কথা শেষ না করে দ্রুত পায়ে ড্রয়িংরুমের দিকে গেল।

কিন্তু একটু পরেই সে আবার আশালতার কাছেই ফিরে এল। উত্তেজনায় তার মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। নন্দিনী বলল, "তুমি একবার যাও তো মা, ওকে গিয়ে বল যে আমি বাড়ি নেই। বারণ করেছিলাম, তাও এখন এসেছে! এখুনি রবীন এসে পড়বে। যাও শিগগির—"

আশালতা নন্দিনীর উত্তেজিত মুখ দেখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে এসেছে?"

"শচীন।"

"ও শচীন," আশালতা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "ওকে একটু চা-টা খেতে বলবি না নন্দা?"

"না না," নন্দিনী চড়া স্বরে বলল, "তোমাকে যা বলছি তাই কর না গিয়ে!"

যাকে আবার দেখতে চেয়েছিল চম্পা, যাকে দেখেছিল নন্দিনীর সঙ্গে এক দুপুরে চৌরঙ্গীর সেই রেস্তোরাঁয়—একটি সুবেশ তরুণ—পঙ্কজ বলেছিল তার নাম শচীন—জানলা দিয়ে তাকে আজ আবার যখন দেখল তখন চিনতে দেরি হল না চম্পার। ম্লান। করুণ। শচীন আশালতার কথা বিশ্বাস করে ফিরে গেল। ও খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল।

যতক্ষণ শচীনের সঙ্গে কথা বলছিল আশালতা ততক্ষণ নন্দিনী এদিক-ওদিক দেখছিল। অস্থির হচ্ছিল। চম্পার সঙ্গে একটা কথাও বলছিল না।

আশালতা ফিরে আসতেই নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, "কী বলল?"

"বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করল না।"

"না করুক। কেন এসেছিল এখন।"

"একবার দেখা করলেই তো পারতিস!"

নন্দিনী বলল, "না, তুমি চুপ কর।"

এক দিকে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল চম্পা। তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। নন্দিনীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। আশালতাও কথা বলছিল না। রান্নাঘর থেকে রান্নার শব্দ আসছিল। চম্পা যখন সেদিকে যাচ্ছিল তখন আর একটা গাড়ির আওয়াজ শুনে নন্দিনীও খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চম্পা রবীনকে দেখল না।

অনেক পরে যখন রান্নাঘরে গরমে চম্পার মুখে ঘাম জমেছিল আর শচীনের কথা ভেবে তার জন্যে বেদনা অনুভব করছিল তখন আশালতা যেন নন্দিনীর হয়ে কথা বলল, "রবীন—নন্দিনীর বন্ধু। জান চম্পা, রবীন বাইশ শ' টাকা মাইনে পায়!"

আশালতার কথা শুনল চম্পা। রবীনের সম্বন্ধে ওর কোন কৌতূহল ছিল না। কোন কারণ না থাকলেও হাতটা হঠাৎ কেঁপে উঠল চম্পার। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হল। একটা কাঁচের গেলাস চুরমার হয়ে গেল। বিবর্ণ হয়ে চম্পা ভাঙা কাঁচ তোলবার জন্যে নিচু হল।

"এসব কি করছ ?" চম্পার একটা হাত ধরে আশালতা বলল, "হাত কেটে যাবে। যাও না মা, একটু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও—"

চম্পা থেমে থেমে বলল, "না, আপনি বিশ্রাম করুন। আমি থাকতে আপনি কেন একা সব করবেন !"

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলল আশালতা, "হাঁড়ি ঠেলেই আমার জীবন গেল। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি এসেই এসব নিয়ে থাকবে কেন ? তোমার মামা যদি শোনেন—"

সতর্ক হল চম্পা। নিষ্প্রভ হল। আবার ওকে মিথ্যা বলতে হল, "মামা কখনও আর আমাকে দেখবেন না। আমিও তাঁকে দেখব না—"

"অমন কথা বল না," ধনী আত্মীয়র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা আশালতা ভাবতে পারছিল না, "তুমিই ওঁকে একটা চিঠি লেখ—"

চম্পা মৃদুস্বরে বলল, "না।"

"আমি তোমাকে ভাল কথা বলছি। মামার সঙ্গে যত শিগগির হয় মিটমাট করে নিও," আশালতা জিজ্ঞেস করল, "পঙ্কজ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না ?"

চম্পা আরও আস্তে বলল, "না।"

আশালতা অধীর হয়ে বলল, "তুমি ওর কথা শুন না। ওর কোন বুদ্ধি নেই। এমন আত্মীয়র সঙ্গে কেউ গোলমাল করে !"

"আমরা কিছু করি নি," চম্পা মিথ্যাকে সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা করল, "মামাই তো রাগ করলেন।"

"নন্দিনী হলে যেমন করে হোক ওঁর রাগ ভাঙাত ? পঙ্কজ শুধু মেজাজ দেখাতেই জানে," আশালতা নন্দিনীর প্রশংসা করল, "নন্দিনীর খুব বুদ্ধি। ওর বন্ধুরাও সব ভাল ভাল। প্রত্যেকের গাড়ি আছে। কেউ হেঁটে আসে না। তোমার মামার গাড়ি আছে নিশ্চয়ই ?"

চম্পা মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আছে।"

"থাকবেই। যারা একটু ভদ্র তাদেরই গাড়ি থাকে। শুধু আমারই নেই।"

চম্পা আশালতার বিমর্ষ মুখ দেখে বলল, "একটা কিনলেই তো হয় ?"

রুক্ষ স্বরে আশালতা বলল, "কে কিনবে ? পঙ্কজ ? তোমার শ্বশুর ? হুঁঃ ! আমার যেমন কপাল !"

"আপনার বড় মেয়ে তো ইচ্ছে করলে—"

"ও আর কত করবে বল! ওর জন্যেই তো তবু মাঝে মাঝে গাড়ি চড়া হয়

এই মুহূর্তে চম্পার বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু আশালতার জন্যে তার মনে অনুকম্পা জাগছিল। একটা গাড়ির দাম সে ঠিক জানে না। চম্পা ভাবছিল তার টাকা আর অলঙ্কারের দাম—সব মিলিয়ে হয়তো আশালতাকে একটা গাড়ি কিনে দেয়া যায়। কিন্তু চম্পার নিজের গাড়ি চড়বার কোন ইচ্ছেই আর ছিল না।

অল্প পরে চম্পা নিজের ঘরে এল। এখন বারান্দায় রোদ খেলছিল। বিছানা ঠিক করল চম্পা। আলনায় কাপড় গুছিয়ে রাখল। ওর গান গাইবার ইচ্ছে হচ্ছিল। সে-ইচ্ছা চম্পা দমন করল। ভিন্ন পরিবেশের কথা সে আজ সকালবেলা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিল। চম্পার নিজের অতীত জীবনের কথাই মনে পড়ছিল

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সকালের রঙ দেখছিল চম্পা। রাস্তায় ফুল ঝরে পড়েছিল। ছোট ছেলেমেয়েরা ফুল কুড়োচ্ছিল। ঝগড়া করছিল। কাছাকাছি পানের দোকানও আছে। ছোট বড় অনেক বাড়ি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায়। মেয়েরা সকালে ওঠে। ছেলেরা কাগজ পড়ে। ঘুরে বেড়ায়। প্রথম প্রথম এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে চম্পা অবাক হয়ে যেত। কিন্তু পরেই সাবধান হত। বিস্ময় মুছে ফেলত। যেন অন্য জীবনের কাদা সে মন থেকে ঘষে ঘষে তুলে ফেলত।

যেখানে ছিল চম্পা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল, সেখানেও এমন সকাল নেমে আসে, গাছের কচি পাতায় রোদ ঝলমল করে, সেখানকার আকাশও হালকা আলোয় এমন চিক চিক করে। কিন্তু সকালে সেখানে কারুর ঘুম ভাঙে না। এই রোদ, গাছ—কেউ দেখে না। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় ঝরে পড়া ফুল নিয়ে ঝগড়া করে না। আর পাশাপাশি বাড়িতে দিনের আলোয় মেয়েদের পাশে পাশে ছেলেদের ঘুরে বেড়াতেও দেখা যায় না।

রাস্তায় ফেরিওলা ডেকে যাচ্ছিল। লোক হাঁটছিল। কেউ কেউ মাথা তুলে চম্পার দিকে তাকাচ্ছিল। একটু দূরে গিয়ে পিছন ফিরে আবার দেখছিল। কিন্তু আজ চম্পা বুঝতে পারছিল না কেন, তার মনে কোন ভয় ছিল না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে সঙ্কোচ হচ্ছিল না। এখানে অসঙ্কোচে চলাফেরা করবার একটা নিশ্চিন্ত আশ্বাস সকালের রোদে স্থির হয়ে ছিল।

চম্পা বারান্দায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সহজ হয়ে হাওয়ার ঘ্রাণ নিচ্ছিল। তার মুখ প্রসন্ন সূর্যের আলোয় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

"বৌদি—"

চম্পা কাবেরীকে দেখল। তার চোখে অধ্যয়নের ক্লান্তি ছিল। কাবেরীর রুক্ষ চুল দেখতে দেখতে চম্পা হেসে বলল, "চুলে তেল মাখারও সময় পাও না?"

"না।"

"রোজ তোমাকে দেখি তা-ও মনে হয় তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ, তোমার চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—শরীর ক্ষয় করে এত পড়বার কী দরকার?"

কাবেরী চম্পার পাশে দাঁড়িয়ে হালকা স্বরে বলল, "তোমার মতো রূপ থাকলে বৌদি, আমি এক লাইনও পড়তাম না।"

"কী করতে শুনি?"

"ঠিক ছবিতে নামতাম।"

চম্পার চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্যে ছোট হয়ে এল। হঠাৎ একটা বিষণ্ণ ছায়া নামল মুখে, "দুধ খেয়েছ?"

"নাক টিপে খেয়েছি।"

"খেয়েছ যে তাই ঢের। আমি বলি, দু-এক ঘণ্টা না পড়লে কোন ক্ষতি হবে না। বিকেলের দিকে একটু বেড়িয়ে এসো—"

কাবেরী জিজ্ঞেস করল, "তুমি যাবে আমার সঙ্গে?"

চম্পা বিচলিত হয়ে বলল, "না না। আমি কি তোমার মতো ঘরের দরজা বন্ধ করে দিন রাত পড়ি?"

"কিন্তু তুমি বাড়ি থেকে একেবারেই বেরোতে চাও না কেন বৌদি? সেদিন তোমাকে কলেজের সোশ্যালে নিয়ে যেতে চাইলাম—"

চম্পা করুণ হেসে বলল, "একদিন ঠিক যাব।"

"আর কবে যাবে," চম্পাকে ঘরে টেনে আনল কাবেরী, "আমিও ঠিক তোমার মতো বৌদি, কোথাও বেরোতে ইচ্ছে করে না।"

"আমি তোমাকে ঠেলে বাইরে পাঠাব।"

"তোমাকেও আমি তাহলে আমার সঙ্গে টেনে নিয়ে যাব। পরীক্ষাটা হয়ে যাক না, তারপর দেখবে—"

"তারপর তো তোমার বিয়ে হয়ে যাবে—" কাবেরীর হাত ধরে চম্পা তাকে খাটে বসিয়ে দিল। এই সরল মেয়েটার সময় বড় কম কিন্তু এর

সঙ্গেই চম্পা অনেকক্ষণ কথা বলতে চায়। আর মুহূর্তগুলো তখন অসতর্ক আবেগে হুড়মুড় করে নেমে আসে।

বিনুনি খুলতে খুলতে হাসিমুখে কাবেরী বলল, "আমার বিয়ে কখনো হবে না।"

"কেন বল তো?" কাবেরীকে চম্পার আদর করতে ইচ্ছে করছিল।

"আমি তোমার মতো সুন্দর দেখতে নই, দিদির মতো কোন গুণ আমার নেই," কয়েক মুহূর্ত কী ভেবে কাবেরী বলল, "আমি ঠিক দাদার মতো। আমাকে কেউ দেখতে পারে না।"

"কী যে বল। আমি তোমাকে কত ভালবাসি! তোমার দাদা তোমাকে—"

কাবেরী বাধা দিয়ে বলল, "দাদা আগে আমাকে ভালবাসত। এখন আর ভালবাসে না," একটু থেমে পরিহাসের সুরে সে বলল, "দাদা এখন শুধু তোমাকেই ভালবাসে।"

চম্পা বোধ হয় জোরে হাসল। জানলা দিয়ে সাদা রেশমের মতো আকাশ দেখল। থেমে থেমে বাতাস আসছিল। খোঁড়া বাতাসে চিলের ক্লান্ত টানা-টানা ডাক ভাসছিল। একটা নিশ্বাস চেপে অল্প পরে চম্পা বলল, "তোমার দাদাকে কেউ ভালবাসে না কেন কাবেরী?"

"দাদা বড় চাকরি করে না, সংসারে বেশি টাকা দেয় না," কথা বলতে বলতে কাবেরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "এখন কিন্তু তোমার জন্যে দাদাকে সকলেই ভালবাসে।"

"আমার জন্যে?" চম্পার চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল, "আমার জন্যে কেন ভালবাসে?"

"বারে, তা-ও বোঝ না? তোমার মতো মেয়ে দাদাকে বিয়ে করেছে! আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি বৌদি।"

চম্পা হেসে বলল, "তুমি আমার চেয়ে কত সুন্দর—কত বড়লোক!"

"আমাদের কিছু নেই। দিদি টাকা দেয় বলেই সব হয়।"

চম্পা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "নন্দিনী অনেক টাকা মাইনে পায়?"

"হ্যাঁ। দিদির কাছে সব সময় টাকা থাকে—মাসের শেষেও—" ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাবেরী সরল ভাষায় হু-হু করে বলল, "দিদির অনেক বন্ধু-বান্ধব কি-না।"

চম্পা বলল, "নন্দিনী বিয়ে করবে না ?"

"কী জানি ! তবে যারা বিয়ে করে দিদি তাদের বলে—" কাবেরী কথা শেষ করল না। হঠাৎ চুপ করল।

চম্পার স্বরে কৌতূহল ফুটে উঠল, "কী বলে ?"

"কাউকে বলবে না ?"

"না।"

"দাদাকেও না ?"

"আরে না না," চম্পা হাসল, "তোমার দাদা আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলে না—"

"যে মেয়েরা বিয়ে করে দিদি তাদের বোকা বলে। তুমি, দাদাকে বিয়ে করেছ বলে তোমাকেও বোকা বলেছিল।"

"তাই নাকি ?" হাসি-হাসি মুখে চম্পা বলল, "তোমার দাদাও তো আমাকে তা-ই বলে। আর কী বলেছিল নন্দিনী ?"

"বলেছিল, মেয়েটার সবই আছে শুধু বুদ্ধি নেই—"

কলকল করে হাসল চম্পা, "কাবেরী, ঠিক বলেছে নন্দিনী, সত্যি আমার একটুও বুদ্ধি নেই।"

চম্পার হাসির কারণ বুঝল না কাবেরী। কোন প্রশ্নও করল না। দু-এক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "দিদি যা-ই বলুক আমি ঠিক তোমার মতো হতে চাই বৌদি।"

"না না," ধরা গলায় চম্পা বলল, "আমার মতো হবে কেন ! আমার মতো হতে নেই !"

যোগরঞ্জন তখন চম্পাকে খুঁজছিল। খুঁজতে-খুঁজতে এ ঘরে তার সামনে এল। চম্পা দ্রুত হাতে মাথার ঘোমটা তুলল। ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। চম্পার অবস্থা দেখে অন্যদিকে তাকিয়ে কাবেরী হাসছিল।

যোগরঞ্জন পাইপ দাঁতে চেপে বলল, "একবার ড্রয়িংরুমে এসো মা, আমার এক বন্ধু এসেছে—তোমাকে দেখতে চায়।"

চম্পার মুখ থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে গিয়েছিল। ভয়ের একটা শিহরে ওর দেহ কনকন করছিল। ভীরু চোখে স্থির হয়ে ও কাবেরীর দিকে তাকিয়েছিল। তার সাজানো মিথ্যা প্রকাশ হওয়ার আশঙ্কায় সে এখন কি করবে ঠিক করতে পারছিল না।

চম্পাকে ইতস্তত করতে দেখে যোগরঞ্জন পাইপ নামিয়ে হেসে বলল,

"এসো, এসো—অত ভাবছ কী মা? না না, সাজগোজের কোন দরকার নেই। এসো, আমার সঙ্গে এসো—"

তখনও চম্পার মুখ সাদা-সাদা দেখাচ্ছিল। একটা কিছু আঁকড়ে ধরার আশায় সে ভীতস্বরে কাবেরীকে বলল, "তুমিও এসো—"

"কখখনো না," মাথা ঝাঁকিয়ে কাবেরী বলল, "কেন? আমি পাশে থাকলে ভাবছ তোমাকে আরও সুন্দর দেখাবে?"

চম্পা যোগরঞ্জনের পিছন-পিছন খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। ওর মাথা ঝিমঝিম করছিল। এ বাড়িতে বাইরের মানুষ আসে না। নন্দিনীর যে বন্ধুরা আসে তারা চম্পাকে এমন করে দেখতে চায় না। বাইরের জগৎ এখন চম্পার ছিল না।

যোগরঞ্জনের পিছন-পিছন ড্রয়িংরুমে এসে একটা প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক আঘাতে চম্পা স্থির হয়ে দাঁড়াল। মাটি কাঁপছিল। চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। চম্পা সব হারাবার কান্নায় ভেঙে পড়তে চাচ্ছিল। ওর চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। যে-মানুষ তাকে আজ দেখতে এসেছে তার দিকে তাকাবার সাহস চম্পার ছিল না।

ঘোষসাহেব একটা সোফায় গা এলিয়ে সিগার খাচ্ছিল। চম্পাকে দেখে বিস্ময়ের ক্ষিপ্ত দাহে শরীর ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল। একটা আর্ত চিৎকার করে বলতে চাচ্ছিল, "তুমি!" তার অসংযত আঙুলের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত সিগার কার্পেটের ওপর পড়ল। হয়তো কার্পেট পুড়ছিল কিন্তু জুতোর চাপে আগুন নিভিয়ে ফেলবার শক্তি ছিল না ঘোষসাহেবের। তার পা অবশ হয়ে গিয়েছিল।

ঘোষসাহেবের চোখ-মুখ দেখতে-দেখতে যোগরঞ্জন হাসতে-হাসতে বলল, "বৌমাকে কেমন দেখলে ঘোষ?"

নিজের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা অতিক্রম করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল ঘোষসাহেব। কিছুক্ষণের জন্যে এ ঘর থেকে যোগরঞ্জনকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল। সে হাসতে চাচ্ছিল। কথা বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু ওর ঠোঁট নড়ছিল না। স্বর বার হচ্ছিল না।

ঘোষসাহেব বুঝতে পারল না হঠাৎ কখন টেবিলের ওপর একটা খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে ভেঙে-ভেঙে বলল, "ডাট, আমার খুব দরকার, মঙ্গলবারের কাগজটা আছে কি-না একটু খুঁজে দেখ প্লিজ।"

"মঙ্গলবারের কাগজ? নিশ্চয় আছে। খবরের কাগজ আমি সহজে নষ্ট হতে দিই না। কখন কী দরকার হয়। জাস্ট এ মিনিট, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি ঘোষ।"

যোগরঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও কিছুক্ষণ ঘোষসাহেব কথা বলতে পারল না শুধু একটা অন্ধ আক্রোশে তার মন জ্বলছিল। সে চম্পাকে গুঁড়ো গুঁড়ো—ভস্ম করে দিতে চাচ্ছিল। শেষ করে দিতে চাচ্ছিল। চম্পা তখনও মাথা তুলে ঘোষসাহেবের দিকে দেখছিল না। তার মনে হচ্ছিল সে যেন তাকে প্রচণ্ড বিদ্রূপ করছে।

ঘোষসাহেবের দিকে না তাকালেও তার আক্রোশের তাপ চম্পার গায়ে লাগছিল। আর অল্প পরে হুড়মুড় করে সব ভেঙে পড়বার আশঙ্কায় বিচলিত হলেও চম্পা তার সামনে দাঁড়ান নিষ্ঠুর মানুষটাকে বাধা দেবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল। তাকেও আক্রমণ করতে চাচ্ছিল।

ঘোষসাহেবের কঠিন স্বর বাজল, "আমাকে চিনতে পারছ?"

ঘোষসাহেবের স্পর্ধায় প্রথমে চম্পা কেঁপে উঠল। কিন্তু ভীরু মুহূর্তগুলো ঠেলে দিতে তার দেরি হল না। মাথা সোজা করে সে ক্রুদ্ধ চোখ মেলল, "হ্যাঁ, পারছি। আপনার মতো মানুষকে সহজে ভোলা যায় না।"

কয়েক পা এগিয়ে চম্পার সামনে এসে দাঁড়াল ঘোষসাহেব, "তুমি এখানে কেমন করে আসতে পারলে?"

"আপনি আমার ঘরে কেমন করে যেতেন ঘোষসাহেব?"

"চম্পা!" চাপা গর্জন করে উঠল ঘোষসাহেব, "আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা কর না" পকেট হাতড়ে সে আর একটা সিগার বের করল, "ভদ্র পরিবারে তোমাকে আমি থাকতে দেব না। এটা তোমার জায়গা নয়!"

চম্পা স্বর নামিয়ে কথায় শ্লেষ মেশাল, "কিন্তু আপনি নিজে তো ভদ্র পরিবারেই আছেন?"

"তুমি তোমার সঙ্গে আমার তুলনা করতে সাহস কর?" হাতের মুঠোয় শক্ত করে সিগার চেপে ধরে ঘোষসাহেব বলল, "এরা আমার বন্ধু। এদের সর্বনাশ আমি হতে দেব না। আমি তোমাকে রাস্তায় বের করে দিয়ে ছাড়ব—দেখবে?"

চম্পার ঘোমটা এলোমেলো হয়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছিল। তার খেয়াল ছিল না। সে হিংস্র আঙুলে ঘোষসাহেবের গলা চেপে ধরতে চাচ্ছিল। অপমানের দাহে ধৈর্য হারাচ্ছিল। ঘোষসাহেবের ধমক ফিরিয়ে দিতে সময় লাগল চম্পার।

"আমি বাইরের মেয়ে। রাস্তায় নামবার ভয় আমার নেই। কিন্তু আপনার ভদ্র পরিবার থেকে রাতের পর রাত আপনাকে টেনে নামিয়ে

আনবার ক্ষমতা যে আমারও ছিল সেকথা ভুলে গিয়ে শুধু-শুধু মেজাজ দেখাবেন না ঘোষসাহেব!"

ঘোষসাহেব আবার সিগার পকেটে রাখল। একটু পিছনে সরে গেল। চম্পার কথা শুনে আকস্মিক অস্থিরতায় সে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। উত্তেজনায় দিশা হারাচ্ছিল। এখুনি যোগরঞ্জন ফিরে আসবে, তার আগে চম্পার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে সে তৎপর হল।

ঈষৎ নরম স্বরে ঘোষসাহেব জিজ্ঞেস করল, "তুমি—তুমি এদের আমার কথা কিছু বলেছ নাকি?"

"সে কথা এঁদের কাছ থেকেই জেনে নেবেন।"

ঘোষসাহেব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে অসহায় বোধ করছিল। এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু এক ভীতিতে সরে যেতে পারছিল না। আত্মসম্মানের মুখোশ চম্পার কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবার করুণ চেষ্টায় ঘোষসাহেব বলল, "তুমি কিছু টাকা চাও চম্পা?"

"টাকা? কেন?"

ঘোষসাহেব সতর্ক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে কথা বলল, "আমার কথা তুমি এদের বল না!"

চম্পা ঘোষসাহেবের অবস্থা দেখে হেসে বলল, "আমার মতো মেয়ের হাতে টাকা তুলে দেয়া ছাড়া তাহলে এখনও আপনার আর কিছু করবার নেই?" মুখের কাছে একটা হলদে বোলতা উড়ছিল। তাকে লক্ষ্য করে জোরে একবার চম্পা হাত ঝাঁকাল, "কিন্তু টাকার দরকার আমার আর নেই ঘোষসাহেব।"

ঘোষসাহেবের ব্যাকুল স্বর কাঁপল, "চম্পা, কী—কী তুমি চাও বল? আমার কথা তুমি এদের বল না—"

চম্পা কোন উত্তর দিতে পারল না। বাইরে স্লিপারের খস খস শব্দ হচ্ছিল। যোগরঞ্জন ফিরে আসছিল। হতাশ ঘোষসাহেব আবার সোফায় গা এলিয়ে দিল। বিব্রত চম্পা মাথায় ঘোমটা তুলে সলাজ মুখে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকল।

যোগরঞ্জন ঘরে ঢুকে একটা খবরের কাগজ ঘোষসাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এই যে ঘোষ, মঙ্গলবারের কাগজ। ইউ ক্যান টেইক ইট হোম, ইফ ইউ লাইক—"

ঘোষসাহেব উত্তেজনায় এর মধ্যে ভুলে গিয়েছিল যে চম্পার সঙ্গে কথা

বলবার জন্যে যোগরঞ্জনকে পুরনো খবরের কাগজ খুঁজতে পাঠিয়েছিল। এখন সে কথা মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি কাগজ টেনে নিল ঘোষসাহেব। মুখের সামনে মেলে ধরে নিজেকে আড়াল করে বলল, "না না, বাড়ি নিয়ে যাবার দরকার নেই, আমি এখানেই দেখে দিচ্ছি।"

যোগরঞ্জন যেন গর্ব করবার একটা মানুষ আবিষ্কার করেছিল, "পঙ্কজ শেষ অবধি একটা ভাল কাজ করতে পারল—কী বল?"

ঘোষসাহেব খক খক করে কাশল। এখনও মুখের সামনে থেকে কাগজ সরাবার সাহস তার হল না। অবসাদগ্রস্ত বৃদ্ধের মতো বসে-বসে সে হাঁপাচ্ছিল। একটা কিছু এখন বলা উচিত ঘোষসাহেবের কিন্তু কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

যোগরঞ্জন বলল, "চম্পা, তখন থেকে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বসো। এই যে, আমার পুরনো বন্ধু—বিলেতে আমরা বহুদিন একসঙ্গে ছিলাম।"

ঘোষসাহেব খবরের কাগজ টেবিলের ওপর রাখল। চম্পা তার দিকে এগিয়ে আসছিল। সে কী করবে ঘোষসাহেব বুঝতে পারছিল না। শুধু এখান থেকে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিল।

চম্পা প্রণাম করল ঘোষসাহেবকে।

ঘোষসাহেব অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। চম্পার মাথায় হাত রেখে কোন রকমে শুধু বলল, "সুখী হও!"

ঘোষসাহেবকে প্রণাম করার সময় চম্পা দেখল কার্পেটের ওপর তার হাত-কেঁপে পড়ে যাওয়া সিগার তখনও জ্বলছিল। পোড়া-পোড়া গন্ধ ছিল। চম্পা সেই সিগার তুলে ছাইদানে ফেলল।

কেউ তা লক্ষ্য করল না।

॥ সতেরো ॥

যখন চম্পা ছিল না তখন নিঃসঙ্গতার করুণ ক্লান্তিতে কখনো-কখনো পঙ্কজের মনে হত, তার যাবার একটা জায়গাও নেই। এখন চম্পার সঙ্গে আর এক যন্ত্রণাও গাঁথা হয়ে গেছে পঙ্কজের জীবনে। এখনও তার মনে হয়, আগের চেয়ে আরও বেশি বার মনে হয়, কোথাও যাবার তার আর অধিকার নেই।

যখন চম্পা ছিল না তখন কিছু না থাকলেও একটা সতেজ মন ছিল পঙ্কজের। সে আশালতাকে কড়া কথা বলত। নন্দিনীর সঙ্গে তর্ক করত।

সর্বত্র তার গতি অবাধ ছিল। এখন সে-মন নেই পঙ্কজের। একটা ভীতু মানুষ সারাদিন একা-একা সকলের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। কথা বলতে ভয় পায়।

এখনও পঙ্কজ সংসারে কোন আকর্ষণ অনুভব করতে পারে না। বাড়িতে থাকতেও ইচ্ছে করে না তার। চম্পার কাছ থেকে নিজে দূরে-দূরে থেকে সে যেন তাকেও বাইরের জগৎ থেকে, প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে পঙ্কজ। কোথাও যাবার অধিকার না থাকলেও সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। পার্কে যায়। খালি বেঞ্চ না থাকলে পঙ্কজ ঘাসের ওপর বসে না। মাথা তুলে আকাশও দেখে না। একা একা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা দেখে। সিগ্রেট টানে। তারপর ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে পার্ক থেকে বেরিয়ে যায়।

বিকেল বেলা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে ছুটির পরেও অফিস থেকে বার হয়ে রাস্তায় নামে না পঙ্কজ। অনেকক্ষণ হরবল্লভের নাটকের রিহার্স্যাল দেখে। দেখতে দেখতে হাসে। নিজের জীবনের যন্ত্রণা ভুলে যেতে চায়। এক একবার হরবল্লভের অনুরোধ রেখে তার অভিনয় করবার ইচ্ছে হয়।

এক-একদিন এক-একজন নতুন নায়িকা রিহার্স্যাল দিতে আসে। কেউ একটু বেশি মাত্রায় স্থূল—কেউ অতিশয় শীর্ণ। তা হোক। প্রথম প্রথম প্রচুর উৎসাহ নিয়ে হরবল্লভ তাদের দিয়ে বলায়, "বাঁচান—আমাকে বাঁচান!" তারপর হঠাৎ এক সময় পঙ্কজের কানের কাছে অপ্রসন্ন মুখ এনে বলে, "দূর মশাই, কিচ্ছু পারে না—এবার ভাবছি ওই সব পাড়া খুঁজে একটা ভাল হিরোইন্ নিয়ে আসব—"

পঙ্কজ চমকে ওঠে। ভীত চোখে তাকায় হরবল্লভের দিকে। সে বুঝতে পারে না তার বিয়ের রহস্য এখানে প্রকাশ হয়ে গেছে কি-না। তখন সেখান থেকে পঙ্কজ উঠে যায়। হরবল্লভের নাটকে অভিনয় করবার ইচ্ছে তার আর থাকে না।

মলিন আকাশ। থেকে থেকে মেঘ ডাকছিল। রাত অনেক। রাস্তায় বেশি মানুষ ছিল না। বৃষ্টির ঠিক আগে আগে পঙ্কজ বাড়ি পৌঁছল। দূর থেকেই পঙ্কজ জানলায় একটা মুখ দেখল। সে-মুখ চম্পার। চম্পা পঙ্কজের প্রতীক্ষায় অধীর হচ্ছিল।

কিন্তু পঙ্কজের চলার গতি শ্লথ ছিল। আস্তে আস্তে অনিচ্ছায় সে ঘরে

এল। চম্পার দিকে দেখল না। তার সঙ্গে কোন কথা বলল না। চম্পার করুণ নিশ্বাসের শব্দও পাখার হাওয়ায় পঙ্কজের কানে এল না। সে আলনা থেকে তোয়ালে টেনে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিল। একটু পরে পরেশের নাম ধরে ডাকল।

চম্পা পঙ্কজের কাছে এসে চাপাস্বরে বলল, "এত রাতে পরেশকে ডাক কেন?"

"আমায় ভাত দিতে বল!"

চম্পা আরও আস্তে বলল, "আমিই তো আছি।"

"তোমার খাওয়া হয় নি?"

"না।"

আর কিছু বলল না পঙ্কজ। খাবার ঘরে এসে আলো জ্বালল। জোরে পাখা চালাল। পঙ্কজ চম্পাকে সহ্য করতে পারছিল না। চম্পা তখন সেখানে ছিল না। রান্নাঘরে স্টোভ জেলে ভাত তরকারী গরম করছিল। একটা যন্ত্রের মতো চম্পা এসব করছিল। কোন কাজে সে মন দিতে পারছিল না। পঙ্কজের সামনে দাঁড়াতে তার সঙ্কোচ হচ্ছিল।

খাবার সময় মৃদু স্বরে চম্পা অনুযোগ করল, "এত রাত কর কেন? কোথায় থাক?"

পঙ্কজ মাথা তুলল না। খেতে-খেতেই বলল, "তুমি খেয়ে নিলেই তো পার।"

"আমার কথা বলছি না," চম্পার স্বর ভিজে ভিজে মনে হচ্ছিল, "অনিয়ম করে করে শরীরের কী অবস্থা করেছ!"

"ও কিছু না," শীর্ণ মুখ তুলে পঙ্কজ চম্পাকে আঘাত করতে চাইল, "আমি কোন নিয়ম মানি না তা তো জানই।"

চম্পার খিদে ছিল না। এখন তার তৃষ্ণাও মিলিয়ে গিয়েছিল। একটা নিশ্বাস ফেলে সে বলল, "আমি সবই জানি।"

চম্পা পঙ্কজকে দেখছিল না। সব বুঝতে পারছিল। আর তার যন্ত্রণা লাঘব করবার শক্তি ছিল না বলে দুঃখ অনুভব করছিল। মুখ নামিয়ে চম্পা নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছিল। তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। জানলার পর্দা ভিজে যাচ্ছিল। কারুর খেয়াল ছিল না।

খুব তাড়াতাড়ি খেতে খেতে পঙ্কজ বলল, "এখানে তোমার ভাল লাগছে না?"

চম্পা খাচ্ছিল না। খাওয়ার ভান করছিল। পঙ্কজের কথা সে শুনল। হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না। সত্যি কিংবা মিথ্যে—কিছুই বলবার ইচ্ছে হল না চম্পার।

চম্পাকে চুপ করে থাকতে দেখে পঙ্কজ হাসল, "আমি জানতাম এখানে তোমার ভাল লাগবে না।"

"তাহলে এসব কথা জিজ্ঞেস কর কেন?" চম্পার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছিল। সে নিজেকে দমন করতে পারছিল না, "তোমারও তো আজকাল এখানে একেবারেই ভাল লাগে না?"

পুরো গেলাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে পঙ্কজ বলল, "বাড়িতে থাকতে আমার কোনদিনও ভাল লাগে না। তোমাকে তো বলেছিলাম।"

পঙ্কজের কথার একটা বিনম্র উত্তর চম্পার বুক ঠেলে উঠছিল, "এখন এ বাড়িতে আমি আছি—" কিন্তু একথা পঙ্কজকে শোনাবার মনের অবস্থা তার ছিল না। প্লেট সরিয়ে দিল চম্পা। গেলাসও। ও উঠল। ঠক ঠক শব্দ করে বাঁ হাতে জানলা বন্ধ করল। বৃষ্টির ঝাপটায় ওর মুখ অল্প ভিজল। এই মুহূর্তে সে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে চাচ্ছিল।

শোবার ঘরে এসে পঙ্কজ বেতের হালকা চেয়ারে বসল। বিছানা বোধহয় ভিজে গিয়েছিল। দূর থেকে খাট ভিজে ভিজে দেখাচ্ছিল। হাওয়ায় বেড-কভার সরে গিয়েছিল। পঙ্কজের চোখে ঘুম ছিল না। ও জোরালো হলুদ আলো নিভিয়ে ছোট নীল আলো জ্বালিয়ে রাখল।

অল্প পরে চম্পা সে ঘরে এল। মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করে তাড়াতাড়ি এ ঘরেরও জানলা বন্ধ করল। বিছানার ভিজে-ভিজে চাদরের ওপর হাত রেখে আপন মনেই বলল, "ভিজে গেছে।"

"যাক," দূর থেকে পঙ্কজ বলল, "এখুনি ঘুমবে নাকি?"

"না।"

"তবে জোরে পাখা চালিয়ে দাও, একটু পরেই শুকিয়ে যাবে।"

চম্পা তা-ই করল। ঘরের দরজাও বন্ধ করে দিল। নীল হলেও এখন আলো চম্পার ভাল লাগছিল না। বৃষ্টি না হলে সে কিছুক্ষণ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। পঙ্কজ ঘরে থাকলেও আজ চম্পার একা-একা লাগছিল। এ ঘরে তার যেন করবার কিছু ছিল না। ভিজে খাটের একদিকে বসে নিষ্প্রভ মুখে সে বৃষ্টির শব্দ শুনে যাচ্ছিল।

একটু পরে সে পঙ্কজের প্রশ্ন শুনল, "তুমি গান জান?"

অবাক হয়ে গেল চম্পা। সে বিশ্বাস করতে পারল না যে পঙ্কজ কথা বলছে। অন্যদিকে তাকিয়ে চম্পা মাথা হেলিয়ে বলল, "জানি।"

"নাচ?"

একটু ইতস্তত করে চম্পা বলল, "না।"

পঙ্কজের স্বর হঠাৎ উষ্ণ হল, "নিশ্চয় জান। মিথ্যা কথা বল না!"

নিজেকে সংযত করার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে চম্পা বলে ফেলল, "সত্যি-মিথ্যে কিছু দিয়েই যখন আমার অতীত ঢাকতে পারি না তখন যা মুখে আসে তাই বলি।"

পঙ্কজ দীর্ণ স্বরে বলল, "অতীত ঢেকে রাখা যায় না।"

"যায়," চম্পার গলায় কান্না কাঁপছিল, "শুধু তুমি ভুলতে পার না। আমাকেও ভুলতে দাও না।"

"দেখতে পাও না আমি মরে যাচ্ছি?"

"আমি কী করব।" চম্পার গলা হঠাৎ শুকনো কঠিন হয়ে উঠল, "এখান থেকে চলে যাব?"

"কোথায় যাবে?"

"সে-ভাবনা আমার!"

চেয়ারে অনেকক্ষণ হাত ঘষল পঙ্কজ। চুলে আঙুল চালাল। ও চম্পাকেও নিজের যন্ত্রণার ভাগ দিতে চাচ্ছিল, "আবার পুরনো ব্যবসা ধরবে নাকি?"

সাপের মতো হিস্ হিস্ করে চম্পা বলল, "হ্যাঁ।"

তার তেজ দেখে পঙ্কজও চড়া গলায় বলল, "আমি জানতাম তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না—"

"তুমি হয়তো সবই জানতে," চম্পা হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "আমিই শুধু একটা কথা জানতাম না যে আমি যা নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম—যা দিয়ে তোমাকে চেয়েছিলাম তা দিয়ে কিছু পাওয়া যায় না—"

"কী দিয়ে তুমি আমাকে চেয়েছিলে?"

চম্পা মুখ ফিরিয়ে বলল, "আমি যদি অন্য কিছুর বদলে তোমাকে চাইতাম —যা দিয়ে সব মানুষকে চাকর করে রাখা যায় তাহলে ঠিকই পেতাম।"

পঙ্কজ ক্ষিপ্ত অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তা কী?"

"রূপ—ঐশ্বর্য!"

"সে সব নিয়ে তুমি আমার কাছে আস নি?"

"কখনো না।"

"তবে কী নিয়ে এসেছিলে ?"

হারের এক বুক গ্লানি নিয়ে চম্পা থেমে-থেমে উত্তর দিল, "সে কথা তুমি আর আমাকে জিজ্ঞেস কর না।"

পঙ্কজ মনে মনে জ্বলছিল কিন্তু ওর মুখে কথা ছিল না। চম্পাকে আরও আঘাত করবার ইচ্ছে থাকলেও চম্পার মূর্তি দেখে পঙ্কজের অল্প-অল্প ভয় লাগছিল। একটা বালিশে মুখ গুঁজে চম্পা কান্না চাপবার চেষ্টা করছিল। পঙ্কজ তার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না—বেতের চেয়ারে বসেই দেখছিল ওর শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

চুপচাপ বসে থাকতে পঙ্কজের ভাল লাগল না। এখন আলো নিভিয়ে ঘুমবার ইচ্ছেও তার ছিল না। বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। চম্পার সঙ্গে সে একটা কথাও বলল না। নিজে উঠে জানলা খুলে দিল। বাইরে বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। চারপাশ পঙ্কজের করুণ মনে হল। এখন চম্পার মাথায় তার একটা হাত রাখবার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তা করবার সাহস পঙ্কজের আজ যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

পঙ্কজ গোটা ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ও স্থির থাকতে পারছিল না। শব্দ করে ড্রেসিং টেবিলের বড় ড্রয়ার খুলে একটা হুইস্কির বোতল বের করল। বেতের চেয়ারটা টেনে আনল ড্রেসিং টেবিলের কাছে। ঘরে গেলাস ছিল না। জল ছিল না।

চম্পার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে পঙ্কজ বলল, "খাবার ঘর থেকে একটা গেলাস আর জলের জাগটা এনে দেবে ?"

একটু পরে চম্পা উঠে দাঁড়াল। পঙ্কজের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। চোখে আঁচল বুলিয়ে দরজার কাছে গিয়ে চম্পা থমকে দাঁড়াল। সে ড্রেসিং টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল দেখল। বুঝতে পারল না পঙ্কজ কখন ওটা এনে ড্রয়ারে রেখেছিল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েই চম্পা জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ?"

বোতলটা তুলে ধরে রুক্ষস্বরে পঙ্কজ বলল, "চেন না ?"

"ওটা এখানে এল কেমন করে ?"

"আমি এনে রেখেছিলাম।"

চম্পার কোমল মুখ কঠোর হল, "কেন ?"

"হুইস্কির বোতল কেউ সাজিয়ে রাখবার জন্যে কেনে না," পঙ্কজ বোতল খোলবার চেষ্টা করছিল, "তোমার খেতে ইচ্ছে করে না ?"

বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে চম্পা বলল, "এ ঘরে বসে তুমি কিছুতেই মদ খেতে পাবে না!"

"ঘর আমার না তোমার?"

"আমার সে-ঘর হলে তোমাকে নিশ্চয়ই খেতে দিতাম," চম্পার চোখ জ্বলছিল, "তোমার ঘর বলেই খেতে দেব না।"

"কিন্তু কেন?" ড্রেসিং টেবিলের ওপর পঙ্কজ হুইস্কির খোলা বোতল রেখে জিজ্ঞেস করল।

"আমার কোন প্রভাব তোমার জীবনে থাকবে না।"

"বল কী চম্পা!"

"আমার যে-জীবন তুমি ভুলতে পার না আমি তার কথা বলছি।"

দু'হাতে কপাল চেপে ধরে পঙ্কজ চীৎকার করে উঠল, "কিন্তু মাতাল না হলে আমি বাঁচতে পারব না। যাও, গেলাস আর জলের জাগ নিয়ে এসো।"

"না!"

"আমার সঙ্গে হেঁয়ালি কর না," পঙ্কজ উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল, "তুমি না যাও, আমি যাচ্ছি—"

"কিন্তু ফিরে এসে দেখবে আমি ওই বোতল চুরমার করে ফেলেছি—"

"আমাকে তুমি বাঁচতে দেবে না?"

"আমাকেও তুমি এমন করে মারতে পারবে না।"

অস্থির হয়ে উঠল পঙ্কজ। উত্তেজনায় মুখ বিকৃত করল। দরজার কাছ থেকে চম্পাকে ঠেলে সরিয়ে ও খাবার ঘরে যেতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনও দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল চম্পা। ওর মুখে উত্তেজনার কোন প্রকাশ ছিল না। ওকে একটা ঠাণ্ডা পাগল মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল।

আর একটু হলেই শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করে চম্পার হাত টেনে তাকে সরাবার চেষ্টা করত পঙ্কজ—তার জেদ বজায় রাখবার জন্যে হিংস্র হয়ে উঠত। কিন্তু ঠিক তখন বাইরে একটা গাড়ি থামল। ঝনঝন করে দারোয়ান গেট খুলল। অনেকক্ষণ একটানা কলিং বেল বাজল। সিঁড়িতে থেমে-থেমে জুতোর হীলের খট খট শব্দ শোনা গেল। আর তারপরই জোরে একটা ভারী জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ হল।

চম্পা চমকে জিজ্ঞেস করল, "ও কিসের শব্দ?"

পঙ্কজের উত্তেজনা জুড়িয়ে গিয়েছিল। বোবা চোখে ও নীল আলো

দেখছিল। চম্পার প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ দিতে পারল না। এক-পা এক-পা করে ড্রেসিং টেবিলের কাছে এল। ঝুপ করে বেতের চেয়ারে বসল।

তখন বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ এলোমেলো স্বর ভেসে আসছিল, "ও মা-মী, টেইক মি ইন প্লিজ! মা—মী—"

ভীত কৌতূহলে চম্পা আবার জিজ্ঞেস করল, "ও কে?"

মুখ তুলে নীল আলো দেখতে-দেখতেই যেন ভীষণ মার খাওয়ার একটা জর্জর মানুষের মতো দোষ স্বীকার করল পঙ্কজ, "নন্দিনী মাতাল হয়ে ফিরেছে। সিঁড়িতে পড়ে গেছে—"

"মা—মী, প্লি-ই-ই-জ! আই লাভ ইউ সো মাচ্! ট্রা-লা-লা-লা! গুড নাইট! টা-টা! ট্রা-লা-লা-লা—"

চম্পা দরজার খিল খুলতে যাচ্ছিল। পঙ্কজ বারণ করল, "খুলো না।"

"নন্দিনীকে ভেতরে আনবে না?"

রুক্ষস্বরে পঙ্কজ বলল, "না।"

চম্পা আর কথা বলল না। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েও থাকল না। ওর চোখ শান্ত স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। আবার খাটের ওপর এসে বসল চম্পা। ঘুম না পেলেও শুয়ে পড়ল। শুয়ে-শুয়েই চম্পা বুঝতে পারল আশালতা নন্দিনীকে আস্তে আস্তে ভেতরে নিয়ে আসছে। নন্দিনী ইংরেজী গান গাইছিল।

পঙ্কজও সব শুনছিল। এখন আলো নিভিয়ে তার ঘর একেবারে অন্ধকার করে দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল। সে মাথা তুলতে পারছিল না। চম্পার চোখে চোখ পড়ে যাওয়ার লজ্জায় তার গোটা শরীর ঠাণ্ডা বিকল হয়ে গিয়েছিল।

পঙ্কজ বুঝতে পারছিল এখন খাবার ঘর থেকে জল আনতে বললে চম্পা ঠিক কথা শুনবে। আর সে যদি সারারাত এখানে বসে-বসে মদ খায় তাহলেও চম্পা বাধা দেবে না। একটাও কথা বলবে না।

হুইস্কির বোতল খোলাই ছিল। পঙ্কজও সুস্থ বোধ করছিল। কিন্তু এক ফোঁটা মদ স্পর্শ করবার আর কোন ইচ্ছেই ছিল না তার।

॥ আঠারো ॥

এখন মাছের ঝোল আর ভাত খেয়ে অফিসে বার হতে মন চায় না নন্দিনীর। সে সকাল ন'টায় একা বসে-বসে ব্রেকফাস্ট খায়। এক-একদিন চৌরঙ্গীর বড় বিলিতি দোকান থেকে এক-একটা জিনিস কিনে নন্দিনী আশালতার হাতে দিয়ে বলে, "বেকন্-এর টিন," কিংবা "এটা হেরিং—শুধু গরম করে দিও—"

আশালতা ছোট ছোট টিন হাতে ঘুরিয়ে যোগরঞ্জনকে দেখিয়ে বলে, "দেখেছ?"

যোগরঞ্জন পাইপ কামড়ায়, "দেখব না? বিলেতে যখন ছিলাম তখন বেকন্ না হলে আমার ব্রেকফাস্ট খাওয়াই হত না—"

আশালতা হাতের টিন ঠক করে টেবিলের ওপর রেখে চড়া গলায় বলে, "থাম!"

শুধু যে নন্দিনী খাওয়ার পরিবর্তন করল তা নয়, পুরোপুরি মেমসাহেব হওয়ার অদম্য আগ্রহে অল্প দিনের মধ্যে নিজের চেহারাও সংশোধন করল। একটা বড় বিলিতি চুল কাটার দোকানে গিয়ে ছোট করে চুল কাটল। মাথায় তেল দেয়া ছাড়ল। হাতে একটাও চুড়ি রাখল না। দামী-দামী পাতলা শাড়ি কিনল। প্লাস্টিকের রেইন কোট কিনল। একদিন আশালতার কাছে শিগগিরই বিলেত যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে নন্দিনী দু-এক লাইন ইংরেজী সুর ছড়াল।

আশালতা খুশী হয়ে বলল, "অফিস থেকে তোকে পাঠাচ্ছে?"

"নো মামী, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

"নিজেই যাচ্ছিস?" নন্দিনীর অবর্তমানে সংসারের অসুবিধার কথা ভেবে আশালতা অল্প বিচলিত হল, "সে তো অনেক খরচের ব্যাপার শুনি রে নন্দা?"

উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যে মা-র গাল টিপে নন্দিনী বলল, "দ্যাট আই নো। বব্ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে মা।"

"বব্? সে আবার কে?"

নন্দিনী আশালতাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "রবার্ট বব্ কার্কম্যান—আমার ইংরেজ বন্ধু।"

"তাই নাকি?" একমুখ হাসি ছড়িয়ে আশালতা বলল, "তার কথা তো শুনি নি—তাকে কোথায় পেলি?"

নন্দিনী ব্যাগ থেকে সিগ্রেটের সাদা হোল্ডার বের করে ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল, "হঠাৎ পেয়ে গেলাম। ব্রিটিশ ইনফরমেশন-এর ককটেইল-এ সেদিন আলাপ হল। জান মা, পরদিনই বব্ আমাকে টেলিফোন করে বলে, "আই স্যাড লাইক টু মিট ইউ এগেন—"

"তা মাঝে মাঝে দেখা-টেখা করিস তো?"

নন্দিনী হেসে বলল, "ইংরেজ-নন্দন দেখা না করে ছাড়ে নাকি! এখন তো ওর সঙ্গে রোজই আমার দেখা হয়," নন্দিনী হোল্ডারে সিগ্রেট ভরছিল, "বব্ খুব ভাল ছেলে মা। বাঙালীদের মতো সেন্টিমেণ্টাল ফুল্ নয়।"

আশালতার কথায় অভিমানের মৃদু ঝাঁজ ছিল, "তোর জন্যে তবু এ বাড়িতে আজকাল একটু বিলেত-বিলেত গন্ধ পাই। এতদিন তো শুধু পাইপের ঠকঠকানি শুনেই কাটল। একটা ভাল দিশির সঙ্গেই আমার আলাপ হল না, তা সাহেব—"

"আমি বব্‌কে শিগগিরই একদিন বাড়িতে নিয়ে আসব।"

আশালতার মুখে আগ্রহের কোন আভা খেলল না, "এখন কি আর তেমন ইংরেজি-টিংরেজি বলতে পারব?"

"খুব পারবে," লাইটারে স্নাক-স্নাক শব্দ করে সিগ্রেট ধরাল নন্দিনী। খেলিয়ে-খেলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল, "বব্ একটু-একটু বাংলাও বলে?"

কিন্তু আশালতা তখন ববের কথা ভাবছিল না। হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে সে তার নিজের সংসারের কথাই ভাবছিল। সংসার তাকে পিষে-পিষে মারছিল। এই খাঁচা ভেঙে নন্দিনীর মতো সাত-সমুদ্র পার হয়ে যাওয়ার বয়স তার ছিল না বলে সে মনে মনে বেদনা অনুভব করছিল। আর যোগরঞ্জনকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

"ক' মাস বিলেতে থাকবি নন্দা?"

একটা বিলিতি জার্নাল-এর প্রচ্ছদে স্ল্যাকস্ পরা সেরা অভিনেত্রীর ছবি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে নন্দিনী বলল, "চিরকাল।"

একটু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে আশালতা জিজ্ঞেস করল, "বব্‌কে বিয়ে করবি নাকি?"

"বিয়ে?" ঝরনার তোড়ের মতো কুলকুল হাসি বেরিয়ে এল নন্দিনীর গলা কাঁপিয়ে। সে জার্নালটা টেবিলের এক ধারে ঠেলে দিয়ে বলল, "ওঃ মামী, পুরাকালের মা-দের মতো কথা বল না প্লিজ! ওসব বিয়ে-টিয়ে আমার ধাতে সইবে না। বোকা চম্পার অবস্থা দেখছ না? একটা সিলিম্যানকে

বিয়ে করে আর সংসার-সংসার করে ওর অমন সুন্দর ফিগার স্রেফ মাটি করে ছাড়ল!"

"যা বলেছিস নন্দা," আশালতা জোরে নিশ্বাস ফেলল, "ওর অবস্থা ঠিক আমার মতোই হবে।"

আশালতার পিঠে আস্তে হাত বুলিয়ে নন্দিনী তাকে আশ্বাস দিল, "আমি বিলেতে গিয়ে আগে একটু গুছিয়ে বসি, তারপর তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাব মা।"

"এই বয়সে সেখানে গিয়ে আমার আর কী হবে তুই বল নন্দা!"

"বয়সের কথা ভেবে মন খারাপ কর না মা। যারা তোমার মতো, বিলেতে লোকে তাদের বলে, ইয়ং লেডি।"

আশালতার মুখ প্রসন্ন হল, "তাই নাকি?"

"এখানে সেদিন তোমাকে দেখে রবীন বিশ্বাস কী বলেছিল জান?"

"কী?"

"বলেছিল, তোমার মাকে আমি তোমার দিদি ভেবেছিলাম," নন্দিনী টেনে টেনে উচ্চারণ করল, "ইউ আর সো সুইট মামী—"

খুশীতে জড়োসড়ো হয়ে আশালতা বলল, "রবীন ছেলেটি সত্যিই খুব ভাল। অত টাকা মাইনে পায় কিন্তু কী বিনয়!"

"ইয়েস, হি ইজ ভেরি পোলাইট। তবে বব্ ওর চেয়ে আরও অনেক স্মার্টার," কাঁধ ঈষৎ ঝাঁকিয়ে নন্দিনী বলল, "আফটার অল হি ইজ অ্যান ইংলিশ ম্যান মামী—" ভেতরে টেলিফোন বাজছিল। এক মুহূর্তও দেরি না করে আশালতাকে একা ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে নন্দিনী ঊর্ধ্বশ্বাস গতিতে তা ধরতে গেল।

আশালতার এখন অনেক কাজ ছিল। কিন্তু কোন কাজ করতে তার ইচ্ছে হল না। নন্দিনী সেখানে ছিল না—তখনও আশালতার নাকে তার শরীরের মধুর ঘ্রাণ লেগে ছিল। তার মুখ ভারী থমথমে হয়ে উঠল। চোখ বন্ধ হয়ে এল। আশালতার মনে পার হয়ে আসা যৌবনের আবেগ ফুলে ফুলে উঠছিল। তার মনে অনেক কান্না জমা ছিল।

কিন্তু অল্প পরেই আশালতার নাক থেকে নন্দিনীর শরীরের মধুর ঘ্রাণ মিলিয়ে গেল। তার মন থেকে যৌবনের ভাবনা মুছে গেল। আর কিছুদিন পর যখন নন্দিনী থাকবে না তখন এই সংসার অচল হয়ে যাবে। দিন কাটবে না। নির্ভর করবার আর কোন মানুষ ছিল না আশালতার। তার ভয় হচ্ছিল।

যতক্ষণ নন্দিনী এ ঘরে আশালতার পাশে ছিল ততক্ষণ এ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে একটা উত্তাপের স্পর্শও ছিল। দৈন্যের কোন ছায়া আশালতার মনে ছিল না। এখন কোথাও কোন উত্তাপ নেই। চোখ খুলতে সাহস পাচ্ছিল না আশালতা। সংসারের ফ্যাকাশে ছবির কথা ভাবতে পারছিল না। এ ঘরে বসে চোখ বন্ধ করে সে সব দায় এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিল।

আরও পরে হঠাৎ খসখস শব্দে চোখ খুলে আশালতা চম্পাকে দেখল। চম্পা আশালতার বিশ্রামের ব্যাঘাত করতে চাচ্ছিল না। তার হাতে অনেক তাজা ফুল ছিল। চম্পা বাসি ফুল ফেলে ফুলদানে নতুন ফুল সাজিয়ে রাখছিল। সে একটা এইমাত্র পাট-ভাঙা সাদা শাড়ি পরেছিল। তার কপালে ছোট লাল টিপ জ্বলজ্বল করছিল।

আশালতা কিছুক্ষণ কথা বলল না। সোফায় বসে বসেই চম্পাকে দেখল। তাজা ফুলের গন্ধ আসছিল। চম্পার গায়েও মিষ্টি গন্ধ ছিল। চম্পাকে দেখতে দেখতে আশালতার সাহস আবার ফিরে আসছিল। একটা স্থির আশ্বাসের মতো চম্পা তার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

"তুমি এসব কর কেন?"

চম্পা একটা ফুলদান হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, "আপনি বিশ্রাম করুন না মা!"

"করছি তো। এখন তুমি আমাকে আর কিছুই করতে দাও না। কিন্তু নিজের চেহারাটা কী করেছ!"

ছোট একটা বালতিতে ফুলদানের বাসি জল ঢালতে ঢালতে চম্পা বলল, "আমি খুব ভাল আছি।"

আশালতা সোজা হয়ে বসল। পায়ে পা ঘষল, "একটু আগে নন্দা বলছিল, সংসারের কাজ করে করে তুমি তোমার ফিগার একেবারে নষ্ট করে ফেলেছ।"

চম্পা হেসে বলল, "আমি আর কতটুকু করি। সবই তো আপনিই করে নেন," ফুলদান আবার সে ঠিক জায়গায় রাখল, "আমার শরীর এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।"

নন্দিনী যে পত্রিকাটা টেবিলের ওপর ফেলে রেখেছিল, আশালতা সেটা হাতে তুলে নিল। পাতা উল্টে দেখতে দেখতে বলল, "নন্দা বিলেত যাচ্ছে।"

চম্পা এখন আশালতার দিকে দেখল না। একটা শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে চীনে মাটির ফুলদান ঘষতে ঘষতে বলল, "কবে যাচ্ছে মা?"

"খুব শিগগির," নিজের ব্যাকুল ইচ্ছার সমর্থন পাবার জন্যে আশালতার চম্পাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার বিলেত যেতে ইচ্ছে করে না?"

নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা এড়িয়ে যাবার জন্যে চম্পা বলল, "বাবাও তো অনেক দিন সেদেশে ছিলেন—"

যোগরঞ্জনের নামে আশালতার মুখ অপ্রসন্ন হল। একটু জোরে টেবিলের ওপর পত্রিকাটা ছুঁড়ে দিয়ে সে বলল, "একমাত্র তোমার শ্বশুরই বিলেত ঘুরে কিছু করতে পারল না। কিন্তু আর যারা ওখানে যায় তারা ফিরে এসে বড় বড় কাজ করে। ওই যে, সেদিন এসেছিল, তোমার শ্বশুরের বন্ধু ঘোষসাহেব —মাসে মাসে সে কত টাকা পায় জান?"

ঘোষসাহেব কত পায় না পায় তা জানবার অল্প আগ্রহও চম্পার ছিল না। আশালতা তার উত্তরের অপেক্ষা করছিল বলে সে মুখ নামিয়ে আস্তে বলল, "না।"

"প্রায় হাজার ছ'সাত টাকা। কখনো কখনো তারও বেশি। আশ্চর্য, দুজনে একসঙ্গে বিলেত থেকে ফিরেছিল!"

নন্দিনী তখন টেলিফোনে জোরে জোরে শচীন নাগের সঙ্গে কথা বলছিল। তার গলার স্বর এ ঘর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

......"আই অ্যাম অ্যাফ্রেড শচীন, আই কাণ্ট......কিন্তু কী করে হবে? আজ দুটো ককটেইলে যাবার কথা আমার—কোথায় যাব এখনও তাই ঠিক করতে পারি নি।..... কী কথা? ফোনেই বল।......ওয়েল, আই অ্যাম ভেরি বিজি দিজ ডেইজ, দেখা করা সিম্পলি ইমপসিবল্—"

আশালতা চম্পাকে জিজ্ঞেস করল, "শুনেছিলাম পঙ্কজের মাইনে বেড়েছে। ও এখন কত পায়?"

চম্পা কিছু জানত না। পঙ্কজ তাকে দু-একবার টাকা-পয়সার কথা বলতে গিয়েছিল, সে শোনে নি। তার সঙ্কোচ হয়েছিল।

এখন চম্পা বলল, "আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে বলব।"

আশালতা আশ্চর্য হয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি জান না?"

"না।"

আশালতা চম্পাকে সতর্ক করবার জন্যে গলা তুলে বলল, "অত ভাল মানুষ হয়ে থেক না চম্পা—নিজের সর্বনাশ ডেকে এন না। তোমার মতো ভালমানুষি করে করে আমার এমন অবস্থা হয়েছে।"

চম্পা মৃদুস্বরে আবার বলল, "আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করব।"

"ও যা বলবে তা শুনে চুপ করে থাকবে নাকি ?" আশালতা অধীর হয়ে বলল, "কী করেছে ও তোমার জন্যে ? এতদিন হয়ে গেল, এখনও তোমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে গেল না।"

চম্পা মিথ্যা কথা বলল, "উনি বলেছিলেন—আমিই যেতে চাই নি—"

"ওসব মুখেই," আশালতা ছটফট করতে করতে বলল, "বাপ ছেলে দুজনেই সমান। তুমি কেমন করে এমন মুখ বুজে থাক, আমি ভেবে পাই না। বুঝবে—বুঝবে পরে !"

আশালতাকে শান্ত করবার জন্যে চম্পা বলল, "পরীক্ষা হয়ে গেলে কাবেরীও বিলেত যাবে নাকি মা ?"

"তুমিও যেমন !" আশালতার মুখ বিকৃত হয়ে গেল, "ও কিছু করতে পারবে ভেবেছ ?" একটু চুপ করে থেকে আবার বলল আশালতা, "নন্দা চলে গেলে দেখবে কী হয় !"

"কী হবে ?"

"তখন সকলে বুঝতে পারবে নন্দা কত করত এ সংসারের জন্যে ! তুমি আজই নন্দার বিলেত যাওয়ার কথা পঙ্কজকে বল কিন্তু—"

"বলব মা।"

আশালতা গালে হাত রেখে বলল, "বলে আর কী হবে ! আমাকেই ভুগতে হবে। তুমি আরও কষ্ট পাবে।"

চম্পা ফুল সাজিয়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দেখল কেমন দেখাচ্ছে। তারপর আশালতার দিকে তাকিয়ে পাখির মতো বলল, "আপনি বেশি ভাববেন না মা, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

একটা ভারী নিশ্বাস ফেলল আশালতা, "তোমার কোন ভাবনা নেই। তোমার অনেক টাকা। তাহলেও কী কষ্ট তুমি এখানে এসে সহ্য করছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি বারবার বলছি চম্পা, এত ভাল হয়ো না। ঠকে মরবে। পঙ্কজ তোমার সব উড়িয়ে দেবে—"

চম্পা মৃদু বাধা দিয়ে বলল, "আমার কিছু নেই মা।"

"আচ্ছা," হঠাৎ আশালতা চম্পার শরীরে চোখ বুলিয়ে নিল, "তোমার গয়নাগুলো কোথায় গেল ?"

"আমি তুলে রেখেছি।"

"বেশ করেছ," নিজের হাতের দিকে দেখল আশালতা। তার মুখ এক মুহূর্তের জন্যে ম্লান হল, "আজকাল বেশি গয়না-টনা কেউ পরে না। বড়

গেঁয়ো-গেঁয়ো দেখায়। কিন্তু দেখ, পঙ্কজ ওসব আবার বিক্রি না করে দেয়," আশালতার মুখ আবার কঠিন হল, "কারুর কিছু দেবার ক্ষমতা নেই, শুধু পরের টাকায় ভাগ বসাতে জানে।"

"উনি আমাকে গয়নার কথা কখনও কিছু বলেন নি মা।"

বলবে—বলবে। আমার ছেলেকে আমি চিনি না!" নন্দিনী যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে আশালতা বলল, "নন্দা বিলেত চলে যাক না আগে—" একটা নিশ্বাস ফেলল আশালতা, "ইচ্ছে করে তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। এমন একটা বিয়ে না করলে তুমিও নন্দার মতো বিলেত যেতে পারতে। কী পেলে তুমি এ সংসারে!"

তখনও টেলিফোনে শচীনের সঙ্গে নন্দিনী কথা বলছিল, "আমি জানি রবীন বিশ্বাস ম্যারেড। হোয়াট? বাট আই অ্যাম নট ইণ্টারেস্টেড ইন হিজ পারসোন্যাল হিস্ট্রি······ওঃ শচীন, প্লিজ ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল। সুইসাইড করবে? হেভেনস্! হোযট ডাজ ইট ফর? আই পিটি ইউ। পুওর বয়!··· আমাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসতে পারবে না? ওঃ, ডোণ্ট সে দ্যাট!··· আই স্যাল ট্রাই টু ফাইণ্ড এ গুডি-গুডি গার্ল ফর ইউ—সুইট লিটিল ব্রাইড। আচ্ছা, আই অ্যাম ইন এ হারি—ছাড়ি··কিছু বলতে পারব না···না··· বাই-বাই!"

একদিন বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় একটা কালো বড় গাড়িতে নন্দিনীর ইংরেজ বন্ধু রবার্ট বব্ কার্কম্যান তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিতে এল। ইচ্ছে করেই নন্দিনী ববকে বাড়িতে ডিনার খেতে বলে নি—চা খেতেও নয়। সে ঠিক করেছিল বব্ এলে তাকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবে—মা-বাবা চম্পা কাবেরীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। বব্ নন্দিনীর সব আত্মীয়-আত্মীয়াকে দেখার ইচ্ছে বারবার প্রকাশ করেছিল।

খাবার কথা নন্দিনী কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছিল। খাবার ঘরে যে যে জিনিস তার বাইরের চাল-চলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে অপরিহার্য—ভাল ডিনার-টেবিল, ক্রকারি, একটা ফ্রিজিডেয়ার, কার্পেট—সে সব এখনও নেই বলে নন্দিনী ববের সঙ্গে ড্রয়িংরুমেই আসর জমাতে চেয়েছিল। আর কফির সঙ্গে ভাল ভাল মিষ্টি তাকে সেখানেই পরিবেশন করবে বলে ভেবে রেখেছিল। তা ছাড়া ববের সঙ্গে বেশিক্ষণ বাড়িতে বসে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছেও ছিল না নন্দিনীর।

"হ্যাল্লো বব্," ববের কোমরে হাত দিয়ে নন্দিনী তাকে হাসতে-হাসতে ভেতরে নিয়ে এল।

নন্দিনীর সঙ্গে ভেতরে এসে বব্ একবার ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। এ ঘরের অনেক জিনিস ওর চেনা-চেনা লাগল। দেশের কথা মনে পড়ল। বব্ বুক-পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করল। শব্দ করে নাক ঝেড়ে রুমাল ভাঁজ করতে করতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "অ্যাজ ইফ আই ওয়্যার সিটিং ইন মাই নটিং হিল গেইট ডিগ্ নাণ্ডিনী—"

ইংরেজ মেয়ের মতো কাঁধ ঈষৎ ঝাঁকিয়ে নন্দিনী বলল, "ফিলিং হোম সিক?"

"আই লাইক দিস রুম ভেরি মাচ।"

"ডোণ্ট ইউ লাইক মি বব্?"

"আই লাভ ইউ নাণ্ডিনী," বব্ পরিহাসের সুরে বলল, "ইউ হ্যাভ উইচ ক্রাফট্ ইন ইওর আইজ!"

"ওঃ বব্, ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল!"

তারপর আশালতা এল। যোগরঞ্জন এল। চম্পা আর কাবেরীকেও নন্দিনী ডাকল। কাবেরীর এ ঘরে আসবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। না এলে দিদি রাগ করবে বলেই সে এল। নন্দিনী একে-একে ওদের সকলের সঙ্গে ববের আলাপ করিয়ে দিল।

"মাই মামী—"

বব্ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আশালতাকে নমস্কার করে ভেবে ভেবে বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে বলল, "আমি রসগোল্লা, সন্দেশ, চমচম, ছানার পায়েস, জিলিপি খেতে বড়ই ভালবাসি মা।"

আশালতা অনেকক্ষণ হাসল, "আপনি তো বেশ সুন্দর বাংলা বলতে পারেন—"

"আমি শীঘ্রই বিলাটে গিয়ে নাণ্ডিনীর বর-ও হইয়া উঠিব—"

নন্দিনী চোখ পাকিয়ে কৃত্রিম কড়া স্বরে বলল, "ডোণ্ট বি সিলি বব্!"

বব্ নন্দিনীর ধমকে ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আই বেগ ইওর পার্ডেন।"

"মাই সিষ্টার-ইন-ল—" নন্দিনী চম্পার হাত ধরে তাকে একেবারে ববের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

"আপনার মুখ বড় সুণ্ডর আছেন।"

চম্পা হাসল না। আস্তে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"মাই সিষ্টার কাবেরী—"

বব্‌ কাবেরীকে দেখতে-দেখতে অনেকক্ষণ কী ভেবে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভাল রান্না করতে পারেন?"

কাবেরী মাথা হেলিয়ে বলল, "পারি।"

"আমি মাছের মুড়ো খাব—ডালও খাব।"

"ওঃ বব্‌," নন্দিনী হাসতে-হাসতে বলল—"ইউ সীম টু বি ইণ্টারেস্টেড ওনলি ইন ফুড। নাও, মীট মাই ড্যাডি—"

"হাউ ডু ইউ ডু?"

যোগরঞ্জন হাত বাড়িয়ে ওই এক কথাই বলল, "হাউ ডু ইউ ডু।"

আজ বব্‌ আসবে বলে যোগরঞ্জন তার পুরোনো কোট-প্যাণ্ট পরেছিল। টাই বেঁধেছিল। আজ তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছিল। যোগরঞ্জনের মনে হচ্ছিল তার শরীর অনেক হালকা হয়ে গেছে। বাসি মনটাও তাজা হয়ে উঠেছে। পাইপ মুখে দিয়ে ববের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সে জোরে-জোরে হাসছিল। তার ব্যর্থ ভারী-ভারী দিনের কথা ভুলে যাচ্ছিল।

যে-মহাদেশ হারিয়ে গিয়েছিল—মুছে গিয়েছিল যোগরঞ্জনের মন থেকে—বব্‌কে দেখতে-দেখতে সে-দেশের ঘ্রাণ তার নাকে এসে লাগছিল। যৌবনের স্মৃতি কাঁপছিল। সে বব্‌কে শোনাচ্ছিল তারই দেশের কথা!

যোগরঞ্জন বলছিল—একদিন সে যখন লণ্ডনের এক শহরতলী থেকে ফিরছিল সন্ধ্যার মুখে মুখে তখন কুয়াশা ঘন হচ্ছিল? দেখতে-দেখতে আরও ঘন হল। আর কিছু দেখা গেল না। একহাত দূরের মানুষও নয়। রহস্যের একটা রূপোলী জাল লণ্ডননগরী আচ্ছন্ন করেছিল। লণ্ডনবাসী ত্রস্ত দিশাহারা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যোগরঞ্জনের ভাল লেগেছিল। খুব ভাল লেগেছিল। কুয়াশার প্রথম অভিজ্ঞতায় তার মনে হয়েছিল, কখনো-কখনো প্রকৃতি এখনও বিজ্ঞানকে হার মানায়।

আর গ্রীষ্মের ট্রাফ্যালগার স্কোয়ার! কয়েক মুহূর্তের জন্যে চোখ বন্ধ করেছিল যোগরঞ্জন। ও দেখেছিল ফোয়ারায় জলের অবিশ্রাম বর্ষণ। অনেক পায়রা। জলে সিংহ আর নেলসনের মর্মর মূর্তির স্থির ছায়া।

যোগরঞ্জন থামতে পারছিল না। সে বলল বব্‌কে লণ্ডনের তুষারের কথা। হালকা রোদ আর ব্লিজার্ডের কথা। রাজনীতির কথা। জীবনের দ্রুতগতির কথা। ছেলেমেয়ের অফুরন্ত প্রাণশক্তির কথা। নানা পাড়া আর অলিগলির কথা।

যোগরঞ্জন জিজ্ঞেস করল, কেনসিংটন হাই স্ট্রীটে সেই ইটালিয়ন রেস্তোরাঁয় বব্ কখনও গেছে কি না। সে কি হ্যাম্পস্টেড হীথের টিবির ওপর দাঁড়িয়ে একদিনও দীর্ঘকালস্থায়ী গোধূলির রঙ রূপ দেখেছে। আইল অব ওয়াইটে ছোট ছোট গুহা দেখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা কখনও কি তার মনে হয়েছিল!

যোগরঞ্জনের কথা শুনতে শুনতে বব্ খুশী হচ্ছিল। অবাক হচ্ছিল। কিন্তু সে একটুও নড়ল না। হাত-পা-মাথাও নাড়ল না। স্থির হয়ে বসে বসেই মুগ্ধ চোখে তাকাল যোগরঞ্জনের দিকে, "ইউ নো মাচ অব লণ্ডন!"

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যোগরঞ্জন বলল, "ওয়েল মিস্টার কার্কম্যান, লণ্ডন বিলঙড টু মি!"

আজ যোগরঞ্জনকে খুব ভাল লাগছিল নন্দিনীর। আশালতাও খুশী হচ্ছিল। সে এতদিন ধরে যেমন চেয়েছিল যোগরঞ্জন হঠাৎ যেন তেমন হয়ে উঠেছিল। আশালতা একটা বড় ট্রে-তে খাবার সাজিয়ে আনল। সঙ্গে এল পরেশ। বব্ আসবে বলে পরেশকে আজ ঝকঝকে শার্ট আর পায়জামা পরানো হয়েছিল। নন্দিনী থেকে-থেকে ভেতরে যাচ্ছিল—আসছিল। কথায়-কথায় বলছিল, "এক্সকিউজ মি প্লিজ।"

অনেক মিষ্টি খেল বব্। আরও চাইল। আরও খেল। খাওয়া শেষ করে বলল, "লাভলি!" তারপর এদের সকলকে নিয়ে আজই বেড়াতে যেতে চাইল। কারুর অনিচ্ছা ছিল না। শুধু কাবেরী আর চম্পা গেল না।

কাবেরী বলল তার পড়া আছে। হঠাৎ সব ভুলে গিয়েছিল চম্পা! অনেক দিন পর বাইরে যাবার আগ্রহ তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল। আর একটু হলেই হয়তো সে এদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে রাজী হত কিন্তু ওর বুক দুপদুপ করে উঠল। খুশীর শেষ রেখাটাও চোখ থেকে মিলিয়ে গেল। মুখ বিমর্ষ হল। মন অপ্রসন্ন হল। নিজেকে শাসন করল চম্পা। গেল না।

আশালতা আর যোগরঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে একটা সন্ধ্যে নষ্ট করবার খুব বেশি ইচ্ছে ছিল না নন্দিনীর। বব্‌কেও সে নিরাশ করতে চাচ্ছিল না। আর ক'দিনই বা এদেশে আছে নন্দিনী! আজ আরও কিছুক্ষণ ববের সঙ্গে থাক তার মা-বাবাও।

অনেক পরে, অনেক রাতে চম্পা পঙ্কজকে নন্দিনীর ইংরেজ বন্ধুর কথা

বলল। আরও বলল যে সে তাকেও আজ এদের সকলের সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

পঙ্কজ কিছু শুনল, কিছু শুনল না। কিছুক্ষণ কথা বলল না। ওর শরীর ক্লান্ত ছিল। মেজাজও ভাল ছিল না। জানলার পর্দা অল্প সরে গিয়েছিল। পঙ্কজ সেটা টেনে দিয়ে বলল, "গেলে না কেন?"

চম্পা মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, "না।"

"গেলেই পারতে" পঙ্কজের স্বরে শ্লেষ ছিল, "এ তো ইংরেজ। এর কাছে তো ধরা পড়ার ভয় ছিল না।" সে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, "না কি ভয় ছিল?"

চম্পা মুখ তুলল, ইতস্তত করল না। ওর চেহারার কোন পরিবর্তন হল না। শুকনো গলায় বলল, "আমার সব ভয় ভেঙে গেছে।"

"হঠাৎ?"

চম্পা পঙ্কজের প্রশ্ন এড়িয়ে বলল, "আমি ধরা পড়ার ভয়ে এমন চোরের মতো আর থাকতে পারব না!"

"কী করবে?"

"নিজেই সব ভেঙে দেব।"

"সকলকে বলবে যে গৌরীশঙ্কর লেনে ঘর ভাড়া নিয়ে তুমি ব্যবসা করতে?"

চম্পা বেশ জোরে বলল, "হ্যাঁ, বলব।"

পঙ্কজ উত্তেজনায় অধীর হল। চম্পা'র চেহারা দেখে জোরে কথা বলতে সাহস করল না। চেপে-চেপে বলল, "কিন্তু তারপর কী হবে জান?"

"জানি। কিছুই হবে না।"

"হবে," দাঁতে দাঁত চাপল পঙ্কজ, "তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

চম্পা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "এ বাড়িতে এসে আমি কী পেয়েছি বলতে পার যে চলে যেতে আমার মন কাঁদবে?"

"তুমি যেখানে ছিলে সেখানে যা পাওয়া যায়; এখানে তা পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু যা হোক একটা কিছু পাব বলেই তো এখানে এসেছিলাম," চম্পার ঠোঁটে করুণ হাসি খেলছিল, "তুমি আমাকে কী দিয়েছ?"

পঙ্কজের উত্তর ছিল না। সে বুকে হাত রাখল। চুল টানল। ঘরের

মধ্যে এলোমোলে ঘুরে বেড়ালো। বারবার সিগ্রেট মুখে তুলল। নামাল। ছটফট করতে-করতেই পঙ্কজ বলল, "নেই—আমার কিছু নেই।"

"হ্যাঁ নেই। আমার মতো মেয়েকে বেঁধে রাখার ক্ষমতাও তোমার নেই—" চম্পার মুখ শুকনো দেখাচ্ছিল। ও জোর করে টিপে-টিপে হাসবার চেষ্টা করছিল।

পঙ্কজ বলল, "তোমার যা খুশি কর।"

"করব," খুব আস্তে কথা বলল চম্পা, "আমাকে তাড়িয়ে দেবার সুযোগ তুমি কখনও পাবে না।"

চম্পার আলোর ভুবন কোথাও ছিল না। পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ধেয়ে আসছিল। আলো আর অন্ধকার এক হয়ে একটা দাহর ভুবন গড়ে তুলছিল। তার মধ্যে চম্পাও পুড়ে মরছিল।

।। উনিশ ।।

এখন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হল দ্রুতগামী প্লেনে নন্দিনী বরের সঙ্গে লণ্ডন চলে গেছে। দমদম এয়ার পোর্টে আশ্বিনের রোদে থরোথরো দিন জ্বলছিল। কী কারণে প্লেন ছাড়তে অল্প দেরি হচ্ছিল বলে নন্দিনী ধৈর্য হারাচ্ছিল। ভারতবর্ষে থাকতে তার আর ভাল লাগছিল না।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেছে নন্দিনী। তার অনেক জিনিস কেনবার দরকার ছিল। প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা না পেলে সে সব কেনা হত না। যাবার আগে তার সঙ্গে অনেক কথা বলছিল যোগরঞ্জন। তাকে অনেক উপদেশ দিচ্ছিল।

আশালতা একটাও কথা বলতে পারছিল না। তার মুখ থমথম করছিল। চোখ ছল ছল করছিল। আশালতা জোর করে নন্দিনীকে এখানেই ধরে রাখতে চাচ্ছিল। তার সংসার ঝাপসা হয়ে আসছিল।

কিন্তু নন্দিনী ঠিক সময়ে চলে গেল।

আজ সারাদিন রোদ ছিল না। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তায় কাদা জমেছিল। জোলো হাওয়া বইছিল। যোগরঞ্জনের বুকে চাপা সর্দি ছিল। সে থেকে-থেকে নাক টানছিল। কাশছিল। এক-একবার চম্পাকে খুঁজছিল।

বাইরের ফ্যাকাশে আলোয় ড্রয়িংরুম অন্ধকার-অন্ধকার লাগছিল। চম্পা

সুইচ টিপে আলো জ্বালল। যোগরঞ্জন আপন মনে নন্দিনীর কথা—বিলেতের কথা ভাবছিল। এখন চম্পাকে দেখে হাসল।

চম্পা যোগরঞ্জনের জন্যে আদা দিয়ে চা করে এনেছিল। সেটা যোগরঞ্জনের সামনে রেখে চম্পা বলল, "ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে—জানলাটা বন্ধ করে দেব বাবা?"

"না মা। খোলা থাক," যোগরঞ্জন হেসে বলল, "আমি আকাশ দেখছি—"

"এই চেয়ারে বসুন না। জানলার কাছে বসলে ঠাণ্ডা লাগবে।"

"না না, কিছু হবে না," যোগরঞ্জন চায়ের কাপ মুখের কাছে এনে বলল, "লণ্ডনের আকাশ ঠিক এই রকম। সেখানেও এমন থেমে-থেমে বৃষ্টি হয়। সারাদিন এমন মেঘ করে থাকে।"

চম্পা মাথার ঘোমটা ঠিক করে বলল, "নন্দিনী চলে গেছে বলে বিলেতের কথা আপনার আরও বেশি করে মনে পড়ছে—না বাবা?"

"হ্যাঁ মা," পাইপ ধরাতে ধরাতে যোগরঞ্জন বলল, এখন ক'টা বেজেছে? নন্দা বোধ হয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে—"

"এত তাড়াতাড়ি?"

"আজকাল তো মোটে তেইশ ঘণ্টা লাগে। আমাদের আমলে এত সুবিধা ছিল না—জাহাজে এক দেড় মাস লাগত," তামাকের মিষ্টি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যোগরঞ্জন মনে মনে হিসেব করে বলল, "এখন লণ্ডনে প্রায় সকাল সাড়ে এগারোটা বেজেছে। ওখানে এখন শরৎ। ওদের শরৎ কিন্তু একেবারেই অন্য রকম। পাতা ঝরে যায়। শীতের ভয়ে ন্যাড়া গাছগুলো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—"

কথা বলতে-বলতে যোগরঞ্জন দেখতে পায় নি দরজার কাছে আশালতা এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে অসুস্থ মনে হচ্ছিল। সে এক-একবার যোগরঞ্জনকে দেখছিল আর তার মুখে অসন্তোষের রেখা আরও স্ফীত—আরও স্পষ্ট হচ্ছিল। আশালতার ইচ্ছে করছিল যোগরঞ্জনের মুখ থেকে টান মেরে পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে—একটা বিকট চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিতে। নির্বিকার অকর্মণ্য মানুষটাকে সে সহ্য করতে পারছিল না।

আশালতা ঝপ করে একটা সোফায় বসল। মুখ বাড়িয়ে চায়ের কাপ দেখল। চম্পার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বিলেতের গল্প শুনছিলে?"

চম্পা কিছু বলবার আগেই যোগরঞ্জন বলে উঠল, "হ্যাঁ। নন্দা তো পৌঁছে

গেল। এবার খুব ঘুরে বেড়াবে। এত দেখবার আছে লণ্ডনে! আমি যেদিন পৌঁছেছিলাম সেইদিনই—"

"থাম!" একটু বেশি জোরে কথা বলল আশালতা। যোগরঞ্জনের কান দুটো কট করে উঠল। চম্পা চমকে ফিরে তাকাল আশালতার দিকে।

আশালতা বলল, "বিলেতের গল্প শুনিয়েই তো এতদিন চালালে। কিন্তু এখন কেমন করে চলবে? ওই পাইপ দাঁতে চেপে বিলেত-বিলেত করলে কি সব বজায় থাকবে?"

যোগরঞ্জন শিথিল হাতে অ্যাস-ট্রের ওপর আস্তে পাইপ রেখে দিল। আশালতার কথার ঝাঁজ ওর শরীর চিরে-চিরে দিচ্ছিল। সজল ছায়া পড়েছিল কপালে। যোগরঞ্জন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। চম্পার দিকে আর সে মাথা তুলে তাকাতে পারছিল না।

আশালতা কর্কশ বিকৃতি স্বরে বলল, "বল এখন কী হবে? কাবেরী লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি খুঁজবে? ও নন্দা নয়—বুঝেছ?"

যোগরঞ্জনের বুক ঠেলে কাশি আসছিল। তা চাপবার চেষ্টা করে সে ভাঙা-ভাঙা অস্পষ্ট স্বরে বলল, "আমি কালই চিরঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করব—"

"টাকা ধার করবে?"

"চাকরির কথা বলব।"

একটা অপ্রকৃতিস্থ মেয়ের মতো হেসে উঠল আশালতা, "অমনি সে তোমাকে একটা লাখ টাকা মাইনের চাকরি দিয়ে দেবে, না?" হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে আশালতা রূঢ় ভর্ৎসনা করল যোগরঞ্জনকে, "এতদিন তোমার খেয়াল ছিল না যে নন্দা চলে গেলে সংসার অচল হয়ে যাবে? কার ভরসায় তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে?" আশালতার চোখ যোগরঞ্জনের পাইপের ওপর পড়ল। সে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে পাইপটা তুলে নিয়ে জোরে দেয়ালে ছুঁড়ে মারল। ঠক করে শব্দ হল। দেয়ালে কালো দাগ ধরল। পোড়া তামাক ছড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

এ ঘরে থাকতে চম্পার কষ্ট হচ্ছিল। সে আশালতার কথা শুনতে পারছিল না। যোগরঞ্জনকে ফেলে রেখেও চলে যেতে পারছিল না। একটা মায়ায় চম্পা দাঁড়িয়েছিল। একবার তার কাবেরীকে ডাকতে ইচ্ছে করছিল। সে হয়তো আশালতাকে থামিয়ে দিতে পারত। এখন আশালতার সঙ্গে কথা বলতে চম্পার সাহস হচ্ছিল না।

আশালতা থামল না। আবার কথা বলল, "নন্দাকে বিলেতের কথা বলে

লেকচার দেওয়া হচ্ছিল! সে তোমার লেকচারের ধার ধারে যে তোমার কথা মতো বিলেতে চলাফেরা করবে? তুমি তাকে পাঠাতে পেরেছ! সে বিলেত গেছে বলে নাচানাচি করতে তোমার লজ্জা করে না?"

যোগরঞ্জন অ্যাস-ট্রের কাছে হাতড়ে-হাতড়ে পাইপ খুঁজল। মেঝে দেখল। সেখানে তার পাইপ পড়েছিল। যোগরঞ্জন ভীত চোখ তুলে বলল, "আমি তো নন্দার বিলেত যাওয়ার কথা কাউকে বলি নি—"

"চম্পাকে কী বলছিলে?"

"আমি—" চম্পা আকুল হয়ে বলল, "আমি ওঁকে নন্দিনীর কথা জিজ্ঞেস করছিলাম মা—"

"ওই মানুষ কারুর জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা রাখে না চম্পা," আশালতা হাত নেড়ে বলল, "আমি সব জানি। কিন্তু আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে," সে যোগরঞ্জনের মুখের সামনে এসে দাঁড়াল, "আমি তোমাকে না খাইয়ে রাখব—অপদার্থ।"

আকণ্ঠ লজ্জায় যোগরঞ্জন ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। চম্পার সামনে যে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল আশালতা তা শুনতে-শুনতে যোগরঞ্জনের মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। সে এখানে এক মুহূর্তও থাকতে চাচ্ছিল না। কোথায় যাবে সেকথাও এই মুহূর্তে ভাবতে পারছিল না। যোগরঞ্জন চম্পার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে চাচ্ছিল। আশ্রয় খুঁজছিল।

আশালতার তখনও আরও কথা বলবার ছিল। তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল। তার চোখের সামনে থেকে আলোর রেখা মিলিয়ে যাচ্ছিল। গহন অন্ধকারে কোন অবলম্বনের কথা সে ভাবতে পারছিল না।

"আমার কোন শখ তুমি মেটাতে পার নি। শুধু গল্প বলে-বলে বয়স বাড়িয়েছ।" আশালতার গলায় কান্না কাঁপছিল, "তুমি যদি না থাকতে তাহলে তাহলে আমি বাঁচতাম। আমি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সাহায্য চাইতে পারতাম। কিন্তু আমি জানি, তুমি শিগগির মরবে না—আমাকেও বাঁচতে দেবে না—"

চম্পা আর স্থির হয়ে থাকতে পারছিল না। আশালতা আর যোগরঞ্জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার জোরে-জোরে নিশ্বাস পড়ছিল। সে ব্যাকুল স্বরে বলতে চাচ্ছিল, "বাবা, আমি আছি। মা, আমরা আছি। কিছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে—"

কিন্তু শুধু চম্পার ঠোঁট কাঁপল। কথা ফুটল না। আশালতা তখন সে-ঘর

থেকে চলে গেছে। চম্পা দেখল উত্তেজনায় অবশ হয়ে গেছে যোগরঞ্জনের দেহ। দুই হাতে মাথা চেপে ধরে সে সোফায় ডুবে আছে। চম্পা বুঝতে পারল না, তার জ্ঞান আছে কি-না।

"বাবা," চম্পা আস্তে ডাকল। যোগরঞ্জনের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। গা গরম। তার জ্বর ছিল।

যোগরঞ্জন মাথা থেকে হাত সরাল। চম্পার দিকে তাকাল। তার চোখ খালি-খালি লাগছিল। চম্পা তার কাতর মুখ দেখতে পারছিল না। তার নিজেরই লজ্জা হচ্ছিল। কথা আসছিল না।

ক্লান্ত জর্জর দেহ অল্প পরে টেনে হেঁচড়ে তুলল যোগরঞ্জন। তার শরীর থরথর করছিল। চটি পড়তে সময় লাগল। সে এখানে-সেখানে পা রাখছিল। চটি খুঁজে পাচ্ছিল না। যোগরঞ্জন কাশছিল। হাঁপাচ্ছিল। কাশতে-কাশতে হাঁপাতে-হাঁপাতে শ্লথ পা ফেলে-ফেলে সে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চম্পা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাবা কোথায় যাচ্ছেন?"

যোগরঞ্জনের হাত কাঁপছিল। পা কাঁপছিল। তার চোখ ভারী হয়ে উঠছিল। সে বিধুর আকাশ দেখল। তার গলাও কাঁপছিল, "আমি এখুনি আসছি।"

মাটি থেকে পাইপটা তুলে নিয়েছিল চম্পা। শাড়ি দিয়ে মুছে নিয়েছিল। সে দ্রুতপায়ে যোগরঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়াল, "বাবা, আজ বেরোবেন না। আপনার শরীর ভাল নেই। গায়ে জ্বর আছে। এখুনি আবার বৃষ্টি আসবে—"

যোগরঞ্জন ঘুরে দাঁড়াল। চম্পার হাতে পাইপ দেখল। চম্পা হাত বাড়াল। যোগরঞ্জনের ভয় লাগছিল। সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল। চম্পার হাত থেকে পাইপ নিয়ে যোগরঞ্জন পকেটে রাখল। তারপর বাইরে পা বাড়াল।

একটা করুণ নিষেধ তখনও হাওয়ায় কাঁপছিল, "বাবা!"

যোগরঞ্জন শুনল না। ফিরে দেখল না। টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আরও অন্ধকার হয়ে আসছিল। যোগরঞ্জনের শীত-শীত লাগছিল। বুক কনকন করছিল। খোঁচা খাওয়া, মুখে ফেনা ওঠা জন্তুর মতো ঊর্ধ্বশ্বাস গতিতে মেঘলা আলোয় যোগরঞ্জন রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছিল।

বৃষ্টি হচ্ছিল। থামছিল। অনেক রাত। পঙ্কজ ঘুমুচ্ছিল। চম্পা ঘুমতে পারছিল না। তার শ্রবণ উৎকর্ণ হয়ে ছিল। গেট খোলার ঝনঝন আওয়াজ

হবে কখন—কখন একটা ত্রস্ত উষ্ণ হাত দরজার ঘণ্টা টিপবে। ক্লান্ত অসুস্থ মানুষ ভিজে অন্ধকারে কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে!

কোন শব্দ হল না। থেকে-থেকে শুধু বৃষ্টির শব্দ আসছিল। কখনো-কখনো উদভ্রান্ত বাতাস দরজা জানলায় মাথা আছড়াচ্ছিল। চম্পা অন্ধকারে ছটফট করছিল। অন্ধকার তার ভাল লাগছিল না। তার পঙ্কজকে জাগাতে ইচ্ছে করছিল।

"ও গো—"

পঙ্কজ সাড়া দিল না। আবার ডাকল চম্পা। পঙ্কজ পাশ ফিরল। বিরক্ত হল। ওকে জাগাতে সাহস হল না চম্পার। এখন কড়া কথা শোনবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। সে আস্তে মশারি সরিয়ে মাটিতে পা রাখল। আলো জ্বালল না। সতর্ক আঙুলে দরজার খিল খুলে আশালতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

আশালতার ঘরে আলো জ্বলছিল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে চম্পা বন্ধ দরজায় টকটক শব্দ করল। দরজার কাছে মুখ এনে ভীত স্বরে ডাকল, "মা।"

"কে?" হুড়মুড় করে দরজা খুলে আশালতা চম্পাকে দেখল, "তুমি! এখনও ঘুমোও নি? কী হয়েছে?"

"বাবা তো এখনও ফিরলেন না মা।"

"তাই তুমি জেগে বসে আছ?" আশালতার হাসিতে এখনও বিদ্রূপের আভাস ছিল, "সারাজীবন ধরে আমাকে জব্দ করে এল কি-না—এখনও জব্দ করছে! ঘোষসাহেবের কাছ থেকে লাখ-লাখ টাকা নিয়ে ফিরবে—"

চম্পা ভয়ে ভয়ে ফিসফিস করল, "সেখানে একটা ফোন করলে হয় না?"

"কোন দরকার নেই," আশালতা রুক্ষ মুখে বলল, "ও মানুষ আমার বোঝা। থাকাও যা—না থাকাও তাই। যাবে কোথায়! কাল সকালেই ঠিক হাজির হবে। তুমি ঘুমতে যাও মা!"

আশালতা দরজা বন্ধ করে দিল। চম্পা ঘুমতে গেল না। সে জানত এখন তার ঘুম আসবে না। বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল চম্পা। শ্রবণ প্রখর করে তুলল। বিকেলবেলার মতো অন্ধকার ড্রয়িংরুমে এসে মধ্য রাত্রে সে আবার আলো জ্বালল। কেউ নেই। চম্পা দেখল চায়ের কাপটা এখনও পড়ে আছে। তার তৈরি আদা-দেয়া চা শেষ করে নি যোগরঞ্জন। কাপে অনেকটা চা ছিল। জুড়িয়ে-জুড়িয়ে কনকনে হয়ে গিয়েছিল।

ড্রয়িংরুমের খোলা জানলায় মুখ রাখল চম্পা। যতদূর দেখা যায় ততদূর দেখল। গাছ দেখা যাচ্ছিল। পাতার শব্দ হচ্ছিল। মানুষ ছিল না। রাতটাকে নৃশংস মনে হচ্ছিল।

যোগরঞ্জন ফিরে এল না। পরদিন না। তারপর দিনও না। সে ঘোষসাহেবের বাড়িতে ছিল না। কোথাও ছিল না।

যোগরঞ্জন চলে যাবার পর আশালতার সঙ্গে একটা কথাও বলে নি কাবেরী। চম্পার মতো অস্থিরও হয়ে ওঠে নি। এখন পঙ্কজের কাছে এসে কাবেরী কাঁদছিল।

"একটু খোঁজ কর দাদা!"

"কোথায় যাব বল?"

"কোন খবর নেই। কী হল—কোথায় চলে গেলেন," কাবেরী থেমে-থেমে কথা বলছিল। কান্না চাপবার চেষ্টা করছিল, "হাসপাতালগুলোয় একবার খোঁজ নেবে?"

পঙ্কজ চমকে বলল, "হাসপাতাল? বাবা তো খুব সাবধানে রাস্তায় চলাফেরা করতেন," কাবেরীর কথা শুনে পঙ্কজ স্থির থাকতে পারছিল না, "তুই কি অ্যাকসিডেণ্টের কথা ভাবছিস?"

কাবেরী কিছু বলতে পারল না। একটা অশুভ ছায়া কাঁপছিল। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল কাবেরী। তার মনে হচ্ছিল, যোগরঞ্জন আর ফিরবে না। তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না।

আশালতা কারুর সামনে আসতে পারছিল না। সংসারের কিছু দেখছিল না। সে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছিল। এক-একবার চম্পাকে কাছে ডেকে আশালতা বলতে চাচ্ছিল, "সেদিন বিকেলের কথা তুমি কাউকে বল না।"

আশালতা ভয় পেয়েছিল। তার ভাবনা বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল। সে বসে বসেই পঙ্কজকে বেরিয়ে যেতে দেখল। একটা কথাও বলতে পারল না।

আজ বৃষ্টি ছিল না। নন্দিনী যেদিন বিলেত যায় সেদিনের মতো আশ্বিনের রোদ ঝাউ-এর মাথায় ঝিলমিল করছিল। ছোট-ছোট অনেক পাখি ঘরের মধ্যে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। আশালতা নড়তে পারছিল না। মনে মনে অধীর হয়ে পঙ্কজের প্রতীক্ষায় বাইরে স্থির চোখ রেখেছিল। তার চোখে কান্না ছিল না। চোখ শুকনো খটখটে হয়ে গিয়েছিল।

পঙ্কজের ফিরতে অনেক দেরি হল। অন্ধকার গেটের কাছে আশালতা তাকে সব চেয়ে আগে দেখল। পঙ্কজের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। শার্ট ঘামে ভিজে গিয়েছিল। প্যাণ্টে কাদার দাগ লেগেছিল। সে জোর করে পা ফেলছিল।

পঙ্কজ ঘরে ঢুকতেই আশালতা শঙ্কা-জর্জর অস্থির মুখ তুলল। পঙ্কজকে চুপ করে থাকতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টি বুলিয়ে তার কানের কাছে মুখ এনে খুব আস্তে আশালতা জিজ্ঞেস করল, "খবর পেলি ?"

পঙ্কজের মুখ বেদনায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছিল। কথা বলল না। আশালতার কথার উত্তরে মাথা নেড়ে জানাল, খবর পেয়েছে।

আশালতা চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল। আর প্রশ্ন করতে তার সাহস হচ্ছিল না। সে আন্দাজে-আন্দাজে সব বুঝতে পারছিল। পঙ্কজের মুখ তার ঝাপসা মনে হচ্ছিল।

"বাবা আর নেই মা!"

আশালতার গলা চিরে যন্ত্রণা-কাতর স্বর বার হল, "নেই ?"

পঙ্কজের গলা কান্নায় ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছিল, "বাবা গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। লাস ভেসে-ভেসে অনেক দূর চলে গিয়েছিল—"

"তুই কেমন করে জানলি পঙ্কজ ?"

"আমি খবর পেয়ে ডায়মণ্ডহারবার থানায় গিয়েছিলাম।"

"দেখলি ?"

এক হাতে দুই চোখ চেপে ধরে পঙ্কজ বলল, "দেখা যায় না মা। দেহ ফুলে বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। শকুন ঠুকরে-ঠুকরে চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছিল। চেনা যায় না—"

"কেমন করে চিনতে পারলি ?"

"বাবার পকেটে ওঁর পাইপটা ছিল।"

ঠাণ্ডা কঠিন ঝাপটায় আশালতার মুখ রক্তশূন্য দেখাল। চেয়ার ছেড়ে পঙ্কজের দিকে হাত বাড়িয়ে সে কোন রকমে বলল, "পাইপটা আমাকে দে পঙ্কজ।"

"ওটা পুলিসের কাছে থাকবে মা," পঙ্কজ হু হু করে কাঁদছিল, "লাস মর্গে নিয়ে গেছে—"

আশালতা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

"বাবার দেহ চিরে-চিরে দেখা হবে শরীরে বিষ আছে কি না—"

"বিষ ?"

আশালতার ভয়ার্ত চিৎকার শুনে পঙ্কজ থেমে থেমে বলল, "কেউ আত্মহত্যা করলে তার লাস কেটে পরীক্ষা করা হয়—"

আশালতার বুকের মধ্যে কান্নার বড়-বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছিল। আশালতা কাঁদতে চাচ্ছিল। কাঁদতে পারছিল না। তার নিশ্বাস আটকে আসছিল। শ্রবণ বিকল হয়ে যাচ্ছিল। মাথায় আঘাত পড়ছিল। দৃষ্টি ক্ষীণ হচ্ছিল।

আশালতা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সে পঙ্কজকে ধরে দাঁড়াতে চাইল। পঙ্কজ তার ভার বহন করতে পারল না। আশালতা মাটিতে পড়ে চিৎকার করে কাঁদল।

॥ কুড়ি ॥

অন্ধকার হয়ে আসছিল। আলো জ্বালবার কথা আশালতার খেয়াল ছিল না। আবছা আলোয় আয়নায় সে নিজের ছায়া দেখছিল। কখনো হাসছিল। কখনো কাঁদছিল। তার হাত জোরে জোরে চলছিল।

আশালতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে গাঢ় লাল রঙের লিপস্টিক ঘষছিল। তার অস্থির আঙুল এ গালে পড়ছিল। ও গালে পড়ছিল। চোখ ছোট হয়ে আসছিল। চেহারা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। সে আয়নার আরও কাছে সরে যাচ্ছিল। মুখে রঙ ঘষতে ঘষতে গুনগুন করে ইংরেজি সুর ছড়াচ্ছিল।

অনেক পরে আশালতা থামল। বড় চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্ধকার ঘর ভাল করে দেখল। জোরে লিপস্টিক দেয়ালে ছুঁড়ে মারল। টক করে শব্দ হল। আশালতা দেয়ালের কাছে এসে অল্পক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল। দেয়ালে হাত রাখল। মাথা রাখল। আপন মনেই কান্না-কান্না গলায় বলে উঠল, "আই লাভ ইউ সো মাচ !"

আশালতা অনেকক্ষণ কাঁদল।

আরও অন্ধকার হচ্ছিল। বাইরেও আলো ছিল না। শীত আসছিল। থেমে থেমে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। স্থির ধোঁয়ার মতো কোথাও কোথাও কুয়াশা জমেছিল। রাস্তায় ইলেকট্রিক আলোর তারে স্বরোদের ঝঙ্কারের মতো ঝিনঝিন মিষ্টি শব্দ খেলছিল।

আশালতা চমকে মুখ তুলল। হাত ঘষে ঘষে চোখ মুছল। চোখের জল লেগে তার ঠোঁটের রঙ গালের এপাশে-ওপাশে আরও ছড়িয়ে পড়ল। আশালতার মুখে লাল আভা ফুটে উঠেছিল।

আশালতা আলমারির ওপর আছড়ে পড়ল। হঠাৎ খুশীতে অধীর হয়ে হাসির লহর তুলল। আলমারি খুলে বিশৃঙ্খল হাতে শাড়ি-ব্লাউজ সরিয়ে সরিয়ে তছনছ করে একটা লাল কোট টেনে বের করল। একটা ব্যাগ বের করল। কোট গায়ে দিল। ব্যাগ হাতে দোলাতে দোলাতে মিহি গলায় ডাকল, "বব্! ব—অ—ব্!"

যেন বব্ আশালতার জন্যে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে তার কাছে ছুটে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে পায়ে শাড়ি বেধে আশালতা ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে আশালতা বসে থাকল। তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। মাথা সামনে হেলে পড়ছিল। ঢুলতে-ঢুলতে হাত বাড়িয়ে সে গলা ছেড়ে ডাকল, "মা—মী, প্লিজ টেইক মি ইন! মা—মী! ট্রা-লা-লা-লা—"

আশালতার ভাঙা-ভাঙা চিৎকার শুনে সেই অন্ধকার ঘরে চম্পা এসে দাঁড়াল। সে আশালতার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। চম্পা আলো জ্বালল। আশালতার সামনে এসে করুণ চমকে সে বিমূঢ় বিষণ্ণ হল।

হাত বাড়িয়েই ছিল আশালতা। চম্পাকে স্থির চোখে দেখতে দেখতে আবার বলল, "মামী, প্লিজ টেইক মি ইন—"

"মা!"

আশালতা চম্পার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। তার গাল টিপে আদর করে বলল, "আই লাভ ইউ সো মাচ।" কথা বলতে বলতে আশালতা ঝরঝর করে কাঁদল।

"মা, একটু ঘুমবেন?"

আশালতা চম্পার কথা শুনল না। তার মুখের সামনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভারী স্বরে বলতে লাগল, "হি উইল বি কামিং ব্যাক উইথ টনস্ অব মানি। উই শ্যাল বি ফ্লাইং টু লণ্ডন।' ট্রা-লা-লা-লা-লা-লা!···আই লাভ ইউ সো মাচ্—সো মা—চ্!"

"মা!" চম্পা আশালতার কপালে হাত দিল। গালে হাত দিল। মাথায় হাত দিল। তাকে আস্তে আস্তে খাটের কাছে নিয়ে এল। ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

আশালতা শুয়ে শুয়ে চুলে হাত দিয়ে ছটফট করতে লাগল, "গিভ মি এ পেয়ার অব সিজারস্ প্লিজ। আই ম্যুড লাইক টু ড্রেস মাই হেয়ার। ববড্। ব—অ—ব্! প্লিজ টেইক মি টু লণ্ডন। আই লাভ ইউ সো মাচ্!"

চম্পা আশালতার মাথায় হাত ঝুলিয়ে দিচ্ছিল, "এবার ঘুমোন। একটু ঘুমোন—" কথা বলতে বলতে চম্পার গলা ধরে আসছিল।

আশালতা পাশ ফিরল। চম্পার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। হাসতে লাগল। শুয়ে থাকতে চাইল না। ওঠবার চেষ্টা করল। চম্পা তাকে উঠতে দিল না। ভুলিয়ে ভুলিয়ে শুইয়ে রাখল। আর অনেক পরে আশালতার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে চম্পার মনে হল এখন হয়তো সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

চম্পা গোটা ঘরটা দেখল একবার। আলমারি খোলা। শাড়ি-ব্লাউজ মেঝেতে ছড়িয়ে ছিল। লিপস্টিক ড্রেসিং টেবিলের নীচে পড়েছিল। ছোট টেবিলের ওপর আশালতার এক পাটি স্লিপার দেখা যাচ্ছিল।

চম্পা উঠে দাঁড়াল। অগোছাল ঘর দেখতে দেখতে তার মন ভারী হল। সে নিচু হয়ে ছড়ানো শাড়ি-ব্লাউজ তুলে ভাঁজ করল। সব গুছিয়ে রেখে আলমারি বন্ধ করল। লিপস্টিক ঠিক জায়গায় রাখল। টেবিলের ওপর থেকে স্লিপার সরিয়ে নিল।

ঘর গুছিয়ে দূর থেকেই আশালতার দিকে চম্পা তাকাল। আশালতা সত্যিই ঘুমচ্ছিল। তার মুখ হাসি-হাসি দেখাচ্ছিল। চম্পা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখল। তারপর আলো নিভিয়ে আশালতাকে বারবার পিছন ফিরে দেখতে দেখতে সংসার দেখতে গল।

নিজের ঘরে থাকতে পঙ্কজের ভাল লাগছিল না। সে কাবেরীর ঘরে বসেছিল। কোন দিকে দেখছিল না। চেয়ারে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বন্ধ করে ছিল। কথা বলছিল না।

কাবেরীর সামনে অনেক বই ছিল। একটা বই খোলা ছিল। বই-এর পাতায় চোখ ছিল না তার। সে কখনো পঙ্কজের দিকে দেখছিল। কখনো ওপরে তাকাচ্ছিল। পড়বার ইচ্ছে ছিল না কাবেরীর? সে পড়তে পারছিল না। অক্ষরগুলো ঝাপসা মনে হচ্ছিল।

কাবেরী নন্দিনীর কথা ভাবছিল। যোগরঞ্জনের কথা ভাবছিল। আশালতার কথা ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে তার চোখ কটকট করছিল।

মাথা ঝিমঝিম করছিল। কাবেরী অসংযত আঙুলে ঘন ঘন বই-এর পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

বাড়ি খালি-খালি লাগছিল। নন্দিনী ছিল না। যোগরঞ্জন ছিল না। আশালতাও আর বেশিদিন থাকবে না। তার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছিল। তাকে বাড়িতে রাখা যাবে না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

আশালতা ভাল হবে কি-না কে জানে!

অনেক পরে চোখ খুলে পঙ্কজ কাবেরীকে আস্তে জিজ্ঞেস করল, "পড়ছিস না?"

কাবেরী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না।"

"ভাল লাগছে না?"

"উঁ হু।"

"তবে আজ আর পড়িস না।"

যে বইটা খোলা ছিল, কাবেরী সেটা বন্ধ করে আর একটা মোটা বই খুলল। বই-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি আর পড়ব না—"

"পড়িস না। খাবি এখন?"

একটা লাল পেনসিল এক টুকরো সাদা কাগজের ওপর জোরে ঘষতে ঘষতে কাবেরী বলল, "আমি পরীক্ষা দেব না।"

পঙ্কজ ম্লান হাসল। কাবেরীর কাছে এসে তার পিঠে হাত রাখল। তাকে সান্ত্বনা দিল, "কী করবি বল! তোর মন খুব খারাপ হয়ে আছে—না রে!"

"আমি চাকরি করব দাদা।"

এখন কাবেরীর কথা পঙ্কজ বুঝতে পারল। হঠাৎ সে কেন লেখাপড়া ছেড়ে চাকরি করতে চায় তা-ও বুঝল। সব বুঝতে পারলেও কাবেরীর পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"না হলে চলবে না।"

"চলবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"তোমার খুব কষ্ট হবে দাদা—"

"হোক," একটু জোরে কথা বলল পঙ্কজ, "তোর পরীক্ষার মোটেআর কয়েক মাস বাকি—এখন লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি করলে তোর কষ্ট হবে না?"

কাবেরী অল্প হেসে বলল, "না।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কী ভাবতে ভাবতে পঙ্কজ বলল, "একটা ছোট বাড়ি খুঁজছি। হয়তো শিগগিরই পেয়ে যাব। তখন আর বেশি অসুবিধা হবে না।"

কাবেরী আরও জোরে কাগজে পেনসিল ঘষল, "এ বাড়ি ছেড়ে দেবে ?"

"এত বড় বাড়িতে শুধু শুধু বেশি ভাড়া দিয়ে থাকবার কী দরকার," নিশ্বাস ফেলে পঙ্কজ বলল, "তা ছাড়া খরচ তো এখন সব দিক থেকে কমাতেই হবে।"

কাবেরী পেনসিল ঠেলে দিয়ে বলল, "তাই বলছিলাম আমি এখন একটা চাকরি খুঁজে নিলে—"

পঙ্কজ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না।" সে একটা সিগ্রেট ধরাল। অ্যাস-ট্রের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাল। এ ঘরে অ্যাস-ট্রে ছিল না। দেশলাই-এর পোড়া কাঠি হাতে নিয়ে বসে থাকল পঙ্কজ। মাটিতে ছাই ঝাড়তে লাগল।

একটু পরে পঙ্কজ হঠাৎ বলল, "চম্পা বলছিল—"

"কী ?"

"তোর বিয়েটা দিতে পারলেই এখন সব চেয়ে ভাল হত।"

কাবেরী জোরে-জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, "না—কখখনো না !"

"কেন রে ?" পঙ্কজ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল, "এই বিশৃঙ্খল সংসারে তুই লেখাপড়ায় ভাল করে মনই দিতে পারবি না। মা-র অবস্থা কখন কেমন হয় ! তার চেয়ে," পঙ্কজ থেমে থেমে বলতে লাগল, "তোর যদি একটা ভাল বিয়ে হয়ে যায় তহেলে অনেক শান্তিতে থাকবি।"

কাবেরী বই-এর পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে মুখ নামিয়ে বলল, "তোমাদের সকলকে ছেড়ে একা অন্য কোথাও গিয়ে আমি শান্তিতে থাকতে চাই না দাদা।"

পঙ্কজ অনেকক্ষণ সিগ্রেট ঠোঁটে চেপে রাখল। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় ওর চোখে জল আসছিল। সে বারবার হাত নেড়ে মুখের সামনে ধোঁয়া সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিল। পঙ্কজ কাবেরীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

বাইরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটা গাড়ির বুজবুজ শব্দ হল।

আজ প্রথম গাড়ির শব্দ শুনে কাবেরী চমকে উঠল। মুখ তুলে বাইরে তাকাল। একবারও হর্ন বাজল না। গাড়ি চলছিল। আস্তে, খুব আস্তে দুলে চলে যাচ্ছিল।

এখান থেকেদেখা না গেলেও কাবেরী বুঝতে পারল এ বাড়ির দিকে দেখতে দেখতে শচীন নাগ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। নন্দিনী না থাকলেও এখনও রোজ রাত দশটা কি এগারোটায় এ বাড়ির সামনে দিয়ে সে একবার ঘুরে যাবেই।

কাবেরী মুখ নামিয়ে নিল। সে শচীনের কথাই ভাবছিল। ভাবতে-ভাবতে তার মনে গভীর অনুকম্পা জাগছিল। কাবেরী ভাবছিল, যে দিন

বাড়ি ছেড়ে তারা অন্য কোথাও ছোট বাড়িতে উঠে যাবে—তার আগের রাতে, দশটা কি এগারোটায় যখন শচীন আসবে তখন কাবেরী হাত দেখিয়ে তার গাড়ি থামাবে।

শচীনের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখতে-দেখতে কাবেরী সাহস করে স্পষ্ট বলবে, "কাল আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমাদের নতুন বাড়িতে আপনি ঠিক আসবেন। এমন করে বাইরে থেকে ঘুরে যাবেন না। আমাদের খারাপ লাগে। ভেতরে এসে বসবেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।"

কাবেরী আবার লাল পেনসিল তুলে সাদা কাগজে জোরে-জোরে ঘষতে লাগল। ঘস ঘস শব্দ হচ্ছিল।

তখন, কেউ দেখল না, পা টিপে-টিপে পঙ্কজের পিছনে আশালতা এসে দাঁড়াল। সে খালি পায়ে এসেছিল। একটা সাধারণ সাদা শাড়ি পরেছিল। তার সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা ছিল। পঙ্কজের গলা জড়িয়ে ধরে আশালতা ছোট মেয়ের মতো আব্দার করল, "পাইপটা আমাকে দে পঙ্কজ। দে—"

পঙ্কজ মুখ ফিরিয়ে নিল। আশালতার দিকে তাকাতে পারল না। একটা অসহায় মানুষের মতো নিজের কপাল চেপে ধরল। আস্তে আস্তে আশালতার হাত সরিয়ে তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে কাবেরীর ঘর থেকে পঙ্কজ বেরিয়ে গেল।

আশালতা পঙ্কজকে দেখল না। তার উত্তরের অপেক্ষা করল না। সে কাবেরীর সামনে এল। কাবেরীকে দেখতে-দেখতে আশালতা হাঁপাচ্ছিল। তাকে ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল। দুই হাতে কাবেরীর মাথা চেপে ধরে জোরে অনেকক্ষণ ঝাঁকিয়ে দিল আশালতা।

"এই বোকা মেয়ে! এখনও বই-এ মুখ গুঁজে আছিস! যা—বাইরে যা। এমন করে ঘরে বসে থাকলে তোর কিচ্ছু হবে না। তোর সব আমি পুড়িয়ে দেব—" আশালতা এক-একটা মোটা-মোটা বই টেনে-টেনে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

কাবেরী বাধা দিল না। সে জানত বাধা পেলে আশালতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। কাবেরীর অল্প-অল্প ভয় লাগছিল। ভীত দৃষ্টিতে সে আশালতাকে দেখছিল।

অল্প পরেই শান্ত হল আশালতা। ক্লান্ত হল। কাবেরীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, "এই, রবীন বিশ্বাস নতুন বড় গাড়ি নিয়ে এসেছে। বেড়াতে যাবি না? রবীন বিশ্বাস।"

আশালতার চোখ জ্বলজ্বল করছিল, "বাইশ শো টাকা মাইনে! যাবি না?"

সে কয়েক মুহূর্ত থামল। মাথা দোলাল, "না না, আমি যাব না। আমি বিলেত যাব—"

কাবেরীকে ছেড়ে আশালতা পিছনে সরে গেল। জানালায় মুখ রেখে বাইরে তাকাল। হঠাৎ ভয় পেল। কাঁদল। চাপা স্বরে বলল, "কিন্তু শরীর চিরে-চিরে পুলিস ঠিক বিষ পাবে। আমি—আমিই তার শরীরে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি। পুলিস আমাকে ধরে নিয়ে যাবে—"

"না না না, আমি যাব না। আমি বিলেত যাব। ব—অ—ব, প্লিজ টেইক মি টু লণ্ডন। কুইক! আই লাভ ইউ সো মাচ্!"

পুলিসের ভয়ে আশালতা টেবিলের তলায় লুকোতে গেল। তার হাতের ঠেলায় একটা চেয়ার উল্টে পড়ল। কিন্তু কাবেরী স্থির হয়ে বসেছিল। সে উঠল না। আশালতাকে ধরল না। নড়ল না।

দক্ষিণ কলকাতার সব বাড়িতে আলোর প্রয়োজন শেষ হয়েছিল। অন্ধকারে মানুষগুলো বিশ্রাম করছিল। ঘুমচ্ছিল। অনেকক্ষণ আগে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে শেষ ট্রাম ডিপোয় ঢুকেছিল। গাড়ির হর্নও আর শোনা যাচ্ছে না। হেমন্তের আকাশে শীতের শঙ্কা ছিল। শিশিরে ঘাস ভিজছিল।

কিন্তু বিশ্রামের অন্ধকারেও তখন একটা বাড়িতে আলোর প্রয়োজন ছিল। আলো নিভিয়ে দেবার সাহস হচ্ছিল না পঙ্কজের। আশালতা অন্য ঘরে চিৎকার করছিল। চম্পা তাকে ভোলাচ্ছিল। পঙ্কজ ঘুমিয়ে পড়ে সব ভুলতে চাচ্ছিল। তার ঘুম আসছিল না। রাত বাড়ছিল।

একা-একা অবসাদে জীর্ণ স্থবিরের মতো পঙ্কজ সব দেখছিল। সব শুনছিল। সে দেখতে চাচ্ছিল না। শুনতে চাচ্ছিল না। অন্ধ হয়ে যেতে চাচ্ছিল। বধির হয়ে যেতে চাচ্ছিল। এখানে থাকতে পারছিল না। চম্পার সঙ্গে অন্য কোথাও আত্মগোপন করে থাকতে ইচ্ছে করছিল। একা থাকার মতো মনের জোর তার আর ছিল না বলে সে এখন মনে মনে চম্পার ওপর নির্ভর করছিল। আয়নায় একটা ক্লান্ত দেহের অর্ধাংশের ছায়া পড়েছিল।

ঘরে ঢুকেই প্রথম চম্পা অনেক রাতে আয়নায় একটা ক্লান্ত মুখের ছায়া দেখল। পরে মানুষটাকে দেখল। চম্পার ক্লান্তি ছিল না। অবসাদ ছিল না। সে পঙ্কজের কাছে আসতে পারছিল না। ইতস্তত করছিল। চম্পা পঙ্কজের মুখ দেখছিল। মন বুঝছিল না।

"মাকে ঘুম পাড়িয়ে এলে ?" চম্পার মুখে একটাও কুঞ্চিত রেখা ছিল না। কিন্তু পঙ্কজ তাকে অবসন্ন ভাবছিল। তার ক্লান্তি অপসারণের চেষ্টায় পঙ্কজ অনুকম্পা ভাষায় প্রকাশ করছিল।

"হ্যাঁ," চম্পা দূরে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি এখনও জেগে আছ কেন? রাত তো অনেক হল। ঘুমবে না ?"

"তুমি ঘুমবে না ?"

ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে একটা চিরুনী তুলে নিল চম্পা। পঙ্কজের কথা মধুর মনে হচ্ছিল। চম্পার বিস্ময় জাগছিল। বিস্ময় গোপন করবার জন্যে সে অন্য দিকে তাকিয়ে খোলা চুলে ক্ষিপ্ত হাতে চিরুনী চালাচ্ছিল।

চম্পা বলল, "আমিও ঘুমব।"

চম্পা দেখল না। পঙ্কজ মাথা নাড়ল, "না, তুমি ঘুমবে না। সারারাত জেগে থাকবে। বারবার মা-র ঘরে যাবে—"

পঙ্কজের মৃদু উষ্মার কারণ চম্পা বুঝল না। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। চিরুনী হাতে নিয়ে পঙ্কজকে দেখতে দেখতে সে বলল, "মা-র চিকিৎসার কী করলে ?"

"আমি কী করব চম্পা—আমি কী করব—" নিজের অসহায় অবস্থার কথা পঙ্কজ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করল। মাথায় হাত রেখে বলল, "আমার কিছু করবার নেই।"

চম্পা চিরুনী ফেলে দিল। সে এখন দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। নিবিড় মমতায় আস্তে আস্তে পঙ্কজের কাছে এগিয়ে আসতে তার কোন দ্বিধা ছিল না। পঙ্কজের চোখ বন্ধ ছিল। সে কিছু দেখছিল না। শুধু চম্পার কেশের ঘ্রাণ নিচ্ছিল।

পঙ্কজের মনে হচ্ছিল নিজে চোখ বন্ধ করে থাকলে চম্পাও তার যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখতে পাবে না। কিন্তু চম্পা সে-মুখ দেখছিল। একটা উষ্ণ স্পর্শে পঙ্কজ চোখ খুলল। চম্পা তার গায়ে হাত রেখেছিল।

পঙ্কজ বলল, "কী ?"

"তুমি অমন করে ভেঙে পড়ো না।"

পঙ্কজ চম্পার হাত হঠাৎ শক্ত করে ধরল। দুঃখের কঠিন জাল তার মন থেকে সব সঙ্কোচ সংশয় হরণ করে নিচ্ছিল। চম্পার অটুট ধৈর্যের ছায়ায় সে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। তার কাঁধে ভর করে মাইল-মাইল অন্ধকার পার হয়ে যেতে চাচ্ছিল।

পঙ্কজ বলল, "সব ভেঙে পড়ছে চম্পা। সব চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মা-র

অবস্থা খারাপ হচ্ছে। কাবেরী চাকরি খুঁজতে চাইছে। তুমি শেষ হয়ে যাচ্ছ—"

"না না," চম্পা বাধা দিয়ে বলল, "কেউ শেষ হয়ে যাচ্ছে না—"সে চুপ করে থাকল। একটা কথা বলতে চাচ্ছিল। বলবে কি না ভাবছিল।

পঙ্কজ ধৈর্য হারিয়ে বলল, "এত ভার আমি বইতে পারব না।"

চম্পা জিজ্ঞেস করল, "তুমি খরচের কথা ভাবছ?"

"হ্যাঁ। মা-র চিকিৎসার কথা ভাবছি।"

এখন চম্পার কোন ভাবনা ছিল না। কিন্তু কথা বলতে সে ইতস্তত করছিল।

পঙ্কজের ভার লাঘবের একটা সহজ উপায় তার জানা থাকলেও মন থেকে শেষ কাঁটাটা সে তুলে নিতে পারছিল না। চম্পা পঙ্কজের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেল। আড়াল রচনা করবার জন্যে হলদে আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালল। আবার চিরুনী হাতে নিল।

চম্পা বলল, "তুমি ভেব না। মা-র চিকিৎসা হবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না, কিছু হবে না," বেতের চেয়ারে পঙ্কজের শরীর ভেঙে যাচ্ছিল, "অনেক টাকা লাগবে। আমাদের কিছু নেই।"

হেমন্তের রাত থর থর করছিল। একটা শব্দের তরঙ্গ চম্পার মন তোলপাড় করছিল। দুর্বার গতিতে রাতের অন্ধকার ছুটে যাচ্ছিল। পিছিয়ে যাচ্ছিল।

চম্পা বাইরে তাকিয়ে বলল, "আমার কিছু টাকা আছে," পঙ্কজ চম্পার দিকে তাকিয়েছিল। তাকে লক্ষ্য করতে-করতেই চম্পা বলল, "গয়নাও আছে—"

চম্পা কথা শেষ করতে পারল না। তার ভয়-ভয় লাগছিল। সে আয়নায় নিজের শঙ্কাতুর মুখ দেখছিল। মাথায় বারবার চিরুনী চালাচ্ছিল।

একটু পরে চম্পা আবার কথা বলল, "মা-র চিকিৎসা হবে।"

চম্পার কথা বুঝতে পঙ্কজের সময় লাগল। যখন বুঝল তখন নীল আলোর আভায় তার মুখ পাংশু হল। পঙ্কজের দুঃসময়ে তার এই সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পঙ্কজ মরমে মরে যাচ্ছিল। চম্পার ঐশ্বর্য হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবার শক্তি তার ছিল না।

চম্পা পঙ্কজের কাছে এগিয়ে আসছিল। আসতে আসতে থামল। শঙ্কা বিজড়িত নয়ন মেলে বলল, "কী ভাবছ?"

দ্বিধায় আবেগে ভেঙে চুরে গিয়ে পঙ্কজ বলল, "না না—"

চম্পার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। পঙ্কজের প্রত্যাখ্যানে ব্যথিত দীর্ণ হয়ে সে বলল, "আমার কিছু নেবে না? কিন্তু ওসবের আমার আর দরকার নেই। ওগুলো নিয়ে আমি কী করব!"

পঙ্কজ বসে থাকতে পারল না। চম্পা তাকে হৃদয় দিচ্ছিল। শক্তি দিচ্ছিল। পঙ্কজের হৃদয় ছিল না। শক্তি ছিল না। চম্পা তাকে সব দিচ্ছিল। পঙ্কজ চম্পাকে কাছে টানল। বুকে রাখল।

"তোমার কাছ থেকে সব নিয়ে নিলাম চম্পা কিন্তু এ সংসারে এসে তুমি কী পেলে!"

"অনেক পেয়েছি।"

"সব ছাড়লে—সব দিয়ে দিলে!"

পঙ্কজের উষ্ণ বন্ধনে ফুরিয়ে যেতে চাচ্ছিল চম্পা, "কী-ই বা ছিল আমার!"

"আমারই বা কী আছে!"

সোহাগে নত হয়ে চম্পা বলল, "তোমার কাছে আমার এখনও চাইবার আছে," সে পঙ্কজের অনুমতি ভিক্ষা করল, "চাইব?"

পঙ্কজ কথা বলতে পারল না। একটা নির্লজ্জ দৈন্য তার মন আচ্ছন্ন করেছিল। ভাঙাচোরা সংসারের এই রিক্ত মুহূর্তে চম্পা তার কাছে কী চাইবে সে বুঝতে পারছিল না। চম্পাকে অনুমতি দেবার সাহস পঙ্কজের ছিল না বলে সে মূক হয়ে থাকল।

চম্পা আবার বলল, "চাইব?"

এখনও পঙ্কজ কথা বলতে পারল না। শুধু মাথা হেলিয়ে চম্পাকে অনিচ্ছায় বুঝিয়ে দিল, "চাও।"

পঙ্কজের বুকে কপাল ঘষে চম্পা বলল, "আমাকে আর একদিন ময়দানে নিয়ে যাবে?"

চম্পার চাওয়া পঙ্কজের মর্মমূলে আঘাত করল। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। তার বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছিল। সে চম্পার মাথা বুকে রাখতে পারছিল না। পঙ্কজের শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল। মনে আগুন দপদপ করছিল। চম্পার চাওয়ার কথা শুনে সে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না।

চম্পা মাথা তুলে মৃদু নীল আলো দেখল। হেমন্তের অন্ধকার দেখল। পঙ্কজের অনুতাপ অনুভব করতে না পেরে চম্পা তার বাসনা পূর্ণ করার আশায় তাকে আশ্বাস দেবার জন্যে আকুল স্তিমিতস্বরে বলল, "দিনের আলোয় না। তুমি আমাকে রাতের অন্ধকারে নিয়ে যেও। কেউ দেখতে পাবে না।"

চম্পার শক্তির দীপ্তিতে হৃদয়ের গৌরবে পঙ্কজ জেগে উঠল, "রাতের অন্ধকারে না। দিনের আলোয় আমি তোমার সঙ্গে সব জায়গায় যাব।"

"আমি আর কিছু চাই না!"

চম্পা উৎসুক হল। উৎকর্ণ হল। সব প্রাচীর ভেঙে যাচ্ছিল। ভাঙাচোরা সংসারে দাঁড়িয়েই প্রান্তরের পড়ন্ত আলোয় উদ্ধত বৃক্ষসারির পিছনে সে ছিন্নভিন্ন সাদা নীল মেঘ দেখছিল। ঘাসের খসখস শব্দ শুনছিল। জাহাজের বাঁশি শুনছিল।

শেষ